সমরশায়িনী ।

ঐতিহাসিক উপাখ্যান ।

প্রথম খণ্ড ।

শ্রীমদনমোহন মিত্র ।

প্রণীত ।

কলিকাতা ।

এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান প্রিণ্টিং ওয়ার্কস য

শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

বিজ্ঞাপন।

সমর-শায়িনী প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। অতি সত্বর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে যত্নবান্ রহিলাম, এক খণ্ডে প্রস্তাব সম্পূর্ণ করিব পূর্ব্বে এরূপ আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রস্তাবের শাখা প্রশাখা, অনুমানাতিরিক্ত বিস্তৃত হওয়াতে অগত্যা দুই খণ্ডে প্রচার করিতে হইল।

উপাখ্যানোল্লিখিত ব্যক্তি ও ঘটনা সমূহের পরিচয় স্মরণ থাকিতে থাকিতে প্রস্তাবের অপরার্দ্ধ পাঠকবর্গের করকমলে উপস্থিত করিব।

পাঠকবৃন্দেয় মনোরঞ্জন করাই উপাখ্যানের প্রধান উদ্দেশ্য, সমর-শায়িনী দ্বারা এই উদ্দেশ্য কতদূর সংসাধিত হইবে বলিতে পারি না ইতি।

সন ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীমদনমোহন মিত্র।

বিজ্ঞাপন।

সমরশায়িনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পৃথক পৃথক বিক্রীত হইয়াছিল, কিন্তু এবার দুই খণ্ড একত্রে বাঁধাইয়া প্রচার করিলাম। মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন করিলাম না—পূর্ব্বমতই রহিল। ইতি—

আষাঢ় ১২৮৮ সাল।

কলিকাতা
শ্যামপুকুর
পদ্মনাথের গলি।

শ্রীঅধরনাথ মুখোপাধ্যায়।
প্রকাশক

সমরশায়িনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ
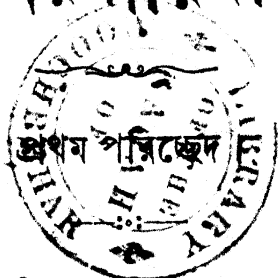
"মানস মুপৈতি কেয়ং চিত্রগতা রাজ হংসীব।"

আহা কি মনোহর চিত্রপট! এরূপ মনোহারিণী মূর্ত্তি কখন কাহারও নয়নাদর্শে বিম্বিত হইয়াছে কি না সন্দেহ, এ প্রতিরূপ কল্পিত—না প্রকৃত, তাহা স্থির করা সহজ নহে। আকর্ণ বিশ্রান্ত লোচন দ্বয়, অলৌকিক সুগঠিত ভুজ, চরণ, অঙ্গুলি নিকুর, অসাধারণ মনোহর আনন শোভা, হেম চম্পক বিলম্বিবর্ণ, লোভনীয় যৌবন-শ্রী—সন্দর্শন করিলে, সহসা কোন সুরসিক শিল্পীর পরিকল্পনা বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু, রসজ্ঞ চিত্র বিজ্ঞানবিদগণের এরূপ ভ্রম সম্ভাবিত নহে। মনুষ্যের কল্পনা এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সুমধুর হইতে পারে না। শারদীয়-চন্দ্র শোভা, বাসন্তি-কুসুম বিলাস, মন্দ মলয়ানিল-হিল্লোল, বৈশাখ দিবস পরিণাম, মকরন্দ-মধুরিমা, যাহার কল্পনা সম্ভূত,—এই অপূর্ব্ব রূপও তাঁহারই সহস্ত রচিত। বস্তুতঃ—ইহা বিধাতার মানস সরোবরের স্বর্ণ কমল বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে।

অনেকে মনে করেন—নম্রতা, উদারতা, মধুরালাপ, পবিত্র-প্রেম-

ভাব ও বিদ্যা প্রভৃতি নানা গুণই মনোহারিতার কারণ, আকৃতি, চিত্ত-দ্রাবিতার তাদৃশ উপকরণ নহে।

কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনুমিত হইবে, আকৃতি যেরূপ প্রেমিকের সুকুমার হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে, এরূপ কথনই অন্যান্য গুণের ক্ষমতা নাই। ইতর লোকের কথা যাহাই হউক, পৃথিবীর প্রভাবশালী প্রধান উন্নত লোকেরা প্রায়ই রূপের পক্ষপাতী। প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ভারতবর্ষীয় কবিগণ, পুরাকাল হইতে বর্ণন করিয়া আসিতেছেন, রবির সহিত নলিনীর চিরপ্রণয় যোজিত আছে, রবি কি কখন পদ্মিনীর মধু রসাস্বাদন বা শরীরের কোমলতা ও বিলাস্ কোনরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছেন? পদ্মিনীই কি রবির উত্তাপ ভিন্ন আর কোন গুণের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছে?—কখনই নহে—তবে তাহাদের প্রেম সংঘটিত হইল কেন? যাঁহাদের প্রকৃত হৃদয় আছে, তাঁহারা আকৃতি-তেই সমুদয় মনের ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, কথা বলিবার প্রয়ো-জন কি? লোচনের ভাবভঙ্গি কি মন জানিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে? যে চিত্রপট দ্বারা আকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মনের সমুদয় ভাব, প্রকৃতি, ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া যে হৃদয়ান্তরে অনুরাগ সঞ্চারিত হইবে আশ্চর্য্য নহে। এই চিত্রপটখানি কাহার কর্ত্তৃক চিত্রিত হই-য়াছে, তাহা জানিবার জন্য কোন ব্যক্তির কৌতূহল জন্মাক, আর নাই জন্মাক, কোন্ কামিনীর রূপ চিত্রিত, তাহার পরিচয় জানিবার নিমিত্ত বোধ করি অনেকেরই ব্যগ্রতা হইতে পারে। এই চিত্র-গতা কামি-নীর রূপ লইয়া, চারিজন রসিক পুরুষ যে আন্দোলন ও কথোপকথন করিতেছেন—তাহাই প্রথমে বর্ণিত হইতেছে।

এই ব্যক্তি চতুষ্টয়ের একতম—সম্রাট আরঙ্গজীব, আর তিন জন

তাঁহার প্রিয়বয়স্য, এক জনের নাম মীর হুসেন, অন্য জনের নাম, রোশন আলী, অপর ব্যক্তি দেবদাস ব্রহ্মা। সম্রাট আরঙ্গজীব ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের পরিচিত। তাঁহার চরিত্র, প্রকৃতি, প্রভাব ও সমৃদ্ধি ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে স্পষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সম্রাট অতিকষ্টে চিত্রপট হইতে নেত্র আকর্ষণ করিয়া একবার চারিদিক্ দৃষ্টিনিঃক্ষেপ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।

"এ উদ্যান কি মনোহর। একবার অবলোকনমাত্র নয়ন শীতল হয়। তরু গুল্ম লতারাজির হরিতিমা, নিবিড় পত্রাবলীর সুস্নিগ্ধচ্ছায়া, স্থলে স্থলে, হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাক্ষেত্র, কুসুম সমূহের সৌরভ ও রূপ শোভা, বিহঙ্গমগণের সুললিত গান, প্রভৃতির দ্বারা কাহার অন্তঃকরণ না বিমোহিত হয়? আমার পিতা পিতামহগণ অনেক যত্নে ও আয়াসে, অনেক রত্ন সংগ্রহ করিয়া এ উদ্যানটী সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই এতকাল ইহার প্রকৃত শোভা ও বিন্যাস সম্পাদিত হয় নাই, অদ্য বিধাতা তাহার সজ্জোপযোগী রত্ন মিলাইয়াছেন,"

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন।

"যদি এ প্রতিরূপ কল্পিত না হয়, যদি যাহার প্রতিরূপ সে গুণবতী জীবিত থাকে, যদি বিধাতা একান্ত প্রতিকূল না হন, যদি অচির কাল মধ্যে কালকবলে প্রবিষ্ট না হই—তাহা হইলে একদিন সে বিলাসিনী অবশ্যই এ উদ্যান শোভিনী এবং এ দগ্ধ হৃদয়ানন্দদায়িনী হইবে সন্দেহ নাই।"

আবার চিত্রের দিকে গাঢ় মনোনিবেশ পূর্ব্বক বন্ধু ত্রয়ের সহিত বিশ্রব্ধ ভাবে মধুরালাপ করিতে লাগিলেন।

"হুসেন রোশন দেবদাস বল দেখি এ প্রতিরূপখানি তোমাদের নিকট কেমন বোধ হয়? সত্য কথা স্পষ্ট বলিতে গেলে কি, তোমরা

এরূপ বলিবে না? যে "—আমাদের মন এ চিত্র-গতরূপ দ্বারা হৃত হইয়াছে।"

হুসেন। "মনত সকলের সমান নয়—কেহ সঙ্গীত প্রিয়, কেহ বা কাব্যানুরাগী, কাহারও বা চিত্র দর্শনে সমধিক স্পৃহা, আলেখ্য সকলের নিকট তাদৃশ মনোজ্ঞ নহে, বিশেষ বিবেচনা করিলে দেখা যায়, চিত্রে এমন কি চিত্ত রঞ্জন হইতে পারে? এ চিত্রখানি কোন রূপবতীর অনুরূপমাত্র, সেই রূপবতী সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে মনোযোগের বিষয় ছিল, সামান্য পটের প্রতি আর কি অধিক মনোনিবেশ করিব? মনে করুন কোন আলেখ্য পটে কতকগুলি আহার্য্য পদার্থ চিত্রিত আছে, তাহা দেখিয়া কি আস্বাদনে স্পৃহা জন্মে? যাঁহার ওরূপ বাঞ্ছা হয়, তাঁহার মানসিক বিকৃতি ভিন্ন কিছুই নয়। কোন্ ব্যক্তি, চিত্রিত কুসুম জানিয়া তৎ সৌরভ গ্রহণে ব্যাকুল হয়? ভ্রমরগণ সর্ব্বদা মধুলোভে মত্ত হইয়া কমল অন্বেষণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করে—কিন্তু কখনই ভ্রমবশতঃ চিত্রিত পদ্মে পতিত হয় না; কদাচিৎ—পতিত হইলেও তিলার্দ্ধকাল অবস্থিতি করে না। প্রভু! জানিনা এ আলেখ্য পট কোন্ গুণে আপনার উদার অন্তঃকরণ গ্রহণ করিয়াছে, যখন এ প্রতিরূপ আপনার অন্তঃপুরিকাগণের কাহারও নয়, তখন এমন কি অসাধারণ রূপবতী হইতে পারে? জগতের সমুদয় রূপবতী রমণীরত্ন সংগৃহীত হইয়া দিল্লীর অবরোধে রক্ষিত হইয়াছে, এরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।"

আরঙ্গজীব। "হুসেন। তুমি অত্যন্ত অরসিক, তোমার মত শুষ্ক হৃদয় আর কাহারও নাই, এরূপ রূপ লাবণ্য তোমার নয়নে ও মনে স্থান প্রাপ্ত হইল না? হা মুক্তামালা! তুমি বানরের গলে অর্পিত হইলে, তোমার কি এই পরিণাম! তোমার হৃদয় এ পর্য্যন্ত তাদৃশ পরিমার্জ্জিত ও কোমল হয় নাই, ইহার সৌন্দর্য্যের

বিষয় আমি মানবীয় বুদ্ধি ও রসনা দ্বারা কত দূর বর্ণন করিব, তুমি আমার নিকট এতকাল থাকিয়াও এ বিষয়ে সমাজিকতা লাভ করিতে পারিলে না।"

দেবদাস। "চিত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিকার না থাকিলে প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা চিত্তবিনোদন করা সহজ ব্যাপার নহে। এ চিত্রখানি বড় অদ্ভুত, চম্পক গৌরবর্ণ কেমন সুন্দর উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহাতে আলোক ও ছায়ার কেমন নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। সমস্ত অবয়ব সমধরাতলপটে যথা নিবেশিত, নিম্নোন্নত প্রতীয়মান হইতেছে, আহা! আরক্তিম অঙ্গুলিনিকর, নবনীত সদৃশ কোমল বোধ হয়, পরিচ্ছদ অলঙ্কার ও কেশ বিলাস দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়, লোচনে ও আননে মনোগত ভাব, পরিস্ফুটরূপে, অনির্ব্বচনীয় রূপে, প্রকৃত রূপে মুদ্রন করিয়া চিত্রকর কি অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে, আনন-শ্রী, ঈষৎ লজ্জা-সঙ্কোচ, কোন বিষয়ের চিন্তা, ও মনের কিঞ্চিৎ মদন বিকার পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতেছে, কামিনী যে পরম সুন্দরী তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু রমণীর রূপ অপেক্ষা চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা অধিক।"

আরঙ্গজাব। "কি? অপূর্ব্ব রূপ অপেক্ষা চিত্রকরের প্রশংসা অধিক? তোমার রূপরসজ্ঞতা অতি অল্প। এরূপ চিত্রকর দুর্লভ নহে, কিন্তু এরূপ রূপবতী কামিনী অসাধারণ, পৃথিবীর সমস্ত লোকে মুক্তকণ্ঠে বোধ হয় স্বীকার করে যে, আমার অন্তঃপুরে এই জগতের সমগ্র রূপলাবণ্য সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ রূপবতীর সমাগম কোথায়? চিত্রনৈপুণ্য দ্বারা কি মন প্রফুল্ল হইতে পারে? কোন ব্যক্তির জ্ঞান বুদ্ধি বা বিদ্যা লক্ষিত হইলে শত শত সাধুবাদ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের শান্তি

হইবার নহে, তোমায় স্পষ্ট বলিতেছি—উপভোগ ই শান্তি ও সুখের নিদান। দেবদাস তুমি হিন্দু—নানা গুণে অলঙ্কৃত হইলেও—এক কালে জাতীয় দোষ হইতে বিমুক্ত থাকিতে পার না, হিন্দুরা অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও অসভ্য, ভোগ—বিলাসের বিষয় কিছুই অবগত নহে, কেবল কতকগুলি শুষ্ক শাস্ত্র শিক্ষা ও আন্দোলন করিয়া সময় যাপন করে, তোমাদের হিন্দুজাতির যে কতদূর সৌন্দর্য্য-গ্রাহিতা তাহা সমুদয় দেবীর রূপ কল্পনাতে প্রকাশ পাইয়াছে, কোনটার চারি হাত কোনটার দশহাত, কোনটার পাঁচমুখ, কোনটার বা চারিমুখ, দশমুখ।"

সম্রাটের কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই রোশন সহাস্য মুখে বলিতে লাগিল।

"রাজেন্দ্র! চিত্রপটস্থ কামিনী দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ একবারে বিমোহিত হইয়াছে, এরূপ রূপ এজন্মে এ নয়ন গোচর হয় নাই, আপনার অন্তঃপুরে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রধান সুন্দরীদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণে মনোহারিণী, জগদীশ্বরের নিকট আমার শত শত বার এই প্রার্থনা যে—এই কামিনী আপনার প্রণয়িনী হউক।"

আরঙ্গজীব দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিলেন।

"রোশন! এরূপ দিন কি আর হবে?"

দেবদাস স্বগত। "কি আশ্চর্য্য, একটা কাল্পনিক স্ত্রীরূপ দেখিয়া ইঁহাদের অন্তঃকরণ একবারে বিমোহিত হইয়া গেল, অচেতন পদার্থের প্রতি কামপ্রবৃত্তি কি বিস্ময়ের বিষয়! কি লজ্জার বিষয়, বিশেষতঃ—একজন ভারতবর্ষাধিপতির এরূপ কাল্পনিক বিষয়ে, এরূপ সামান্য বিষয়ে, এরূপ অনুচিত বিষয়ে, হঠাৎ চিত্ত-বিকার কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়? কি জঘন্য জাতি। এ পাপ জাতির সংশ্রব হইতে কবে পরিত্রাণ পাইব?—তবে কি না সম্রাট আমায় বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তাহাতেই স্থানান্তর গমন করিনা।"

আরঙ্গজীব। “রোশন! তোমার সুরসিকতার পরিচয় পাইলাম, তোমার হৃদয়ে যে প্রেম প্রবল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের সকলকেই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি—প্রকৃত উত্তর দিবে, লজ্জা বশতঃ মনোগত ভাব গোপন করিবে না প্রথম তুমি বল, স্ত্রীলোকের আকৃতি সম্বন্ধে তোমার অভিরুচি কি রূপ?”

রোশন। “প্রভু! আপনার মনের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না—বিশেষ রূপে বলুন।”

আরঙ্গজীব। “কামিনীর কিরূপ আকৃতি তোমার মনোজ্ঞ; কেহ বা কৃশাঙ্গী ভাল বাসে, কেহ বা স্থূলাঙ্গীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, কাহারও চক্ষে বা গৌর অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ, প্রিয়। এইরূপে এতদ্বিষয়ে অনেক অভিরুচি ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে, আমি তোমাদের অভিরুচি জানিতে চাই।”

রোশন। “রাজেন্দ্র! যুবতী—সুন্দরী হইলে, সকল পুরুষেরই নিকট সমান রূপে প্রিয়দর্শন প্রতীয়মান হইয়া থাকে গোলাপের সুগন্ধ, বীণার সুস্বর, কাহার নিকট অপ্রিয় বোধ হয়? আমার বিষয় এপর্য্যন্ত বলিতে পারি—আপনি যে প্রকার রূপে মুগ্ধ হয়েন, আমার হৃদয়ও তাহাতেই বিমোহিত হইবে, এ অন্তঃকরণ আপনকার প্রেম ও অনুগ্রহের সম্পূর্ণ অধীন, ভালবাসার অভিরুচি যে, আপনার অনুসারী ও অনুযায়ী হইবে বলাবাহুল্য।”

আরঙ্গজীব। স্বগত। “এ ব্যক্তি নিজেই নিজ হৃদয়ের মর্ম্মজ্ঞ নহে, তোষামোদ ও স্বার্থ সাধন ভিন্ন আর কিছুই অবগত নয়, ফলতঃ সেবাজীবীদিগের স্বাধীন ভাবে আত্মানুসন্ধানের শক্তি কোথায়?

হুসেনের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র হুসেন সহাস্য বদনে বলিতে লাগিল, “রাজেন্দ্র! আপনি আগে আপনার অভিরুচি ব্যক্ত করুন।”

আরঙ্গজীব। “শোন—আমার অন্তঃকরণে কামিনী সৌন্দর্য্যের

যেরূপ সংস্কার ধারণা ছিল, তাহা সম্প্রতি এ আলেখ্য দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এই আলেখ্য-গতা কামিনীর রূপই আমার নিকট স্বভাবের পূর্ণমাত্রা বলিয়া বোধ হইতেছে, আর কিরূপ হইলে ইহা অপেক্ষা প্রিয় দর্শন হয়—তাহা এইক্ষণে আমার কল্পনা ও চিন্তার অতীত।”

হুসেন। “মহাত্মন্! আমার অভিরুচি স্বতন্ত্র—যে কামিনীর প্রেমে যখন এ হৃদয় মুগ্ধ হয়, তখন তাহারই রূপ আমার পক্ষে মনোহর হইয়া দাঁড়ায়, আমার মতে রূপ, প্রেমের অধীন, বস্তুতঃ যাকে ভালবাসা যায়, তার রূপ প্রকৃতি সমুদয়ই রমণীয়, আমার মন যে কি দেখিয়া, কোন্ ব্যক্তির প্রতি প্রথম বিমুগ্ধ হয়, তাহা আমি স্থির করিতে সমর্থ নই। বিমুগ্ধ হইলে—আর কোন ক্রটি দৃষ্ট হয় না, সমুদয় দোষ গুণে পরিণত বোধ হইয়া থাকে, আমার চঞ্চল চক্ষু, কখন স্থূলাঙ্গীর প্রতি ধাবিত হইয়াছে, কখন বা কৃশাঙ্গীর উপর পতিত হইয়াছে, অভিলাষ—কখন বা প্রৌঢ় বয়সের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, এই-ক্ষণে আমার অভিরুচির যেরূপ অবস্থা তাহা শুনিলে চমৎকৃত হই-বেন এই চিত্রগতরূপের সহিত সেই রূপ অনেক বিভিন্ন।

আরঙ্গজীব দেব দাসের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করিবামাত্র, দেবদাস কিঞ্চিৎ সলজ্জমুখে বলিতে লাগিল;

“রাজেন্দ্র! আমি এ বিষয়ে কখনও চিন্তা করি নাই এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি,—যে স্ত্রীর সহিত যথা বিধি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহার প্রেমেই মন নিবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। অন্তঃকরণ কখন বিপথগামী হইলে, নানা রূপ শাসন প্রয়োগ দ্বারা তাহা প্রকৃত পথে আনয়ন করা উচিত, আমি তদনুসারে মন সর্ব্বদা সহধর্ম্মিণীর প্রতি সংযত রাখিয়াছি, কোন দিন যে কোন পর নারীর রূপে মন বিচলিত হইয়াছে এরূপ স্মরণ হয় না—কাল গুণে পরে কিরূপ ঘটে বলিতে

পারি না। আলাপ নাই, কোন সম্পর্ক নাই, একবার দৃষ্টিমাত্র কিরূপ প্রেম সঞ্চার হইয়া অনুরাগ পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা আমি অনেক চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ আলেখ্য দেখিয়া লোকের অন্তঃকরণ কিরূপে মোহিত ও অনুরাগ রত হয় তাহা আমার জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর।"

সহসা একটী পরিচারিকা আসিয়া সম্রাটের হস্তে একখানি পত্র অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিল, সম্রাট পত্রাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিয়া ঈষদ্ধাস্য বিকাশ করিলেন, ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "অদ্য নব রাজ্ঞীর আলয়ে নিশাবস্থিতির নিমন্ত্রণ, তৎস্মরণার্থ পত্র আসিয়াছে বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে আমাকে শীঘ্রই সেই প্রণয়িনীর হুজুরে হাজির হইতে হইবে।

এ প্রতিকৃতি কোন্ গুণবতীর তাহা জানিবার জন্য আমার অন্তঃ-করণ বড় ব্যাকুল রহিল, তোমরা অতি সত্বর গমন করিয়া সবিশেষ বিবরণ জানাইবে, আমি যথোচিত পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি, এই বলিয়া সম্রাট চিত্রপট হস্তে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন পরিচারিকা ও দেবদাস প্রভৃতিরা যথাভিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ক ইপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ"

সম্রাট বেশভূষা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরক্ষণে নবরাজ্ঞীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী প্রাণনাথের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন, অবলোকন মাত্র স্বকীয় নয়ন মন, শরীর, ও আলয়, এককালে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। সখীগণের সহিত ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া প্রাণ বল্লভের করগ্রহণ পূর্ব্বক, অতি মনোহর এক পুষ্পময় আসনে বসাইলেন, এবং স্বয়ং এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সখীগণকে—সঙ্গে উপবেশন করিতে, পরিচারিকাদিগকে—সেবানুষ্ঠান করিতে ইঙ্গিত দ্বারা আদেশ করিলেন। সখীগণ ইঙ্গিত মাত্র অতি কোমল ভাবে চক্রাকারে উপবেশন করিল। পরিচারিকাগণ গ্রীষ্মকালোচিত উপভোগোপযোগী উপকরণ সকল যোগাইতে লাগিল। কেহ কেহ পুষ্পখচিত তালবৃন্ত, গোলাপজলে আর্দ্র করিয়া বীজন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা নানা রূপ, সুরভি-সলিল, সূক্ষ্ম পরিচ্ছদে অল্প অল্প প্রক্ষেপ করিতে লাগিল; নানারূপ পেয় দ্রব্য পরিপূর্ণ পাত্র, অশেষ বিধ ভোজ্য বস্ত পরিপূর্ণ পাত্র, বিবিধ তাম্বুলপূর্ণপাত্র হস্তে করিয়া সেবিকাগণ সম্রাটের অভিলাষ প্রতীক্ষায় চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান আছে।

পুরোভাগে এক অপূর্ব্ব মণিময় প্রদীপ, তৎপার্শ্বে এক নানা রত্নমরকত-খচিত বিশুদ্ধ-হীরকের ধূম-পানাধার অবস্থিত আছে।

সম্রাট একবার চারিদিক অবলোকন করিয়া সস্মিত বদনে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে এই বিহার বাটিকার সাজসজ্জা, আড়ম্বর দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আমি অনেক বিহার বাটিকাতে গমন করিয়াছি, কিন্তু, তুমি যেমন অদ্য বিহার বাটিকা সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছ, এরূপ আর কখনও নয়নগোচর হয় নাই, আহা! সমুদয়ই কুসুম নির্ম্মিত, ঝাড় সমূহে কেমন সুন্দর সুস্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ আলো শোভা পাইতেছে, গৃহের অভ্যন্তর ভাগে আশীর্ষ পাদপীঠ এক কালে কুসুম জালে আবৃত রহিয়াছে, কুসুম মাল্য সকল থরে থরে দোদুল্যমান হইয়া রহিয়াছে, নানারূপ হরিদ্রূপা বনলতা-সকল, বঙ্কিম ভাবে গৃহাভ্যন্তর প্রাচীর বেষ্টন করিয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে, সৌরভে প্রমত্ত হইয়া ভ্রমরগণ চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতেছে, কুসুমের সুসৌরভে আতর প্রভৃতির সুগন্ধ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাকুঞ্জ সকল সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ বোধ হইতেছে, চারিদিকে অনেকগুলি গন্ধ সলিল প্রস্রবণ সজ্জিত রহিয়াছে। প্রিয়ে! আমি তোমার প্রণয়ানুরাগে প্রীত হইলাম।"

নবরাজ্ঞীর এক সহচরী বলিতে লাগিল,

"প্রভু! প্রণয় ও মমতার নিকট সমুদয় সুন্দর ও নির্দ্দোষ বোধ হয়, আপনার ন্যায় লোকের নিকট এ সকল আদর ও অভ্যর্থনা অতি সামান্য। বিশেষতঃ আপনি যে অতি সামান্য আদরে এক কালে এতদূর পরিতুষ্ট হইলেন—তাহাতেই আমরা চিরক্রীত হইলাম, প্রার্থনা যেন চিরকাল অনুগ্রহ ও প্রেম, অপ্রতিহত থাকে।"

আর এক সহচরী। "রাজেন্দ্র! আমরা ও চরনের দাসী, আমাদের এমন কি গুণ আছে যে, তাহাতে আপনকার উদার প্রশস্ত

চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি। আপনার যাহা কিছু অনুগ্রহ ও দয়া সমুদায় নিজ গুণে, এপর্য্যন্ত বলিতে পারি—আপনকার চিরানুগ্রহ ও স্থির প্রণয় থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তঃকরণ, ও পাদপদ্মে চির ক্রীত হইয়াছে।

আর এক সখী। "রাজেন্দ্র! সমুদায় ক্রীড়ার উপাদানই প্রস্তুত আছে, নিজ অভিরুচি অনুসারে আদেশ করুন, আমরা তৎপ্রতিপালনে প্রস্তুত হই।"

নবরাজ্ঞী। "প্রাণনাথ। পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় মাসান্তে একরাত্রি এ অভাগিনীর নয়ন ও মন রঞ্জন করা হয়, এই সময় যে আমাদের নিকট কত মূল্যবান্ তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না, আমরা আপনার সুখ দুঃখের সম্পূর্ণ অধীন, আপনার বদন মলিন দেখিতে পাইলে সমুদয় জগত অন্ধকার ময় প্রতীয়মান হয়। অদ্য আপনাকে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ও অন্য মনস্ক দেখিতে পাই কেন?"

কিছু কাল সকলে নির্ব্বাক, গৃহ নিস্তব্ধ। পুনর্ব্বার রাজ্ঞী বলিতে লাগিলেন,

"প্রাণনাথ! আমার নিকট একটী কথা সত্য বলিতে হইবে, প্রতারণা করিতে পারিবেন না।"

ইহা বলিয়া রাজ্ঞী উত্তরের অপেক্ষায় সম্রাটের মুখপানে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন কিন্তু কোন উত্তরই প্রদত্ত হইল না। রাজ্ঞী পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ ত্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"রাত্রি কি দ্বিপ্রহরের অধিক হইয়াছে?"

এক সখী উত্তর করিল।

"বোধ হয় এক প্রহরের অধিক হয় নাই,"

সম্রাট নিরুত্তর। রাজ্ঞী আবার বলিলেন,

"দুরাত্মা শিবজি সম্বন্ধে কি কোন দুর্ঘটনার সম্বাদ আসিয়াছে?"

সম্রাট সহসা এক পরিচারিকার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,

"ওগো। আমার একটি কার্য্য সাধনে প্রস্তুত হও, আমার স্বায়ংকালীন ভজনালয়ের এক পার্শ্বে একখানি আলেখ্য পট আছে তাহা অতি সত্বর লইয়া আইস।"

পরিচারিকা সম্রাটের আদেশ শ্রবণ মাত্র অভিবাদন পূর্ব্বক দ্রুত পদে গৃহ হইতে বহির্গত হইল—ক্ষণকাল পরেই ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া এক কালে কতক গুলি চিত্র পটের উপর দৃষ্টি পাত করিল, সারি সারি চিত্র পট অবস্থিত আছে, কোন্‌টী সম্রাটের অভিপ্রেত তাহা স্থির করা বড়ই দুষ্কর।

এই যে এক বীর পুরুষের প্রতিকৃতি চিত্রিত রহিয়াছে—হীরক খচিত সুবর্ণময় পরিচ্ছদে শরীর আবৃত, শিরোদেশে অপূর্ব্ব কিরীট সুশোভিত, বাম কক্ষভাগে স্বর্ণকোষাবৃত অসি দোদুল্যমান, বাহন অশ্বের গতি সংযমার্থ দুই হস্তে বলসহকারে বল্‌গা আকর্ষণ করিতেছে, ঘোটকবর গ্রীবা বক্র করিয়া তির্য্যক্‌তার-লোচনে উল্লম্ফন করিতেছে। কোন্ মহাপুরুষের এই প্রতিরূপ? আমাদের প্রভুর আকৃতির অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, আঃ এই যে পটের নিম্নভাগে "সাজাহান্" এই নাম অঙ্কিত আছে, এই পট খানি কি প্রভুর অভিপ্রেত? কখনই নহে, কারণ আমাদের প্রভুর পিতৃ ভক্তির একান্ত অভাব।

পটান্তর অনুসন্ধান করি, আহা এ প্রতিকৃতি কোন্ মহাপুরুষের? আননে ও লোচনে সাহস, বীর্য্য, ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য, ভক্তিভাব, স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। রাজ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অসি ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট আছেন, এই আকৃতি দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্ব্বচনীয়ভাবের আবির্ভাব হইতেছে,

"আক্‌বর" এই নামাঙ্ক দ্বারা পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম, ইনিই মোগল বংশ চূড়ামণি, ভারতবর্ষীয় রাজ কুলতিলক, ইঁহার প্রতি প্রভুর তাদৃশ ভক্তিভাব নাই, ইনি হিন্দু ধর্ম্মের পোসকতা করিতেন বলিয়া প্রভু কিঞ্চিৎ আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এ, চিত্রগত মহাত্মা কে? এক হস্তে গ্রন্থ অপর হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক অসংখ্য সেবক পরিবৃত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, এই যে আলেখ্যের নিম্নভাগে "মহম্মদ ঈশ্বর প্রেরিত" এই লিখিত রহিয়াছে, আহা! ইনিই ত আমাদের পরিত্রাণের হেতু স্বরূপ ধর্ম্ম প্রয়োজক, এই বলিয়া ভক্তিভাব সহকারে অভিবাদন করিল, এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল।

এই পট খানিই প্রভুর অভিপ্রেত হইতে পারে, যেহেতু প্রভু ইঁহার অত্যন্ত ভক্ত, পট গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে আবার মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "সম্রাট এসময়ে বিহার মন্দিরে গমন করিয়াছেন, ভক্তি ভাবের সময় নয়, এখন যে সহসা প্রভুর ভক্তিভাব উদিত হইবে সম্ভাবিত নহে, বিশেষতঃ প্রভু কখনই বিহার বিলাসের সময়ে ধর্ম্মচর্চ্চা করেন না, সেই পট খানি ত্যাগ করিয়া আর এক দিকে দৃষ্টি পাত করিল, মুখ কিঞ্চিৎ বিকৃতি করিয়া বলিতে লাগিল, উঃ কি বিরূপ' ভীষণ মূর্ত্তি—চক্ষুর্দ্দয় সূর্য্য যুগল সদৃশ, মুখ প্রকাণ্ড বিকট, নাসা হইতে শ্বাস সহকারে যেন অজস্র অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, বিকট দন্তগুলি দেখিলে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়, পৃষ্ঠ দেশে ঢাল, হস্তে এক প্রকাণ্ড লৌহ দণ্ড, এই ভৈরব মূর্ত্তিকে চারিজন বীর পুরুষ এক শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করিয়া যেন কোন স্থানে লইয়া যাইতেছে, বোধ হয় সয়তান আর দিব্য দূতগণ কল্পিত হইয়া থাকিবে। বিহার ও বিলাসের সময়ে এসকল প্রতিকৃতি নিষ্প্রয়োজন, দেখা যাক্ তদনু-যায়িনী মূর্ত্তি অনুসন্ধান করি,—একখানিও বিলাসোপযোগী পট

দেখিতেছি না, এ ভজনালয়, এখানে বিলাস বস্তু থাকিবার তাদৃশ সম্ভাবনা কোথায়? আঃ এই যে একখানি সুন্দর আলেখ্য, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহার নিমিত্তই প্রভু আদেশ করিয়াছেন, আহা কি মনোহর রূপ চিত্রিত হইয়াছে, ইহা দ্বারাই প্রভুর অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে, এই প্রতিকৃতি তাঁহার অভিলষিত না হইলে ও বিহারের সময়ে কথনই একেকালে উপেক্ষিত হইবার নহে, যাহা হউক এই আলেখ্য খানি লইয়াই গমন করি, এইরূপ স্থির করিয়া পট গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইল।

সম্রাট সমীপস্থ পরিচারিকার হস্ত হইতে পট গ্রহণ পূর্ব্বক মধ্যভাগে সকলের দর্শন সুবিধানরূপে অবস্থিতি করিলেন, এবং সমুদয় সখী ও পরিচারিকা দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"এরূপ রূপ লাবণ্যবতী কামিনী কথন নয়ন গোচর করিয়াছ? নবরাজ্ঞী ও তাঁহার সহচরীগণ অবহিত চিত্তে চিত্রগত রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কেহ বলিতে লাগিল।

"ইহার হস্ত ও গ্রীবার সহিত আমাদের ভর্ত্রীর অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে।

কেহ বলিতে লাগিল—

"বোধ হয় যেন ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি। সম্রাট আবার বলিলেন 'তোমরা এরূপ রূপ কথন দেখিয়াছ? দেখ দেখ কেমন মনোহর ভ্রূযুগল, কেমন রক্তিম অধর, কেমন বঙ্কিম কটাক্ষপাত কেমন রক্তিম গণ্ডদেশ।

নবরাজ্ঞী "প্রাণনাথ! আপনি যে চিত্রপটের রূপসাগরে নিমগ্ন হইলেন, চিত্র দেখিয়াই এরূপ মনের ভাব ও গতি—জীবিত মূর্ত্তি দেখিলে নাজানি মনের কিরূপ অবস্থা হইত।

সম্রাট। "কোন পদার্থের কোন গুণ সন্দর্শন করিলে স্বভাবতই প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়, এরূপ প্রশংসাতে কি কিছু হানি আছে?

নবরাজ্ঞী। "হানি কি? আপনি যাহা ভাল দেখিবেন তাহার প্রশংসা করিবেন, যাহা মন্দ বোধ হইবে নিন্দা করিবেন"।

সম্রাট। "রাজ্ঞি! দেখ কেমন লাবণ্য, বোধ হয় যেন হাস্য করিতেছে, কেমন সলজ্জভাব, বোধ হয় যেন আমায় দেখিয়া লজ্জিত হইয়াছে।"

রাজ্ঞী। "আপনি এক মুখে আর কত প্রশংসা করিবেন।

সম্রাট। দেখ—কেমন বিশাল লোচনদ্বয়,কেমন ধনুকাকার ভ্রূযুগল"

রাজ্ঞী। "মণি দুটী কিঞ্চিৎ পিঙ্গলবর্ণ।

সম্রাট। "কেমন রক্তিম অধর। তাহাতে ঈষৎ হাস্য, বোধ হয় যেন চন্দ্রে সুধা বিরাজিত হইয়াছে?"

রাজ্ঞী। "কিঞ্চিৎ প্রমাণাধিক স্থূল বোধ হয়।"

সম্রাট। "রক্তিম গণ্ডযুগলের তুলনা দিবার স্থান নাই"

রাজ্ঞী। "অত্যন্ত স্ফীত বোধ হয়।"

সম্রাট। "গ্রীবা দেশ কেমন মনোহর"

রাজ্ঞী। "কিছু বলিতে উদ্যত হইয়া নিরুত্তর"

সম্রাট। "প্রিয়ে! বক্ষঃস্থলের ভাব ভঙ্গির প্রতি একবার নেত্র পাত কর।"

রাজ্ঞী, কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া

"একি বিপদ! একটা সামান্য চিত্রপট লইয়া এত গোলযোগ কেন? অন্য বিষয় আলাপে মনোযোগ করুন্"

এই বলিয়া সম্রাটের হস্ত হইতে পট আকর্ষণ করিয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন, সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া পটখানি আনয়ন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,

"প্রিয়ে। তুমি ওরূপ উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিলে ?"

"প্রতিমূর্ত্তির উপর সপত্নী ভাব প্রকাশ করা, এইটী নূতন বিধাকাণ্ড, কোন দিন কেহ দেখেও নাই, শুনেও নাই, আজ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলাম,"

রাজ্ঞী। "আমার মত লোকের আর সপত্নীর ভয় কি? কথায় কথায় সপত্নীর খেলা, পদে পদে সপত্নীর জ্বালা, যাদের নূতন সপত্নী ঘটে তাহাদিগের ওবিষয় চিন্তার বিষয়, আমার সপত্নী লইয়া ঘর করা ভার, এরূপ অবস্থায় আমার মন বিরক্ত হইবে কেন ?"

দ্বারে আঘাত—পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত। সম্রাট ইঙ্গিত করিবামাত্র এক পরিচারিকা কর্ত্তৃক দ্বার মুক্ত হইল। অমনি একটী প্রৌঢ়া স্ত্রী এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইটী যুবতী সমাগমন করিয়া সম্রাটের নিকটে দণ্ডায়মান হইল। বেশ ভূষা ও ভাব ভঙ্গি দ্বারা প্রৌঢ়াকে স্বামিনী ও অপর দুইটীকে পরিচারিকা বলিয়া বোধ হইল। প্রৌঢ়া সম্রাটের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইল, দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন রূপ হৃদয় গত কোমল সম্বন্ধ না থাকিলে সম্রাটের নিকট এরূপ সাহস ও ধৃষ্টতা জন্মিবার নহে। কেশ আলুলায়িত, ভূষণ পরিচ্ছদ অযত্ন বিন্যস্ত, লোচনদ্বয় লোহিত, অশ্রুপূর্ণ, নিশ্বাস কিঞ্চিৎ প্রমাণাধিক দীর্ঘ, বাষ্পবিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল—

"প্রাণনাথ! এ অভাগিনীকে জন্মের মত এককালে ত্যাগ করিয়াছ, তুমি রাজাধিরাজ যাহা কর, তাহাই শোভা পায়, আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকে জানি না, বৎসরাবধি তোমায় অন্বেষণ করিতেছি, কোন্ নিশিতে যে কোথায় বিহার কর, নিশ্চয় জানিতে পারি নাই। আমার সৌভাগ্য ক্রমে এই মাত্র জানিতে পারিয়াছি তুমি এখানে অত রাত্রি যাপন করিতেছ। ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া

উপস্থিত হইলাম। মাসে দুই দিবস আমার আলয়ে যাইবার নিয়ম ছিল, এই হিসাবে তোমার নিকট বিংশতি রাত্রির অধিক প্রায় প্রাপ্য হইয়াছে। তোমায় একতিল এখানে অবস্থিতি করিতে দিব না তুমি দিগ্বিজয়ী হও আর যাই হও, আমার নিকট সেই সব বিক্রম কিছুই কার্য্যে লাগিবেক না। আমি বাদিনী, তুমি প্রতিবাদী, তোমার নামে বিচারপতি কামদেবের নিকট মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছি। বসন্তকালে প্রথম কোকিল, পরে ভ্রমরগণ শমন জারি করিয়া গিয়াছে, তুমি শমন অমান্য করিয়াছ, সেই কারণ তোমায় ধরিয়া নেওয়ার জন্য পঞ্চবাণ প্রেরিত হইয়াছে, আজি তোমার পরিচয় করিবার নিমিত্ত সঙ্গে আসিয়াছি। আমার আলয়ে বিচার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চল, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, এযাত্রা আবার আজ্ঞা অমান্য হইলে বার পর নাই শাস্তি ঘটিবে।

সম্রাট্। "প্রিয়ে! শান্ত হও, এত ব্যস্ত কেন? আমি স্বীকার করিলাম, এই প্রস্তুত হইতেছি। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।"

রাজ্ঞী। "না—আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই।"

নবরাজ্ঞী, কিঞ্চিৎপ্রসন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন,

"অনেক দিন পরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল, কি মনে করিয়া অসময়ে অদ্য এখানে আসিয়াছেন?"

বৃদ্ধা রাজ্ঞী। "তোমার নিকট আসিনি, তোমার এবিষয়ে তত্ত্ব করিবার প্রয়োজন কি? তুমি একদিকে অপসৃত হও।"

নবরাজ্ঞী। "আপনার স্বভাব এরূপ উগ্র, যেমন মনে যাই থাক মৌখিক ভদ্রতা ত্যাগ করা ভদ্র কন্যার উচিত নয়।"

প্রৌঢ়ারাজ্ঞী। "আমরা তরুণ স্বভাবের লোক নই যে মুখে ভদ্রতা, মনে অভদ্রতা [illegible]

[illegible] অসুখী থাকিলে স্বভাবতঃ স্বভাব উগ্র থাকে, মন আর শান্ত

থাকে কিছুতেই কখন বিরক্তি জন্মে না।” তুমি আমার অবস্থা কি জানিবে, তোমার সহিত আলাপ করিতে চাহি না।”

নবরাজ্ঞী। “আপনি আমার দিকে চোক রাঙ্গাইবেন না; আপন মান আপনার নিকট।”

প্রৌঢ়ারাজ্ঞী। “তোমার ঘরে আসিয়াছি বলিয়া আমায় ধরে মারিবে মনে করিয়াছ? এই আমি দাঁড়াইলাম, তোমার যদি নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, আমায় পদাঘাত কর; আমার আর মানের ভয় কি? জগদীশ্বর যাহার মান হরণ করিয়াছেন, তাহার মান বজায় রাখিবার আশা করাই বৃথা।”

নবরাজ্ঞী। “আপনি কি আমার সহিত কলহ করিবার মানস করিয়া আসিয়াছেন?”

প্রৌঢ়ারাজ্ঞী। “ইচ্ছা করিয়া কলহ করি না, প্রকৃতিই তোমার সহিত আমার কলহ ঘটাইয়াছে”

নবরাজ্ঞীর এক সহচরী। “নবরাজ্ঞীর সহিত আপনার কি কলহ শোভা পায়? আপনি কি সম্পত্তির প্রভাবে নবরাজ্ঞীর সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনার কি সেদিন আছে? না সে সময় আছে? না সম্রাটের সে আদর আছে?

যোবন ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন অপহৃত হইয়াছে, কৃত্রিম করিয়া আর কতকাল কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ রাখিবেন, শরীরের চর্ম্ম যে ঈষৎ লোলিত হইতে চলিয়াছে, তাহার কি ঔষধ আছে? অন্যান্য বিষয় যাহাই হউক একটা বিষয়ের নিতান্ত অপ্রতুল”

এই বলিয়া সখী ঈষৎ হাস্য মুখে নীরব হইল।

নবরাজ্ঞীর আর এক সখী। “আপনি কতকগুলি বেশ ভূষা দ্বারা নিজ বৃদ্ধত্ব গুপ্ত রাখিতে বৃথা অভিলাষ করিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে সরোবর শুষ্ক হইয়াছে আর কি রাজহংস কেলির অভিলাষে আগত হইবে?

লতা ও গুল্মগণ, বীতকুসুম হইলে ভ্রমরগণ কখনই আর আগমন করে না, আপনার বিহার রসভাবের সময় নাই। লোকের চিরদিন সমান থাকে না, আপনাকে এক সৎপরামর্শ দিতেছি, আপনি এই অসার সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে রত হউন, এ পাপ রাজ্য দিল্লী সাধুর উপযুক্ত স্থান নয়, মক্কা গমন করিয়া নয়ন ও আত্মা চরিতার্থ করুন্। বেশ ভূষা আর হাব ভাব পরিহার করিয়া কণ্ঠে জপ মালা ধারণ করুন্। সম্রাটের প্রেম, বাঞ্ছা না করিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করুন, সম্রাটের মন রক্ষার জন্য এত প্রাণপণে প্রয়াস করিবার প্রয়োজন কি? ঈশ্বরের মন রক্ষার প্রতি মনোযোগিনী হউন। নায়কের প্রতি আপনার যেরূপ ভাব শ্রদ্ধা, তাহার শতাংশের একাংশও যদি ঈশ্বরের প্রতি থাকিত, তাহা হইলে আপনার পরকালের পরমোপকার হইত সন্দেহ নাই।"

প্রৌঢ়ারাজ্ঞীর এক সঙ্গিনী বলিতে লাগিল,

"তোমাদের কথায় উত্তর করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, তোমরা কি আমাদের কর্ত্রীকে বৃদ্ধা জ্ঞান করিয়াছ? সে দিন ইঁহার পীড়া হইয়াছিল, তাহাতেই শরীর কিছু বিরূপ দেখা যায়, তোমাদের ঈর্ষ্যার চক্ষে তাঁহার মহদ্গুণ অপকৃষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইঁহার বয়স কখনই যৌবন সীমা অতিক্রম করে নাই, যৌবনশ্রী যে কেবল বয়সের অনুগত তাহা নহে—কাহারও অতি অল্প বয়সে যৌবন গত হয়, কাহারও বা অধিক বয়সেও যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকে। আমি ইঁহার রূপের ব্যাখ্যা করিতে চাই না, দিল্লীর সমুদয় লোক এক বাক্য হইয়া ইঁহার লাবণ্যের প্রশংসা করিয়া থাকে।"

সম্রাট। (স্বগত)। "একি বিপদ উপস্থিত, আজ না জানি কি একটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, ক্রমেই বিবাদ ঝড়ের ন্যায় বেগবান্ হইয়া

উঠিতেছে। এখন প্রৌঢ়ারাজ্ঞীর মন রক্ষা না করিলে নিস্তার নাই। নবরাজ্ঞীকে সহজে শান্ত করা যাইবে, আজ প্রৌঢ়ারাজ্ঞীর মন রক্ষা করাই কর্ত্তব্য, আমার দোষেই প্রৌঢ়ারাজ্ঞীর এরূপ হৃদয় ভগ্নভাব ঘটিয়াছে, আমার এবিষয় বিবেচনা করা উচিত। প্রকাশে। নবরাজ্ঞীর প্রতি।

"প্রিয়ে! বিনীতভাবে তোমার পদানত হইয়া বলিতেছি? আজ আমায় একটী ভিক্ষা দাও।"

"ভিক্ষা" এই—এইমাত্র বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না লজ্জায় অবনত হইয়া রহিলেন, নবরাজ্ঞী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"আপনার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। আপনি প্রভু, যাহা ইচ্ছা করুন আমার নিকট শুদ্ধ অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন কি।

সম্রাট। "এ যে বিষম বিপদ, দুদিক রক্ষা করা বড় কঠিন, যা হউক, প্রৌঢ়ার গৃহে যাওয়াই এখন কর্ত্তব্য।"

এই বলিয়া সম্রাট, সখীদ্বয় সমভিব্যাহারিণী রাজ্ঞীর সহিত সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হিতৎ"
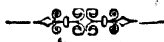
সম্রাট আরঙ্গজীব কতিপয় দিবসান্তে একদা উদ্যান বাটীতে নির্জ্জনে আসীন হইয়া দেবদাসকে দূত দ্বারা আনয়ন করাইলেন এবং সম্মুখবর্ত্তী দেখিতে পাইয়া প্রফুল্ল বদনে বলিতে লাগিলেন।

"অহে! অনেক অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যাঁহার এই চিত্রপট, সে কামিনী এ মর্ত্ত্যলোকেই জীবিতা আছে, অন্য কোন বর্ষে থাকিলে চিন্তার বিষয় ছিল, ভারতবর্ষেই তাঁহার জন্মভূমি, ইদানীং সমুদয় ভারত ভূমি আমার করতলস্থ বলিলে অসঙ্গত হয় না। অদ্য আমার বড় আহ্লাদের দিন, তোমায় তৎসমুচিত পুরস্কার কি দিব। এই একখানি চিত্রপট রত্ন প্রদান করিলাম, আমার অনুরোধে সর্ব্বদা নয়ন সমীপে রক্ষা করিবে, রূপ গ্রাহিতা বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, এইরূপ লাবণ্যের চর্চ্চাতে তাহা শীঘ্রই সংশোধিত হইবে সন্দেহ নাই।

দেবদাস, পট গ্রহণ করিয়া দেখিতে পাইল যে পূর্ব্বে এক দিবস যে প্রতিকৃতি লইয়া আন্দোলন করা হইয়াছিল, এ পট খানিও অবিকল তাহারই অনুরূপ। বলিতে লাগিল "প্রভো! আপনার সরলানুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ অমূল্য রত্ন পটাকারে আমার হস্তগত হইল। আপনি যতদূর পরিচয় দিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, বিশেষ রূপ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি।"

সম্রাট ঈষৎ হাস্য মুখে বলিতে লাগিলেন।

"যোধপুরের রত্নপতি শ্রেষ্ঠী তোমার পরিচিত কিনা, বলিতে পারি না, তাঁহারই কন্যার এই চিত্রপট।"

দেবদাস বলিল।

"হাঁ আমি রত্নপতির বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, তাঁহার এক পালিত কন্যা আছে, সে অশেষ গুণবতী, তাঁহার যদি এরূপ রূপ হয়, তাহা হইলে একাধারে অনন্ত গুণের সমাবেশ প্রাপ্ত হওয়া গেল। "উহার নামটী জানিতে ইচ্ছা করি।"

সম্রাট। "হেম নলিনী।"

দেবদাস। "আপনি এতদূর কিরূপে অবগত হইলেন।"

সম্রাট। "অনেক অনুসন্ধানে একচিত্রকরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সে যোধপুরে থাকিয়া অনেক কাল চিত্রপট বিক্রয় করিয়াছে, এসমুদয় আলেখ্য তাহারই চিত্রিত, দর্শক বৃন্দের অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী হইবে বলিয়াই এ অপূর্ব্ব আকৃতি সংঘটন করিয়াছে, তাহা দ্বারা ওরূপ কতক গুলি আকৃতি চিত্রিত করাইয়া রাখিয়াছি, তাহারই একতম তোমাকে প্রদত্ত হইল।"

সহসা দ্বারবান্ সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল।

"প্রভো। মন্ত্রী এবং কতিপয় রাজা ও রাজপুরুষ বাহিরে দণ্ডায়মান আছেন।"

সম্রাট দেবদাসের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করাতে দেবদাস দণ্ডায়মান হইয়া বলিল,

"প্রভো। এক্ষণ বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।"

সম্রাট। "সময়ান্তরে যেন সাক্ষাৎ হয়।"

দেবদাস, সম্রাটকে অভিবাদন পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল।

"ধনি-লোকের সংসর্গ দরিদ্রের পক্ষে সুখকর নহে বিশেষতঃ প্রভু ও অধীনের কখনই সরলভাবে মনোমিলন হয় না। প্রভু যাহা বলেন, অধীন তাহার অন্যথা রূপে কিছু বলিতে সাহসী হয় না। সর্ব্বদা স্বার্থান্ধ ব্যক্তির মনোরঞ্জন করা অত্যন্ত ক্লেশকর, সম্রাট যে আমার প্রতি কোন রূপ নিগ্রহ প্রকাশ করেন এরূপ নহে তথাপি আমার মন সাক্ষাৎ সুখী হয় না। মুসলমান জাতির প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ঘৃণা আছে, তন্নিমিত্তই বোধ হয় ইহাঁর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহাঁর হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ। দিল্লী পরিত্যাগের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছি, দিল্লী ত্যাগ করিয়াই বা কোথায় যাইব? তীর্থবাসী বা বনবাসী হইলেই বা হানি কি? আমার স্ত্রী পুত্র নাই যে সে মায়ার আবদ্ধ হইয়া থাকিব, তীর্থ বা বন গমনে ও ইচ্ছা জন্মে না, সর্ব্বদা ভোগ বিলাসে স্বভাব অত্যন্ত কোমল হইয়াছে শরীর তাদৃশপটু নহে, অধিক পর্য্যটনে সাধ্য নাই, শীত বর্ষা বা আতপ, পরিমাণাধিক হইলে সহ্য হয় না।

যাহা হউক এখানে কোনরূপেই থাকা বিধেয় নহে। অন্য কোন রাজার অনুগ্রহাশ্রয় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য, হিন্দুরাজাগণ প্রায় সমুদয়ই ইহার একরূপ বশীভূত, উদয়পুরের প্রসিদ্ধ রাজবংশ, কালে, একবারে তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছে। আর সেই পূর্ব্বকুলোচিতবীরত্ব নাই, শুনিয়াছি যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিতসিংহ মোগলসম্রাটকে তাদৃশ ভয় করে না, নানাবিদ্যায় পারদর্শী, শান্ত, ধীর, বদান্যস্বভাব, সাধুভক্ত, আশ্রিত পরিপালক, পণ্ডিতাশ্রয়, ইদানীং ইনিই সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেওয়ার যোগ্যপাত্র। তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন অন্যকোনরূপ উপায় দেখিতেছি না। কি! যোধপুরে যাইব? সেই বেশ যোধপুর সম্রাজ্যের সহিত সন্ধি সূত্রে নিবদ্ধ, একরূপ অধীন বলিলেও হানি নাই। সেখানে গেলে সম্রাটের কোপ হইতে রক্ষা

পাইবার উপায় ঘটিবেক না। আমি এক সামান্য লোক, আমার নিমিত্ত কি যোধপুরের মহারাজ সম্রাটের সহিত বিবাদ করিবেন? কখনই নহে। তবে মহারাজ শিবজীর অধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। শিবজীর সহিত সম্রাটের অজস্র কলহ প্রবাহিত হইতেছে, শিবজী কখনই সম্রাটের মনোরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। বিশেষতঃ আমার দ্বারা মন্ত্রণাভেদ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য হইতে পারিবে—কি! আমি এরূপ জঘন্য লোক। যাঁহার অনুগ্রহে এতদিন প্রতিপালিত হইলাম, তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিব? অস্ত্রধারণ করিয়া বিপক্ষতা করা তাদৃশ দোষাবহ নহে, মন্ত্রণা-ভেদ অতি ঘৃণাকর কার্য্য।

এইরূপ নিজ অন্তঃকরণে নানা তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে পুণানগর লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিল, রাজপুত্র দেশে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল "আহা! এই যে রাজপুত্রিকা দেশ, এই স্থানের নাম স্মরণ হইলে হৃদয় অধীর ও নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়, এই রত্নগর্ভা ভূমি, অসংখ্য বীরপুরুষের জননী। সম্প্রতি বীরপুত্র হীনা হইয়াছে। মাতঃ অনেকবার তোমায় অবলোকন করিয়াছি, অদ্য তোমার দীনবেশ দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণে কি অনির্ব্বচনীয় করুণ-রসের সঞ্চার হইল, কোথায় সেই সূর্য্যবংশীয় বীরগণ? তেজস্বী ক্ষত্রিয়গণ, জন্ম ভূমির ভাবিনী দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া সপরিবারে চিতারোহণ পূর্ব্বক স্বর্গগামী হইয়াছেন, হতভাগ্য কুপুত্রগণ জন্মভূমির অশেষ ক্লেশ প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়াও জীবন যাপন করিতেছে। হা ক্ষত্রিয় সন্তানগণ! তোমাদের ভাগ্য যে এরূপ অধীনতা ও বিজাতীয় রাজসেবাতে পরিণত হইবে, তাহা স্বপ্নের অগোচর, পবিত্র আর্য্য ক্ষত্রিয়গণ জঘন্য মুসলমানদিগের সহিত পরিণয় সূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিলে কোন্ ভারত বাসীর মনে ঘৃণা ও দুঃখের উদ্রেক না হয়?

হে উদয়পুর সূর্য্য মণ্ডল! তুমি কি অপুনরুদয়রূপে অস্তমিত হইলে? রাজপুতানাতে আর এক পাদও অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা হয় না। চতুর্দ্দিকেই মরুভূমি, কৃষক ভিন্ন অন্য লোকের সহিত এপর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হইতেছে না, কেনই বা রাজপুতনা বেষ্টন করিয়া যাইতেছি, এরূপ জটিল পথে আসিবার কোন প্রয়োজন বোধ হইতেছে না। বিন্ধ্য পর্ব্বতস্থ যোগ মায়া দর্শন করিয়া যাইবার একান্ত বাসনা হইতেছে—আহা! অই—দূর হইতে স্থির মেঘের ন্যায় বিপুলাকার কি এক পদার্থ দৃষ্টি গোচর হইতেছে, অই যে দেখিতে দেখিতে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইল, ইহারই নাম বোধ হয় বিন্ধ্য—এই যে তাহার উপত্যকা-প্রদেশে উপস্থিত হইলাম, সমস্ত ভূমি প্রান্তরাকারে ক্রম নিম্নধরাতলরূপে শোভা পাইতেছে কৃষিজ নবীন শস্য রাজির হরিতিমায় নয়নপরিতৃপ্ত হইতেছে। অই-অনতিদূরে গাভী ও মেষ ছাগগণ, ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কৃষকগণ, শস্যশোভাদর্শনে মোহিত হইয়া আনন্দে নানারূপ গ্রাম্যসঙ্গীত করিতেছে, অতি বিরল ভাবে—নানাবিধ তরু শোভা পাইতেছে, স্থানে স্থানে, কৃষিসলিলোপযোগী তড়াগ বাপী রহিয়াছে, অনতিদূরগত গিরিনিঃসৃত নির্ঝরের কলকল ধ্বনি পরিস্ফুটরূপে অবিশ্রান্ত শ্রুত হইতেছে, ক্রমোর্দ্ধ ধরাতলে পর্য্যটন করিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে উত্থিত হওয়া যাক্—এই যে গিরিবরের উপত্যকাতে আরূঢ় হইলাম, আহা! প্রকৃতির কি উদার রমণীয় শোভা। পার্ব্বতীয় বন তরুগণ মারুত প্রবাহে বিদোলিত হইয়া মর্ম্মর শব্দ করিতেছে, নানাজাতীয় বিহঙ্গ কুল, আনন্দে গান করিয়া শাখা হইতে শাখান্তরে বিচরণ করিতেছে, পার্ব্বতীয় কপিকুল ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইয়া চঞ্চল ভাবে বৃক্ষরাজির শাখাপরম্পরায় উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইতেছে, অই যে শালতরুতলে মৃগী শয়ন করিয়া রহিয়াছে,

ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইয়া গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক চারিদিক্ অবলোকন করিতেছে, তৎশাবক, মাতার সমীপে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, স্থানে স্থানে কলকল শব্দে নির্ঝর নিঃসৃত হইতেছে, আহা! ঊর্দ্ধ-দিকে নেত্রপাত করিলে বিমোহিত হইতে হয়, বৃহদাকার মেঘখণ্ড সকল শৃঙ্গনিকরের চতুর্দ্দিকে মৃদু মন্দ ভাবে সঞ্চারিত হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন নবধৃত গজযূথ রুদ্ধ থাকিয়া আলান রাজির চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতেছে, শ্যামল জলদ জাল, সূর্য্য কিরণে বিম্বিত হইয়া অধিত্যকা প্রদেশে দিবসকে শ্যামায়মান করিয়া রাখিয়াছে, এই যে রবিকর-প্রতিফলতাপ্রভাবে স্থানে স্থানে রক্তিম আভা প্রতিভাত হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে মন্দ মন্দ বৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে ঈষৎ সূর্য্য রশ্মির প্রকাশ, ক্ষণে ক্ষণে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষণে ক্ষণে আবার শরৎকালীন সন্ধ্যার ন্যায় তমিস্রার সহিত লোহিত আভা বিস্তার, অবলোকনে নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হইতেছে, কোথায় বা সেই জনাকীর্ণ-কলুষ-পূর্ণ দিল্লীনগরী! কোথায় বা এই পবিত্র প্রশান্ত নিভৃত অধিত্যকা প্রদেশ! সংসারানলে শরীর ও মন তাপিত হইলে এই স্থলেই সম্পূর্ণ শীতল ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। এ নিমিত্তেই বোধ হয় পূর্ব্বতন যোগি ঋষি-গণ এরূপ স্থানে অবস্থিতি করিতেন।

এই যে কতিপয় ব্রহ্মচারী যাইতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গ গ্রহণ করাই বিধেয়।

ঐ জন-শূন্য স্থানে নানারূপ হিংস্র জন্তুর ভয় আছে, উহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হই। এইরূপ সংকল্প করিয়া দ্রুতপদে ব্রহ্মচারীদিগের সমীপস্থ হইল। ব্রহ্মচারিগণ অপর এক সঙ্গী প্রাপ্ত হইয়া এবং নবাগত ব্যক্তির ভক্তি ও সাধুতা দেখিয়া পরম প্রীত হইল। দেখিতে দেখিতে রজনী উপস্থিত। চঞ্চলমেঘরাজির অভ্যন্তর দেশ হইতে বিরল ভাবে নক্ষত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল, পশু পক্ষী

প্রভৃতির নিনাদ আর শ্রুতি গোচর হইতেছে না, বৃক্ষ পত্রের শরশর শব্দ ও নির্ঝর নিচয়ের কল কল ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শ্রবণের বিষয়ীভূত হইতেছে না। সকলে এক ঘনপর্ণাবৃত তরু তলে উপবিষ্ট হইল। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড সজ্জিত করিয়া শরীরের শৈত্য অপনয়ন করিতে লাগিল, ব্রহ্মচারীরা ক্ষণে ক্ষণে তড়িতা-ধূম পান সহকারে; কেহ কেহ কালীগুণানুবাদময় সঙ্গীত করিতেছে, কেহবা শিবস্তোত্র পাঠ করিতেছে, কেহবা মৃগচর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক শয়ন করিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছে, কেহবা ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনয়ন করিতেছে, একজন ব্রহ্মচারী সরল ভাবে দেবদাসের বিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে দেবদাস সরল ভাবে সংক্ষেপে নিজপরিচয় প্রদান করিল এবং অতি বিনীত ও সরল ভাবে ব্রহ্মচারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে ব্রহ্মচারী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিতে লাগিল—"পিতা আমার হস্তে বিপুল অর্থ সম্পত্তি সমর্পিত করিয়া পরলোক গমন করেন, বিবাহের কতিপয় বর্ষপরে স্ত্রীকে বন্ধ্যা মনে করিয়া বন্ধু ও প্রতিবাসিগণ আমায় পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদিগের বারম্বার অনুরোধ উত্তেজনার বশ ও বিবেচনা বিহীন হইয়া এক রূপবতীর পাণি পীড়ন করি। কতিপয় বর্ষ পর ঈশ্বর ইচ্ছায় দুই স্ত্রীর গর্ভেই ক্রমশঃ কতিপয় পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয়। ক্রমশই দিন দিন সপত্নীদিগের পরস্পর কলহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অন্তঃপুরের কলহ, আর্ত্তনাদ, অশ্লীল বাক্য ও প্রহারের শব্দে প্রতিবাসিগণ পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ভবনের পার্শ্বস্থ পথে দণ্ডায়মান হইয়া অনেক লোকে কৌতুক দেখিতে দেখিতে—বালকগণ হাস্য পরিহাস করিতে করিতে—বৃদ্ধগণ আক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া যাইত।

আমার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ও গৃহে থাকিতে ইচ্ছা হইত না। দিবসের অধিক সময়ই অন্যান্য আত্মীয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতাম, আহারের সময় গৃহে উপস্থিত হইলেই অমনি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় মূর্ত্তিমান কলহ আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইত। মন সর্ব্বদা বিকল ও অপ্রসন্ন থাকিত, যথোপযুক্তরূপে বিষয় সম্পত্তির তত্বাবধান হইত না, ক্রমশঃ বহুকাল বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা বশতঃ অল্পকাল মধ্যে সমুদয় সঞ্চিতসম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল।

পরিবারবর্গের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। বৃদ্ধমাতা একদিবস উদ্বন্ধনে আত্মঘাতিনী হইলেন।

পরিবারবর্গের সর্ব্বদা পীড়া, নিয়ত অন্ন বস্ত্রের কষ্ট ও অবিশ্রান্ত কলহ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ একবারে অধীর ও বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িল।

সংসার ঘোরতর সাগরবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

আমি নানারূপ চিন্তা করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ বোধ করিলাম, গুরুদেব স্মরণ করিয়া বহির্গত হইলাম। পরিবারের মায়া আমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না।

ব্রহ্মচারী নিজের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া আর একজন সঙ্গীর মুখাবলোকন করিবামাত্র সে আত্ম-পরিচয় ও সন্ন্যাস-গ্রহণের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইল—"শিশুকালে আমার মাতা পরলোকগামিনী হইলে, পিতা প্রৌঢ়বয়সে আবার পাণিগ্রহণ করেন।

কিয়ৎবর্ষের মধ্যে আমার কতিপয় বৈমাত্র ভ্রাতা ভগিনী জন্ম গ্রহণ করে, পিতৃস্নেহ ক্রমশঃ আমার প্রতি শিথিল হইয়া অপরাপর ভ্রাতা ভগিনীদিগের প্রতি অর্পিত হয়, অভিভাবকদিগের অযত্ন ও অবহেলা বশতঃ অর্থোপার্জ্জনোপযোগী কোন বিদ্যা বা ব্যবসায় কিছুই শিক্ষা করা হইল না। পৈত্রিকবিত্ত সম্পত্তি সমুদয় বিমাতা ও

বৈমাত্র ভ্রাতৃগণের হস্তগত হইল। বিমাতা পূর্ব্বে অতিগোপন ভাবে আমার প্রতি হিংসা প্রকাশ করিতেন, পরে প্রকাশ্যরূপে হিংসা, দ্বেষ ও যারপর নাই ঘৃণা, প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জীবন নাশের ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া পিতৃভবন ত্যাগ করিলাম। নির্গুণ ব্যক্তি কোন স্থানেই সুখী হইতে পারে না। যেখানে যায় সেখানেই অনাদর অবজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হই না। তখন অপরিণয় অবস্থাটী সৌভাগ্যকর বলিয়া ম্যনিতে লাগিলাম, সংসার আমার নিকট বিষবৃক্ষের ফল সদৃশ বোধ হইতে লাগিল, অবিলম্বে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেশপর্য্যটনে নির্গত হইলাম।”

ইহার বিবরণ সমাপ্ত হইতে হইতেই অপরব্যক্তি বলিতে লাগিল —“আমার বাসস্থান বঙ্গদেশ, আমি রাঢ়ীয় শ্রেণীর নৈকষ্য কুলীন, ২০, টাকা বেতনে এক চাকরিতে নিযুক্ত ছিলাম, কৌলীন্যের অনুরোধে ঘটক মহাশয়দিগকে মাসিক প্রায় ৫, টাকা দিতে হইত, অধিকাংশ শ্বশুরদিগের প্রতি নির্ভর না করিলে সংসার নির্ব্বাহ হইত না, জ্যেষ্ঠা তিন ভগিনী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্তও অবিবাহিতা ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতিপালনের ভার সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভর করিত, পিতা, পিতামহ জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, মাতুল, মাতুলজ ভ্রাতা, শ্যালক, পিতৃ স্বসৃপতি, মাতৃ স্বসৃপতি, মাতুলের শ্যালক, পিতামহী মাতামহী, জ্যেষ্ঠমাতা খুল্লমাতা পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা মাতুলানী, মাতুলজা ভগিনী, মাতুলজ ভ্রাতার পত্নী, সহোদর তিন ভ্রাতা ও তাঁহাদের প্রত্যেকের দুই তিন স্ত্রী, প্রভৃতি পঞ্চাশত সংখ্যক ব্যক্তির অন্নাচ্ছাদন আমাকে নির্ব্বাহ করিতে হইত। ঋণ প্রস্তারণা, সময়ে সময়ে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া সংসার চালাইতে হইত, গুরু পুরোহিত মহাশয়েরা সর্ব্বদা আসিয়া দুর্গোৎসব প্রভৃতির জন্য উৎপীড়ন উত্তেজনা করিতেন, কোন অবকাশ উপলক্ষে বিদেশ হইতে গৃহে গেলে

আর ক্লেশের পরিসীমা থাকিত না, কেহ বস্ত্রের নিমিত্ত, কেহ বা ব্রাহ্মণকে কিছু দানের নিমিত্ত, কেহ বা নিজ ঋণ শোধের নিমিত্ত, কেহবা নিজ কুটুম্বকে কিছু দেওয়ার নিমিত্ত, করুণস্বরে শত সহস্রবার যাচ্ঞা করিতে থাকিত। মাতুলানী কিম্বা জেঠাই আসিয়া বলিতেন তোর ভগিনীদের দৌরাত্ম্যে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইতে হইবে, আমি তোর ভগিনীদের ভ্রূণ হত্যায় সাহায্য করিনি বলিয়া আমায় যারপরনাই অপমান ও তিরস্কার করিয়াছে। আবার কোন হতভাগিনী আসিয়া আরও কত যে ভয়ানক দোষের সমাচার শুনাইত তাহা স্মরণ করিতে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। রাত্রিযোগে কান্তার সহিত সাক্ষাৎ হইলে দুঃখের আর পরিসীমা থাকিত না। গহনার নিমিত্ত রোদন, শাশুড়ী প্রভৃতির কর্তৃক অপমান জন্য রোদন উত্তম বস্ত্রের জন্য রোদন একত্র হইয়া আমাকে সমস্ত রাত্রি অশ্রু প্রবাহে ভাসাইত, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়াই দেখিতে পাইতাম দ্বারে সমস্ত লোক প্রাপ্য টাকার জন্য উপস্থিত হইয়াছে, অল্পকাল মধ্যে ঋণ বাহুল্যের নিমিত্ত উত্তমর্ণদিগের উত্তেজনায় কর্ম্মচ্যুত হইয়া বাড়ী আসিতে হইল, সে সময়ে জীবন অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ বোধ হইতে লাগিল। সংসারকে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য সদৃশ বোধ হইতে লাগিল, সংসারের চরণে প্রণাম করিয়া বহির্গত হইলাম।"

আর একজন উদাসীন বলিতে লাগিল—"আমার সংসার ত্যাগের বিবরণ সকলে শ্রবণ কর! নবযুব বয়সে এক রূপ—লাবণ্যবতী কুমারীর প্রতি আমার চপল অন্তঃকরণ ধাবিত হইল, কুমারীর মাতা পিতা, অনেক চেষ্টার পর আমাকে কন্যা দান করিতে সম্মত হইল, আমি সেই গুণবতীর মন হরণ করিবার জন্য প্রত্যহ নানা রূপ উৎকৃষ্টবেশ পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের ভবনের সমীপে যাইয়া হাব ভাব সহকারে বিচরণ করিতাম, নানা প্রকার কৌশল ক্রমে ভাবী

শ্বশুরের নিকট নিজ পাণ্ডিত্য ও বদান্যতার পরিচয় প্রদর্শন করিতাম ভাবী শ্বশুর পরম বৈষ্ণব ছিলেন এই অনুরোধে আমি এক কৃত্রিম বৈষ্ণব সজ্জীভূত হইলাম, সর্ব্বদাই হরিণাম জপ, কণ্ঠে হরিণামের মালা ধারণ, হরিণামাবলী, মালাধার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা দ্বারা হরিণাম মুদ্রা ধারণ করিতাম, কথনই হরিসংকীর্ত্তনে অনুপস্থিত থাকিতাম না, কৃষ্ণ কি গৌরাঙ্গ লীলা শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম অশ্রুপাত প্রদর্শন করিতাম, সেই ভাবিনী পত্নীকে একবার দেখিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত থাকিতাম, আমার প্রতি তাহার অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে কি না তাহা নানাপ্রকারে অনুসন্ধান করিতাম, সেই কুমারীর অন্যত্র বিবাহের অনুষ্ঠান বার্ত্তা শুনিতে পাইলে আমার মস্তকে যেন বজ্র-পাত হইত, ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর কাল এত চেষ্টা উদ্যোগ করিলাম, কিছুতেই পূর্ণ মনোরথ হইতে পারিলাম না। সেই কুমারীর অন্যত্র বিবাহ হইল, সেই ভয়ানক সংবাদ শ্রবণ মাত্র ভূতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলাম, মোহাবস্থায় এক দিবস পরম সুখে কালাতিপাত হইয়াছিল, কোন রূপ মর্ম্ম বেদনা অনুভূত করিতে পারিয়াছিলাম না। চেতনা প্রাপ্ত হইয়া অধীরতা সহকারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম, এবং স্বকীয় রূপ, গুণ, কুল, শীল, চেষ্টা প্রভৃতিকে শত শতবার তিরস্কার করিতে লাগিলাম, কতিপয় কাল উন্মত্তের প্রায় গৃহে অবস্থিতি করিয়া ছিলাম, নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম কিছুতেই আর সংসার ধর্ম্ম গ্রহণে অভিরুচি জন্মিল না, সংসার আমার নিকট শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। গৃহস্থ ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নির্গমন করিলাম” এই রূপে সকলেই নিজ নিজ বিবরণ প্রকাশ করণান্তর শক্তু ও ফল আহার করিয়া শয়ন করিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে কিয়ৎ ক্রোশ পর্য্যটনের পর সকলে যোগ

মায়ার মন্দিরে উপস্থিত হইল, দেখিতে পাইল--মন্দিরের চতুর্দ্দিক যোগী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, ঊর্দ্ধবাহু, প্রভৃতি শত শত অবস্থিত আছে—কেহবা ফল মূল ভক্ষণ করিতেছে, কেহবা তড়িতা ধুম পান করিতেছে, কেহবা গীত স্তোত্র পাঠ করিতেছে কেহবা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া দেবীর নিকট নানা প্রকার প্রার্থনা করিতেছে, কেহবা শিষ্যগণকে যোগ শাস্ত্র অধ্যাপন করাইতেছে, কোন স্থলে কতকগুলি আবার নিজ নিজ মতের পোষকতায় ভয়ঙ্কর কলহ করিতেছে, সমীপস্থ এক বিল্লতরু-তলে এক মহাপুরুষ ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট আছেন. সকলেই তাঁহার দিকে সম্ভ্রান্ত ও গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করে, অতি কঠোর উদ্ধত স্বভাব যুবা উদাসীনেরাও তাঁহার সহিত অতি মৃদুস্বরে মিতরূপে আলাপ করে, তাঁহার চরণে সেই স্থানের সকলেই প্রণত প্রায়, কতিপয় শিষ্য কিঞ্চিদ্দূরে উপবেশন করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছে মধ্যভাগে সন্ন্যাসিবর বিরাজ করিতেছেন।—মস্তকে জটাভার কুণ্ডলিত রূপে নিবদ্ধ, বদনে দীর্ঘশ্বেতশ্মশ্রু-রাজি বিরাজিত, গলে কর্ণে বাহুযুগলে বহু রুদ্রাক্ষমালা সুশোভিত, রক্তপট্টবস্ত্র পরিধৃত, শরীরের চর্ম্ম বিলোলিত, এরূপ বয়সে ও নয়ন-যুগল তারকের ন্যায় এরূপ তীব্র জ্যোতি, যে তাঁহার দিকে কাহারই স্থিরভাবে অবলোকন করিবার সাধ্য নাই। শরীরের গৌরবর্ণ, বৃদ্ধ বয়সেও সমুজ্জ্বল, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গাত্রে ভস্মের সঙ্গে কুঙ্কুম কস্তূরী, ও চন্দন বিলেপিত। এই পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিলে কাহার মনেনা ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে? সম্মুখভাগে এক বীরপুরুষ উপবিষ্ট আছেন—রক্ত পট্টবস্ত্র পরিহিত, স্কন্ধে স্বর্ণো-পবিত, সর্ব্বাবয়ব কুঙ্কুম চন্দনে চর্চ্চিত, শরীরাকৃতি অত্যন্ত উন্নত, ও প্রটৌষ্ঠ দর্শন, বর্ণ, চম্পক সদৃশ গৌর, আজানু লম্বিত ভুজদ্বয়, বক্ষ-দেশ বিশাল বিস্তৃত, মধ্য ক্ষীণ, স্কন্ধ উন্নত ও স্ফীত, ললাট প্রশস্ত,

নয়নদ্বয় আকর্ণ বিশ্রান্ত, নাসা উন্নত, বামকক্ষে এক নিষ্কোশ অসি দোদুল্যমান শরীরের তেজঃপুঞ্জ দেখিলে কখনই সামান্য মানুষ বলিয়া বোধ হয় না।

দেবদাস পটহস্তে উহাদের সম্মুখভাগে উপস্থিত হইয়া যোগী মহোদয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বীরপুরুষের সমীপবর্ত্তী স্থানে দণ্ডায়মান রহিল, বীরপুরুষ দেবদাসকে উপবেশন করাইয়া হস্ত হইতে আলেখ্য গ্রহণ করিয়া অতি স্তিমিতভাবে অবলোকন করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে দেবদাসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে দেবদাস বলিল "আমি দিল্লী হইতে পুণা যাইতেছি, পথিমধ্যে যোগমায়ার পাদপদ্ম দর্শন লাভ লালসায় এই পবিত্র পর্ব্বত ধামে আসিয়াছি।

বীরপুরুষ বলিল—"পুণাতে কি প্রয়োজন?"

দেবদাস উত্তর করিল "মহারাজাধিরাজ শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই আলেখ্য তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিব।',

বীরপুরুষ। "কি উদ্দেশ্যে শিবজীকে এই আলেখ্য প্রদত্ত হইবে?"

দেবদাস "উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, অনুগ্রহ লাভই এক মহতী আশা।"

বীরপুরুষ। "কি বিষয়ের অনুগ্রহ? আপনার প্রার্থনা কি? আপনি কি অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন? না আর কোন রূপ বাঞ্ছা আছে?

দেবদাস। "তাঁহার প্রবল বাহুযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার একান্ত অভিলাষ।"

বীরপুরুষ। "আপনি কি কোন প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক কোন রূপ অত্যাচারিত হইয়াছেন? না কোন দস্যু আপনকার কোন ধনপদ অপহরণ করিয়াছে?"

দেবদাস "আমি অতি নির্ধনলোক, দস্যু তস্করের আশঙ্কা

কি? দিল্লীশ্বরের আশ্রিত ছিলাম, শত্রু কর্তৃক অত্যাচারের সম্ভাবনা কোথায়?

বীরপুরুষ। "সেখান হইতে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণার্থে যাওয়ার প্রয়োজন?"

দেবদাস। "আমি ক্ষত্রিয় জাতি, যবনের অধীন থাকিতে ইচ্ছা হয় না। এতকাল তাঁহার অধীনে ছিলাম বটে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন থাকিত, তাঁহার বাক্য অবসান না হইতে হইতেই বীরপুরুষও বৃদ্ধগুরু, কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, দেবদাস তৈলঙ্গীর ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল দিল্লী দিল্লী এইরূপ শব্দ পাঁচ সাত বার উচ্চারিত শুনিতে পারিয়া অনুমান করিল যে তাঁহারই বিষয় আন্দোলন হইতেছে, গুরুদেবের আকার ইঙ্গিতে অনুমিত হইল যেন তাঁহার প্রতি কোন সন্দেহ করিয়া সাবধান করা হইতেছে!"

বীরপুরুষ বলিল "মহাশয়" যদি ইচ্ছা হয় তবে আমাদের সঙ্গে চলুন, আমরাও পুণা যাইতেছি।

দেবদাস বলিল "একাকী আমাকে যাইতে হইলে অপরিচয়ের নিমিত্ত নানারূপ ক্লেশ পাইতে হইত, জগদীশ্বর কৃপা করিয়া আপনাদিগকে আমার পথের সঙ্গী সঙ্ঘটন করিয়াছেন।"

নানাশাস্ত্র প্রসঙ্গে তিন জনে অল্প দিবস মধ্যে পুণানগরীতে উপস্থিত হইল—চতুর্দ্দিকে নানা রূপ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত হইল পদাতিক সৈন্যগণ জয় কোলাহল করিতে লাগিল, বন্দীস্তুতিপাঠকগণ জয় সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল, বীরপুরুষ রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া মেঘাবরণমুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল, দেবদাস তখন জানিতে পারিল বীরপুরুষ, শিবজী, গুরুদেব রামদাস বাবাজি

সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—"মহারাজ ? বিধাতার অনুগ্রহ হইলে দুর্লভ রত্ন হস্তে স্বয়মাগত হইয়াথাকে, শিবজী বলিলেন—"মহাশয় ! আপনার সৎস্বভাবেও নানাগুণে বশীভূত হইয়াছি গুরু-দেব যবনীয় গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন, সে সন্দেহ, সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া আমার অন্তঃকরণ আপনার প্রতি নির্ম্মল হইয়াছে, আপনি আমার অধিকারে পরমসুখে বসতি করুন্, আপনার ন্যায় গুণবান্ লোকের যবন সংসর্গে অবস্থিতি করা উচিত নহে।" দেবদাস রাজ বিত্তভুক্ হইয়া পুণাতে বসতি করিল, এক দিবস কথা প্রসঙ্গে শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় ! আপনি যে এক চিত্রপট আন-য়ন করিয়া আমায় প্রদান করিয়াছেন, সেই কামিনী কল্পিত কি প্রকৃত ?" দেবদাস বলিল "মহারাজ ! সেই কামিনী কল্পিতা নহে। যোধপুরের রত্নপতি নামধারী এক শ্রেষ্ঠী আছে। তাঁহার কন্যার এই প্রতিরূপ বটে। দিল্লীর সম্রাট অভিলাষ করিয়াছেন অল্পকাল মধ্যে সেই রমণীকে নিজ অন্তঃপুরে আনয়ন করিবেন। রাজপুতাণা দেশে এমন ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ কে আছে, যে আরঙ্গজীবের ইচ্ছার প্রতি-কূলতা করিতে সাহসী হইতে পারে। শিবজি বলিলেন,—"যশোবন্ত-সিংহ কখনই এ অত্যাচার সহ্য করিতে পারিবেন না, তাঁহার পুত্র অরিজিৎসিংহ্ সামান্য লোক নহেন, ক্ষত্রিয়কুলতিলক, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, সম্রাট তাঁহাকে সহসা দমন করিতে পারিবেন না। দেব-দাস বলিল—"জয় পরাজয় কেবল অস্ত্র ও সৈন্যের উপর নির্ভর করে না, রাজনীতি কৌশল প্রভাবে অনেক হীনবল পক্ষ ও জয়লাভ করিয়া থাকে। আরঙ্গ জীবের চাতুরি ও ধূর্ত্ততা কাহারই অবিদিত নহে। মহোদয় ! আপনি যদি কোন রূপ বিধান করেন, তবে একভারতীয় কামিনীর সতীত্ব রত্ন রক্ষার সম্ভাবনা। শিবজি বলি-লেন "আমি কিরূপে অযাচিত ভাবে শ্রেষ্ঠীর সহায়তা করিব, ধর্ম্মের

অনুরোধে এককালে রাজনীতি কৌশল বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না, এ পর্য্যন্ত করিতে অঙ্গীকার করিতেছি যে আরঙ্গজীবকে নানা প্রকার কৌশলে এরূপ ব্যাপৃত করিব যে তাহাতে তাঁহার ওরূপ কর্ম্মের অবকাশ ঘটিবেক না। অলস নিষ্কর্ম্ম অব্যাপৃত মনেই নানা রূপ অসৎ কল্পনার উদয় হইয়া থাকে, আমার সহিত সর্ব্বদা বিবাদ চলিতেছে, যুদ্ধের আরও কিঞ্চিৎ মাত্রা বৃদ্ধি করিলে সম্রাটের অন্তঃ-করণ হইতে ভোগ বিলাসের চিন্তা একবারে দূর হইয়া যাইবে, কামি-নীর হিতসাধন করা যে আমার লক্ষ্য এরূপ মনে করিও না, মোগল সম্রাটের বৈর সাধনই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। সুবিধা প্রাপ্ত হই-লেই ঘোরতর সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিব, ভারতবর্ষের প্রতি বিদেশীয় দস্যুগণের অত্যাচারের কথা শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, শরীর রোমাঞ্চ হয়, যশোবন্তসিংহ যদি এ নিমিত্তে আমার নিকট সহায়তা প্রার্থনা করেন্ তবে আমি প্রাণপণে সহায়তা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"দুল্লহজনানুরাও, লজ্জাগুরুই পরব্বসো অপ্পা
প্রিয়সহি! বিসমং পেম্মং——————"

আহা কি মনোহর উদ্যান বাটী, নব বসন্ত সমাগমে তরু গুল্ম লতাগণ পল্লবিত মুকুলিত ও কুসুমিত হইতেছে, স্থানে স্থানে সুসজ্জিত লতাকুঞ্জ সকল লোচনানন্দ সম্পাদন করিতেছে, চারিদিক্ পরিস্ফুটরূপে নানা রূপ বিহঙ্গম কলরব শ্রুতি বিবরে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। উদ্যান বাটিকার এক সজ্জিত গৃহে তিনটী নবীন যুবতী, উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রান্তভাবে কথোপকথন করিতেছে, পাঠক বর্গের কৌতূহল বারণ নিমিত্ত কামিনী ত্রয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। একজন রত্নপতি শ্রেষ্ঠীর কন্যা হেমনলিনী, অপর তাঁহার সখীদ্বয়। হেমনলিনী বলিল "সখি আমার অন্তঃকরণ অদ্য কি নিমিত্ত যে এরূপ অপ্রসন্ন বোধ হইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হইতেছি না, কুসুমিকা বলিল "অদ্য কেন? আমি তোমায় অনেক দিন বিষণ্ণ ও ম্লান দেখিতেছি, তোমার দুঃখের কারণ তুমি যত বুঝিতে পারিবে অন্যে তাহার শতাংশও অনুভব করিতে পারিবে না, আমিত স্থূল দৃষ্টিতে কোন অসুখের কারণ দেখিতেছি না।

মাধবিকা বলিল "আমি সুখের ও কোন উপাদান সামগ্রী দেখিতেছি না। দেশীয় প্রথানুসারে স্ত্রীজনের ষোড়শ বর্ষ প্রায় অতিক্রম হয় না, বয়স প্রায় উনবিংশতি হইল বিবাহ সম্বন্ধ সঙ্ঘটন হইল না, শ্রেষ্ঠী মহাশয় কি সুখে যে নিশ্চিন্ত হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করা দুঃসাধ্য। অনেকেই অনেক সময় এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করে, একটী নির্জ্জন উদ্যান বাটীতে, সখীমাত্র সহায় করিয়া সময় যাপন করিতে হইলে অন্তঃ-করণে অনেক অভাব বোধ হইতে পারে, সর্ব্বদা মাতা পিতার নিকট অবস্থান করিলে মন তাদৃশ বিকল হয় না"। কুসুমিকা বলিল "যাঁহারা সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলনে সময় যাপন করেন তাঁহাদের মনে বৃথা দুশ্চিন্তা উদিত হইবার অবকাশ কোথায়? নলিনী সর্ব্বদাই গ্রন্থ অধ্যয়নে ও নানারূপ চিত্র করণে রত, কিঞ্চিৎ অবকাশ হইলে বীণা বাদন করে। ইঁহার হৃদয়ে দুর্ভাবনা প্রবেশ করিবার পথ নাই।"

হেমনলিনী। বস্তুতঃ অন্তঃকরণে সময়ে সময়ে অনেক প্রকার অসুখ উপস্থিত হয় বটে কিন্তু নানা কৌশলে তাহা স্থানান্তরিত করিয়া দি, ক্ষণকাল অবস্থিতি করিতে দেই না। অধ্যয়ন যে দুঃখ বিস্মৃতির প্রধান উপকরণ তাহাতে অণুমাত্র ও সন্দেহ নাই।

মাধবিকা। "কোন কোন সময়ে অধ্যয়নই দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। পুস্তকগত অননুভূত ও অবিজ্ঞাত ভাব সকল কল্পনাপথে উদিত হইয়া বাসনা রূপে মর্ম্ম পীড়া প্রদান করিয়া থাকে।

হেমনলিনী। "আমি পরকীয় অতীত বৃত্তান্তের তাৎপর্য্যমাত্র গ্রহণ করি। কিন্তু তাহাতে অভিভূত বা মুগ্ধ হইয়া নিজ প্রকৃতির আদর্শে, তৎস্বভাবের প্রতিবিম্ব আনয়ন করি না।

মাধবিকা। "সে সময়ে অভিজ্ঞান শকুন্তল পাঠ কালে অশ্রুপাত হইয়াছিল কেন?

হেমনলিনী। "দুষ্মন্তের নিষ্ঠুরতার বৃত্তান্ত শ্রবণে কাহার মনে না বিরক্তি উপস্থিত হয়? এবং সাধ্বী শকুন্তলার ত্যাগ বিবরণ শ্রবণে কোন্ পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত না হয়?"

মাধবিকা। "সভাস্থলে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান যদি তোমায় দুঃখিত করে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে লতা-মণ্ডপে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের সম্মিলনও তোমায় আহ্লাদিত করে। পতি সম্মিলন জনিত সুখ তোমার অনাস্বাদিত, পুস্তক পাঠরূপ কল্পনা দ্বারা যদি মনে অনাস্বাদিত রসের সঞ্চার হইতে পারে, তাহা হইলে যে তোমার মনে পতি লাভের বাসনা আসিয়া উদিত হইবে আশ্চর্য্য নহে।"

হেমনলিনী। "পুস্তক ভিন্ন কি দাম্পত্য বিষয় জানিবার উপায়ান্তর নাই? প্রকৃতিতে দাম্পত্য ক্রীড়া সর্ব্বদা বিরাজিত, অই দেখ কপোত দম্পতী তরুশাখায় একত্র উপবিষ্ট হইয়া কেমন প্রণয় ভাব প্রকাশ করিতেছে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক পশু পক্ষীতেও দাম্পত্য প্রণয়ের শত শত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

"অই যে মাধবীলতার সমীপবর্ত্তী হইয়া ভ্রমর-রাজ গুণ গুণ স্বরে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা হইতেও দাম্পত্য স্বভাব অবগত হওয়া যাইতে পারে।"

মাধবিকা। "অলির সহিত মাধবীলতা কি চূতমঞ্জরী অথবা নলিনীর প্রণয়রস ভাব কল্পনা যে নানা পুস্তক হইতে শিক্ষিত হইয়াছ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিদ্যা বিহীন জনেরা এসকল কাল্পনিক ভাব অবগত নহে। না হয় প্রকৃতি হইতেই তদ্বিষয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ, যে রূপেই হউক দাম্পত্য রস কল্পনা পথে আবির্ভূত হইয়া নানা আশা উৎপাদন করিতেছে।"

কুসুমিকা। "ঐ যে সহজ সিদ্ধান্ত, এত তর্ক বিতর্ক দ্বারা নিষ্পাদন করিবার আবশ্যক কি? সহজ বুদ্ধি দ্বারা সকলেই অবগত আছে যে যৌবন উপস্থিত হইলেই তৎসময়োচিত নানারূপ ভাব রস আসিয়া অন্তঃকরণে উদিত হয়।"

হেমনলিনী। "সখি! তোমরা পরিহাসচ্ছলে যাহাই বল, আমি তাহাতে কর্ণপাত করি না। বস্তুতঃ আজ্ আমার অন্তঃকরণ যেন অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হইতেছে।"

কুসুমিকা। "সখি! বল আমরা পুষ্পমালা গ্রন্থন করি। আর পুপ দ্বারা নানা আধার প্রস্তুত করি। নিষ্কর্ম্ম থাকিলে সকলেরই মন বিষণ্ণ থাকে। অনুমোদন করিলে চয়ন করিয়া কুসুম সমূহ আনয়ন করি।"

মাধবিকা। "কুসুম মাল্যের দ্বারা হেমনলিনীর আরও কাল্পনিক যাতনার বৃদ্ধি হইবে, শিশুকালে তোমার বিবাহ হইয়াছে তুমি এই সকল ক্লেশ বড় অনুভব করিতে পার না।

হেমনলিনী। "ইহার বিবাহ হওয়া না হওয়া উভয়ই সমান, পতি চিরপ্রবাসী, ইনি আজন্ম পিতৃগৃহবাসিনী, চিরপ্রবাসীর প্রণয়িনী আর অনূঢ়া যুবতী উভয়ই সমান।

কুসুমিকা। "অবিবাহিতা আর প্রবাসীর প্রণয়িনী, কথনই সমান নহে। অবিবাহিতার প্রেমের কিছুই লক্ষ্য নাই, অপরের আশা, ভরসা, প্রেম, মমতা, সমুদয়ই বল্লভের হৃদয়োদ্দিশ্যে সমর্পিত হইয়া থাকে।

উপভোগ, প্রণয়ের মূলাধার নহে, অনেক ভাবুকদিগের মতে আশা ও ভাব নির্ভরই প্রণয়ের মূল স্বরূপ।

মাধবিকা। "বস্তুতঃ উভয়ের মনোমিলন হইয়া পরস্পর এক বার সরল ভাবে প্রণয় যোজিত হইয়া গেলে পরে আর যদি দেখা

সাক্ষাৎ নাও ঘটে, তথাপি তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া চিরজীবন অবিচলিত ভাবে যাপন করা যাইতে পারে।”

হেমনলিনী। “অবিবাহিতার যে প্রেমাধারের অভাব তাহাতে সন্দেহ কি?”

মাধবিকা। “সখি! দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, চল, সকলে এখন গৃহের বহির্ভাগে গমন করি” গবাক্ষ পথে বহির্দ্দেশ নিরীক্ষণ করিয়া সখীত্রয় গাত্রোত্থান করিল।

হেমনলিনী। কিঞ্চিৎ দ্রুত অগ্রসর হইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল, এবং প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে প্রবৃত্ত হইল, কিয়ৎকাল প্রকৃতি সমবলোকনে হৃদয় এরূপ মোহিত ও রসার্দ্র হইল যে সখী দিগের আগমন বিলম্ব আর অনুভূত হইল না, সমুদয় বিস্মৃত হইয়া ভাবাবিষ্ট চিত্তে প্রকৃতি দর্শন পূর্ব্বক অনর্গল কবিতা প্রণয়ন করিতে লাগিল।

“আসিছে রজনী জানি হাসিছ ধুতূরা,
হাসিছ রজনীগন্ধা ওগো সুচতুরা!
তোমরা লভিলে আজ কি সুখ ভাণ্ডার,
আমি হেরি চারিদিক্ অসুখ অপার।
অই মঞ্জু কুঞ্জ আবরিয়া লতাবলী,
মুঞ্জরিছে, আসি গুঞ্জরিছে কত অলি।
এই শোভা হেরি সকলের চিত্ত হরে,
কেনরে আমার তাহে হৃদয় বিদরে।
সৌরভে গৌরবে ফেটে ফুটিলি মালতি,
ধিক্ তোরে সব তোর কুরীতি কুমতি।
কেনা জানে চিরসহচরী আমি তোর,
না চাহিস্ ফিরে আজ মন কি কঠোর।

তোর দুঃখে আমি সদা অশ্রুজলে ভাসি,
আজি মোর দুঃখ, কিন্তু তোর মুখে হাসি।
রে পবন! মন্দ মন্দ বহিস্ শীতল,
এ হৃদয় তপ্ত কেন? বল বল বল।
অই শাখী ছাড়ি কত পাখী উড়ি যায়,
দিন যায় দিন যায় বলি গীত গায়।
শান্তিভাবে শান্তজনে শুনিছে হরষে,
মোর কাণে হলাহল যেনরে বরষে।
বিকচ পলাশ তরু অই শোভা পায়,
হেরি, যেন রক্ত ঝরে প্রকৃতির গায়।
বনরাজি হরিতিমা চিত্ত বিনোদন,
আজি করে কেন মোর মন উচাটন।
বিলাসের বস্তু কিছু ভাল নাহি লাগে,
দেখি মনে কোন অভিলাষ নাহি জাগে।
মলিন বসন ঝাপি এছার আননে,
ইচ্ছা হয় কাঁদি বসি গভীর কাননে।
কেন রে এরূপ মোর মনের বিকার,
তাও নাহি জানি নিজে কে জানিবে আর?
এরূপ নবীন জ্বালা কভু নাহি জানি,
রে স্বভাব! তোরে কিবা অদ্ভুত বাখানি।

হেমনলিনী কবিতা যোজনাসহকারে প্রকৃতি সমালোচনা করিতেছে, এদিকে মাধবিকা ও কুসুমিকা ভবনের সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপথন করিতেছে।

কুসুমিকা। "সখি! ইহার মনের প্রকৃতভাব অবগত হইবার উপায় কি? নানারূপ ব্যগ্রতা সহকারে ধরিলে বলিতে পারে।"

মাধবিকা। "এ যেরূপ গম্ভীর প্রকৃতি, সহজে কখনই মনের সরলভাব ব্যক্ত করিবে না।

কুসুমিকা। "তবে কিরূপে জানিতে পারিব? শপথ দিয়া বারবার উত্তেজনা করিলে বলিতে পারে।'

মাধবিকা। "এ সদুপায় নহে, তাঁহার মন তোমার ন্যায় হইত তবে এ উপায় ফলপ্রদ হইত সন্দেহ নাই।'

কুসুমিকা। "কর্ত্রীমাতা ঠাকুরাণীকে সবিশেষ বলা যাক, তিনি অনুরোধ সহকারে বলিলে বোধ করি গোপন করিতে পারিবে না।

মাধবিকা। "ইহাও সৎপরামর্শ নহে, মাতার নিকট যৌবনাবস্থায় কে কখন মনের ভাব সরলভাবে ব্যক্ত করে? আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, তাহাতে ব্যক্ত হইবে।'

কুসুমিকা। "বল বল, কি উপায় স্থির করিয়াছ।'

মাধবিকা। "এখন বলিবার প্রয়োজন নাই, কার্য্য উদ্ধার করিয়া তোমার নিকট পুরস্কার যাচ্ঞা করিব, সখি! এমন ফাঁদ, তাহাতে অবশ্যই বিহঙ্গকে আবদ্ধ হইতে হইবে, সখি! ক্ষণকাল এখানে দাঁড়াও, আমি একবার নলিনীর উপবেশন স্থল হইতে আসি।" এই বলিয়া ক্ষণবিলম্বে মাধবিকা প্রত্যাগত হইলে উভয়ে নলিনীর সমীপে উপস্থিত হইল।

মাধবিকা নলিনীকে বলিতে লাগিল। "প্রিয়সখি! রাত্রি আগতপ্রায়, রজনী অন্যত্র যাপন করা জননীর নিষেধ, তাহা মনে করিয়া এখন গৃহে গমন করা যাক, অন্যান্য কুলকুমারীদিগের অপেক্ষা আমরা যে স্বাধীনভাবে সর্ব্বদা বিচরণ করি তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তথাপি সময়ে সময়ে অনেক দূর বিবেচনা করিয়া চলা উচিত;'

কুসুমিকা। "আর বিলম্ব করা শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে না।'

হেমনলিনী। "তবে চল গৃহে গমন করি,' এই বলিয়া যানারোহণে গৃহে গমন করিল, পর দিবস মাধবিকা ও কুসুমিকা আহারাদি সমাপনান্তে উদ্যান বাটীতে গমন করিয়া দেখে এক পর্য্যঙ্কোপরি হেমনলিনী শয়ন করিয়া আছে, সম্মুখভাগে কতকগুলি আলেখ্য পট কুঞ্চিতভাবে বিকীর্ণ আছে, হেমনলিনীর তন্দ্রাভারাক্রান্ত নেত্রদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত, হস্তে পুস্তক উদ্ঘাটিত ও প্রসারিত রহিয়াছে, মাধবিকা সম্মুখভাগ হইতে পটগুলি গ্রহণ করিল, হেমনলিনী কিছুই জানিতে পারিল না, নিঃশব্দ পদ সঞ্চার পূর্ব্বক কুসুমিকাকে লইয়া প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিল, এবং হাস্যমুখে বলিতে লাগিল—"চোর ধরা পড়িয়াছে।"

কুসুমিকা। কিয়ৎক্ষণ মাধবিকার মুখপানে চাহিয়া বলিল "সখি! তোমার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না।"

মাধবিকা। "বিগত দিবস যে তোমাকে জানাইয়া চোর ধরার ফাঁদ পাতিয়া ছিলাম, তাহাতে চোর আসিয়া আবদ্ধ হইয়াছে।"

কুসুমিকা। "স্পষ্ট করিয়া বল, আমারও কিছুই মনে হইতেছে না।"

মাধবিকা। "সখি! বিগত দিবস নলিনীর মনোগত ভাব জানিবার জন্য যে কৌশল বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছে।"

কুসুমিকা। "কিরূপ কৌশল বিস্তার করিয়াছিলে? কিই বা জানিতে পারিয়াছ?"

মাধবিকা। "মনে মনে স্থির করিলাম যে নলিনীর উপবেশন স্থলে, তূলিকা, বর্ণাধারে নানাবর্ণ ও চিত্রোপযোগী কাগজ প্রস্তুত রাখিলে, নলিনী এ সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া কখনই নিরস্ত থাকিবে না,

কাহারও প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া থাকিলে অবশ্যই মনোমুদ্রিত আকৃতি মুদ্রিত করিবে; বস্তুতঃ যাঁহাদিগের চিত্র করিবার অভ্যাস আছে, তাঁহারা অবকাশ পাইলেই চিত্র দ্বারা মনোগত ভাব বিকাশ করিয়া থাকে। তথাবিধ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, অদ্য এই দেখ কতকগুলি বৃথা চিত্রের পর বাঞ্ছিত জন চিত্রিত হইয়াছে।"

কুসুমিকা। "ব্যগ্রতা সহকারে সমুদয় চিত্র পর্য্যালোচন করিয়া দর্শন করিতে লাগিল,—এ যে একটী ক্ষুদ্র বিহঙ্গ, এই একটী কদলী তরু—এই কপোত যুগল—এই একজন যুবার আকৃতি অৰ্দ্ধচিত্রিত,—এই সম্পূর্ণরূপে এক যুবা বীরপুরুষ চিত্রিত হইয়াছে।"

মাধবিকা। "এ কখনই কাল্পনিক আকৃতি বলিয়া বোধ হয় না, এ অবস্থায় পুরুষের আকৃতি কল্পনা করাও মনোবিকারের কার্য্য, এ সামান্য আকৃতি বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইবে। কুসুমিকে! হেমনলিনীকে এ সকল রহস্যভেদ করিবার প্রয়োজন নাই, সর্ব্বদা উহার আকৃতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে, বাঞ্ছিত পট খানি গোপন পূর্ব্বক উভয়ে যাইয়া নলিনীর সমীপে উপবেশন করিল, এবং নলিনীকে জাগরিত করাইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"কোজিতো নস্ত্রিয়া ভুবি।"

রজনী অত্যন্ত গভীরভাব অবলম্বন করিয়াছে, দিবসের নানা কোলাহল আর কিছুই শ্রুত হয় না, জগতে মূর্ত্তিমান বিশ্রাম যেন ক্রীড়া করিতেছে, এ সময়ে গৃহপরিপালিত পশুমাংসলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় তস্করগণ, অর্থ তৃষ্ণায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, পরানুরাগী কামুক লম্পটগণ অতি চকিত ভাবে নিঃশব্দে পরকীয় দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছে, কোন গৃহে দীর্ঘ বিরহের পর অপূর্ব্ব-মিলন, কোন কোন গৃহে বা দীর্ঘ মিলনের পর অদ্ভুত বিরহ, কোথাও বা মানিনী, স্ফীতাধরে রোদন করিতে করিতে নায়কের প্রতি নানা প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে; কোন গৃহবতী, শিশু সান্ত্বনা ব্যস্ত হইয়া প্রিয়তমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না; কোথাও বা কোন উদ্ধত নবীন যুবা, মোহান্ধ হইয়া নবপরিণীতা বালিকা পত্নীকে পদাঘাত করিতেছে, কোন ভবনে নিদ্রা ও অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই; কোন কোন ভবন, দম্পতীর সাংসারিক শুষ্ক আলাপে পূর্ণ; গৃহান্তরে কোন হতভাগিনী, সপত্নীর মনোরথ সিদ্ধি মনে করিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে নিশী জাগরণ করিতেছে। অনেকে মনে করিতে পারেন—যুবক যুবতী দ্বারাই যাবতীয় সরল দম্পতীলীলা সম্পাদিত হইয়া থাকে, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা মৃদুভাবে নীরসে রাত্রি যাপন করে, বস্তুতঃ তাহা নহে—

বৃদ্ধবয়সে প্রেমাগ্রহ আরও অধিক হয়, যৌবন কালের তরলরস কিঞ্চিৎ ঘন হইয়া অধিক উদ্বেলিত হয়, মত্ততা-প্রবাহ ফল্গু স্রোতের ন্যায় অভ্যন্তর ভাগে গুপ্তভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, স্ত্রীপক্ষপাত সহস্রগুণে বৃদ্ধি পায়, বস্তুতঃ বৃদ্ধের নিকটই কামিনীর প্রকৃত আদর, প্রেয়সী, মানিনী হইলে যুবকগণ সহসা বিরক্ত হয়, কিন্তু বৃদ্ধেরা শত পদাঘাতেও পরাঙ্মুখ নহে, উহারা বৃদ্ধত্বের ভাণ করিয়া পুত্র, কন্যা, জামাতা প্রভৃতি সকলের নিকট নির্লজ্জভাবে প্রেমাভিলাষ চরিতার্থ করে, শুক্লকেশের এমনি ঐন্দ্রজালীয় মোহিনীশক্তি, যে বৃদ্ধেরা সর্ব্বদা কামমলাযুক্ত হইলেও লোকে তাঁহাদিগকে নির্ম্মল মনে করিয়া বিশ্বাস করে। বৃদ্ধেরা অলক্ষিতভাবে অনায়াসে যে রসিকতা চরিতার্থ করে, যুবকগণের ভাগ্যে কথনই তাহা ঘটে না। যুবকগণের আকৃতি প্রকৃতিই অনর্থের মূল সন্দেহ নাই। পূরাতন কি আধুনিক কবিগণ, মান, বিরহ, বনকেলি, জলকেলি প্রভৃতি আদিরস-ঘটিত যাহা কিছু বর্ণন করিয়াছেন, সমুদয়ই যুবক যুবতীর প্রকৃতি অবলম্বন ভিন্ন নহে। কবিদিগের পক্ষপাত দূষিত চক্ষু, বৃদ্ধ প্রকৃতি কিছুই লক্ষ্য করিতে পারে নাই, উহারা কবিদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। পাঠক মহাশয়! বলিতে কি! এরূপ নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কোথাও নাই।

রত্নপতি শ্রেষ্ঠী এ সময়ে বহির্দ্দেশ হইতে অন্তঃপুরে সহধর্ম্মিণীর শয্যায় গমন করিলেন, ইহাঁর বয়স পঞ্চাশত অতিক্রম করিয়াছে, স্খলিত দন্ত সকল কৌশলক্রমে বন্ধন করিয়া রাখা হইয়াছে। অনেক দিন শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার প্রয়াস ছিল, সম্প্রতি সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে গোপনে গোপনে চস্‌মা ব্যবহার করিয়া লিখন পঠনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এখন প্রায় সকলেই এই ত্রুটি অবগত হইয়াছে, অন্যেরা জ্ঞাত হইলে বিশেষ হানি নাই,

কিন্তু উপপ্রেয়সী যাহাতে এ বিষয় জানিতে না পায়, তাহাতে অতি সতর্ক। সংসারে অনেকেই উপপত্নীর বশীভূত দেখা যায়, এরূপ উপকান্তার ক্রীত দাস আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না।

মনোহারিণীর ভ্রাতার প্রতি নিজ সম্পত্তির সমস্ত কর্তৃত্বভার অর্পিত হইয়াছে—হৃদয়মোহিনীর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রধান কোষাধ্যক্ষ, চিত্তবিলাসিনীর ভগিনীপুত্র, ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধারক—এরূপ অবস্থাপন্ন লোকের প্রতি যে ধর্ম্মপত্নী ও অপর পরিবারবর্গের বিরক্ত জন্মিবেক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রত্ন পতিকে দেখিবামাত্র গৃহিণী বলিয়া উঠিল "এত ক্লেশ স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, প্রত্যহ যেখানে আমোদ প্রমোদ সহকারে রাত্রি যাপন করা হয় অদ্য সেইখানেই যাওয়া কর্ত্তব্য, শুষ্ক ভাবের অনুরোধে, মাসে দুই চারিদিবস নিরানন্দ ভোগ করিবার আবশ্যক কি? আমার যখন নবযৌবন ছিল, তখন তোমার কর্ণে কর্ণে কোন বিষয়ের অনুরোধ করিতে সাহস হইত, এখন আমার সেই সৌভাগ্যের কুসুম ম্লান হইয়া গিয়াছে।

আমি ত আর তোমার ন্যায় দন্ত কেশ প্রভৃতি কৃত্রিম করিয়া প্রকৃতির সহিত প্রতারণা করিতে পারি না, আমরা কুলবতী, লজ্জাশীলা, ধর্ম্মভয়াতুরা, আমাদের সহিত তোমার ন্যায় নির্লজ্জ অধার্মিক লোকের আমোদ প্রমোদ শোভা পায় না। সে দিন যোগ্যপুত্র সংসার অন্ধকারময় করিয়া পরলোক গমন করিল, এ হতভাগিনীর কপালে মৃত্যু নাই, তুমি যে কোন্ মুখে আমোদ প্রমোদ করিতেছ, আমি চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, অন্য হইলে মৃতপ্রায় হইয়া থাকিত এই বলিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল।"

রত্নপতি বলিলেন "গৃহিণি! ক্ষমা কর, যতদূর তিরস্কার করি- করিয়াছ আর সহ্য হয় না, তোমার রোদনে আমার হৃদয়

বিদীর্ণ হয়, তোমার এইটি বিবেচনা করা উচিত যে, ধন, সম্পত্তি, গৃহ, উদ্যান, পুত্র, কন্যা সমুদয়ই তোমার অধীন, আমি এখন অন্ন বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই চাই না।" এইরূপ নানাপ্রকার চাটু মধুর বচনে গৃহিণীর কোমল অন্তঃকরণে প্রবোধ ও সান্ত্বনার সঞ্চার হইল। কিয়ৎক্ষণ পর দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে বলিতে লাগিল, "নাথ! একটী বিষয় তোমায় বলিবার নিমিত্ত অনেক দিন স্থির করিয়া রাখিয়াছি কিন্তু বলিবার অবকাশ ও সুযোগ কোথায়?"

রত্নপতি বলিলেন "বিষয়টি কি?"

গৃহিণী বলিল "নলিনীর বয়স অষ্টাদশ বর্ষের অধিক হইয়াছে, এখন পর্য্যন্তও বিবাহের কোন রূপ চেষ্টা করিতেছ না, প্রতিবাসী সকলেই নিন্দা করে, কন্যার প্রতি এত দূর স্বাধীনতা দেওয়াতে কহই সন্তুষ্ট নহে, অন্তঃপুরে প্রায় অবস্থিতি করে না, প্রায় সর্ব্বদা উদ্যান বাটীতে অবস্থান করে। সাধ করিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য শিক্ষা দিয়াছি, সে গুলি কপাল দোষে গুণের না হইয়া দোষ রূপেই পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। পুরুষের ন্যায় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নানা স্থান পর্য্যটন ও কখন কখন মৃগয়া পর্য্যন্ত করিতে গিয়া থাকে, স্ত্রীলোকের পক্ষে এই গুলি সম্পূর্ণ অশ্রুতপূর্ব্ব, এবং আমাদের নিকট নিতান্ত অনুচিত ও কুৎসিত বোধ হয়। সকলে বলে অস্ত্রবিদ্যাতে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, তদ্দ্বারা স্ত্রীলোকের কি উপকার? অদৃষ্ট ক্রমে দুইটি সখী ও যথাযোগ্য সঙ্ঘটিত হইয়াছে,—মাধবিকা বিধবা, কুসুমিকার পতি চিরবিদেশী, সর্ব্বদা পিতৃকুল নিবাসিনী, মাতা পিতা প্রভৃতির কিছুমাত্র শাসন নাই। উহারাও সমাজের রীতি অতিক্রম করিয়া যথেচ্ছক্রমে উদ্যান বাটী গমন করে।"

রত্নপতি বলিলেন "নলিনীর যেরূপ বরাভিলাষ তাহা দ্বিতীয় ধনুর্ভঙ্গ বা লক্ষভেদ। সহসা বিবাহ হওয়ার কোনরূপ সদুপায় দেখিতেছি না।"

গৃহিণী "নলিনী কি নিজমুখে বিবাহের বিষয় কিছু প্রকাশ করিয়াছে?"

রত্নপতি। "না। নিজমুখে কিছু বলে নাই, প্রাকৃতিক ভাব ও আশয়ের দ্বারাই অনেক দূর অবগত হওয়া যাইতে পারে। যে কুমারী বিবিধ দর্শন কি সাহিত্য সঙ্গীত, প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শিনী নানারূপ যুদ্ধ বিদ্যায় বিশারদা, রূপে অনুপমা, সকলেই যাঁহাকে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয়া স্ত্রীরত্ন বলিয়া স্বীকার করেন, শ্রেষ্ঠীবংশে তাঁহার যোগ্য পাত্রের সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের বংশের ন্যায় জঘন্য বংশ আর সংসারে দ্বিতীয় নাই। নিজ দোষ নিজের স্বীকার করা উচিত, অর্থভিন্ন, দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা প্রভৃতি কোন সদ্গুণের প্রতি আমাদের বংশীয়লোকের লক্ষ্য নাই, সত্য কথা বলিতে হানি নাই— সতীত্ব আমাদের বংশে অত্যন্ত দুর্লভ। মাধবিকা, কুসুমিকা, ও নলিনীকে, আর যাহাই বল কিন্তু, ইহাদের ন্যায় সাধুগুণাধার ও পবিত্র অতি অল্প প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সমাজের বন্ধন গ্রাহ্য করে না এই মাত্র ইহাদের দোষ, নলিনী আমার ঔরসজা কি তোমার গর্ভজা হইলে এত সদ্গুণ সম্পন্না হইত না, নলিনী ক্ষত্রিয় বংশজা, শিশুকালে আনিয়া তোমার দ্বারা প্রতিপালিত করাইয়াছি, তাহা কি তুমি এককালে বিস্মৃত হইয়াছ?"

গৃহিণী। "তা সত্য বটে ও সকল কথা এখন আমার নিকট স্বপ্ন কল্পিত বলিয়া বোধ হয়, স্মরণ করিতে মনে ক্লেশ বোধ হয়, এবিষয় যেন নলিনী কি অন্য কেহ অবগত না হয়, ইহার প্রতি আমার নিজগর্ভজাত দশ বীর-পুত্রতুল্য স্নেহ।"

রত্নপতি। "গুণেতেই তোমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে, আঁকার, প্রকৃতি, রীতি, নীতি, আচরণ, সমুদয়ই ক্ষত্রিয়-রাজ বংশোচিত।"

গৃহিণী। "তা বলিয়া কি ক্ষত্রিয় রাজবংশে ইহার বিবাহ দিতে হইবে?"

রত্নপতি। "কুলধর্ম্মের অনুরোধে তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে কি সমর্থ হইবে? কথনই নহে—কুলাচারের প্রতি শত শত ধিক্।"

গৃহিণী। "ক্ষত্রিয়েরা কেন বিবাহ করিতে সম্মত হইবে?"

রত্নপতি। "বৃথা বাক্যালাপে কোন প্রয়োজন নাই, অনেক স্থানে ঘটক প্রেরিত হইয়াছে শীঘ্রই প্রত্যাগত হইয়া বিবরণ প্রকাশ করিবে। রাত্রি অধিক হইয়াছে এখন নিদ্রা যাও, আর বৃথা বাক্য-ব্যয় ত্যাগ কর।"

শ্রেষ্ঠী মহাশয় পর দিবস প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৈষয়িক কার্য্য সমাধান করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে প্রেয়সী পদ্মলতিকার আলয়াভিমুখে গমন করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন "প্রত্যহ রাত্রিকালে পূর্ব্বে সংবাদ প্রেরণ করিয়া পরে বিহারগৃহে গমন করি, অদ্য দিবসে অবিদিতভাবে হঠাৎ যাইয়া প্রিয়ার প্রণয় পরীক্ষা করিব, প্রিয়া যে আমায় ভাল বাসে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, কখন কোন্ দিকে ধাবিত হয় তাহার নিশ্চয় নাই, এই পরিচ্ছদে যাওয়া বিধেয় নয়, ছদ্মবেশ ধারণ করা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া সামান্য লোকের ন্যায় ইতর পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক অধোবদনে পদ্মলতিকার বিহার বাটির বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। গবাক্ষদ্বারা দৃষ্ট হইল—একজন নবযুবক পদ্মলতিকার এরূপ নিকটবর্ত্তী হইয়া বসিয়াছে যে, তাহাকে তথাবিধ পদ্মের ভ্রমর ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। দেখিবামাত্র আর ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিশ্রব্ধ আলাপ শ্রবণের অপেক্ষা রহিল না, অমনি ব্যগ্রতা সহকারে আরক্তলোচনে দ্রুত পদে গৃহের প্রবেশ দ্বারাভিমুখে গমন করিলেন। পদ্মলতিকার এক সহচরী জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিতে লাগিল-"আজ বড় বিপদ উপস্থিত—শ্রেষ্ঠী মহাশয়

আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ছদ্মবেশে আনিয়াছেন, কাল ভুজ-ঙ্গের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, অদ্য রক্ষা পাওয়া ভার এখন পলাইবার উপায় নাই, কষ্টে নায়ক পলাইলেও আমরা ধরা পড়িয়াছি।”

পদ্মলতিকা সখীর কথা শুনিবামাত্র কিঞ্চিৎ ত্রস্তভাবে প্রিয়তমের কর্ণে কর্ণে উদ্ধারের এক উপায় বলিয়া কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া বসিল দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।—শ্রেষ্ঠী মহাশয় আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন—ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল, কাল সর্পের ন্যায় শ্বাস বহিতে লাগিল, মুখে কথা স্ফুরিত হইতেছে না, এসময়ে নব-যুবক, শান্ত ও অবিচলিত ভাবে বলিতে লাগিল—“কোন আশঙ্কার কারণ দেখিতেছি না, ভয় নাই, আহারের দোষেই রোগটী জন্মিয়াছে অদ্য আহারের প্রয়োজন নাই, আমি যে দুটী বটিকা দিয়াছি তাহা অবশ্য সেবন করিতে হইবে, অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা অবশ্য অবশ্য আমায় একবার রাত্রিতে জানাইবে কোন চিন্তা নাই, আমি এখন বিদায় হই।” এই বলিয়া যুবক গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

পদ্মলতিকা রক্তপতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, চক্ষের জলে চাঁদবদন ভাসিয়া যাইতে লাগিল, বাষ্প বিকৃতস্বরে বলিতে লাগিল—“প্রাণনাথ! আমি এ অরণ্যে রোগ-শোকে জীবন হারাইতেছি, তুমি নিজভবনে বিমল দাম্পত্য সুখ ভোগ করিতেছ, তুমি যে এরূপ নির্দ্দয় নিষ্ঠুর, তাহা আগে জানিতে পারি নাই, আমরা অবলা সরলা, পূর্ব্ব পশ্চিম, চিনিতে অক্ষম। অদৃষ্ট দোষে কপট কুটিল, শঠ লোকের প্রণয়ে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া এককালে আজন্ম অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে, এই আগে প্রাণান্ত হইলে এক রূপ প্রাণ রক্ষা পায়, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি

রোগ হইতে মুক্তিলাভ করি, তাহা হইলে শপথপূর্ব্বক বলিতেছি—সন্ন্যাসিনী হইয়া কাশীবাসিনী হইব, অথবা বৈষ্ণবী হইয়া বৃন্দাবন বাসিনী হইব, পুরুষের মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা হয় না, আমরা স্ত্রী জাতি, আমরা কি রোগের কথা সহজে পরের নিকট স্পষ্টরূপে বলিতে পারি ? আমিত অধিক সময় ঔষধ সেবনে অসম্মত ছিলাম, প্রমদার বারবার উত্তেজনায় ঔষধ সেবনে সম্মত হইয়াছি, অনেক কষ্টে এই চিকিৎসক মহাশয়কে আনাইয়াছি, আমার নিকট এমন কিছুই নাই যে এক যাত্রার দর্শনী দি।” এই প্রকার নানারূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে পদ্মা একবারে ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, শ্রেষ্ঠীবর, যুবকের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন “মহাশয় ! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, অত্যন্ত ত্রাস্ত হইয়া পদ্মাকে ধরিবামাত্র পদ্মা এমনি পদাঘাত করিল যে তাহাতে শ্রেষ্ঠী মহাশয় একবারে ভূতলশায়ী হইয়া পড়িলেন, উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন “প্রিয়ে! শান্ত হও শান্ত হও, ক্ষমা কর, আমার অপরাধ হইয়াছে, আমি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকি, বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে চলে না, সম্প্রতি কন্যার বিবাহের নিমিত্তই অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, তোমায় না দেখিলে যে আমার অন্তঃকরণ কেমন করে, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, তোমার চক্ষের জল দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।”

পদ্মা। “তুমি নিজ বিষয় ও স্ত্রী কন্যা লইয়াই ব্যস্ত, এ হতভাগিনীকে একবার মনেও কর না, যদি তোমার এই রূপই মনের প্রকৃতভাব, তবে আমায় পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় আবদ্ধ রাখিবার প্রয়োজন ? তুমি সুখে ঘরকন্না কর আমি তীর্থযাত্রা করি।”

রত্নপ্রভ্তি। “প্রিয়ে ! আমায় অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া কোথায় যাইবে ? তুমি সন্ন্যাসিনী হইলে আমি ঝুলি বাহক হইয়া তোমার

সঙ্গে সঙ্গে যাইব, তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতেও ইচ্ছা হয় না, তোমার সহিত নরকে যাওয়াও শ্রেয়ঃ এই বলিয়া অশ্রু মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।

পদ্মা কষ্টে শোক বারণ করিয়া ব্যাধিসুলভ গ্লানিজাত বিলাপ করিতে লাগিল, এবং চিকিৎসককে কিছু পুরস্কার দিতে ইঙ্গিত করিল।

রত্নপতি যুবকের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিলেন "মহাশয়! আপনি বিপদকালে যেরূপ উপকার করিতে সম্মত হইয়াছেন আপনার নিকট চির ঋণে আবদ্ধ রহিলাম, অদ্য রাত্রিতেও একবার অনুগ্রহ করিবেন, আমার অনুরোধে একটুকু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে।

যুবক। "আমার ব্যবসায়ই এই, অবকাশ থাকিলে অবশ্য একবার রাত্রিতে আসিব, মহাশয়! আমার অনেক স্থলে যাতায়াত করিতে হয়।"

রত্নপতি। "তার আর সন্দেহ কি? আপনার দর্শনী স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি দিতেছি," এই বলিয়া অঙ্গুলি হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক যুবকের হস্তে অঙ্গুরীয় অর্পণ করিলেন, যুবক হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিল, এবং বলিতে লাগিল "মহাশয়! আমি বিদেশী লোক, এদেশে থাকিয়া চিকিৎসকের ব্যবসায় করি, সর্ব্বদা অনুগ্রহ রাখিবেন।"

রত্নপতি। "আপনার অবস্থিতি স্থান কোথায়? আপনার সহিত কখনও আমার সাক্ষাৎ নাই!"

যুবক। "আমার নিবাস অযোধ্যা, এখানে কুমার অরিজিৎ সিংহ আমায় অত্যন্ত অনুগ্রহ করেন, তাঁহার আলয়েই অবস্থিতি করি। মহাশয়! বড় ব্যস্ত আছি এখন বিদায় হই, সময়ান্তরে

আসিয়া কথোপকথন করিব” এই বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, শ্রেষ্ঠী মহাশয় আসিয়া আবার পদ্মার নিকট উপবেশন করিলেন, পদ্মা পা দুখানি শ্রেষ্ঠীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিল, শ্রেষ্ঠী প্রিয়ার পদসেবা করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, “প্রিয়ে! বিগত এক রজনীই এক যুগ বোধ হইয়াছিল, এখন শরীর কেমন আছে? এই বলিয়া শরীরে হস্তার্পণ করিলেন।

পদ্মা দাসী রুদিত স্বরে বলিতে লাগিল “প্রাণনাথ! তুমি এখান হইতে আজ যাইতে পাইবে না, তোমায় বাহুলতা দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিব, চক্ষের অন্তরাল হইতে দিব না।”

রত্নপতি। “প্রিয়ে! তুমি যে আমায় প্রাণতুল্য কি ততোধিক ভালবাস, তাহা আমি জানি, আমি যে তোমায় কতদূর ভালবাসি তাহা তুমি অনুভব করিতে পার নাই, তুমি আমার নয়নের মণি, হৃদয়ের পুতুল, সাগরের তরণী, শূন্যের পাখা স্বরূপ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির প্রতি যে আমার মমতা সে সমুদয়ই কৃত্রিম, তোমার চাঁদ-মুখ, অমৃত বচন, বঙ্কিম কটাক্ষ ও কোমল হাবভাবে পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়াছি, আমার প্রতি তোমার প্রণয় স্থির থাকিলে এই মস্তকে বজ্রপাত হইলেও দুঃখ নাই। প্রিয়ে! বলিতে কি, গত রজনীতে যখন পোড়ামুখী গৃহিণীর সহিত শয়ন করিয়াছিলাম, তখন এক এক বার তোমার কথা স্মরণ হইয়া আমার বুক ধক্ ধক্ করিয়া উঠিয়াছে, এক এক বার হতভাগিনীর শুষ্ক রসিকতায় এরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল যে পদাঘাতে একবারে উহার মস্তক চূর্ণ করি, দগ্ধ ভাগি-নীর মৃত্যু নাই” এই রূপে নানারূপ প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে অতি বিনীতভাবে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ ভবনে গমন করিলেন।

শ্রেষ্ঠী বহির্গত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরগামী হইলে, পদ্মা একবার

বাক্ষ দ্বারা অবলোকনানন্তর আসিয়া বলিতে লাগিল, "সখি প্রমদে!
খি মল্লিকে! শ্রেষ্ঠীকে আজ কেমন প্রতারিত করিয়াছি, যাহা হউক,
স কথায় আর কাজ কি? আজ রাত্রিতে আমার মধ্যম প্রিয়তমের
টীতে যাইতে হইবে। তোমরা সাবধানে গৃহে থাকিবে।"

প্রমদা। "সেখানে যাইতে যে নদী পার হইতে হইবে, রাত্রিতে
া নদীতে নৌকা পাওয়া যায় না, যাওয়ার উপায় কি স্থির
ইয়াছে?"

পদ্মা! "আমি বেশ সন্তরণ দিতে পারি, নৌকার প্রয়োজন কি?
কে ভালবাসা যায় তাঁর নিমিত্ত নদী কোন্ ছার, সমুদ্র গর্ভে
প দেওয়া যাইতে পারে।"

মল্লিকা। "আজ রাত্রিতে শ্রেষ্ঠী মহাশয় আসিবার কথা আছে,
াহাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব?"

পদ্মা। "তাঁকে প্রবোধ দেওয়া অতি সহজ, আসিয়া জিজ্ঞাসা
রিলে বলিবে—পদ্মলতিকা তোমার এত দীর্ঘকাল বিরহ সহ্য
রিতে না পারিয়া উন্মাদিনী প্রায় এইমাত্র গৃহ হইতে বহির্গত
ল; বোধ করি আপনার অনুসন্ধানে আপনার ভবন পর্য্যন্ত গিয়া
কিবে। ইহাতেই শ্রেষ্ঠী সন্তুষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।"

রাত্রি উপস্থিত হইবামাত্র শ্রেষ্ঠী মহাশয় দুইজন প্রহরী সমভি-
হারে পদ্মলতিকার ভবনে উপস্থিত হইল, কিয়দ্দূরে প্রহরীদিগকে
কিতে আদেশ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন
 মনে ভাবিতে লাগিলেন 'লম্পট পুরুষ ও ভ্রষ্টা স্ত্রী সম্বন্ধে সমুদয়ই
ারণা বলিয়া বোধ হয়, অনেক স্থানে সত্যকথাও সহসা বিশ্বাস
না। সেই যুবকটী প্রকৃত চিকিৎসক, কি আমায় প্রতারণা
ল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না তথন সেই যুবককে আমি
াম মহাশয় আপনি অদ্য রাত্রিতেও একবার অনুগ্রহ করিবেন,

এই কথায়, যুবক ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইল কেন? মল্লিকা ও প্রমদা যেন অতি কষ্টে হাস্য গোপন করিল এরূপ বোধ হইয়াছিল, তাহাতেই আমার মনে এরূপ সন্দেহ জন্মিয়া রহিয়াছে। লম্পট লোক বড় নির্লজ্জ এখন আবার আসিতে পারে, গোপনে যাওয়া যাক্, দেখাযাক্ কি হয়।” গুপ্ত প্রহরিণী মল্লিকা আসিয়া বলিল, পদ্মলতিকে! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, শ্রেষ্ঠী মহাশয় এই উপস্থিত হইতে-ছেন, তোমার প্রেমলীলা সম্বরণ কর, এই কথা শুনিবামাত্র সেই নবযুবক দামোদর কিঞ্চিৎ চিন্তিত ও বিচলিত চিত্ত হওয়াতে পদ্ম-লতিকা অভয় ও সাহস প্রদান পূর্ব্বক বসিতে ইঙ্গিত করিল, রত্নপতি গবাক্ষের সমীপে আসিয়া দেখেন, সেই যুবক নিকটে উপবিষ্ট আছে তখন নিশ্চয় তাহাকে অসদভিপ্রায়ে আগত বলিয়া বোধ হইল, মনে মনে কল্পনা করিলেন, এখন সহসা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া উহাদের আলাপে মনোগত ভাব সকল জানা যাউক, পদ্মা দামোদরকে গোপনে বলিল, “তুমি কিছু মনে করিও না, এখন শ্রেষ্ঠীর মনোরঞ্জন করিতেছি, কেবল প্রেম রক্ষা করিলে চলে না, অন্ন রক্ষাও চাই,—এই বলিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল আমি কুলবতী, আমার নিকট আপনার এরূপ ভাবে আসাতে অপর লোকেরা কিছু মনে করিতে পারে, আপনার কিরূপ মনের ভাব তাহা জানি না, আপনার আকার প্রকার বড় ভাল বোধ হয় না, শ্রেষ্ঠী মহাশয়, আপনাকে আসিতে বলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আপনার এরূপ স্থলে শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের অসাক্ষাৎ আসা ভাল হয় নাই। আপনার মনে কোনরূপ দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু এইটী নিশ্চয় জানিবেন যে আমার মন সেই রত্নপতি ভিন্ন অন্য জানে না, সেই রত্নপতিই এই অবলার পতিরত্ন। শ্রেষ্ঠী এই কথা শুনিতে পাইয়া একবারে আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিলেন, মনে মনে

বলিতে লাগিলেন, অদ্য প্রিয়ার এইরূপ বচন মধুপান করিয়া যেরূপ পরিতৃপ্ত হইলাম কখনই এরূপ পরিতোষ প্রাপ্ত হই নাই, অদ্য প্রিয়ার প্রকৃত ভাব জানিতে পারিলাম।

পদ্মা। "চিকিৎসক মহাশয়! আপনি অনেক প্রেম ও অনুরাগের কথা শুনিয়াছেন ও পুস্তকে পাঠ করিয়াছেন, কি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু আমাতে রত্নপতিতে যেরূপ অকৃত্রিম প্রেম ও অনুরাগ, এরূপ আর কখন দর্শন বা শ্রবণ, কি পুস্তকে পাঠ করেন নাই।"

গত রজনীতে প্রাণনাথ বিশেষ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ আসিতে পারেন নাই। আমি মৃতপ্রায় ছিলাম, আর রজনীতে না আসিলে জীবন সংশয় জানিবেন, আমার যে পীড়া কেবল এই দুই দিবসের বিরহ জন্য।

রত্নপতি। "আহা! আমার কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ হইতেছে, আজ কি সুপ্রভাত!"

পদ্মা। "ওগো চিকিৎসক মহাশয়! আপনার রূপ আমার চক্ষে যেন কণ্টক বিদ্ধ হয়, পুরুষ কি ভয়ঙ্কর, কি কুৎসিত, কি বিকট," এই কথায় দামোদর মুখে বস্ত্র দিয়া হাসিতে লাগিল, পদ্মা ইঙ্গিত দ্বারা দামোদরকে বারণ করিল।

রত্নপতি। স্বগত। "এখন সকল ভ্রম দূর হইল, কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য আছে—আমি বৃদ্ধ, বৃদ্ধের প্রতি সতী যুবতীদিগের মন তত আকৃষ্ট হয় না। ইহার মন, আমার বৃদ্ধত্বের উপর বিরক্ত কি না, তাহা জানিতে পারি নাই।"

পদ্মা। "ওগো! পৃথিবীর প্রায় সমুদয় যুবতীরাই যুবকের রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ, আমার হৃদয়ের গতি স্বতন্ত্র, আমার চক্ষে কৃষ্ণবর্ণ কেশ অপেক্ষা শুক্ল কেশ সুন্দর দেখায়। চক্ষের অধিক জ্যোতি আমার

প্রিয় নয়, শরীরের লোলিত চর্ম্মই অপেক্ষাকৃত ললিত বোধ হয়, প্রাণনাথের দন্ত যদি না থাকিত তাহা হইলে আমার নিকট আরো মনোজ্ঞ প্রতীত হইত সন্দেহ নাই।”

রতুপতি। স্বগত। “হৃদয়! আশ্বাসিত হও, আমি যে বিষয় জানিবার জন্য এতক্ষণ অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলাম, ইচ্ছামাত্র সেই বাসনা পূর্ণ হইল, আজ কি শুভক্ষণে প্রাতরুত্থান করিয়াছিলাম, তবে আর স্খলিত দন্তগুলি কৃত্রিম ভাবে বন্ধন করিয়া রাখার প্রয়োজন কি? আমি মনে করিতাম, আমায় দন্তহীন দেখিলে প্রিয়ার মনে কিছু বিরস বোধ হইবে, প্রিয়ার মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যেই আমি এই দন্ত বন্ধনের ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকি, প্রিয়া যদি আমার স্বাভাবিক অবস্থায় সন্তুষ্ট হইল, তবে আমার ওরূপ আয়াসের প্রয়োজন নাই, আমি কল্য হইতে দন্তগুলির বন্ধন মোচন করিয়া দিব, আমার প্রতি যে প্রিয়ার কিরূপ অলৌকিক অনুরাগ তাহা আগে আমি জানিতাম না, এখন আমার মন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইল, ভালবাসার এমনি শক্তি, কাহার মন কোন্ সময়ে কোন্ প্রকার রূপে যে মগ্ন হয় তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন, গৌরাঙ্গ ও কার্ত্তিক বর্ত্তমান থাকিতে রাধার মন কৃষ্ণের কাল রূপে মগ্ন হইল কেন? গৌরী কি কামদেবের রূপ চক্ষে দেখিতে পান নাই? অবশ্যই দেখিয়াছিলেন, তবে বৃদ্ধ বিরূপাক্ষ শিবের প্রেমে মত্ত হইলেন কেন? চিকিৎসক বেটা কি পাজি আমার প্রেয়সী পরপুরুষের মুখাবলোকনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ একান্ত বিরক্ত, এ হতভাগা কোথা হইতে আসিয়া ইহাকে বিরক্ত করিতেছে, আর এ বেটাকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিব, এই বলিয়া দ্রুতবেগে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে ভয় নাই, আমি তোমার লজ্জা রক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছি সতীর প্রতি ঈশ্বর অনুকূল, দামোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

বলিলাম "তুই বেটা কোথা হইতে আইলি, তোর মুণ্ডে বজ্রপাত হউক।"

দামোদর। "মহাশয়! আমাকে আপনি আসিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া আসিয়াছি, আমার দোষ নাই।"

রত্নপতি। "আসিতে বলিয়াছিলাম বলিয়া কি কুলবতীর সঙ্গে অন্যায় পরিহাস কৌতুক করিতে কি কোনরূপ অসদভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অনুমতি দিয়াছিলাম, তখন শত মুদ্রামূল্যের এক অঙ্গুরীয় পুরস্কার দিয়াছি এই বুঝি তার কৃতজ্ঞতা?

দামোদর। "মহাশয়! আমি কি অপরাধ করিয়াছি? কি লক্ষণ দ্বারা আমাকে অসৎ লোক স্থির করিলেন?"

রত্নপতি। "তোর কেশ যেরূপ কুঞ্চিত ও দ্বিধা বিভক্ত, বেশ পরিচ্ছদ যেরূপ চাকচিক্য ও আড়ম্বরশালী, গোঁপ যেরূপ ভঙ্গিমাযুক্ত সর্ব্ব শরীরে যেরূপ সুগন্ধি প্রলেপিত, ইহাতে লম্পট ভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি হয় না।"

দামোদর। "মহাশয়! এ গুলি কি লম্পট্যের লক্ষণ? আপনারা চিকিৎসা শাস্ত্র কিছুই জানেন না, এ সকল স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান কারণ।"

রত্নপতি। "এরূপ সাজসজ্জা করিয়া এখানে আসিবার আবশ্যক কি ছিল?"

দামোদর। "মহাশয়! চিকিৎসকদিগের বেশ পরিচ্ছদ ব্যবসায়ের এক ক্ষুদ্র অঙ্গ, আপনি পরকে উত্তেজনা কেন করেন? ঘর সাবধানে রাখিলেই ত হয়।"

রত্নপতি। "আমার তেমন ঘর নয়, আমার প্রতি প্রিয়ার এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ যে তাহার মন বিচলিত করা তোমার মত লোকের কর্ম্ম নয়।"

দামোদর। "তাহাতে আর সন্দেহ কি? মৃদুস্বরে এরূপ বলিয়া মুখে বস্ত্র দিয়া হাসিতে লাগিল, আর সাহস পূর্ব্বক দাঁড়াইল।"

রত্নপতি। "আরো অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, তোর যে বিপদ উপস্থিত তাহা বুঝি একবারও মনে করিতেছিস না।

দামোদর। "তোমার কি সাধ্য যে আমায় স্পর্শ কর, তুমি বৃদ্ধ, আমি নবযুবক, তোমার মত দুই জনকে আমি এক আঘাতে ভূমি-সাৎ কবির্তে পারি।"

রত্নপতি। "অতি বিকৃত উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিবামাত্র যমদূতের ন্যায় দুই জন প্রহরী আসিয়া ইঙ্গিতমাত্র দামোদরকে বল পূর্ব্বক ধারণ করিল এবং বন্ধন করিয়া শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে লইয়া চলিল, শ্রেষ্ঠী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিল, উহারা বাটী হইতে নির্গত হইবামাত্র পদ্মলতিকা প্রমোদাকে বলিল, সখি একটী কার্য্য করিতে হইবে, তুমি একখানি পত্র লইয়া কুমার অরিজিৎ সিংহের কাছে যাও, দামোদর কুমারের পরম আত্মীয়, তিনি তত্ত্ব পাওয়ামাত্র তাঁহাকে মুক্ত করিয়া লইবেন কোন চিন্তা নাই, শ্রেষ্ঠী বিশেষ পরিচয় জানিতে পারিলে কখনই এরূপ অত্যাচারে সাহসী হইত না, এই বলিয়া একখানি চিঠি প্রমোদার হস্তে অর্পণ করিল, প্রমোদা চিঠি লইয়া রাজবাটীর অভিমুখে দ্রুত গমন করিল"।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহিযস্য প্রিয়ো জনঃ।"

আহা কি মনোহর অদ্ভুত পুরী, নানাবর্ণ পতাকা সকল উড্ডীয়মান হইতেছে, প্রাক্ পুরোভাগে বিপুল সিংহদ্বার, তোরণ শীর্ষভাগে শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত সিংহদ্বয়, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে দণ্ডায়মান আছে, বোধ হইতেছে যেন জটাস্ফীত করিয়া ভ্রুকুটি-কুটিলমুখে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছে, সেই দ্বার পথে অহর্নিশ অজস্র জন স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তৎবহির্ভাগে মত্ত মাতঙ্গ সকল আলানে নিবদ্ধ রহিয়াছে, এক পার্শ্বে মন্দুরায় শত শত নানা জাতীয় অশ্ব বদ্ধ আছে, অভ্যন্তর দেশে প্রথম প্রকোষ্ঠে অস্ত্র শস্ত্রধারী অসংখ্য বীর পুরুষ যমদূতের ন্যায় শ্রেণীপূর্ব্বক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, ও কোন স্থলে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান আছে, অসংখ্য অশ্বারোহী সেনা যুদ্ধ সজ্জায় প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান আছে, স্থানে স্থানে রণবাদ্য হইতেছে। এই প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলে প্রকোষ্ঠান্তরে নানা দেবালয় সংস্থাপিত, এক বৃহৎ অট্টালিকাতে দশবিদ্যা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সকল মূর্ত্তিমতী দেবতা দর্শনে কাহার না বিস্ময় জন্মিয়া থাকে। কালিকা মূর্ত্তি—ফণিভূষণ শয়ান শিবোপরি দণ্ডায়মানা আছেন, গলে মুণ্ডমালা ও পৃষ্ঠদেশে কেশভার বিলোলিত

লম্বমান, কটিদেশে অসুরকরকিঙ্কিনী শোভা পাইতেছে, লোল জিহ্বা ও বিশাল লোচনত্রয় অবলোকন করিলে কাহার মনে না ভয়ের সঞ্চার হয়? ললাটে অৰ্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে, বামোৰ্দ্ধ-করে কৃপাণ এবং অধোভুজে অসুরমুণ্ড দোদুল্যমান আছে দক্ষিণ করদ্বয়ে বরাভয় বিরজিত, মস্তকোপরিস্থ রত্নমুকুট ও শরীরের শ্যামলাভায় যেন গৃহ প্রতিভাত হইতেছে, দ্বিতীয়া মূৰ্ত্তি তারা—ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম পরিধান পূৰ্ব্বক চারিভুজে, নীলাম্বুজ, খড়্গা, কাতি ও খৰ্পর ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা আছেন, ত্রিনয়ন ও ললাটে পঞ্চার্দ্ধ চন্দ্র শোভা পাইতেছে, ফণিনিবদ্ধ এক উৰ্দ্ধজটা মস্তকোপরি বিরাজমান, নীলরূপা লোলজিহ্বা করালবদনার পদতলে ভূতনাথ শয়ান আছে।

তৃতীয়া ষোড়শী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঈশান, মহেশ, রুদ্র, এই পঞ্চ দেবতার শিরস্থঃ রত্নাসনোপরি, রক্তাঙ্গী ত্রিনয়নী, ললাটে অৰ্দ্ধেন্দু-ধারিণী, নানাভরণে ভূষিতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, চারি করে পাশাঙ্কুশ ধনুঃ শর শোভা পাইতেছে। চতুর্থী ভুবনেশ্বরী—পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে চারিভুজ শোভা পাইতেছে, ত্রিনয়নীর লোহিত নিভ শরীরে নানালঙ্কার প্রদীপ্ত হইতেছে। পঞ্চমী ভৈরবী—রক্তাঙ্গী পদ্মাসনস্থা মুণ্ডমালাধারিণী, নানা ভূষণে ভূষিতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, কর চতুষ্টয়ে; পুস্তক অক্ষ-মালা ও বরাভয় শোভা পাইতেছে, নয়নত্রয়ের উৰ্দ্ধভাগে অৰ্দ্ধশশাঙ্ক কি অপূৰ্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

ষষ্ঠ মূৰ্ত্তি ছিন্নমস্তা—ইহার বর্ণ, প্রভাতকালীন সূর্য্য সদৃশ গলে মুণ্ড ও অস্থি মালা দোদুল্যমান, পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘ কেশ ভার, এক করতলস্থ খড়্গে নিজ মুণ্ড ছেদন করিয়া অপর হস্তে ধারণ করিয়াছে, কণ্ঠ হইতে ত্রিধার রুধির উৰ্দ্ধ পথে বেগে নিঃসৃত হইতেছে, উভয় পার্শ্বস্থ ডাকিনীদ্বয় দুই ধারা পান করিতেছে; এক ধারা নিজ মুখে

পতিত হইতেছে, ত্রিনয়নী অর্দ্ধচন্দ্রধারিণীর গলে মুণ্ড ও অস্থিমালা স্কন্ধে ভুজঙ্গোপবীত; নাভির অধোদেশে ত্রিগুণ শোভা পাইতেছে, চরণতলে বিপরীত রত প্রমত্ত রতিকাম শয়ান আছে।

সপ্তমী, বিদ্যা লিতর্জ্জনী; ধূম্রবর্ণা, কাকধ্বজ রথারূঢ়া, বৃদ্ধা, ধূমাবতী—একহস্তে শূর্পধারণ করিয়া প্রসারিতবদনে দণ্ডায়মান আছেন।

অষ্টমী বগলা—পীতবর্ণা পীত বসনাবৃতা, রত্নগৃহে রত্নাসনোপরি উপবেশন করিয়াছেন, এক হস্তে এক ভয়ঙ্কর অসুরের জিহ্বা আকর্ষণ করিয়াছেন; অপর হস্তে উদ্যত ভাবে গদা ধৃত রহিয়াছে, ত্রিলোচন ও অর্দ্ধচন্দ্রের জ্যোতিতে যেন গৃহ পরিদীপ্ত হইতেছে।

নবমী--রক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক রত্ন কমলোপরি উপবিষ্টা হইয়াছেন, শ্যামাঙ্গীর চারি করে খড়্গ, চর্ম্ম ও পাশাঙ্কুশ, বিরাজিত আছে, নয়নত্রয় ও অর্দ্ধচন্দ্রের জ্যোতিতে নানা মণির কিরণ প্রতিফলিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, ইহাঁর নাম মাতঙ্গী।

দশমী। বিদ্যা ইনি কে? ইহাঁরই নাম মহালক্ষ্মী—শরীরের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ, পদ্মাসনে আসীনা হইয়া আছেন; দুই হস্তে দুই কমল, অপর দুই হস্তে বরাভয় লক্ষিত হইতেছে; চতুর্দ্দন্ত শ্বেতবারণ চতুষ্টয় শুণ্ড দ্বারা চারি রত্নকুম্ভ গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে মস্তকোপরি অজস্র অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছে।

এইরূপ আরও নানা দেব বিগ্রহ মূর্ত্তি নানা স্থানে বিরাজিত আছে, দর্শনে ভয়, ভক্তি ও রৌদ্র ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যোগী, ব্রহ্মচারী, ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতি শত শত উদাসীনগণ বিচরণ করিতেছে, গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ, ঘোরঘটা ও আড়ম্বর সহকারে অর্চ্চনার সাজ সজ্জা করিতেছে।

সেই প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া অপর প্রকোষ্ঠে রাজাধিরাজের সভা ও নানা বিচার মন্দির, সভাগৃহে মহারাজ প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য

সমাপনান্তে রাজ সিংহাসনে আসীন হইয়া নানা রাজকার্য্য সমাধান করিয়া থাকেন, সর্ব্বদা পদাতিক ও অশ্বারোহী রজঃপুত সেনাগণ গৃহের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকে, বন্দিগণ অতি উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি পাঠ করিয়া সকলের কর্ণ বিনোদন করে, ইহার পর এক প্রকোষ্ঠ অতি অপূর্ব্ব, চতুর্দ্দিকে চিত্রশালিকা সকল বিরাজিত, কোথাও নানা জাতীয় মৃত পশু পক্ষী ঠিক জীবিতের ন্যায় রহিয়াছে, কোথাও নানা অপূর্ব্ব পদার্থ, সুশৃঙ্খল রূপে সজ্জিত আছে, কোন স্থানে অসঙ্খ্য গ্রন্থাবলি স্তরে স্তরে সুশৃঙ্খলতা সহকারে সুসজ্জিত আছে, মধ্যভাগে শত শত নৃত্যশালা, রাত্রিযোগে নানারূপ রত্নময় আলোকে সুশোভিত হইয়া থাকে, এই প্রকোষ্ঠে এক রম্য প্রাসাদে কুমার অরিজিৎ সিংহ অবস্থিতি করেন।

রাত্রি প্রহরাধিক কালের সময়ে এক জন প্রহরী আসিয়া কুমারের হস্তে এক খানি চিঠি অর্পণ করিলে, আবরণ উন্মোচন করিয়া কুমার সাক্ষরিত নাম দেখিতে পাইলেন না, লিখিত আছে "আপনকার প্রিয়বন্ধু দামোদরকে রত্নপতি শ্রেষ্ঠী, নিরপরাধে বন্ধন করিয়া অবরুদ্ধ রাখিয়াছে, সত্বর মোচনের চেষ্টা হউক" এই পত্র পাঠ করিয়া কুমার অগ্রে বিস্মিত, পরে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, আজ্ঞামাত্র দূত প্রেরিত হইয়া অতি সত্বর রত্নপতির হস্তে কুমারের স্বহস্ত লিখিত এক পত্র অর্পণ করিল, রত্নপতি কুমারের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অনুচিত মনে করিয়া দূত সমভিব্যাহারে অরিজিৎ সিংহের সমীপে উপস্থিত হইলেন, কুমার, যথোচিত সম্মান সহকারে শ্রেষ্ঠীকে আসনে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"শুনিতে পাইলাম, দামোদর নামক কোন ব্যক্তি আপনার গৃহে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে বন্ধন করিবার কারণ আদ্যোপান্ত জানিতে ইচ্ছা করি, এই ঘটনা বোধ হয় আপনার বিদিতসারে হয় নাই।"

রত্নপতি। "মহারাজ! আমি পরে একরূপ জানিতে পারিয়াছি।"

কুমার। "আপনি জানিয়া থাকিলে অবশ্যই কারণ অবগত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

রত্নপতি। "হাঁ; কারণ এক রূপ জানিতে পারিয়াছি।"

কুমার। "কারণটী কি তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণন করুন।"

রত্নপতি। "স্বগত, কুমার উহার বিষয়ে এত মনোযোগ করিতেছেন কেন? তাঁহার আলয়ে অবস্থিতি করে এরূপ বলিয়াছে, রাজবাটীতে কত লোকই অবস্থান করে। তবে কি ইহার প্রতি কুমারের অনুগ্রহ আছে? অথবা, কুমার অতি ন্যায়পরায়ণ তাহাতে বন্ধনের কথা কোনরূপ জানিতে পারিয়া দয়া উপস্থিত হইয়া থাকিবে। কিরূপেই বা সংবাদ প্রাপ্ত হইল, প্রকাশ্যে। মহারাজ! সে দুরাত্মা নরাধম, তাহাকে রাজ কারাগারে অর্পণ করিবার মানসেই রাখা হইয়াছে. ইচ্ছা—কল্য প্রাতঃকালে রাজকারাগারে অর্পণ করি, আমার একস্বর্ণময়ী অঙ্গুরী চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল, ধৃত হইয়া আবদ্ধ আছে, আদেশ হইলে অদ্য রাত্রিতে রাজসমীপে প্রেরণ করি।

কুমার। "স্বগত, দামোদর যে সামান্য অঙ্গুরী চুরি করিবে বিশ্বাস যোগ্য নহে। কি জানি একটা গোলযোগ ঘটাইয়াছে, প্রকাশ্যে। মহাশয়! কল্য প্রভাতে যা হয় হইবে অতি সত্বর তাঁহাকে আমার এখানে সেই চৌরিত দ্রব্য সহ আনয়ন করুন্।

আজ্ঞামাত্র রত্নপতি, দামোদরকে কুমারের নিকট আনয়ন করাইলেন, দামোদর আসিয়া প্রফুল্লমুখে এক আসনে উপবিষ্ট হইল, রত্নপতি তাঁহার দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল।

কুমার। জিজ্ঞাসা করিল, "দামোদর! এত রাত্রি কোথায় অবস্থিতি করিতেছিলে?

দামোদর। "শ্রেষ্ঠী রত্নপতির ভবনে।"

কুমার। "সেখানে সুখে কি দুঃখে কাল যাপন করিতেছিলে?"

দামোদর। "পরম সুখে।"

কুমার। "শুনিলাম তোমায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল।"

দামোদর। "তাহাতে অধিক ক্লেশ কি সুখের বন্ধন আনন্দজনক।"

কুমার। "শ্রেষ্ঠী মহাশয় বলুন আপনার কি বক্তব্য, প্রতিবাদী সম্মুখে উপস্থিত।"

রত্নপতি। "মহারাজ! ইনি আমার অঙ্গুরীয় চুরি করিয়া নিতেছিলেন জানিতে পারিয়া ধরা হইয়াছে, অই তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয় বিদ্যমান।"

কুমার। "দামোদর! অঙ্গুরীয় আমায় দেও দেখি! আদেশমাত্র দামোদর অঙ্গুরীয় প্রদান করিল, কুমার দেখেন তাহাতে র, প, এই দুইটী অক্ষর খোদিত আছে। ইহা দ্বারা স্থির করিলেন এই অঙ্গুরীয় যে শ্রেষ্ঠীর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রকাশ্যে। বলিলেন—তুমি এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে? শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "চুরি করিতে ধরা পড়িয়াছে।"

দামোদর। "আমি যে ধরা পড়িয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অঙ্গুরীয় যে শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের তাহা যথার্থ বটে, তবে এইমাত্র যে—

কুমার। "তুমি দোষ স্বীকার করিতেছ।"

দামোদর। "কার কাছে দোষ স্বীকার করিলাম, নির্দ্দোষ কি মানুষ আছে?"

শ্রেষ্ঠী। "মহারাজ! ইহার কথার আভাসেই বুঝিতে পারেন চোর কি সাধু।"

কুমার। "সত্য করিয়া বল, এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে।"

দামোদর। "সব কথা সত্য বলিলে চলে না, এইমাত্র বলিতে পারি, শ্রেষ্ঠী মহাশয় পুরস্কার দিয়াছিলেন, আমি যে অঙ্গুরীয় চুরি করিয়াছি এইমাত্র শুনিতে পাইলাম, পূর্ব্বে জানিতে পারিলে ইহা ফেলিয়া দিতাম, গোপন করিলে কে জানিতে পারিত, অঙ্গুরীয় ত আমার হস্তেই এ পর্য্যন্ত আছে, চুরি করা দ্রব্য কি চোরের এরূপ সম্পূর্ণ ইচ্ছার অধীনতায় রাখিতে পারে? শ্রেষ্ঠী মহাশয় ক্ষণকাল পূর্ব্বে এ বিষয় কল্পনাও করেন নাই এখন তাড়াতাড়ি আমার উপর চুরির অপবাদ দিতেছেন। কুমার সমুদয়ই কাল্পনিক জানিবেন।"

কুমার। "তোমার যে বন্ধনদশা ঘটিয়াছিল তাহাও কি কাল্পনিক?"

দামোদর। "সে স্বতন্ত্র কথা, আমি ত বলিতেছি অঙ্গুরীয় পুরস্কার পাইয়াছি।"

কুমার। "তোমায় অঙ্গুরীয় পুরস্কার দিলে কেন? তুমি তাহার কি উপকার করিয়াছ?"

দামোদর। হাস্যমুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "শ্রেষ্ঠী মহাশয় বলিতে পারেন।"

শ্রেষ্ঠী। "মহারাজ! দেখুন, ইহার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, এখানেও পরিহাস করিতেছে, অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? ইহার কথাতেই প্রমাণ হইতেছে।"

কুমার। "বল না কিরূপে পুরস্কার পাইয়াছ।"

দামোদর। "শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের এক আত্মীয়ের চিকিৎসায় রোগের উপশম হওয়াতে ইনি আমায় পুরস্কার দিয়াছেন, সেই আত্মীয় ও আরও দুই এক জন সাক্ষী আছে।"

কুমার। "চিকিৎসক হইলে কবে? তোমার যে অনন্ত গুণ।"

দামোদর। "এই আমার প্রথম চিকিৎসা' এই বলিয়া হাস্য করিল।"

শ্রেষ্ঠী। "মহারাজ! ইহার শাসন করা আপনার কর্ম্ম নয়, আপনার পিতার নিকট জানাইলেই ইহার বিলক্ষণ শাস্তি হইবে।"

কুমার। "স্বগত। অবস্থা একরূপ বুঝিতে পারিয়াছি এখন শ্রেষ্ঠীকে কিঞ্চিৎ লজ্জা দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া যাউক। (প্রকাশ্যে) শ্রেষ্ঠী মহাশয়! দামোদর কি আপনার কোন আত্মিয়ের চিকিৎসা করিয়াছিল? সে বলে তাহার সাক্ষী আছে।"

শ্রেষ্ঠী ভাবিয়াছিলেন গোলমাল করিয়া কাটাইবেন, কিন্তু এখন দেখেন বিষয়টী গুরুতর হইয়া উঠিল, কুমার সহজে ছাড়িবেন না। সমুদয় প্রকাশ পাইলে বড় অখ্যাতির বিষয়, কিছুকাল পরে অতি ম্লান ভাবে বলিতে লাগিলেন, যা হইবার হইয়াছে, আমার অঙ্গুরী লইয়াছিল, আমার আর কোন রূপ দাবি নাই।

কুমার। "আপনার আর দাবি কি? এ যে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ, ইহাতে রাজপক্ষ বাদী হইয়া থাকে; আপনি ছাড়িতে পারেন, কিন্তু রাজ বিচার পক্ষ কখনই ছাড়িবে না।

দামোদর। "কুমার! আপনি আগে সাক্ষী গ্রহণ করিয়া বিচার করুন, পরে আমার অনেক প্রকার মানের দাবি আছে, আমার সাক্ষী—শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের প্রতিপালিতা প্রিয়া পদ্মলতিকা ও তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয়, তাহাদের নাম প্রমোদা ও মল্লিকা। তাহারা যদি বলে আমায় শ্রেষ্ঠী মহাশয় পুরস্কার দিয়াছেন তাহা হইলে আমি নিরপরাধী?

কুমার। "মহাশয়! আপনার কি এ বয়সে একটী পালিতপত্নী আছে?"

শ্রেষ্ঠী। "এ সব কথায় কর্ণপাত করিবেন না হতভাগা তুর্নাম করিয়া নিজের অপরাধ হইতে রক্ষা পাইতে চায়।"

কুমার। "উহাদিগকে কল্য প্রাতঃকালে তলব দিয়া আনা যাইবে, অদ্য আপনার প্রত্যাহিক আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিতে চাই, অবশ্যই আপনার একজন হিসাব রক্ষক আছে তাহাকে তলব দিয়া এইক্ষণ আনাইতেছি আপনি তাহার পরিচয় করুন।"

শ্রেষ্ঠী। স্বগত, "কুমার আমার হিসাব দেখিতে চাহিলেন কেন? বোধ হয়, আমার উপপত্নীর কথা শুনিয়া কুমার কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিবেন, হিসাবে ব্যয়ের বিষয় কিছু লিখিত আছে কি না, তাহা জানিবার জন্যই ইচ্ছা হইয়া থাকিবে। হিসাবে যে ও বিষয় লিখিত হইয়াছে এরূপ স্মরণ হয় না, অতি অস্পষ্টভাবে কোন স্থলে থাকিতে পারে তাহা আমি কাটাইয়া দিতে পারিব, (প্রকাশ্যে) মহারাজ! লোক প্রেরণ করুন, এই বলিয়া বিশেষ পরিচয় করিয়া দিল, রাজাজ্ঞানুসারে দূত প্রেরিত হইয়া হিসাব রক্ষককে হিসাব পত্র সহিত কুমারের সমীপে ক্ষণবিলম্বে আনয়ন করিল, কুমার নিজ হস্তে উল্টাইয়া প্রাত্যহিক হিসাব দেখিতে লাগিলেন, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, শ্রেষ্ঠীরা যেরূপ সূক্ষ্ম হিসাবী, তাহাতে অঙ্গুরীর বিষয় অবশ্যই লিখিত আছে, এইটী কৃত্রিম হিসাবের খাতা বলিয়া বোধ হয় না, এত মূল্যের বস্তু কখনই বিনা হিসাবে হস্তান্তর হয় নাই, অতি সামান্য বিষয়ও লিখিত দেখিতেছি, পত্র উল্টাইতে উলটাইতে দৃষ্ট হইল এক স্থলে লিখিত আছে।

"রোগ আরোগ্যের পুরস্কার স্বরূপ একটী অঙ্গুরীয় চিকিৎসককে প্রদান করা যায়" অমনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! এই অঙ্গুরী পুরস্কার দান যে লিখিত আছে?"

শ্রেষ্ঠী। "অন্য কোন পুরস্কার হবে; সকল কি আর মনে থাকে?"

কুমার। "অদ্যকার তারিখে লেখা রয়েছে; এ ভিন্ন আর ত পুরস্কার দেওয়া হয় নাই?"

শ্রেষ্ঠী। "একবারে নিরুত্তর হইয়া কুমারের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, আর কোনরূপ মিথ্যা কহিতে সাহস হইল না। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহাত আমি জানিতাম না।"

কুমার। "অহে হিসাব রক্ষক! এ অঙ্গুরী; কার পীড়ার আরোগ্য জন্য পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে?—মিথ্যা বলিও না ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া সত্য বল।"

হিসাব রক্ষক। "শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের একজন প্রতিপালিতা পত্নী আছে, তাঁহার পীড়া আরোগ্যের জন্য চিকিৎসককে পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে।" যাহা জানি, বলিলাম; "শ্রেষ্ঠী মহাশয় একবারে মৃতকল্প হইলেন, মুখ একবারে মলিন হইয়া গেল; দামোদর আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিল, "ইহার চরিত্রের কথা যদি শুনিতে পান তাহা হইলে অবাক্ হইবেন।"

কুমার ঈষৎ হাস্য মুখে বলিলেন; "আপনি এতক্ষণ মিথ্যা বলিয়া আমায় প্রতারণা করিয়াছেন, আমার পিতা আপনার চরিত্র জানিতে পারিলে অনেক সম্ভ্রমের লাঘব হইবে, হয়ত এইক্ষণ শাস্তি দিলেও দিতে পারেন, আপনি আর গোল করিবেন না, এ বিষয় মুখেও আনিবেন না; আপনি প্রস্থান করুন, আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম, আপনার কথাতে ও দামোদরের ভাব ভঙ্গি ও হাস্য পরিহাসে আপনার পরিবার মধ্যে কোন গোলযোগ ঘটিয়াছে মনে করিয়াছিলাম; আপনার উপপত্নীর বিষয় প্রকাশ হইলে সে সন্দেহ অর্থাৎ কলঙ্ক দূর হইল, আপনি চরিত্র শোধন করিতে যত্নশীল হইবেন।"

দামোদর। " যাঁহারা যুবাকালে লম্পট হয়, তাঁহাদের বৃদ্ধ বয়সে
ংশোধন আশা আছে, যাঁহাদের বৃদ্ধবয়সে লাম্পট্য উপস্থিত হয়,
াহাদের চরিত্র শোধন হয় না, আজন্ম শ্রেষ্ঠী মহাশয় এইরূপ ভূত-
স্থই থাকিবেন। এসম্বন্ধে রাজপক্ষীয় শাসন হওয়া উচিত "

কুমার। দামোদরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্রেষ্ঠী মহাশয়কে
দায় করিলেন, শ্রেষ্ঠী সঙ্গিজন সমভিব্যাহারে অতি মলিন ভাবে
লিয়া গেলেন, শ্রেষ্ঠী দৃষ্টি সীমার বহির্ভূত হইলে দামোদর কুমারের
কট আদ্যোপান্ত যাবতীয় বর্ণন করিয়া বলিল "কুমার! সমুদায়ই
সমাচার দিলাম, একটী সুসংবাদ আছে।"

কুমার। " কি সুসংবাদ ?'

দামোদর। "তাহার এক রূপবতী গুণবতী কন্যা আছে,
াহার নাম হেমনলিনী, তাহাকে জানেন ?"

কুমার। " হাঁ তাহার গুণ ও রূপের কথা শুনিয়াছি।"

দামোদর। "চক্ষে তাঁহাকে কখনই দেখা হয় নাই আপনার
ক্ষু বিফল, এরূপ রূপবতী কামিনী বোধ হয় ধরাতলে আর নাই,
ন্যান্য মানুষ যে উপকরণে নির্ম্মিত, সে কামিনী বোধ হয় সেই
পকরণ দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই। বিধাতা ইহার নির্ম্মাণের স্বতন্ত্র
পকরণ রচনা করিয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। অন্যান্য পরিবারস্থ
ীলোকদিগের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া আমার কৌতুক দেখিতে
ল, সহসা তাঁহার রূপের সাগরে আমার দৃষ্টি পতিত হইয়া
াসিতে লাগিল, আমি ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান
হিলাম।,

কুমার। "এইত সুসংবাদ ? শুনিলাম আর কি ?'

দামোদর। " এই সুসংবাদের ভূমিকামাত্র, অপেক্ষা করুন,
লিতেছি, আমি বাগানে শ্রেষ্ঠীর উপপত্নীর নিকট জানিতে পারিলাম

সে কুমারী কোন শ্রেষ্ঠী যুবার প্রতি সম্মত নহে, ইহার মনের ভাব অতি উচ্চ।'

কুমার। "নীচবংশীয় লোকের যদি অশেষ বিদ্যা লাভ দ্বারা হৃদয় পরিমার্জ্জিত করে ক্রমে তাহাদের ভাব ও আশা সমুন্নত হইতে থাকে, বংশীয় লঘুতার প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা উপস্থিত হয়, ইহার ন্যায় স্ত্রীলোকের উপযুক্ত পাত্র শ্রেষ্ঠী বংশে যে দুর্লভ তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিশেষ সুসংবাদ কি? এ আরও দুঃখ জনক সংবাদ।'

দামোদর। "ব্যস্ত হইলেন কেন? সুসংবাদ প্রকাশ করিতেছি, ক্ষান্ত হউন।"

কুমার। "কি সুসংবাদ বল না? শীঘ্র বল, প্রচ্ছন্ন আশা বড় কষ্টদায়িনী।"

দামোদর। "এ নগরস্থ কোন অসামান্য যুবকের প্রতি সে যুবতীর অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে—এ অতি বিশ্বস্ত সংবাদ, কপোল কল্পিত নহে, আমার মনেও বিশ্বাস জন্মিয়াছে।"

কুমার। "সে যুবক কে? সে অনুসন্ধানে আমাদের প্রয়োজন কি?

দামোদর। "বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে যুবক আমার পরম আত্মীয়, এই বলিয়া হাস্য করিতে লাগিল।"

কুমার। আরও ব্যগ্র হইয়া দামোদরকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন, মনে মনে অনেক দূর বুঝিতে পারিয়াও দামোদরের মুখ হইতে কি নির্গত হয় তাহার অপেক্ষা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

দামোদর। "কুমার! আপনারই সৌভাগ্য লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়াছে শান্ত হউন, অভিজ্ঞান শকুন্তলে পাঠ করিয়াছি—মহানদী সাগর ত্যাগ করিয়া কোথায় পতিত হইবে? যথার্থ বটে।'

কুমার। "এ তোমার কল্পনা, আমার মন পরীক্ষা করিতেছ, আমার প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মিবে কেন? অনুরাগ জন্মিলেই বা

আমার তাতে আশা কি? বিল্বফল পরিপক্ক হইয়াছে বটে তাতে কাকের ভরসা কি?

দামোদর। "আর কিছু হউক আর নাই হউক ঘ্রাণ নিতে বাধা কি?

কুমার। "আমি এরূপ লোক নই, অন্য বিষয় আলাপ কর।' ক্ষণকাল পরে আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রতি যে তাহার অনুরাগ জন্মিয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ বল, এখন কিরূপ বা তাহার মনের ভাব? কিরূপেই বা নির্লজ্জ হইয়া প্রকাশ করিল? যতদূর জানিতে পারিয়াছ স্পষ্টরূপে বল।'

দামোদর। "সে রূপবতী আপনাকে কিরূপে দেখিতে পাইয়াছে জানিনা, শুনিলাম রাত্রিদিন আপনারি রূপ ধ্যান করিতেছে'

কুমার। "আমার রূপ ধ্যান করিতেছে কি অন্য কাহারও রূপ ধ্যান করিতেছে, কিম্বা আর কোন পদার্থ ধ্যান করিতেছে তাহার নিশ্চয়তা কি? অনুমান দ্বারায় কিরূপ স্থির হইতে পারে? সমুদয় বিষয়েই তোমার এরূপ কল্পনা।'

দামোদর। "অনুমান, কল্পনা, কিছুই নহে, নির্জ্জনে থাকিলেই আপনার রূপ চিত্রিত করিয়া তাহা স্থির নয়নে অবলোকন করে।'

কুমার। চিত্রকরেরাও কত লোকের রূপ চিত্র করে কিন্তু তাহারা কাহারই প্রতি অনুরক্ত নহে।'

দামোদর। "ইহারত আর চিত্র করা উপজীবিকা নয়, তাঁহার ন্যায় একজন অনূঢ়া কামিনী অপর একজন যুবকের আকৃতি লইয়া আন্দোলন করিলে কাহার না সন্দেহ উপস্থিত হয়? চিত্রিত যুবকও সেই চিত্রকারীর অনুরূপ ও সর্ব্বতোভাবে যোগ্য।'

কুমার। "সন্দেহ জন্মিতে পারে বটে, সমুদয় সন্দিগ্ধ বিষয়ই কি প্রকৃত? এটী তোমার আশানুযায়িনী কল্পনা, এ বিষয় আর আন্দো-

লনের প্রয়োজন নাই, অন্য বিষয় আলাপে প্রবৃত্ত হও।' কিয়ৎক্ষণ নীরব।

দামোদর। বসন্তোৎসব নিকটবর্ত্তী, এখন হইতে স্মরণে হৃদয় পুলকিত হইতেছে।

কুমার। সে রূপবতী যে আমার আকৃতি চিত্রিত করিয়াছে, তাহা কি শ্রেষ্ঠী অবগত হইয়াছে, আমি সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি কিছু মনে করিও না।

দামোদর। "মনে আর কি করিব? যাহা করিবার একবারেই মনে করিয়াছি, শ্রেষ্ঠী জানিতে পারিয়াছে কি না তাহা জানিনা কিরূপেই জানিতে পারিব?'

কুমার। "সত্য বল এ গুরু সংবাদ কোথায় পাইলে, বোধ হয় অধিক লোকে অবগত হইতে পারে নাই।"

দামোদর। "সেই কামিনীর সহচরী মাধবিকার সহিত পদ্মলতিকার প্রণয় আছে, পদ্মলতিকা মাধবিকার নিকট শুনিয়াছে, তাহা হইতে আমি শুনিতে পাইয়াছি, অন্য লোকে জানিতে পারে নাই।'

কুমার। বদন ফিরাইয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন—"এই একটী সামান্য কথাতে আমার মন যেন বিচলিত হইল, এরূপ সামান্য কারণে অনুরাগের আভাস উদিত হয়, কি আশ্চর্য্য তাহার অনুরাগ সঞ্চারের কথা শুনিতে পাইয়া আমার মন যেন এক নূতন ভাবাপন্ন হইল।'

সেই কুমারীর গুণ ও রূপের প্রশংসা অনেক দিন শুনিয়াছি, তাহাতে একবারও মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ণপাত করি নাই, সেই গুণবতী আমায় অবশ্যই কোন স্থানে নয়ন গোচর করিয়াছে সন্দেহ নাই। স্মরণ হইল—এক দিবস মৃগয়া হইতে প্রতিগমন কালে সন্নিহিত এক উদ্যান বাটীতে এক তরুচ্ছায়ায় ক্লান্তি দূর করিতে

ছিলাম, তাহাতে একটী কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এমন অনুমান হইতেছে, সেই কামিনী শ্রেষ্ঠীনন্দিনী। কি আশ্চর্য্য! সেই রূপবতী প্রত্যক্ষভাবে আমার হৃদয় হরণ করিতে পারিল না, এখন পরোক্ষে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, আমার হৃদয়, রূপের পক্ষপাতী নয়, গুণও ভালবাসার অধীন, সেই সময়ে কামিনীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত জানিতে পারিলে আমার যে অনুরাগ সঞ্চারিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই, আমি ত উহার প্রতি কোনরূপ স্নিগ্ধভাব প্রকাশ করি নাই, তবে অনুরাগিণী হইল কেন? বোধ হয় অনেক কাল হইতে আমার গুণ গৌরব অবগত হইয়া আসিয়াছে, আমার আকার দর্শনে পূর্ব্ব সঞ্চিত মৎপ্রতিশ্রদ্ধা একবারে হৃদয় মোহিত করিয়া ফেলিতে পারে, অনুরাগের গতি প্রকৃতি বুঝিয়া উঠা ভার, আবার স্মরণ হইতেছে, আমার কর্তৃক সেই কুমারী যে তথাবিধ সামান্য রূপ উপকৃতা হইয়াছে, তাহাও অনুরাগ সঞ্চারের একবিধ কারণ হইতে পারে।'

অনুরাগ দুই প্রকার—প্রথম ও দ্বিতীয়, কাহারও রূপ গুণ দেখিয়া অন্তঃকরণে যে প্রথম অনুরাগ জন্মে, তাহাকে প্রথমানুরাগ বলা যায়, একের অনুরাগ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যে প্রত্যনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে দ্বিতীয়ানুরাগ বলা যাইতে পারে। আমার মনে দ্বিতীয়ানুরাগ স্ফূরিত হইতেছে, মনের ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতেও লজ্জা বোধ হয়, না বলিলেও চলে না বিশেষতঃ দামোদর যেরূপ চপল প্রকৃতি, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য, তাহার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস হয় না, ইহার নিকট না বলিয়াই বা কি করি? ইহার ন্যায় বিশ্বস্ত সহৃদয় বন্ধু আমার আর দ্বিতীয় নাই, প্রকাশে। দামোদর। সত্য বল দেখি। সেই গুণবতীকে দেখিবার কোন উপায় আছে?

দামোদর। "এখন সরল পথে আসিতে আজ্ঞা হউক।"

কুমার। "আমি জিজ্ঞাসা করি, সেই রূপবতীকে দেখিবার কোন উপায় আছে?"

দামোদর! "সহস্র উপায় আছে, আপনি রাজা, তলব করিলে এখনই উহাকে এখানে আসিতে হইবে, আপনার আজ্ঞা ব্যতীত ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। তাহা হইলেই মনোরথ সিদ্ধি হইল।"

কুমার। "পরিহাস ত্যাগ কর, সদুপায় বল, আমায় বিরক্ত করিও না, তোমার রসিকতায় রসিকতায় রাত্রি দিন পরিতপ্ত হই, আর সহ্য হয় না।"

দামোদর। "এ শাস্ত্রও নয়, যুদ্ধও নয়, এ এক অদ্ভুত বিষয়, ইহাতে আমি যেরূপ বলি তাহাতে সম্মত হইয়া চলিতে হইবে, আমি এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। আপনি নিতান্ত অজ্ঞ ও অভিনব।"

কুমার। "তোমায় গুরু স্বীকার করিলাম, এখন বল।"

দামোদর। "সে কামিনী, অপরাপর অঙ্গনাদিগের ন্যায় নিতান্ত অবরোধবাসিনী নহে, অনেক অংশে স্বাধীনতা আছে, দিবসের অধিকাংশ সময়ই উদ্যান বাটীতে সখীদ্বয় সঙ্গিনী লইয়া থাকে, এক দিবস গুপ্তভাবে কোন এক কার্য্যের ব্যপদেশে আপনাকে লইয়া যাইব। আপনি ছদ্মবেশে যাইবেন, কেহ চিনিতে পারিবে না, সে বিষয় আপনার চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে আপনি তখন অস্ত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইবেন, আগামী শুক্রবার দিবস অপরাহ্ন সময়ে সেই উদ্যান বাটীতে আমরা উভয়ে গমন করিব" এই পরামর্শ নির্দ্ধারিত হইল, এই দুই দিবস কায়ক্লেশে কাল যাপন করিবেন, অদ্য আমি গৃহে গমন করি, এই বলিয়া দামোদর বহির্গত হইল কুমারও কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"হিঅঅ! জম্মদো পহুদি সহ সংবড্‌ঢিয় ইমং জনং পরিচ্চইঅ ক্ষণমেত্ত দংসন পরিচিদং জনং অনুগচ্ছন্তো নলজ্জেসি?————————

অদ্য শুক্রবারের সন্ধ্যাকাল, কুমার অরিজিৎ সিংহের নিকট কি রমণীয়, প্রকৃতি যেন হর্ষ পরিচ্ছদে আবৃতা হইয়া, শোভা পাইতেছে—এ সময়ে কুমার দামোদরকে সমভিব্যাহারী করিয়া পদব্রজে হেমনলিনীর উদ্যান বাটীতে উপস্থিত হইলেন, উদ্যানের তরুলতা গুল্ম সকল তাঁহার নিকট, আর এক নূতন রূপ বোধ হইতে লাগিল, বিকাশচ্ছলে কুসুম সকল হাস্য করিতেছে, পবন তালে, পর্ণ সকল নৃত্য করিতেছে, বিহঙ্গমগণ অশ্রুতপূর্ব্ব গান করিয়া কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ করিতেছে, এরূপ মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ পবন কখনই অনুভূত হয় নাই, ভ্রমরের ঝঙ্কার, বহুকাল শ্রুত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ অনুরাগবাহী গুন্ গুন্ ধ্বনি কখন শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয় নাই, উদ্যানস্থ প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া, তদভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই ক্রমশঃ কর্ণে বীণাস্বর মিশ্রিত ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, প্রথম রাগ তান ও লয়ের প্রতি মনোযোগ হইয়া পরে সঙ্গীতের ভাবার্থের প্রতি লক্ষ্যপাত হইল, কুমার চকিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, বয়স্য!

এরূপ মধুর সঙ্গীত কখন শ্রবণ করি নাই। গীত পদাবলীর প্রতি-মনোযোগ কর! আহা! কি ললিত রচনা।

কেন গিয়েছিলেম্ যমুনার কুলে।

কি দেখিলেম অপরূপ কদমতরুর মূলে,

বাজায় মধুর মুরলী।

উঠে হৃদয় উথলি।

মন দুখ কারে বলি।

জলাঞ্জলি দিব কুলে।

আহা মধ্যমান তালের সহিত খাম্বাবতী মিলিত হইয়া কি অপূর্ব্ব মনোহর হইয়াছে।

দামোদর। "এই গীত দ্বারাই মনেরভাব স্পষ্ট জানা যাইতেছে।"

কুমার। "কি মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছ বল?'

দামোদর। "আপনি কি বুঝিতে পারেন নাই? এ যে অনুরাগ ঘটিত সমাসোক্তি।'

কুমার। "সমাসোক্তি কাহাকে বলে, স্পষ্ট বুঝাইয়া দাও।

দামোদর। "নিজের প্রকৃতি ও ভাব রাধাতে আরোপিত হইয়াছে। অপরূপ রূপ কোথায়? কদম্বতরু মূল, যমুনারী কূল, মোহন মুরলীই বা কোথায়? আপনার রূপ, অপরূপ, কদম্বতরু ও যমুনার পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাই নাই।'

কুমার। "অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উপায় কি?'

দামোদর। "প্রবেশ করিলেই হয়, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কেন?"

কুমার। "তোমার ন্যায় পাগলের উপদেশ নিলে পদে পদে বিপদ্ আশঙ্কা।'

দামোদর। "অন্য বিষয় যাহাই হউক, এ বিষয়ে নিলে হানি নাই।'

কুমার। "অগ্রসর হইয়া দেখ, দ্বাররক্ষিকা কেহ আছে কি না।" দামোদর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পরে আসিয়া বলিল তত্ত্ব প্রেরণ করিয়া আসিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে এক সহচরী আসিয়া প্রবেশ জন্য অনুরোধ জানাইল। কুমার ও দামোদর সহচরীর সঙ্গে সঙ্গে হেম-নলিনীর সমীপে উপস্থিত হইল, প্রথম দর্শনে কুমার, ও নলিনীর যে কিরূপ আনন ও লোচনের ভাব হইল, তাহা কুমার ও নলিনী ভিন্ন অন্য কেহই অনুভব করিতে পারিল না, এক নিমেষমাত্রে শত-বৎসরের পরিচয়ের ন্যায় বোধ হইল, কুমার ও দামোদর, অনুরুদ্ধ হইয়া যথা নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইল, কিয়ৎক্ষণ কিছুমাত্র কথা বার্ত্তা নাই, সকলে নীরব, দামোদর বলিতে লাগিল সঙ্গীত ক্ষান্ত হইল কেন? কুসুমিকা উত্তর করিল, এখন আমাদের নিকট সঙ্গীত নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে?

মাধবিকা। "আপনারা এখানে কি অভিপ্রায়ে পদার্পণ করিয়াছেন?"

দামোদর। "তোমাদের সাক্ষাৎ লাভ দ্বারা নয়ন চরিতার্থ জন্য আগমন করিয়াছি।"

মাধবিকা। "আপনাদের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে কৌতুক চরিতার্থ হয়।"

দামোদর। "আমরা অনেক দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, এ রাজার অধিকারে প্রকৃত পরিচয় দিতে আমাদের আপত্তি আছে।"

মাধবিকা। স্বগত "ইহারা বিদেশী নহেন, আমাদের নিকট পরিচয় গোপন করিলেন, ইহার একজন নিশ্চয়ই অসামান্য লোক, আমি অরিজিৎ সিংহকে দেখি নাই, তাঁহার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছি, সেই প্রতিমূর্ত্তির সহিত এই মহানুভবের আকৃতি গত যেন কিছু সাদৃশ্য আছে।"

হেমনলিনী। (স্বগত) "আশা, মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার সমীপে উপস্থিত আছে।"

কুসুমিকা। স্বগত। "ইহাঁদের একটী রূপ লাবণ্যের আধার, এরূপ সুপুরুষ কখন নয়ন গোচর হয় নাই।"

দামোদর। "তোমাদের পরিচয় দিতে কি কোন বাধা আছে?"

মাধবিকা। "কিয়ৎক্ষন অধোবদনে থাকিয়া বলিতে লাগিল। বাধা কি? ইহার নাম হেমনলিনী, রত্নপতি শ্রেষ্ঠীর কন্যা। ইহার নাম কুসুমিকা, আমার নাম মাধবিকা, আমরা উভয়ে হেমনলিনীর সখী।"

কুমার। "বোধ হয় অবরোধ হইতে এই উদ্যান বাটিতে আসিয়া কখন অবস্থিতি করা হয়?"

মাধবিকা। "প্রিয় সখী হেমনলিনী, অপরাপর বালিকার ন্যায় সম্পূর্ণ অন্তঃপুরবাসিনী নহেন, দিবসের অধিকাংশ সময় এখানে থাকিয়া জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া থাকেন।"

কুমার। "আপনারা সর্ব্বদা জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া থাকেন? বড় সন্তোষের বিষয়।"

মাধবিকা। "হেমনলিনী, নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী, আমরা উভয়ে সাধারণরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছি।"

হেমনলিনী। "বিশেষরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারি নাই, এখন শিক্ষা করিতেছি।"

কুমার। "অধ্যাপক কে?"

হেমনলিনী। "অধ্যাপকের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া এখন নিজেই অভ্যাস করিতেছি।"

কুমার। "অস্ত্র শাস্ত্রে কিরূপ অধিকার লাভ করিয়াছেন, জানি

না, সঙ্গীত শাস্ত্রেতে আপনারা বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, এইমাত্র বোধ হয় আপনিই গান করিতেছিলেন ?"

হেমনলিনী। অধোমুখে অতি মৃদুস্বরে বলিল "হাঁ আমিই গান করিতেছিলাম, আমার সহচরী উভয়েও সঙ্গীত শাস্ত্রে বিলক্ষণ নিপুণ।"

কুমার। "আমরা কর্ণ চরিতার্থ করিতে বাঞ্ছা করি, কৃপা হউক।'

হেমনলিনী। "ঈষৎ হাস্য বদনে মস্তক অবনত করিলেন, কিছুই উত্তর দিলেন না।'

কুসুমিকা। প্রিয়সখী লজ্জাবশতঃ আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না।"

মাধবিকা। "এখন শ্রীরাগের অধিকার—এই রাগের অনুগত রাগিণী সকল স্ত্রীকণ্ঠের তাদৃশ উপযোগিনী নহে, আপনাদের অভ্যাস থাকিলে অনুরোধ রক্ষা করুন।"

কুমার। স্বগত "ইহারাত সঙ্গীত শাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছে, প্রকাশ্যে। আমাদের সঙ্গীতের অভ্যাস নাই। বীণা বাদনে একরূপ অধিকার আছে, হেমনলিনী অতি মৃদুস্বরে মাধবিকাকে বলিল—সখি বীণা সুসজ্জিত আছে, অর্পণ কর।"

কুমার শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "এখন মন সুস্থির নহে, সময়ান্তরে হইবে, বিশেষতঃ আমরা সকলেই পরস্পর নবপরিচিত নবপরিচিতদিগের পক্ষে আলাপ অপেক্ষা গুরুতর কিছুই নাই।'

কথোপকথনের অনেক বাকি আছে, মাধবিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "আপনার প্রিয়সখী শ্রেষ্ঠী কন্যার কি এপর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই ?'

মাধবিকা। "যোগাবর ঘটিতেছে না বলিয়াই অনুচিত বিলম্ব হইতেছে।"

কুমার। স্বগত। "কি আশ্চর্য্য! আমার বিশ্বাস ছিল রত্ন সাগরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু এখন দেখি, গোষ্পদেও জন্মিতেছে, এরূপ বংশে এরূপ রমণীরত্ন জন্ম গ্রহণ করিল, শ্রেষ্ঠীবংশে এরূপ গুণবান্ রূপবান্ পুরুষ কে আছে যে ইহার পাণিগ্রহণে হস্ত প্রসারণ করিবে? যদিও সামাজিক অনুরোধে সম্মিলন ঘটে, তাহা হইলে এরূপ রত্নমালা বানরের গলায় নিঃক্ষেপ মনে করিতে হইবে, প্রকাশে। ইহার যোগ্য পাত্র কি শ্রেষ্ঠীবংশে ঘটিবে?

মাধবিকা। "মহোদয়! এ বিষয় যখন স্মরণ হয় তখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।'

দামোদর। "তা বলিয়া এখন গুণবান বীরপুরুষ ক্ষত্রিয়ের হস্তে শ্রেষ্ঠীকন্যা প্রদত্ত হইবে না।"

হেমনলিনী। স্বগত। "ইনি যে অরিজিৎ সিংহ তাহা আমার সহচরীরা অবগত হইতে পারে নাই। চিত্রগত মূর্ত্তির প্রকৃত আকৃতির সাদৃশ্য অনুভব করা সহজ নহে, শীঘ্রই জানিতে পারিবে, চন্দ্র কতক্ষণ মেঘাবরণে আবৃত থাকে?'

কুসুমিকা। স্বগত। "আহা এরূপ রূপবান ধীর প্রকৃতি বীরাকৃতি যুবা কখনত নয়নপথে পতিত হয় নাই। কি মধুর আলাপ, কি বিনয় নম্রতা, কি উদারতা, আলাপে বিদ্বান ও সাধুচরিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, এরূপ লোক কখনই নীচবংশজ নহে, অরিজিৎ সিংহ যদি সর্ব্ব বিষয়ে ইহার সদৃশ হয়, তাহা হইলে প্রিয়সখীর অনুরাগ যে যথাস্থানে প্রয়োজিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর করুন ইনিই অরিজিৎ সিংহ হউন। পক্ষান্তরে, ইনি অরিজিৎ সিংহ হইলেই ফল কি? শ্রেষ্ঠীবংশজ হউন।'

কুমার। (হেমনলিনীর দিকে অবলোকন করিয়া)। ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের চর্চ্চা ও আন্দোলন কখনও হইয়া থাকে?

মাধবিকা। "ইনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া থাকেন, অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহাঁর সমধিক যত্ন।" বেদান্তের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি, এক পরমেশ্বর নামেতেই বিশ্বাস, আমাদিগকে সর্ব্বদা ধর্ম্মোপদেশ দেন।"

কুমার। "দামোদরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া। বয়স্য! এরূপ অমৃতময় ফল কি কাকের মুখে নিঃক্ষিপ্ত হইবে?

দামোদর। "আপনার ইচ্ছা কি? কুমার ঈষৎ হাস্য করিয়া আবার নলিনীর দিকে মুখ ফিরাইলেন, পরিচ্ছদের এক পার্শ্ব হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিয়া হাত বাড়াইলেন।"

হেমনলিনী হাত বাড়াইয়া পুস্তক গ্রহণ করিল, উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন বেদান্ত সম্মত কোন অভিনব ধর্ম্ম ব্যাখ্যান গ্রন্থ। প্রণেতার নাম অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন,—অরিজিৎ সিংহ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন, একবারে হৃদয় হর্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। মাধবিকাকে বলিল, সখি! জানিলেত এ গ্রন্থ কাহার প্রণীত?

মাধবিকা। "মহাশয়! আপনার সহিত কি অরিজিৎ সিংহের প্রণয় আছে? তৎপ্রণীত পুস্তক কোথায় পাইলেন?'

কুমার। "একজন গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থ অনেকেই পাঠ করে, গ্রন্থকারের সহিত ক জনের আলাপ থাকে?'

মাধবিকা। "এতকাল জানিতাম, ক্ষত্রিয় রাজগণ, কেবল অস্ত্র বিদ্যাতেই পারদর্শী হয়, ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রে তাদৃশ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে না, অরিজিৎ সিংহ সেই ভ্রম দূর করিয়াছেন।"

হেমনলিনী। স্বগত। "মাধবিকা এখন পর্য্যন্তও ইহার প্রকৃত পরিচয় পায় নাই, ছদ্মবেশীর নিকট বড় প্রতারিত হইতেছে।"

দামোদর। "অরিজিৎ সিংহ স্বয়ংই প্রণয়ন করিয়াছেন কি, অন্য কাহাকে অর্থ দিয়া গ্রন্থকারের নাম ক্রয় করিয়াছেন? তাহার

নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ কোথায়? ধনীলোকদিগের সচরাচর এই রোগ দেখা যায়।'

কুমার। মাধবিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন-আপনার প্রিয়সখীর প্রণীত কোনরূপ চিত্রিত আলেখ্য দেখিতে বড় অভিলাষ জন্মিয়াছে, শুনিয়াছি ইনি চিত্র বিষয়ে সঙ্গীতের ন্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, কুমারের প্রার্থনা বাক্য সমাপ্ত হইবামাত্র কুসু-মিকা, অবিলম্বে নলিনীর চিত্রিত এক আলেখ্য, আনয়ন করিয়া কুমারের হস্তে অর্পণ করিল, কিঞ্চিৎ দূর হইতে আলেখ্য দেখিয়া হেমনলিনী, সলজ্জ স্মিতমুখে ক্ষণকাল অবনত নয়নে, থাকিয়া বলিল—সখি! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, প্রয়োজনবশতঃ স্থলান্তরে যাইতেছি, এই বলিয়া নলিনী, সে স্থান হইতে গমন করিল, কুমার পট নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিলেন—তাঁহারই আকৃতি চিত্রিত হইয়াছে, দামোদর অন্যমনস্ক ছিল এ বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না।

এই সময়ে এক প্রতিহারী আসিয়া বলিল—"ভর্তৃকন্যাকে অতি-শীঘ্র এখন গৃহে যাইতে হইবে, মাতা দেবী অনুরোধ করিয়া আদেশ পাঠাইয়াছেন দেবীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ।" কুমার গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন "অদ্য বিদায় হই।'—প্রত্যাগত হেমনলিনী ও সখীদ্বয় দণ্ডায়মান হইয়া বিনীতভাবে পুনরাগমন ও ক্রটি মার্জ্জনার প্রার্থনা করিতে লাগিল, কুমার ও দামোদর ভবনাভিমুখে গমন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"পুরোৎপীড়ে তড়াগস্য প্রতিবাহ প্রতিক্রিয়া,
শোকক্ষোভেচ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে"

আহা কি দেখিলাম, স্বপ্ন কি বাস্তবিক স্থির করিতে পারিতেছি না, কি মনোহারিণী মূর্ত্তি, পাষাণখণ্ডে উৎকীর্ণ প্রতিরূপের ন্যায় আমার হৃদয়ে বিষদরূপে চিত্রিত রহিয়াছে, চক্ষুরুন্মীলন করিতে আর ইচ্ছা হয় না, যতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি, ততক্ষণ সেই চিত্তগত সৌম্যকান্তি নিরীক্ষণ করি, নয়ন উন্মীলন করিয়া আর কোন ছার পদার্থ অবলোকন করিব? মণি মাণিক্য হীরক, রত্ন মরকত স্বর্ণ ও নানা উপাদেয় মূল্যবান পদার্থের রূপ, রসার্দ্র নয়নের কি মনোজ্ঞ হইয়া থাকে?

আহা কি অনুপম সুভঙ্গিমাবতী কবরী, কুসুমমালা পরিবেষ্টিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, নয়নযুগল যেন ঐন্দ্রজালিক গুণ সম্পন্ন, তৎপ্রতিরূপ কল্পনাতে প্রতিপলে আমার অন্তঃকরণ মুগ্ধ ও অভিভূত করিতেছে, লোচনের কটাক্ষ চাঞ্চল্য যতই স্মৃতিপথে স্পষ্টীভূত হয়, ততই হৃদয়ের শোণিত দ্রুতবিদোলিত হইতে থাকে, আহা! চম্পক গৌর ললাট ফলকে, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম উদিত হওয়াতে কি অনুপম অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল, সংসারে এমন কি দৃশ্যবস্তু আছে যে তাহার উপমান হইতে পারে, অসামাজিক লোকেরা মুক্তাদামের সহিত সাদৃশ্য সংঘটন করিতে পারে,

কিন্তু আমি তাহাতে কোনরূপেই সম্মত নই। পূর্ব্বতন কবিগণ অনেকস্থলে কামধনুর সহিত ভ্রূযুগলের সাদৃশ্য করিয়াছেন, মদনের ধনুক প্রভাবে শিব সদৃশ তপস্বী বিচলচিত্ত হইয়াছিলেন, এই ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে আমি এইরূপ সাদৃশ্য কল্পনাতে নিতান্ত অসম্মত নই, অনেক রূপবর্ণনা পাঠ করিয়াছি, কিছুতেই আমার মনঃপুত হইতেছে না, মহাকবি কালিদাস যে কোন বর্ণনাতে উপমান স্থলে অনাঘ্রাত পুষ্প, অনাস্বাদিত নব মধু, অপরিহিত রত্ন ও নখাঘাত বর্জ্জিত নবপল্লবের উল্লেখ করিয়াছেন—মাত্র তাহাই অংশতঃ সুসঙ্গত বোধ হইতেছে। কথার এমন কি শক্তি আছে যে এরূপ গুরুতর ভাব বিশদরূপে বিকাশিত হইতে পারে? এরূপ চিন্তা অনেক যুবকের মনেই সর্ব্বদা উদিত হইয়া থাকে, যাঁহার হৃদয় আছে তাঁহা-কেই নিয়ত সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এরূপ চিন্তা যাঁহার কল্পনা পথের অতীত, সে ব্যক্তি পরম পরিতোষ ও পরিতাপ, এই উভয় হইতেই বঞ্চিত, অনুরাগ প্রেম ও শান্তি একত্র অবস্থিতি করিতে পারে না।

অনুরাগ ও প্রেমের অধীন হইতে গেলে শান্তি উপভোগ করা দুষ্কর।

অদ্য কুমার অরিজিৎ সিংহ নির্জ্জনে বসিয়া বর্ণিত রূপ চিন্তা করিতেছেন—কুমার জীবনে এই প্রথম প্রেম সাগরে ঝম্প দিয়া ভাসমান হইতেছেন, প্রেমের সাগরে নিয়ত কল্পনা স্পর্শে আশা তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, কুমার এত প্রকার রূপ বর্ণন করিলেন তথাপি পরিতৃপ্ত হইলেন না, কিছুকাল নিরস্ত থাকিয়া আবার চিন্তনে ও বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন, এ সময়ে দামোদর আসিয়া প্রিয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিল "প্রিয়বয়স্য! সম্প্রতি নির্জ্জন আপনার নিকট বড় মনোহর, আমাদের প্রতি তাদৃশ প্রেম নাই।"

কুমার, দামোদরকে দেখিয়া সহাস্য মুখে আসনে বসাইলেন, সরল ভাবে বিশ্রম্ভ আলাপ চলিতে লাগিল, কুমার মৃদু বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—বয়স্য। তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃত উত্তর দিতে হইবে। প্রশ্ন এই—তোমার নয়নে সেই কামিনীর রূপ কেমন বোধ হইল? দামোদর বলিল—সেখানে ত তিন জন কামিনী ছিল।

কুমার। "আমি শ্রেষ্ঠীরকন্যার কথা বলিতেছি।"

দামোদর। "সত্য কথা বলিতে হানি নাই, শ্রেষ্ঠী কন্যার রূপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় বটে, পৃথিবীর সমুদয় লোক একত্র হইয়া সেই রূপের প্রশংসা করিতে পারে কিন্তু আমার নিকট তাদৃশ মনোহর বোধ হইল না, আমার স্পৃহার সমীপে উহাকে অধিক তেজস্বিনী, অধিক গম্ভীর প্রকৃতি, অধিক নীরস শুষ্ক স্বভাবা বোধ হইল; বস্তুত ওরূপ কামিনী আমার ন্যায় লোকের প্রণয় পথের সম্পূর্ণ অনধীনা। সেই রূপের তেজঃ পুঞ্জে আমার প্রণয়-মুগ্ধতা না জন্মিয়া বিস্ময় ভাব উৎপাদিত হইয়াছিল, সেই মহিলা আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে শৌর্য্য-বীর্য্য-শালিনী, নানাবিধ বিদ্যায় বিভূষিতা, উন্নত ভাববতী, আমার ন্যায় লোকের প্রতি তাঁহার প্রেম-কটাক্ষ পাত হইবার নহে, আমার নিকট তাহাকে পদ্মাসনা বীণা পাণি সরস্বতীর ন্যায় বোধ হইয়াছিল, সেরূপ লাবণ্য রাশি হইতে আমার প্রণয় লালসা সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত আছে।

কুমার বলিলেন—"অগ্নি কি সকলের নিকট উষ্ণনহে?"

দামোদর বলিল "গ্রীষ্ম পীড়িত লোকের নিকট অগ্নি যেরূপ তীব্র বোধহয়, শীতার্ত্ত লোকের নিকট কখনই সেরূপ নহে, কুমার! আমার হৃদয় লইয়া সেই রূপের পর্য্যালোচনা করিলে আপনার কখনই এরূপ ভ্রম জন্মিত না। রূপ লাবণ্য কখনই প্রেম সঞ্চারের

একমাত্র নিদান নহে, সমতা ও অনুরাগই প্রেম সঞ্চারের প্রধান কারণ, একের অনুরাগ দ্বারাই অপরের অনুরাগ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, আপনাকে অনুরাগের চক্ষে অবলোকন করিয়াছে, আপানারও সহজে অনুরাগ জন্মিয়াছে, আমার হৃদয় বিচলিত হইবার কারণ কি? তড়িৎ, চন্দ্র, দিব্য কমল প্রভৃতির রূপের যেরূপ ভাবে প্রশংসা করিয়া থাকি—ইহারও সে ভাবে প্রসংশা করিতে প্রস্তুত আছি, তথাবিধ প্রশংসা ও বর্ণনা সানুরাগ ভাব হইতে অনেক পৃথক্।

কুমার বলিলেন "মাধবিকার প্রতি তোমার লালসাপাত হইয়াছিল?" দামোদর উত্তর করিল "প্রবঞ্চনাত্যাগ করিয়া বলিলে স্বীকার করিতে হইবে যে মাধবিকা আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে" কুমার বলিলেন, তাহার রূপ তোমার চক্ষে কিরূপ আভাসমান হইয়াছে? দামোদর শুনিয়া আহ্লাদিত হইল, চিন্তনীয় বিষয় লইয়া আন্দোলন পর্য্যালোচনা করিবার সুবিধা উপস্থিত হইলে কাহার মনে না হর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে? হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিল "আমার দৃষ্টি সেই অঙ্গনার চঞ্চল চক্ষু, বক্ষঃস্থল, ও নিতম্বে অধিক সময় ব্যাপৃত ছিল,অন্যান্য অবয়ব অবলোকন করিবার অধিক অবকাশ ঘটে নাই। সেই রূপ যে আমার নিকট কি মধুর-রূপে প্রতীয়মান, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না, যদি হৃদয় খুলিয়া দেখাই-বার উপায় থাকিত, তবে একবার দেখাইতাম। কুমার হাস্য করিয়া বলিলেন, তোমার অন্তঃকরণ কামদুষিত। দামোদর বলিল "আপনার ভাব, কোন গুণে ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইল? লক্ষ্য উভয়েরই সমান, এপর্য্যন্ত বিভিন্ন যে, সৌভাগ্যক্রমে আপনাদের পরস্পর অনুরাগ সঞ্চারি হইয়াছে, আমি নিতান্ত হতভাগ্য, আমার অনুরাগ একদিক সমাশ্রিত অর্থাৎ আমারই মাত্র অনুরাগ জন্মিয়াছে, উহার মন আমার দিকে আকৃষ্ট হয় নাই।" কুমার বলিল "আমার প্রতি উহার অনুরাগ

কিরূপ অনুভব করিলে ?” দামোদর বলিল “কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল।” শুনিয়া কুমারের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল। ক্ষণকাল পরে কুমার দামোদরকে বলিল “তুমি একবার মাধবিকার অন্বেষণে যাও, আনুসঙ্গিক প্রিয়ার শুভসংবাদ লইয়া আসিবে,” আদেশ মাত্র দামোদর গমন করিল, কুমার প্রেয়সী-চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

এদিকে নলিনী প্রিয়তম মিত্রের অদর্শনে নিমিলিত নয়নে চিন্তাকুল আছে—মনে আশা, সন্দেহ, লজ্জা, অনুরাগ, বারম্বার উত্থিত ও বিলীন হইতেছে। আশা আসিয়া বলিতেছে—বাঞ্ছনীয় বস্তু অতি সত্বর করতলস্থ হইবে, শান্ত হও, কোন চিন্তা নাই। আবার সন্দেহ আসিয়া বলিতেছে—বোধ হয় তোমার প্রিয়তম সাদর সম্ভাষণের ত্রুটি বশতঃ বিরক্ত হইয়া গিয়াছে, আর প্রত্যাগত হইবে না, আর আশা করিবার প্রয়োজন কি ? লজ্জা আসিয়া বলিল—তুমি এ অবস্থায় একজন অপরিচিত যুবকের সন্দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছ ? ক্ষান্ত হও, কুলকলঙ্কের ভয় হইতে বিমুক্ত হইতে কি সামর্থ্য আছে ? এ উদ্যান তোমার উপযুক্ত স্থল নহে, ভবনে গমন করিয়া অবরোধ-বাসিনী হও, অনুরাগ যেন বলিতে লাগিল—লজ্জার কথায় মুগ্ধ হইও না, লজ্জাই কুলাঙ্গনাদিগের প্রাধান শত্রু, এখনও এখানে বসিয়া আছ ? তোমার বিরহে সেই প্রাণবল্লভ ব্যাকুল ও অধীর হইতেছে, এইমুহূর্ত্তে কুমার সমীপে গমন কর, এইরূপে নানা প্রকার ভাবোদয় হইতেছে, এ সময়ে আবার সেই অসামান্য রূপ আসিয়া হৃদয়ে উদিত হইল, নলিনী বলিতে লাগিল—আহা কি মনোহর রূপ ! যাহা আমি এক তিলের নিমিত্তে হৃদয় হইতে অপনয়ন করিতে পারিতেছি না, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ! সেই বদনশ্রীরকিরণে আমার হৃদয়ের তমোরাশি বিদূরিত করিয়া রাখিয়াছে। কান্তিতে, সাহস ও ধর্ম্মভাব, স্পষ্ট বিরাজমান,

এমন পবিত্র প্রেম-ভাবময় রূপ আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। সন্দিগ্ধ চিত্তে আবার ভাবিতে লাগিল—কুমার আমার প্রতি বোধ হয় বিরক্ত হইয়া গিয়াছেন, এরূপ অযাচিত দুর্লভ রত্ন করতলে প্রাপ্ত হইলাম, তদনুরূপ যত্ন করিলাম না, কেমন লজ্জা উপস্থিত হইল—একবার আলাপ করিতে পারিলাম না, একবার মনের অভিলাষানুরূপ দেখিতে পারিলাম না, যাইবার সময় কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি মুখ ফিরাইয়া রহিলাম, লজ্জা আসিয়া উত্তর অবরোধ করিল, প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আবার দেখা হইলে বাঞ্ছানুরূপ আলাপ সম্ভাষণ করিয়া হৃদয় চরিতার্থ করিব। আমার কুলমর্য্যাদার প্রয়োজন কি? আমি সখীদ্বয়সঙ্গে লইয়া প্রাণসদৃশ প্রিয়জনের নিকট গমন করিব, অথবা সঙ্গিনীর বা বিশেষ প্রয়োজন কি? আমি একাকিনী গমন করিব। অনুরাগ ও অভিলাষই সহায়তা করিতেছে, অন্য সহায়ের আবশ্যক নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমেই মোহ প্রগাঢ় হইতে লাগিল, বিকলহৃদয়ে উদ্যানবাটীতে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, মুগ্ধ হৃদয়ে নানারূপ কবিতা পাঠ করিতে লাগিল, একবার চৈতন্যোদয় হইলে অমনি সহসা বলিয়া উঠিল, ছি ছি! আমি কি করিতেছি, আমি উন্মত্তা হইয়া পড়িলাম, কাহার নিমিত্ত চিন্তা করি? লোকে আমায় কি বলিবে? মাতা শুনিয়া কি বলিবেন? পিতা শুনিয়াই বা কি মনে করিবেন? আমি কি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলাম? আবার অনুরাগ বশতঃ চিন্তা করে আমি সামান্য অনুরোধে কুণ্ঠিতা হই কেন? ভয় কি? লজ্জা কি? আশঙ্কা কি? আবার প্রগাঢ় মোহে অভিভূত হইয়া অচেতন পদার্থ আহ্বান করিয়া বলিতে উদ্যত হয়।

এদিকে কুমার দামোদরকে আদেশ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "ইহাকে তথাবিধ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া বড় ভাল

কার্য্য করি নাই" আহ্বান পূর্ব্বক উহাকে ফিরাইয়া কর্ম্মান্তরে নিয়োজিত পূর্ব্বক প্রেরণ করিলেন, এবং নিজে সেই চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন, অনুরাগ আসিয়া বলিতে লাগিল—এত বিলম্ব করিতেছ কেন? তোমার প্রেয়সী তোমার নিমিত্ত উন্মত্তা হইয়া বেড়াইতেছে তোমায় তিলার্দ্ধ না দেখিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইতেছে, তোমার দর্শন লালসাই এতক্ষণ উহাকে জীবিত রাখিয়াছে, সম্ভ্রম আসিয়া বলিল—তুমি রাজকুমার! তোমায় এরূপ নীচাশয় হওয়া উচিত নয়, লোকে তোমার এরূপ লঘুচিত্ততা অবগত হইতে পারিলে তাদৃশ মর্য্যাদা থাকিবেক না। অনুরাগ আসিয়া আবার বলিল—এ মর্য্যাদা রক্ষার স্থল নহে, মানিনী হইলে মস্তকে চরণ ধারণ কর, খেদে সজললোচনা হইলে স্বহস্তে অশ্রুমার্জ্জন কর, তোমার নিমিত্ত যে জলে ঝম্প দিতে উদ্যত, তাহার নিমিত্ত অগ্নিতে ঝম্প দিতে প্রস্তুত হও, যে তোমায় দেখিবার জন্য লালায়িত, তুমি তাহার নাম শুনিয়া অশ্রুপাত কর, যদি অশ্রুপাত অনর্গল না হয়, তবে তুমি নিতান্ত পাষাণ হৃদয়। আবার সম্ভ্রম আসিয়া বলিল—কুলমর্য্যাদাই ক্ষত্রিয়দিগের পরমধন, ক্ষত্রিয় সন্তানগণ কুলমর্য্যাদার অনুরোধে অনায়াসে অক্লেশে জলদগ্নিতে শরীর সমর্পণ করিয়াছে, এই মর্য্যাদার নিমিত্ত অজস্র রক্তপাত হইয়া বসুন্ধরা আর্দ্র হইতেছে, সামান্য একটা স্ত্রীর অনুরোধে সেই অমূল্য মর্য্যাদা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, আবার অনুরাগ আসিয়া প্রকাশ করিল—যাঁহারা অনুরাগের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট মর্য্যাদা অতি সামান্য ও জঘন্য, অনুরাগী লোকেরা কখনই মর্য্যাদার মর্য্যাদা করে না, অনুরাগকে প্রাণপণে পূজা করিয়া থাকে, প্রেম ও অনুরাগসমীপে রাজা প্রজা সুরূপ কুরূপ সকলই সমান, অনুরাগের নিকট ঐশ্বর্য্য ও জাতীয়গৌরব অতি হীনপ্রভ, উন্নত অনুরাগ হইতেই যে মুক্তিলাভ ঘটে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ বিবাদে

সম্ভ্রম পরাস্ত হইল, অনুরাগ জয়লাভ করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল, কুমার কোনরূপেই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি নলিনীর উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করিলেন—মনে আবার সন্দেহ উপস্থিত হইল, আঃ আমি কোথা যাইতেছি? আমার ন্যায় কি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছে? আমি উহার দর্শনের নিমিত্ত যেরূপ লালায়িত, সে কি আমার নিমিত্ত সেরূপ ভাবাপন্ন? হইলেই কিরূপে জানিতে পারিব? ভাবভঙ্গিতে কি অনেকদূর ব্যক্ত হয় নাই? যদিও আমার নয়নে নয়ন পাত করিতে একান্ত সঙ্কুচিতা হইয়াছে, প্রফুল্ল বদনে হাস্য পরিহাস সহকারে অধিকতম আলাপ সম্ভাষ করে নাই, তথাপি ভস্মাচ্ছাদিত অনল বিভার ন্যায়, লজ্জার আবরণ ভেদ করিয়া অনুরাগ শিখা স্ফুরিত হইয়াছে, লোচনদ্বয়ে চঞ্চলতা অনুরাগ বশতঃ কিম্বা স্বাভাবিক, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। আমার সম্মুখ হইতে অন্তরালে যাইয়া যাইবার সময় অতি ধীর মন্দ ভাবে গমন করিয়াছে, সে কি উহার অনুরাগ বশতঃ বিলম্বিত গমন? না স্বাভাবিক মরালগতি? তাহাও নিশ্চয় করিতে সমর্থ হই নাই। আমার দিকে পুনঃ পুনঃ গুপ্তভাবে কটাক্ষপাত, কি অনুরাগ-জাত? না কৌতূহল সম্ভূত, নিশ্চয় করা অত্যন্ত দুষ্কর। পুনঃ পুনঃ উহার নীবি হইতে পরিধেয় স্খলন হইয়াছে, তাহা কি অন্য কোন কারণ বশতঃ? না, কামকেই নিদান স্বীকার করিব। গুণবতী দুই চারি বার অধরে দশনাঘাত করিয়াছে, তাহার কারণ, এক পক্ষে অনুরাগও হইতে পারে, পক্ষান্তরে অনেকগুলি সন্দেহ করিবার বিষয়ও বিদ্যমান আছে। অনুরাগিণী না হইলে আমার আকৃতি চিত্রিত করিবে কেন? পৃথিবীতে আর কি লোক ছিল না?—আমি রাজকুমার, এদেশে অনেকেরই পরিচিত, বিশেষতঃ অনেকেই এমন কি সকলেই আমাকে অসাধারণ রূপবান্ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে, যাহারা চিত্র বিদ্যার চর্চ্চা করে, তাহারা স্বভা-

বতঃ সর্ব্বদা সুশ্রীক আকৃতি অনুসন্ধান করিয়া তূলিকা কণ্ডূয়ন করিয়া থাকে। ইহাতে আমার আশা করা বৃথা—নিজ অভিলাষানুরূপ মীমাংসা করিতেই অভিরুচি জন্মিয়াছে, প্রেয়সী আমার অনুরাগিনী নহে, এরূপ কল্পনা করিতেও ক্লেশ বোধ হয়। বস্তুতঃ যাঁহাদের হৃদয়ে অনুরাগ-সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারা অনুকূল পক্ষ ভিন্ন কখনই অবলম্বন করেন না, তাঁহাদের অন্তঃকরণ অভিলাষানুযায়ী পথেই ধাবিত হয়।

নানা কল্পনা ও চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন, উদ্যানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, চন্দ্রিকা পরীহীন গগন মণ্ডলের ন্যায় প্রিয়া বিহীন শূন্য উদ্যান, মরুভূমির ন্যায় পতিত আছে। দৌবারিক দিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন উহারা ভবনে গমন করিয়াছে, অন্তঃকরণ অভিভূত হইল, শরীর দুর্ব্বল ও জড় হইল, হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, চরণ একেবারে নিশ্চল হইল, একেবারে চেতনা হীন হইয়া কখন কখন অচেতন পদার্থদিগকে সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলেন, ক্ষণকাল মধ্যে কিঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমার একি ভাব হইল, অমি কি উন্মত্ত হইলাম? না আমার গ্রহদোষ ঘটিয়াছে? লোকে আমায় এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিলে ভূতগ্রস্থ মনে করিবে, পাঠক মহাশয়! চিকিৎসকগণ অবশ্যই উন্মাদ রোগ বলিয়া নির্ণয় করিবে, দৈবজ্ঞগণ গ্রহদোষ নির্দ্দেশ করিবে, ভূতারিগণ, ভূতগ্রস্থ রোগ বলিয়া বিধান করিবে, রাজনীতিজ্ঞগণ সন্ধিবিগ্রহ চিন্তা মনে করিবে, সুপ্রেমিকগণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে যে ইহার অনুরাগ রোগ জন্মিয়াছে।

কুমার বিকলচিত্ত হইয়া বিভ্রান্ত ভাবে উদ্যানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ও ইচ্ছা হয় না—থাকিয়া ও কোন সফলতা বোধ হয় না। পথিমধ্যে এক ছিন্ন

কাগজ খণ্ড দেখিতে পাইয়া হৃদয় অমনি ব্যাকুলিত হইল, গ্রহণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলেন—দেখিলেন তাহাতে কিছুই লিখিত নাই, অন্তঃকরণ অপ্রসন্ন হইল, আশা ছিল ইহাতে প্রিয়ার হস্তাক্ষর মুদ্রিত দেখিবেন। সহসা পদ শব্দ দূর হইতে কর্ণাগত হইলে মনে মনে এরূপ কল্পনার উদয় হইল, প্রিয়া জানিতে পারিয়া আমার অভ্যর্থনার জন্য আসিতেছেন, ক্ষণকাল পরে সম্মুখে এক উদ্যান-পালকে দেখিতে পাইলেন, এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রতারণাময় উত্তর প্রদান দ্বারা অপসৃত হইলেন। আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না।

কুমার ভগ্ন মনোরথ হইয়া উদ্যান ও নিজ অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে করিতে শূন্য হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। রাত্রিযোগে পরিচারক ও পরিচারিকাগণ বিবেচনা করিতে লাগিল, সুরম্য শয্যায় নিদ্রা-সুখানুভব করিতেছেন, কিন্তু হৃদয়ের চিন্তানল জগদীশ্বর ব্যতীত কেহই অবগত নহে।

কতিপয় দিবসান্তে একদা অপরাহ্নে কুমার উদ্যান বাটীতে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে দেখিতে পাইলেন—নলিনী, এক লতা কুঞ্জের সমীপভাগে উপবিষ্ট আছে, সম্মুখে এক সহচরী আসীনা। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সহসা উপস্থিত হইয়া প্রিয়াকে চকিত ও লজ্জিত করা বিধেয় নহে, অন্তরালে থাকিয়া মনোগত ভাব অবগত হই।

নলিনী হস্তে লেখনী ও কাগজ গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল—মাধবিকে কি লিখিব, ভাব স্থির হইতেছে না, কুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—কি বিষয় লিখিতেছে, শুনা যাক্—হৃদয়! বোধ হয় তোমার বিষয় উল্লিখিত হইবে, আশাতে শোণিত, দ্রুত সঞ্চালিত হইতে লাগিল, বলিল সখি! "মনোযোগ কর, লিপি সঙ্গত হইয়াছে কি না"—"মহারাজ! আপনি এ দেশের অধীশ্বর, আমি আপনার

ামান্য প্রজা, আপনকার অনুগ্রহ একান্ত প্রার্থনীয়, সে দিবসের সরল ও স্নিগ্ধ ব্যবহার দেখিয়া অন্তঃকরণে সম্ভাষণের সাহস জন্মিয়াছে, অনুমতি হইলে আপনার নিকট কোন রূপ আবেদন করিতে প্রস্তুত হই। াধবিকা শুনিয়া বলিল মহারাজ! এইরূপ সম্বোধন প্রিয় ব্যবহারোচিত নহে, এই নীরস অপ্রণয়সূচক সম্বোধনে কুমার ক্ষুব্ধ হইবেন ন্দেহ নাই, বিশেষতঃ অনুমতি লইয়া আবেদন নিষ্প্রয়োজন, রাজার নকট সকলেরই আবেদন কি অভিযোগের অধিকার আছে, নলিনী, াধবিকার কথায় পত্র খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, আবার লখিতে আরম্ভ করিল—কুমার শুনিতে পাইয়া মনে মনে বলিতে াগিলেন "আমার নিকট কিরূপ আবেদন উপস্থিত হইবার সম্ভানা?"

কিয়ৎক্ষণ পরে লিপি প্রস্তুত করিয়া আবার পাঠ করিতে লাগিল— আমি আপনার ক্ষণপরিচিত, আপনার প্রশস্ত অন্তঃকরণ প্রত্যহ শেষ নূতন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকে, অসংখ্য নূতন লোকের সহিত রিচয় ঘটিয়া থাকে, আমার ন্যায় শত শত লোক, আপনার পরিচয়ার্থ লায়িত, সেই দিবসের ক্ষণ মাত্র আলাপে আমাকে আপনার নে আছে কি না বলিতে পারি না, মনে থাকিলে আমার ক অনুরোধ রক্ষা করিবেন, শুনিয়া বলিল, "কোন রূপ ভাব চক সম্বোধনাত্মক বিশেষণ নাই, এই পত্র দ্বারা তোমাকে নিতান্ত ন বুদ্ধি বলিয়া বোধ করিতে পারে, কারণ তোমার মনের দ্বারা উহার নাগত ভাব অধিক দূর না হউক অন্ততঃ পরিচয় বদ্ধমূল হইয়াছে না এপর্য্যন্ত জানা উচিত ছিল, হীন বুদ্ধিতা লোকের মনে সহসা শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয়। কুমার শুনিয়া সহাস্য দুঃখিত ভাবে মনে মনে বিলেন—কি আশ্চর্য্য, যে বিষয় ভিন্ন হৃদয়ে আর কিছুই নাই, সেই ষয় লইয়া এত সন্দেহ! সন্দেহই প্রেমের কণ্টক স্বরূপ।

নলিনী পুনর্ব্বার পত্র লিখিয়া মাধবিকাকে বলিল—"সখি! সুসঙ্গত হইয়াছে কি না বিবেচনা কর—পাঠ করিতে লাগিল—"প্রিয়তম! আপনি যে আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন তাহা ভাবভঙ্গি ও আলাপ সম্ভাষণ দ্বারাই অবগত হইতে পারিয়াছি। আমার হৃদয়ের অনুরাগ আপনার অবিদিত নাই, এক দিবসের ক্ষণমাত্র আলাপে মন পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই, আর এক দিবস যেন দেখা সাক্ষাৎ হয়! শুনিয়া মাধবিকা বলিল—মহারাজ যেরূপ নীরস সম্বোধন হইয়াছিল, "প্রিয়তম" সেরূপ অতি রসযুক্ত সম্বোধন হইয়াছে, যাহাহউক "প্রিয়তম" শব্দটী কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইতে পারে "আমার প্রতি আপনি অনুরক্ত হইয়াছেন" এরূপ বাক্য ব্যবহার করা অন্যায় হইয়াছে, নিজের মনের দ্বারা পরের মন পরীক্ষা করিতে গিয়া অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়, বিশেষতঃ বীর পুরুষের হৃদয় পাষাণ সদৃশ কঠিন, কখনই সহসা অনুরাগ প্রবেশ করিতে পারে না, সামান্য কথার অনুরোধে যাঁহারা অনায়াসে অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তাঁহারা যে অনুরাগী হইয়া কোন কামিনীর প্রেমের অধীন বশীভূত থাকিবে, বিশ্বাস যোগ্য নহে, অতি সামান্য রূপ অনুরাগী হইলে ও প্রকাশ করা নিতান্ত লজ্জাকর মনে করে, নিজের অনুরাগ জানাইতে পার, পরের মনের ভাব এরূপ কল্পনা ও অনুমান দ্বারা ব্যক্ত করা উচিত নহে, কুমার শুনিয়া স্বগত বলিলেন—"কামিনীদিগের নিকট বীরপুরুষগণের যে এরূপ অপবাদ, তাহা আগে জানিতাম না, এই মাত্র জানিতে পারিলাম, কামিনীগণ যে বীরপুরুষদিগকে এত অভদ্র স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও এই মাত্র শুনিতে পাইলাম, বীরগণের এই চিরকলঙ্ক দূর করিতে হইবে।

নলিনী আবার পত্রার্থ চিন্তা করিতে লাগিল, ক্ষণকাল বিলম্বে আবার লিপি প্রস্তুত করিয়া মাধবিকাকে শুনাইতে লাগিল "প্রেমিক-

বর! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত হও—আর নাই হও, আমার গুণ ক্ষমতা থাকিলে তোমাকে অবশ্যই প্রেমের অধীন করিয়া রাখিব, তোমার বীরত্ব রণক্ষেত্রে, তোমার সাহস রাজ্য লোভি অরিদল সমীপে, তোমার তেজস্বিতা তেজস্বী অস্ত্রধারীদিগের প্রতিকূলতাতে, কিন্তু কামিনীদিগের প্রেমক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে তোমার বল, বীর্য্য, সাহস, তেজস্বিতা, কিছুমাত্র থাকিবে না, ক্ষমতা থাকিলে প্রণয়ের অদ্ভুত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, আমরা প্রতিকূলতা করিতে প্রস্তুত আছি, মহাবীর কামদেব পঞ্চবিধ বাণ সহকারে জীবন পণে আমাদের সহায়তা করিবেন, এই পত্র দ্বারা রণ নিমন্ত্রণ করিতেছি, শুনিয়াছি ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে বিমুখ নহে, আপনি কি আমার অভ্যর্থনায় অমনোযোগী হইবেন? কখনই নহে।”

মাধবিকা শুনিয়া বলিল “তোমার সহিত কুমারের বিশেষ পরিচয় নাই, এত দূর গর্ব্ব করিয়া পত্র লেখা ভাল বোধ হয় না এরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করা নিতান্ত অজ্ঞতার কর্ম্ম, বিশেষতঃ তোমার এইরূপ সৌভাগ্য গর্ব্ব করিবার উপযুক্ত সময় নয়, পুরুষের মন অত্যন্ত চঞ্চল, তখন তোমার রূপ দেখিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র চিত্ত হইলে হইতে পারেন, তারপর আর মনে আছে কি না সন্দেহ, এরূপস্থলে এরূপ লিপি পরিবর্ত্ত করা শ্রেয়ঃ, নলিনী সেই পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল, এবং অল্প সময় মধ্যে আর একখানি পত্রী প্রস্তুত করিয়া মাধবিকাকে শুনাইতে উদ্যত হইল। কুমার শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—আমার নিকট কোন পত্রই অসংলগ্ন বোধ হইতেছে না। মাধবিকার নিকট কেন যে এ সমুদয় পত্রগুলি সুসঙ্গত বোধ হইতেছে না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এখন উপস্থিত হইয়া সমুদয় আপত্তি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলে ভাল হয়। না থাকু। দেখি—আর কতদূর হয়।

নলিনী পাঠ করিতে লাগিল "প্রণয়িন্! তোমার নিকট পত্র লিখিতে উদ্যত হইয়া কত যে চিন্তা করিতেছি, কিরূপ লিখিব স্থির করিতে পারিতেছি না, একবার সঙ্গত বোধ হয় ক্ষণকাল পরে আবার নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে আমার আর তোমার প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই, তোমার স্বকীয় ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর। যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ থাকে—এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বাক্‌রোধ হইল বাষ্প দ্বারা কণ্ঠরুদ্ধ হইল, ক্ষণকাল মধ্যে অশ্রুপাত হইতে লাগিল সেই সমস্ত অশ্রুবিন্দু যেন কুমারের হৃদয়ে শত শত শেল সদৃশ বোধ হইতে লাগিল, একবার অধীর হইয়া পদনিঃক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন আবার ধৈর্য্য আসিয়া নিবারণ করিল।

মাধবিকা বলিল "সখি! আমি কিছু স্থির করিয়া পরামর্শ দিতে পারিতেছি না, তোমার যাহা অভিরুচি হয় ব্যক্ত কর। মাধবিকার ঔদাসীন্য ভাব দেখিয়া নলিনী অসতর্কভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া কবিতা সহকারে পত্রী প্রণয়ন করিল।

" কোথা অহে রজনী রতন।
শশধর! দেখা দেও প্রেমার্দ্র হৃদয়ে,
বিরহতপনবর, অতিশয় খরকর।
বিনাশিল সরসী জীবন।
এক বার এস, এস, নলিনীর হয়ে " ১

তুমি কুমুদীর প্রিয়তম।
কেমনে নলিনী সহ হইবে মিলন?
ধিক মম মনোরথে, কেনরে অযথা পথে,
ধায় সদা হয়ে উচাটন?
কেনরে দুর্ল্লভ নিধি হয় মনোরম। ২

কুমুদিনীলভে সেই সুধা।

এ নূতন হিংসা কেন নলিনীর মনে ?
দেখিয়া জলদ সাজ, নাচে সুখে শিখিরাজ,
চকোর অসুখ তাহে গণে।
অমৃত ভুক্তিতে বৃথা অসুরের ক্ষধা। ৩

জানি, বৃথা মোর এ বাসনা।
এ দগ্ধ হৃদয় নাহি বুঝে কোন রূপ।
কোথা সেই নরস্বামী, কোথা তুচ্ছ নারী আমি।
প্রণয়ের সম্ভব কিরূপ।
হায়রে ভাবিনু সব অসার কল্পনা। ৪

ঘন ঘন চাতকী ডাকিলে।
দ্রুত ধাবমান ঘন নাহি শুনে কাণে।
যেই সদা যারে চায়, সে ফিরে নাহিক চায়।
সহে কি তা অবলার প্রাণে ?
তাও শ্রেয়ঃ প্রাণ দিয়া যদি প্রেম মিলে। ৫

মাধবিকা শুনিয়া বলিল এ পত্র খানিতে অত্যন্ত প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পাইয়াছে, পত্রে একপ ধৃষ্টতা বেশ্যা ভিন্ন অন্যের শোভা পায় না। এই কথায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া নলিনী পত্রখানি অন্যান্য পত্রের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, বলিল "সখি ! আর পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই, তুমি যাইয়া যাহা বলিবার বলিবে, সুসঙ্গত ভাবে পত্র লিখিতে পারিতেছিনা, মনের ভাব উদ্দাম ভাবে নির্গত হইয়া পড়ে।"

কুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ সময় উপস্থিত হইয়া লজ্জা দেওয়া উচিত নয়, আমি সেই সমস্ত পত্রের ভাব অবগত হইতে পারিয়াছি জানিতে পারিলে, প্রেয়সী একবারে লজ্জায় মৃতকল্প

হইবে, কুমার ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, নলিনীও মাধবিকা গৃহে গমন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতোমনুষ্যাঃ"

এ বসন্ত কাল যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ভারতীয় রঙ্গভূমে নানা বেশে নৃত্য করিতেছে। সকলের নিকট সমরূপে প্রতীয়মান নহে। তরু সকল নূতন শোভা ধারণ করিল, জলাশয় সকল রবিতাপে শুষ্ক হইয়া ক্রমশঃ হীন হইতে লাগিল। কদম্ব তরু মালা, বঙ্গদেশীয় বিধবার ন্যায় নিরাভরণা, পলাশ বনরাজি, নব বিবাহিতার ন্যায় সালঙ্কৃতা, মাধবী-লতা রাজ পরিচ্ছদধারিণী রাজ্ঞীর ন্যায় তরুসিংহাসনে আসীনা, কবিদিগের সাদর বর্ণনীয় ভ্রমরগণ কুসুমোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই-তেছে, কলাবত গাথকগণ তাহাদের গুণ গুণ ধ্বনিতে ষড়জস্বর অনু-ভব করিতেছে, ভাবুক তত্ত্বপরায়ণ যোগিগণ উহাদিগকে প্রকৃতির স্তুতি পাঠক বোধ করিতেছে, লম্পটগণ উহাদের সৌভাগ্যের প্রতি ধন্যবাদ দিতেছে, রসিকা যুবতীরা নায়ককুলের প্রকৃতি, ইহাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আরোপিত করিতেছে, শুষ্কহৃদয় সংসারিক লোকেরা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছে না, কোকিলের নিনাদ বালকের কর্ণে বিশৃঙ্খল চিৎকার, চিরপ্রবাসীর কর্ণে করুণ বিলাপ, রাগ রসজ্ঞ-

দিগের কর্ণে সঙ্গীতালাপ অনুভূত হইতেছে, চূতমঞ্জরী বিভিন্ন প্রকৃতি লোকের নিকট পরস্পর বিভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হইলেও উহার স্নিগ্ধ হরিতিমা সকল লোকেরই সমরূপে নয়ন রঞ্জন করিতেছে।

অদ্য অপরাহ্ন সময়ে উদ্যান বাটীতে হেমনলিনী বাহ্যে বসন্ত শোভা, অন্তরে প্রিয়রূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া কাল যাপন করিতেছে। পূর্ব্বে কুসুমের চতুর্দ্দিক্ মধুকরকে পরিভ্রমণ করিতে দেখিলে নানারূপ বালিকা-সুলভ কল্পনা উদিত হইত, এখন আর একরূপ কল্পনার উদয় হইতেছে। বনরাজীর গাত্রে পলাশ কুসুম বিকসিত দেখিয়া বলিতে লাগিল "মাধবিকে! বহু দিবসান্তে প্রিয়তম বসন্তকে সমাগত দেখিয়া বনরাজি যেন কুঙ্কুম রাগ অঙ্গে ধারণ করিয়াছে" শুনিয়া মাধবিকা হাস্যমুখে বলিল "এ কল্পনাটী মনোজ্ঞ হয় নাই। বসন্তের নখাঘাতচিহ্ন বনরাজীর শরীরে স্পষ্টীভূত হইয়াছে।" নলিনী বলিল—সাদৃশ্য ও সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। মাধবিকা বলিল—নখাঘাতের রক্তিম বক্র চিহ্ন ঠিক পলাশ পুষ্প সদৃশ। নলিনী বলিল—বসন্ত নখাঘাত করিবে কেন? মাধবিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—বহু দিবসের পর সম্মিলন ঘটিয়াছে, মত্ত হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র থাকে না, নলিনী হাস্য আবরণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না, বলিল—সখি! এরূপ কল্পনা দ্বারা তোমার স্বভাবের পরিচয় পাইলাম। মাধবিকা বলিল—কল্পনা যে কেবল নিজ স্বভাব লইয়া সংঘটিত হয় এরূপ নহে। কুসুমিকা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মাধবিকার মুখপানে চাহিয়া রহিল। পরে সহচরীদ্বয় কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত হইল। অবকাশ পাইবা মাত্র নলিনী অপূর্ব্ব সবিতার ভর্গোধ্যানে রত হইল, কল্পনা চিন্তা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, পরামর্শ স্থির করিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিল। মাধবিকা ও কুসুমিকা বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল, অদ্য রাত্রিতে প্রিয়তম সমীপে যাত্রা করিব, আমায়, বেশভূষা করিয়া দাও, এই

বলিয়া রত্ন খচিত কাঁচলী পরিধান করিল। কুসুমিকা বেণী সংযোজন করিয়া তদ্দ্বারা সজ্জীভূত করিয়া, তাহাতে কুসুমমালা পরিবেষ্টিত করিল। সীমন্তে এক উজ্জ্বল হীরক খণ্ড গ্রথিত হইল, নাসা ও কর্ণ যুগলে রত্নত্রয় পরিহিত হইল, গলে রত্নহার নক্ষত্র মালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, নীল পরিচ্ছদ চন্দ্রগ্রাহী মেঘ খণ্ডের শোভা ধারণ করিল। মাধবিকা অলক্তক রস দ্বারা চরণতল প্রলিপ্ত করিয়া মণি নূপুর পরিধান করাইল, কর যুগলে হীরকময়ী বালা, রূপলাবণ্যের সহকারিতা করিতে লাগিল, মস্তকে অপূর্ব্ব ওড়না ধারন করিয়া বৃহৎ এক দর্পণ সমীপে ভঙ্গিভাবে দাঁড়াইল। নিজ আকৃতির প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে গর্ব্ব ও আশার সঞ্চার হইল, নিজরূপে নিজমন মুগ্ধ হইল। এই জগতে পরের রূপ লইয়া সকলেই আন্দোলন পর্য্যালোচনা করে কিন্তু নিজরূপ তুলনা করিতে কেহই সমর্থ নহে। পরের মুখে শুনিয়া নিজ রূপের এক প্রকার সংস্কার জন্মিয়া থাকে। নলিনী এত-কাল নিজ রূপের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় নাই, অপরূপ রূপের শোভায় আহ্লাদিত হইয়া প্রবাল অধরে রত্নমালা সদৃশ দশন বিকাশ দ্বারা মৃদুহাস্য করিতে লাগিল। কি অপূর্ব্ব ভুবন মোহিনী বেশ! হস্তে— সুধা ভাণ্ড সদৃশ কুসুমমালিকা পূর্ণ রত্নভাজন শোভিত হইল, যেরূপে সুরাসুর মোহিত হইতে পারে, যেরূপে যোগীন্দ্র শিব বিমুগ্ধ হয়েন, সেই রূপের তরঙ্গ রাজভবনাভিমুখে প্রবাহিত হইতে চলিল, মাধবিকা বলিল "প্রিয় সখি! সমুদয় কার্য্যই বিবেচনা পূর্ব্বক করা উচিত, তুমি রাজকুমারের নিকট এইরূপ অভিসারিকা বেশে গমন করিলে অশেষ কুলনিন্দা হইবে, কুমারের কিরূপ ভাব তাহা নিশ্চয় রূপ জানা যায় নাই, বিশেষতঃ রাজচরিত অত্যন্ত জটিল ও অপরিজ্ঞাত; হয়ত, তোমার মনোহরণ করিবার জন্য প্রতারণা পূর্ব্বক কৃত্রিম অনুরাগ প্রদ-র্শন করিয়াছেন।"

মাধবিকার কথায় নলিনী কিয়ৎক্ষণ স্তিমিত ভাবে থাকিয়া উত্তর করিল,—সখি! তবে তোমরা আমার হইয়া যাও, ভাগ্য অনুকূল হইলে আমায় সঙ্গে লইয়া যাইও। মাধবিকা ও কুসুমিকা সম্মত হইল, কুসুমিকা নিজ অভিলাষানুরূপ সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল, ইহার রূপ লাবণ্য আর একরূপ, নলিনীর সদৃশ নহে, কৃশাঙ্গী, পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি, চক্ষু দুটী বৃহৎ, দৃষ্টি সরল, হাসি ভাব বর্জ্জিত, অধর স্ফীত, কেশ দীর্ঘ কিন্তু কুঞ্চিত নহে। কথাতে সারল্য ভিন্ন আর কোন রসই নাই, আকৃতি প্রকৃতি ভাব ভঙ্গি ও দৃষ্টিপাত দ্বারা বোধ হয় ইহার হৃদয়ে ভাব, রস, অভিসন্ধি, নিজ মতামত কিছুই নাই, এরূপ লোকের দ্বারা সংসারের অপকার ও নাই উপকার ও নাই, পরের কথায় অনুমোদন করিয়া চলাই এরূপ লোকের উচিত, এরূপ স্বভাবাপন্ন পত্নীকেও ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতে ইচ্ছা হয়, সমুদয় অবয়বই সুচারু, যৌবন অভিনব, বেশ ভূষা, সাজ সজ্জা, সামান্য নয়, কিন্তু কোন রূপেই রসিকবৃন্দের হৃদয়গ্রাহি নহে, এ বাসন্তি কুসুমটী বিকসিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বিলাস মধুর অভাবে ভ্রমর কখনই নিকটবর্ত্তী হয় না। সংসারে এরূপ নারীর সতীত্ব বড় নিরাপদ। ভারতবর্ষীয় পল্লীগ্রামস্থ অনেক স্ত্রীরত্ন এই প্রকারের ধাতুতে নির্ম্মিত। কুসুমিকা সুসজ্জিতা হইয়া নিজ আকৃতি দর্পণে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমি কোথায় চলিয়াছি? রাজকুমারের সহিত কিরূপ আলাপ সম্ভাষ করিব? কি বলিয়া বা প্রিয়সখির কথা উল্লেখ করিব? লোকের সহিত দেখা হইলে কি বলিয়া পথ জিজ্ঞাসা করিব? রাজবাটী কোথায়? আমি কখনও সেখানে যাই নাই, লোকে কোথা যাও জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব? এরূপ নানা চিন্তা করিয়া মুখ ম্লান হইতে লাগিল। মাধবিকা আকার ইঙ্গিতে

মনোগত দুশ্চিন্তা বুঝিতে পারিয়া বলিল—সখি কুসুমিকে! তুমি ক্ষান্ত হও, আমি যাইব, এই বলিয়া সাজ সজ্জা গ্রহণ করিতে লাগিল, মাধবিকার শরীরাকৃতি অধিক খর্ব্বও নয় দীর্ঘও নয়, চক্ষুদুটী পদ্ম পত্র সদৃশ বৃহৎ নয়, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল ও কটাক্ষ ভঙ্গিযুক্ত, ওষ্ঠাধর অত্যন্ত রক্তিম, উহা স্বাভাবিক কি কৃত্রিম তাহা স্থির করা দুষ্কর, হাসি দেখিলেই হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, অরসিক লোকেরা সে হাসির মূল্য বুঝিতে পারিবে কোথায়? বানরের নিকট লক্ষ টাকার এক খণ্ড হীরক আর এক খণ্ড মৃত্তিকা উভয়ই সমান। কিন্তু মণিকারগণ যে সে হীরকের রূপে কি অবলোকন করে, তাহা তাহারাই জানে। ভাবুক লোকেরা সেই হাসির মর্ম্ম বুঝিতে পারে। সেই কটাক্ষের আঘাত রসিকদিগের পক্ষে বজ্রাঘাত অপেক্ষাও ভয়ানক, গণ্ডযুগল ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, ইহার মনোহারিতা সকলের নিকট স্থান প্রাপ্ত হয় না। ভ্রমরগণ অত্যন্ত অরসিক—ইহাদের যদি কিঞ্চিৎ মাত্রও রস বোধ থাকিত তাহা হইলে আর এ গণ্ডযুগল ত্যাগ করিয়া ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিত না। কিঞ্চিৎ বক্রভাবে সীমন্ত সজ্জিত হইয়া কবরী শোভিত হইয়াছে, সে শোভা সকলের চক্ষে সমান নয়, সে নিতম্ব দর্শনে কামুকদিগের হৃদয় যে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিবে আশ্চর্য্য নহে, এক স্থলের রূপের নিকট সমুদয় অবয়বের রূপ লাবণ্য পরাস্ত হইয়াছে তাহা ইঙ্গিত মাত্র বোধ হয় পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিয়াছেন, তথাপি সন্দেহ ভঞ্জনার্থ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে—সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত বক্ষঃস্থল। দুগ্ধে শর্করা মিশ্রিত হইলে যে কি এক অপূর্ব্ব স্বাদ ধারণ করে, তাহা বর্ণনা করিয়া ব্যক্ত করা যায় না, যাহারা রসনা দ্বারা আস্বাদন করে; তাহারাই অনুভব করিতে পারে! সেইরূপ মাধবিকার মৃদুবাক্যে হাস্য মিশ্রিত হইয়া কত মাধুর্য্যই ধারণ করে, তাহা বর্ণনা শক্তির সীমাতিত। প্রকৃতি ও গতি অপেক্ষাকৃত চঞ্চল

রূপ লাবণ্য বিষয়ে মাধবিকা নলিনী অপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূন হই-লেও রসিকদিগের যে অপেক্ষাকৃত অধিক মনোহারিণী তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্ত্রালঙ্কারের কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই। প্রেমে হৃদয় একবারে পরিপূর্ণ, পরোপকারের অনুরোধে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, পাপ ও অধর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদাই ঘৃণা। হাস্যমুখে নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল “প্রিয় সখি! তোমার যাহা বক্তব্য বলিয়া দাও” নলিনী বলিল-- আমি তোমায় কি বলিয়া দিব? তোমার মনে যাহা ভাল বোধ হয় করিও, তোমাকে আর কি শিক্ষা দিব? মাধবিকা গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

রাত্রি প্রহরাধিক হইয়াছে—নগর হইতে নলিনীর উদ্যান বাটী কিয়দ্দূরে অবস্থিত। রাজভবনের চতুর্দ্দিকে নগর বিস্তৃত, সেই উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করিতে হইলে একটী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। মাধবিকা প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল; এবং মনে চিন্তা করিতে লাগিল—কিরূপে রাজ ভবনে প্রবেশ করিব? পূর্ব্বে কুমারের নিকট সম্বাদ প্রেরণ করা উচিত ছিল, কিরূপে নগরপালকে প্রতারিত করিব? কুমার কোথায় কোন গৃহে অদ্য রাত্রি যাপন করিতেছেন তাহাও অবগত নই, পূর্ব্বে নগর-পালের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করি, তার পর রাজভবনে প্রবেশের চেষ্টা পাইব। দূর হইতে একি এক অপূর্ব্বশব্দ শুনা যাইতেছে-- আঃ। এযে বাঁশীর শব্দ। ক্ষণকাল পরেই একটী যুবা বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আকৃতি দ্বারাই অতি নীচ লোক বলিয়া বোধ হয়, সেই বিকট প্রকৃতি যুবাকে দেখিয়া মাধবিকা কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইল, যুবা বিগলিত ভাবে বিকট হাস্য করিয়া অঙ্গভঙ্গি সহকারে বলিতে লাগিল--সুন্দরি! রাত্রিযোগে কোথায় যাইতেছ? আমার সৌভাগ্যক্রমে তোমার

সুপ্রভাত এবং সুসন্ধ্যা, কামিনীদিগের অন্তঃকরণ অত্যন্ত দয়া ও প্রেমপ্রবণ, আমি তোমার দয়া ও প্রেমের উপযুক্ত পাত্র, এ ভিক্ষুক জনের যাচ্ঞায় কখনই বিমুখ হইবে না। যুবার কথায় মাধবিকার মনে ঘৃণার উদয় হইয়া মুখে অপমানাসূচক নীরস হাস্য উদিত হইল। হাস্যদর্শনে যুবার হৃদয় একবারে বিগলিত,কম্পিতও তরঙ্গায়িত হইল৷ হাস্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলনা, মন স্বীয় অনুকূল পক্ষে ধাবিত হইল, হাস্য অনুমোদন সূচক মনে করিয়া একবারে সহসা হতজ্ঞান-প্রায় হইল, ক্ষণকাল উভয়ে মূকভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল, যুবার মনে ভাব, রস ও কাম আন্দোলিত, মাধবিকার মনে শঙ্কা, লজ্জা, বিলম্বভয়, এবং ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইতেছে, যুবা আবার বলিল—প্রিয়ে! অই বট তরুতলে বড় মনোহর স্থল বিরাজিত, রাত্রি প্রায় অর্দ্ধেক হইল তোমার আকৃতিতেই বোধ হইতেছে তুমি সামান্যা নও।তখন কিঞ্চিৎ বিরক্তহইয়া মাধবিকা বলিতে লাগিল-আমি তোমার স্পর্শনীয়া নই, পরনারী সমুদয় ভগিনী ও মাতৃ তুল্যা; তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইও না। যুবা শুনিয়া বুঝিতে পারিল সহজে বাঞ্ছাসিদ্ধি হইবার নয়, কিঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে, বলিল—চরণে না ধরিলে কি মান ভঙ্গ হইবেনা? মাধবিকা ভাবিতে লাগিল কি বিষম সঙ্কট উপস্থিত, কিঞ্চিৎ কর্কশ স্বরে বলিল —পথ ছাড়িয়া দাও,রাজ শাসন স্মরণ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন কর। যুবা বলিল, রাজশাসন বল,আর শমনশাসন বল, ও চরণ ধারণ করিতে হৃদয় প্রস্তুত আছে, মাধবিকা ক্রোধে কম্পিত হইয়া বলিতে লাগিল, নরাধম! দূর হ! এখনই সমুচিত শাস্তি দিব। যুবা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—এ জনশূন্য প্রান্তর, এখানে তোমার কি প্রভাব? একাকিনী আমার হস্তে পড়িয়াছ, অবশ্যই আমার ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিতে হইবে। ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল, মাধবিকা মনে মনে ভাবিতে

লাগিল, ইহাকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করা দুঃসাধ্য, অন্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে, ঈষৎ হাস্য করিয়া যুবার মুখপানে সকটাক্ষ নয়নে চাহিয়া ভঙ্গিভাবে দাঁড়াইল, এবং বলিতে লাগিল— তোমার মন জানিবার জন্য এরূপ কটু সম্ভাষণ করিয়াছি, তোমার যদি আমার প্রতি অনুরাগ না জন্মিত, তাহা হইলে এইরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেনা, এখন জানিলাম, তুমি আমার প্রাণ সদৃশ প্রিয়, এক মুহূর্ত্তের দেখা সাক্ষাতে তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত হইয়াছ, আমার গৃহ-পতি এক দিবসের তরেও এরূপ ভাব প্রকাশ করে নাই।

যুবার কর্ণে যেন অমৃত ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল, সর্ব্ব শরীর পুলকে পূর্ণ হইল, যুবা বলিল "প্রিয়ে! আমাকে এখন কি অনুমতি কর, তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া চরিতার্থ হই, আমি তোমাকে প্রতিকূলা মনে করিয়াছিলাম।"

মাধবিকা। "নাথ! একবার দেখিয়াই তোমাকে মন সমর্পণ করিয়াছি, তুমি বুঝিতে পার নাই, যাঁহাদের হৃদয় কোমল, বুদ্ধি তাদৃশ সূক্ষ্ম নহে।——"

যুবা। "আমার ভাগ্যে যে তোমার ন্যায় রমণীরত্ন ঘটিবে স্বপ্নের অগোচর।"

মাধবিকা "তোমা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য ভাল।"

যুবা একবারে আহ্লাদে জড় প্রায় হইয়া, মাধবিকার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

মাধবিকা। "তুমি এরূপ নির্ব্বোধ কেন? যখন তোমায় মন প্রাণ সমর্পণ করিলাম, তখন এত ব্যস্ত সমস্ত হইবার প্রয়োজন কি? আমি সত্য বলিতেছি আর গৃহে যাইয়া স্বামীর ছার মুখ দেখিব না। আমি কুলাঙ্গনা হইয়া তোমার নিমিত্ত এতদূর স্বীকার করিতে প্রস্তুত

হইলাম, তখন তুমি স্বাধীন পুরুষ জাতি হইয়া কি আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেনা? শ্রোতৃগণ বিবেচনা করুন্ এ অবস্থায় কোন্ ব্যক্তি সুস্থির ভাবে নিজ মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিতে পারে?

যুবা। "আমায় কি করিতে বল।"

মাধবিকা। "এই দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে।"

যুবা। "আপত্তি কি? এখনই চল।"

মাধবিকা। "গৃহের প্রতি কি কিছু মমতা নাই?"

যুবা। "আমার সংসারে কেহ নাই।"

মাধবিকা। "তোমার অবস্থা সংক্ষেপে জানিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে।"

যুবা। "সত্য বটে, যাঁকে ভালবাসা যায়, তাঁর বিষয় জানিবার স্বভাবতঃ ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। বলিতেছি—আমার পিতা এক জন বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী বণিক্ ছিলেন। মৃত্যুকালে আমার হস্তে বিপুল ধন ভাণ্ডার সমর্পণ করেন। আমি তদুত্তরাধিকারী হইয়া অল্প কাল মধ্যে সমস্ত অর্থব্যয় করিয়া পরে এককালে নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম। পুত্রবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করিরা অপর এক কামিনীর প্রেমে মত্ত হইলাম। তাঁহার অন্নাচ্ছাদন সংগ্রহ জন্য সময়ে সময়ে চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। বংশীবাদন ও মৃগয়া ভিন্ন আর কোন গুণই শিক্ষা করা হয় নাই যে, কোন রূপ একটা ব্যবসায় কি চাকরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। এক বলাৎকারের অপরাধে রাজসমীপে দোষী প্রমাণিত হইয়া পলায়িত আছি। দিবাভাগে লুক্কায়িত থাকিয়া রাত্রিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করি" মাধবিকা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় অবস্থিতি করা হয়। তোমার নামটী কি?

যুবা। "এই নগরে এক বেশ্যা আছে তাঁহার বাড়ীতে থাকি, আমার নাম বিলাস।"

মাধবিকা। "তাহার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ?"

যুবা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে জড় বাক্যে বলিল—পূর্ব্বে সামান্য রূপ প্রণয় ছিল, অর্থ দ্বারা সে প্রেম রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছি। এখন ভৃত্য ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। মাধবিকা বলিল—তোমার প্রতি আমার গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইল তুমি সেই বেশ্যাকে মা বলিয়া সম্বোধন না করিলে আমি এ প্রাণ রাখিব না।

যুবা বলিল—প্রিয়তমে! এ সামান্য কথা, আমি বলিতেছি সে বারাঙ্গনা আমার মা। এই বাক্যে মাধবিকা বলিল—এখন জানিলাম তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবে না, তবে আমার সঙ্গে চল।

যুবা। "কোথায় যাইবে?"

মাধবিকা। "তা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? নগরে যাইতেছি।"

যুবা। নগরপাল ও প্রহরীরা ধরিতে পারে।

মাধবিকা। কিছু চিন্তা নাই, নগরে কোন ব্যক্তির নিকট আমার কিছু অর্থ আছে, কৌশল ক্রমে অদ্য রাত্রিতেই হস্তগত করিতে হইবে। কল্য তোমায় লইয়া কাশী নগরাভিমুখে যাত্রা করিব। অর্থের জন্য কোন চিন্তা নাই।" এই কথায় যুবার অন্তঃকরণ আরও পুলকিত হইল। মাধবিকার পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে আরও বাঁশী বাজাইতে লাগিল—(মু) সা, গা, সা, গা, গা, ম, ম, গা, গা, ম, প, ম, গ, গ, সা। গা, ম, প, নি, (সা—তা) নি, প, ন, গা, ম, প, ম, গ, গ, সা।

মাধবিকা শুনিয়া বলিল, বিলাস! তোমার বাঁশীতে বিলক্ষণ অধিকার আছে। কাওয়ালী—বেহাগের সুন্দর গৎটী বাজাইয়াছ। বিলাস সগর্ব্ব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—মাধবিকে! কুমার অরি-

জিৎসিংহ সে দিবস মৃগয়ায় গিয়াছিলেন আমিও পাখী শিকারে গিয়াছিলাম, বনে আমার বংশী বাদন শুনিয়া আমায় একটী অঙ্গুরীয় পুরস্কার দিয়াছেন। এই দেখ অঙ্গুরী, এই বলিয়া মাধবিকার হস্তে অঙ্গুরীয় অর্পণ করিল। মাধবিকা দেখে অঙ্গুরীয়মধ্যে কুমার অরিজিৎ-সিংহের নাম অঙ্কিত আছে, মাধবিকা বলিল তোমার এরূপ হীরকময় অমূল্য অঙ্গুরীয় থাকিতে আবার দাসত্ব স্বীকার কর কেন? বিলাস বলিল—বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কুমারের নামাঙ্ক দেখিয়া ক্রয় করিতে কেহই সাহসী হয় না।

মাধবিকা। ইহা তোমার সেই প্রিয়তমাকে দেও নাই কেন?

বিলাস। তুমি ভিন্ন আমার প্রিয়তমা আর কেহ নাই।

মাধবিকা। আমায় সমর্পণ করিতে স্বীকৃত আছ?

বিলাস। অঙ্গুরীয় কোন্ ছার, তোমায় প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছি।

মাধবিকা হস্ত প্রসারণ করিল, বিলাস দক্ষিণ হস্তে অনামি-কাতে পরাইয়া দিল। মাধবিকা বলিল—কুমার যে পুরস্কার দিয়াছেন এরূপ বিশ্বাস হয় না, সত্য বল। বিলাস হাসিয়া বলিল—কুমার মৃগয়ায় এক দিন ক্লান্ত হইয়া এক তরুতলে শয়ান ছিলেন, আমি চুরি করিয়াছি।

উভয়ে প্রথম নগরে প্রবেশ করিবামাত্র একজন নগর প্রহরী আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মাধবিকা, বাম হস্ত হইতে একটী সামান্য অঙ্গুরীয় খুলিয়া উৎকোচ স্বরূপ প্রহরীকে অর্পণ করিল, প্রহরী আহ্লাদে মত্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল, নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রধান নগরপালের আলয় সমীপে উপস্থিত হইল, একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র বলিল—আমি প্রধান নগরপাল অমর লাল মিশ্রীর নিকট যাইতেছি, প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল কি নিমিত্তে যাইতেছ?

মাধবিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া ভঙ্গিভাবে মুখ ফিরাইল, প্রহরী কষ্টে হাস্য গোপন করিয়া নীরব হইল এবং পথ ছাড়িয়া দিল। মাধবিকা বিলাসের সহিত নগরপালের ভবনে প্রবিষ্ট হইল, অমরলাল মিশ্রী এপর্য্যন্ত শয়ন মন্দিরে গমন করিতে অবকাশ পান নাই, নগরপাল-দিগের রাত্রিতেই অধিক ব্যাপার উপস্থিত হইয়া থাকে, বৈটকখানাতে বসিয়া ভাবিতেছেন,—কত চেষ্টা করা গেল, কোন রূপেই সেই ভয়ানক দস্যুগণ ধরা পড়িল না, অদ্য মন্ত্রী মহাশয় যেরূপ তিরস্কার-সূচক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে কোনরূপেই অধীন ভাবে চাকরি করিতে ইচ্ছা হয় না, এ সংসারে আমার ন্যায় হতভাগ্য লোক আর নাই। অতি দীন দরিদ্র লোকেরাও এ সময়ে নিদ্রাদেবীর ভজনা করিতেছে, আমার এমনি দুরদৃষ্ট যে ইচ্ছানুরূপ নিদ্রা যাইতেও সাধ্য নাই, এই সময়ে মাধবিকা বিলাসের সহিত অমরলালের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল—আমি প্রধান নগরপাল মহাশয়ের নিকট আসিয়াছি, বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমি গায়িকা, দিল্লী হইতে আজ রাত্রিতে এই নগরে আসিয়াছি, আমার সমভিব্যাহারী লোক সকল অন্যত্র আছে, কোন কারণ বশতঃ একজন লোক সহিত এখানে আমি আসিয়াছি। মাধবিকার কথা সমাপ্ত না হইতেই অমরলাল বলিতে লাগিল—আমি প্রধান নগরপাল, নগর রক্ষণ বিষয়ে আমারই অদ্বিতীয় ক্ষমতা, নিজ মুখে নিজ প্রশংসা করা নিতান্ত নির্লজ্জের কর্ম্ম,কয়েক দিন এখানে থাকিলেই আমার গুণাগুণ জানিতে পারিবে। অদ্য আমার শুভ রাত্রি বলিতে হইবে, যুবতীর হাত ধরিয়া সম্মুখে বসাইল।

মাধবিকা এমনি কটাক্ষপাত সহকারে কথা বলিতে লাগিল, অমরলাল কথার প্রতি কিছুই মনোযোগ করিতে পারিল না, কেবল মাধবিকার মুখ পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। মাধবিকা কর্ণে কর্ণে

বলিল, আমার সঙ্গী লোককে অন্যত্র যাইতে বলুন, আমার বিশেষ গোপনীয় কথা আছে। অমরলাল আদেশ করিবা মাত্র বিলাস অন্য গৃহে গমন করিল, মাধবিকা বলিল—মহাশয়! এ ব্যক্তি বড় দুশ্চরিত্র, রাজ সমীপে অপরাধী, আপনি যাইয়া ইহার পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক অবরুদ্ধ করুন, অমরলাল সত্বর যাইয়া বিলাসকে বদ্ধ করিলেন, এবং কতিপয়‌্চর ও প্রহরী দ্বারা জানিতে পারিলেন, যে এ নিশ্চয় অপরাধী। অনেক প্রকার গুরুতর অপরাধ করিয়া লুকায়িত ছিল। তৎক্ষণাৎ বিলাসকে কারাগৃহে প্রেরণ করিলেন। তখন বিলাস জানিতে পারিল যে অসৎ বিলাসের কিরূপ ফল, স্ত্রীলোকের কিরূপ চাতুরী, কামাতুর গণের কিরূপ মোহ।

অমরলাল প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিল—গুণবতি! তুমি আমার অদ্য যথেষ্ট উপকার করিলে; এই ব্যক্তি ধৃত হওয়াতে আমি রাজ পুরস্কার প্রাপ্ত হইব, মাধবিকা হাস্য মুখে বলিল—আমি কি সেই পুরস্কারের ভাগিনী নই? অমরলাল মনে মনে বলিলেন, তোমাকে হৃদয় পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি, সহসা প্রকাশ্যরূপে এতদূর বলিতে সাহস হইল না, উত্তর করিল—কাহাকেও বঞ্চিত করা আমার ইচ্ছা নয়। ক্রমশঃ মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বের দুর্ভাবনা সকল দূর হইয়া মদনানন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সহসা মোহ আসিয়া চেতনাকে আক্রমণ করিল, মদিরামত্ত অপেক্ষা মদন মত্ত অধিক বিমোহিত; ক্ষণকাল পরে বলিতে লাগিল—প্রিয়ে! সৌভাগ্যক্রমে তোমায় প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী, চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করিয়া আমার এখানে অচলা হইয়া অবস্থিতি কর। তোমার দাস দাসী ও অর্থ সম্পত্তির অভাব নাই। মাধবিকা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—কি কুলগ্নে গৃহ হইতে পদক্ষেপ করিয়াছি, এক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অন্য বিপদে পতিত হইলাম, ইহাকে প্রতারণা করিতে হইবে, এ ক্ষমতাশালী লোক, সহসা বিপদে ফেলিয়া কাল

বিলম্ব করিতে পারে; ইহার মান রক্ষা করিয়া চলা ভাল। প্রকাশ্যে বলিল—শুভকর্ম্মে আপত্তি কি? অমরলাল একেবারে কাম পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভাব দেখিয়া মাধবিকা চকিত ভাবে বিলাসদত্ত সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া বলিল—আমি রাজকুমারের প্রণয়িনী; বড় গোপনীয় বিষয়, আপনার নিকট অদ্য প্রকাশিত হইল। রাজাদিগের হৃদয় অত্যন্ত নূতন প্রিয়, কিয়দ্দিবস পর অবশ্যই আপনার হস্তগত হইব সন্দেহ নাই,এখন কুমারের নিকট অতি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করি। নগরপাল অঙ্গুরীতে কুমারের নামাঙ্ক দেখিয়া একবারে বিস্মিত ও ভীত হইলেন, কাম মোহ একবারে তিরোহিত হইতে লাগিল।

মাধবিকাকে লইয়া নগরপাল কুমারের ভবনাভিমুখে চলিল। পথে মাধবিকার চরণে পতিত হইয়া বলিল—মাতঃ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, কুমারের সমীপে প্রকাশ করিলে আমার আর রক্ষা নাই। মাধবিকা বলিল "একি মহাশয়? আপনি আমায় মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? আমি কুমার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে আপনার প্রণয়িনী হইব অঙ্গীকার করিয়াছি।" নগরপাল বলিল—শেষে সময় মতে প্রণয়িনী হইলেও এখন তুমি আমার জননী, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

মাধবিকা নগরপালকে অভয় দিয়া তাঁহার সহিত কুমারের ভবন দ্বারে উপস্থিত হইল। প্রহরীর সহিত মাধবিকা ভবনে প্রবিষ্ট হইল। নগরপাল চিন্তাকুল হৃদয়ে স্বগৃহে গমন করিল।

এদিকে কুমার দামোদরের সহিত নব প্রেম সম্বন্ধীয় আলাপে সময় অতিবাহন করিতেছেন, মাধবিকা সম্মুখে উপস্থিত হইল, কুমার বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইয়া বসাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, এখন কোথা হইতে কি প্রকারে আসিয়াছ? বোধ হয় নগরপাল, প্রহরী, দ্বারপালগণ তোমায় না জানি কত ক্লেশ দিয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট হইতে কোন প্রবেশিকা নিদ-

র্শন সঙ্গে রাখিলে কোন ক্লেশ ঘটিতনা। মাধবিকা বলিল—আপনার অনুগ্রহে কোন ক্লেশ হয় নাই। কুমার জিজ্ঞাসা করিল—প্রেয়সী তোমায় কি বলিয়া দিয়াছে, মাধবিকা বলিল "স্বয়ং আসিতেছিলেন, অনেক বিবেচনা করিয়া আমায় পাঠাইয়াছেন।"

কুমার। "কি নিমিত্তে? কি নিমিত্তে?

মাধবিকা। "রুক্মিনী কৃষ্ণের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন যে নিমিত্তে?

দামোদর। "শিশুপাল কোথায় আবার অবতীর্ণ হইলেন?

কুমার। "তোমার প্রিয় সখীর কি বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে?"

দামোদর। "অধিক বয়স হইয়াছে শীঘ্র পাত্রস্থা হইলেই মঙ্গল।"

কুমার। "মাধবিকে! তোমার সখী তাহাতে কিরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন?"

মাধবিকা। আমার নিকট সখী কিছু ব্যক্ত করেন নাই, যদি আপনি কোন রূপ বিবাহ নিবারণের উপায় করিতে পারেন, তাহা হইলে মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। তাহা না হইলে বৃথা প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হইবেন কেন?

দামোদর। ইনি কৃষ্ণের ন্যায় বিবাহ দিবসে হরণ করিয়া অনায়াসে লইয়া আসিতে পারেন।

কুমার। আমার পিতা সমুদয়ের শাসনকর্ত্তা, ও বিচার কর্ত্তা। আমার এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই, বিশেষতঃ এরূপ অন্যায় কার্য্যে কিরূপে প্রবৃত্ত হইতে পারি? এক ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র অপরের নিকট কন্যা দান করিবে, তাহাতে আমি কিরূপে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে পারি?"

দামোদর। বিবাহের বেলায় ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার প্রয়োজন কি?

কুমার। আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইল—এ পরিহাস করিবার সময় নয়।

দামোদর। পরিহাস নহে, সময় বিশেষে প্রকৃত কথাই পরিহাস বলিয়া বোধ হয়, মাধবিকে! বিবাহ হইলে কোন হানি দেখি না, তুমি বৃন্দাদূতী বর্ত্তমান থাকিতে ভাবনা কি? প্রত্যহ কুঞ্জবনে রাধার নিকট কৃষ্ণকে লইয়া যাও, আয়ান ঘোষের ভয়ে ভীত হইও না, ধরা পড়িলে কুমার কালী সাজিবেন; না হয় আমি শিব সাজিয়া কুমারের চরণ তলে পতিত হইব।

সকলে হাস্য করিতে লাগিল। মাধবিকা মনে মনে ভাবিল "এ হতভাগার তীব্র পরিহাস সহ্য হয় না, ইহাকে জব্দ করিতে হইবে।"

দামোদর। ওগো বৃন্দাদূতী! আজ ফিরে যাও, নাগর আজ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাইবেন।

মাধবিকা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল। দামোদর! তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ।

দামোদর। দূতী হওয়া কি মুখের কথা? এ নয় ফুলতোলা আর মালা গাঁথা।

মাধবিকা। (স্বগত) রসিক চূড়ামণিকে একটু তামাসা দেখাই। (প্রকাশ্যে) কুমার! অদ্য রাত্রিতে আসিতে যে ক্লেশ হইয়াছে এখন তাহা বলিতেও কষ্ট বোধ হয়।

কুমার। আমি তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছি।

দামোদর। রাত্রিতে যমুনা পার হওয়া কঠিন ব্যাপার বটে।

মাধবিকা। এই অঙ্গুরীয়টীর গুণে এখানে আসিয়াছি।

এই বলিয়া কুমারের হস্তে অঙ্গুরীয় প্রদান করিল।

কুমার। এ যে আমার অঙ্গুরীয়। মাধবিকে! ইহা কোথায় পাইলে?

মাধবিকা। ইহা গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুত আছি। আপনার ন্যায় আত্মীয় লোকের নিকট কিছুই অব্যক্ত রাখা যাইতে পারে না। আপনি বোধ হয় পদ্মলতিকা নাম্নী কোন স্ত্রীকে জানেন না, রত্নপতি শ্রেষ্ঠির সহিত যাঁহার প্রণয় আছে।

কুমার। সম্প্রতি উহাকে জানিতে পারিয়াছি—বলিয়া যাও।

মাধবিকা। আমার সহিত উহার অনেক কালের আলাপ পরিচয়। অদ্য উহার হস্তে এই অঙ্গুরীয় দেখিয়া মনে মনে এই চিন্তা করিলাম যে, কুমার-দত্ত কোন প্রবেশিকা নিদর্শন না থাকিলেও ইহার দ্বারা কর্ম্ম উদ্ধার করিয়া আসিতে পারিব। প্রার্থনা মাত্র এক রাত্রির নিমিত্ত আমায় প্রদান করিল। মহোদয়! এ অঙ্গুরীয় লাভ হওয়ার গতিকেই অদ্য আসিতে মানস করিয়াছি, তা না হইলে কখনই এরূপ সাহস করিতাম না।

কুমার। পদ্মলতিকা কোথা এ অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছ?

মাধবিকা। তাহার এক জন প্রণয়ী প্রেম চিহ্ন স্বরূপ প্রদান করিয়াছে, প্রণয়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে তাহা গোপন করিল, নিঃসম্পর্কীয় বিষয় আর উত্থাপন করিলাম না।

কুমার শুনিয়া একবারে বিস্মিত, চকিত ও স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমার অঙ্গুরীয় চৌরকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, আমি সে বিদস মৃগয়াতে ক্লান্ত হইয়া আতপ কালে এক বটতরু-চ্ছায়ায় নিদ্রিত হইয়াছিলাম, দামোদর আমার সঙ্গে ছিল, জাগরিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার অঙ্গুরীয় অপহৃত হইয়াছে। দামোদর বলিল—সেও নিদ্রায় অচেতন ছিল, দামোদরের সহিত পদ্মলতিকার যে বিশেষ প্রেম আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, অন্য চোরের আগ-গন ও আমার হস্ত সহস্তে সাহসপূর্ব্বক গ্রহণ সম্ভাবনা অতি অল্প,

দামোদর দরিদ্র লোক, অত্যন্ত অর্থলিপ্সু, আমার নিকট সর্ব্বদা ধন যাচ্ঞা করিয়া থাকে, অপর চোর অপেক্ষা দামোদরের দ্বারা এ কার্য্য সম্পাদিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। লম্পটদিগের সর্ব্ব সময়ে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, একটী অঙ্গুরীয় অতি তুচ্ছ বটে—কিন্তু জনবিশেষদ্বারা এরূপ বিশ্বাস ঘাতকতা বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। চিন্তা করিতে করিতে নিঃসন্দেহরূপে দামোদরের প্রতি দোষারোপ অনুভূত হইতে লাগিল, গভীর ভাবে, কর্কশ লোচনে দামোদরের মুখ পানে দৃষ্টিপাত করিলেন। দামোদর শাসন ও ভৎর্সনাসূচক অবলোকন অনুভব করিয়া কম্পিত হইল। রসিক চূড়ামণির সমুদয় রস শুষ্ক হইয়া গেল। কুমারের মুখ হইতে কোন কথাই স্ফুরিত হইতেছে না, সমৃদ্ধিমান লোকদিগের অন্তঃকরণ অতি অদ্ভুত, সহস্র প্রকারে মার্জ্জিত হইলেও স্বভাবসিদ্ধ দোষ কোন ক্রমেই তিরোহিত হয় না;—সহসা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়, বীণার স্বর অপেক্ষাও তোষামোদের ধ্বনি, অধিক মধুর প্রতীয়মান হয়, নিজ সামান্য সুখের অনুরোধে পরের গুরুতর সুখ হরণ করাতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, অরিজিৎ সিংহ এত ধীর, গম্ভীর, শান্ত, সুশীল, বিদ্বান ও সুবুদ্ধি হইয়াও ধনি সুলভ সাধারণ দোষ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেন না। এত দিনের বিশ্বাস এক কথায় বিচলিত হইল। দামোদর চিত্র পুত্তলিকাবৎ স্তিমিতভাবে রহিল। মাধবিকা, ভালরূপে প্রতিবিধান সাধন করিয়া প্রফুল্ল হইয়া বলিল।"কুমার! বোধ হইতেছে যেন দামোদরের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন,ইহার অপরাধ কি? এতক্ষণ নিরপরাধ পবিত্র সাধু লোকের ন্যায় সাহস সহকারে কথোপকথন করিতেছিল, এক মুহূর্ত্তমাত্র সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষ গোচরে এমন কি অপরাধ করিল?

কুমার। অঙ্গুরীয়ের কথায় ইহার চরিত্রের প্রতি আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে।

দামোদর। (স্বগত) অনুগত লোকের জীবন কি ঘৃণাকর। প্রভুর সহিত বন্ধুতার ফল যে বিষময়; ইহা পদে পদে অবগত হইয়াও চৈতন্য লাভ করিতে পারিতেছি না, অপর লোকে আমায় রাজ বন্ধু বলিয়া জানে—এই গর্ব্বেই মৃত্তিকায় পদার্পণ করি না।

মাধবিকা। (স্বগত) ইহা অপেক্ষা অধিক হইলে বড় শোচনীয় ব্যাপার হইবে, যথেষ্ট হইয়াছে। (প্রকাশ্যে) দামোদর! তুমি বড় অসাবধান ও অচতুর। সাবধান পূর্ব্বক কার্য্য করিবে, বিবেচনা পূর্ব্বক কথাবার্ত্তা বলিবে, হাস্য করিয়া বলিল, "কুমার! আপনার মন জানিবার জন্য এরূপ পরিহাস করিয়াছি, দামোদরের কোন অপরাধ নাই, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জানাইবার জন্য এরূপ ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিয়াছি। এই বলিয়া অঙ্গুরীয় প্রাপ্তির আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। কুমার ও দামোদর শুনিয়া স্ত্রীবুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল; দামোদরের হৃদয় সুস্থির ও উজ্জ্বল হইল। কুমার কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন।

মাধবিকা। "এরূপ হৃদয়ের উপর বিশ্বাস করিয়া অবলা কিরূপে হৃদয় প্রাণ সমর্পণ করিতে পারে? আপনাদের হৃদয় কখন কুসুম সদৃশ কোমল—কখন পাষাণের ন্যায় দৃঢ়, সামান্য কথায় বিশ্বাস, সামান্য কথায় অবিশ্বাস।"

কুমার। মাধবিকে! আর ও কথায় কাজ কি? অন্য কথা বল।

দামোদরের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে দামোদর বুঝিতে পারিল কুমার নির্ব্বাক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।"

মাধবিকা। হেমনলিনীর বিবাহের কথা যে বলিয়াছি তাহাও চাতুরী, কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তৎসম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি সে বিষয়ের বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান নাই, মৌখিক আন্দোলন মাত্র, একবার উল্লেখ দ্বারা অনেকের মন পরীক্ষা করিয়া লইলাম।

কুমার। তবে আর কি বিশেষ প্রয়োজন? দামোদর কিছু

বলিবার জন্য স্ফুরিতাধর হইয়া সহসা বিরত হইল, মনে ভাবিল আবার পরিহাস করিলে এ বেটী কোন রূপ বিপদ ঘটাইতে পারে, এরূপ বিষ মাখা মধুপানের প্রয়োজন কি?

মাধবিকা। প্রিয়সখী অধীরা হইয়া আপনাকে একবার দেখিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি আপনাকে সেখানে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।

কুমার। তোমার সখী কিরূপ বলিয়াছেন? আদ্যোপান্ত বর্ণন কর।

মাধবিকা। এত কথায় কায কি? সেখানে গেলেই সব শুনিতে পাইবেন।

দামোদর। আসল পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে নকলের দরকার কি?

কুমার। মাধবিকে! প্রিয়া আমার নিমিত্তে অধীরা হইয়াছেন, সত্য বটে—তুমি সর্ব্বদাই চাতুরী পরিহাস কর, সহসা বিশ্বাস হয় না।

মাধবিকা। নিশ্চয় রূপে বলিতেছি। দামোদরের মুখপানে চাহিয়া বলিল হানি কি? সহসা দ্বারবান্ আসিয়া বলিল "কুমার! মহারাজ আদেশ করিয়াছেন, আপনাকে অবিলম্বে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে। দিল্লী হইতে এক চিঠি আসিয়াছে, মহারাজ এইমাত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন, কুমার ত্রস্ত ভাবে গাত্রোত্থান করিলেন এবং দামোদরের উপর মাধবিকাকে গৃহে প্রেরণ করিবার ভার অর্পণ করিয়া গমন করিলেন, দামোদর যান আনয়ন করিয়া মাধবিকাকে গন্তব্য-স্থানে পাঠাইল। কুমার পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। মহারাজ কুমারের হস্তে উন্মোচিত পত্র অর্পণ করিবামাত্র কুমার পাঠ করিতে লাগিলেন।

পরম সহায়তম শ্রীমহারাজ যশোবন্ত সিংহ

যোধপুরাধিপ মহোদয়েষু

অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন——

মহারাজ!

ক্ষত্রিয় রাজগণ মোগল বংশের পরম হিতকারী আত্মীয়, বিশেষতঃ আপনি আমার এক জন অদ্বিতীয় সহায়। আমার কোন রূপ বিপদ উপস্থিত হইলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, এবিষয়ে আমার ভরসা ও বিশ্বাস আছে, অনেক কাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ নাই তাহাতে সময়ে সময়ে মনে ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে, আপনার বংশধর পুত্র অরিজিৎ সিংহের নানা বিষয়ে সুখ্যাতি শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি, যুদ্ধ বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয় লোক, তাঁহার ন্যায় বীর আমার সহায় ও সহৃদ্ বিদ্যমান থাকিতে, আমার এরূপ অবমাননা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সম্প্রতি "শিবজী" শঠতা করিয়া সর্ব্বদা রাজ্যের অমঙ্গল ঘটাইতেছে, আমি একাকী কোন রূপেই সেই পামরকে দমন করিতে পারিতেছি না। প্রর্থনা এই—আপনি আমার প্রতি সৌহৃদ্য অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া কুমার অরিজিৎ সিংহকে আমার সানুনয় অনুরোধ জ্ঞাপন পূর্ব্বক দিল্লীতে পদার্পণ করিতে অনুমতি করিবেন, ইতি।

একান্ত বসম্বদ।

সাহা আরঙ্গজীব।

কুমার পত্রার্থ অবগত হইয়া মহারাজের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, মহারাজ বলিতে লাগিলেন ——"আরঙ্গজীবের ন্যায়, প্রতাপশালী, গর্ব্বিত, আর্য্যবিদ্বেষী সম্রাট আর দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। সূর্য্যবংশীয়—কে তাঁহার চর্ম্মপাদুকা বহন করিতে অসম্মত হইতে পারে? সে ব্যক্তি আমার নিকট এতদূর বিনীত হইয়াছেন, যে সকলে শুনিলে

আশ্চর্য্য হইবে,এমন কি আমার আলয়ে আসিতে পর্য্যন্ত সম্মত আছেন। যদিও আমার প্রতি তৎকর্তৃক কোন সময়ে কোনরূপ অত্যাচার ঘটিয়া থাকে, তথাপি আমার হৃদয় হইতে সমুদয় বিরাগ ভাব অদ্য তিরোহিত হইল।

কুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—“কি আশ্চর্য্য! ধূর্ত্তের চাতুরীজালে মহারাজ একেবারে অন্ধ হইলেন” বলিতে লাগিলেন “মহারাজ! আরঙ্গজীব ক্ষত্রিয়কুলের ভয়ানক শত্রু। এখন বিপন্ন হইয়া এরূপ নম্রভাব অবলম্বন করিয়াছে, সময় পাইলে অত্যাচারের ত্রুটি করিবে না। আপনার উদার অন্তঃকরণে, ধূর্ত্তের ষড়যন্ত্র সহসা অনুভূত হয় না, আপনি সরল ভাবে পত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।”

যশোবন্ত সিংহ। অরিজিৎ! তোমার মনে সন্দেহ উদিত হইতেছে—আরঙ্গজীব ধূর্ত্ত অধার্ম্মিক বটে, কিন্তু বিপদাপন্ন হইয়া আমার নিকট সরল হইয়াছেন, বোধ হয় আমার সহিত কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না।

কুমার। “মোগল বংশীয়েরা সূর্য্যবংশীয়দিগের ভয়ানক শত্রু। এরূপ কালসর্প শত্রুকে সহসা বিশ্বাস করা উচিত নহে, আমরা তাঁহার সহায়তা করিলে সম্রাটকে আমাদের শরণাপন্ন কেহই বলিবে না, বরং আমাদিগকেই তাঁহার আশ্রিত বলিয়া ঘোষণা করিবে। কেহ কেহ ইহাও মনে করিতে পারে যে আপনি লোভ পরবশ হইয়া এরূপ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এরূপ কলঙ্ক প্রাণান্তেও সূর্য্যবংশীয়দিগের ধারণীয় নয়, ক্রূরের প্রতি সরল ব্যবহার নিতান্ত অপরিণাম দর্শিতার কার্য্য, সেই নরাধম, পামরের নাম স্মরণেও পাপ।”

যশোবন্ত। শান্ত হও। তুমি বালক, ধীরতা পরিণামদর্শিতা তোমার অল্পই হইয়াছে। যাহা বলিয়াছ তাহা অনেকাংশে সত্য বটে, কিন্তু

আমাদের সেই সৌভাগ্য-লক্ষ্মী স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, আমাদের যে অর্থ সামর্থ্য, সৈন্য সামন্ত, তাহা কাহারই অবিদিত নাই। সম্প্রতি মোগল সম্রাটের সহিত প্রকাশ্যরূপে কলহ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, তোমাদের মঙ্গল ও সুখের জন্যই এতদূর মর্য্যাদার লাঘব স্বীকার করিতে হইয়াছে।

কুমার। ওরূপ সুখ ও মঙ্গলের কি প্রয়োজন? সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিতে যে ক্ষত্রিয় ভীত সে নরাধম, তাঁহার জীবন ধারণেই বা কি ফল?

যশোবন্ত। আমরা না হয় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে চলিলাম, পরিবার বর্গের উপায় কি?

কুমার। অগ্নির কি দাহিকা শক্তি নাই? আমাদের পরিবার-বর্গের জীবন ধারণের কি এতই সাধ যে, অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইতেছে? জননী ভারত ভূমির দুঃখ স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, আমাদের জন্মভূমির উপর অপর জাতীয় লোকেরা অত্যা-চার করিতেছে আমরা অনায়াসে স্থির নয়নে অবলোকন করিতেছি, এ জীবনে ধিক্।

যশোবন্ত। অবস্থার অনুপযোগী তেজঃ নিতান্ত পরিতাপের কারণ।

কুমার কিঞ্চিৎ চিৎকার করিয়া বলিলেন—"মৃত্যুই সমুদয় পরি-তাপ হরণ করিবে।"

যশোবন্ত। তোমার মৃত্যু দর্শন কি আমার সহনীয়?

কুমার। এরূপ উক্তি ক্ষত্রিয়োচিত নহে, এরূপ শত্রুর পক্ষ কখনই অবলম্বনীয় নহে।

যশোবন্ত। নীতি শাস্ত্রকারেরা বলেন—শত্রুকেও আশ্রয় দান করিবে, এবং ক্ষমা করিবে।

কুমার। এরূপ নীতি সময় বিশেষে গ্রহণযোগ্য নহে।

যশোবন্ত। তোমার তেজঃ উদ্দীপ্ত হইয়াছে শান্ত হও, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ আমরা যাহা বলিতেছি তাহা তোমার পালন যোগ্য।

কুমার। মহারাজ! আমি যে আপনার আদেশ অমান্য করিতেছি এরূপ নয়, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে বিচার করিতেছি।

যশোবন্ত। আদেশ প্রতিপালন করিতে হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারের প্রয়োজন কি?

কুমার। আপনার আদেশ প্রতিপালনে প্রস্তুত আছি, আর কোনরূপ বিচার বিতণ্ডা উপস্থিত করিব না, ক্ষত্রিয়দিগের এইটী চির কুলব্রত।

যশোবন্ত। রাজা রামচন্দ্র পিতার আদেশে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন।

কুমার। সে আর অধিক কি? আমি প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। আদেশ করুন আমি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে নিজ হস্তে নিজ শিরশ্ছেদন করিতেছি।

যশোবন্ত। বৎস! বিরক্ত হইও না, বৃদ্ধ লোকের বচন গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, সুযোগানুসারেই সমুদয় কার্য্য করিতে হয়।

কুমার। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম, প্রাণপণে সম্রাটের সাহায্য করিব, আমার সহিত সৈন্য যাইবার প্রয়োজন নাই। আরঙ্গজীবের সৈন্যের অভাব নাই, যুদ্ধ নায়কের অভাবেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মোগলেরা বার বার পরাস্ত ও অপদস্থ হইতেছে।

যশোবন্ত! রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতিক্রম করিয়াছে, এখন শয়নাগারে গমন কর। আমিও শয়ন মন্দিরে যাইতেছি, কল্য দিল্লী যাত্রা করিতে হইবে। এই বলিয়া উভয়ে গমন করিলেন, প্রাতঃকালে কুমার অশ্বারোহণ পূর্ব্বক আদিষ্ট স্থলে প্রস্থিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

"পদং হি সর্ব্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে।"

দিল্লীর রাজভবন দ্বারে এই অশ্বারোহী যুবা বীর পুরুষ কে ? প্রবেশের নিমিত্ত সম্রাটের আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান আছে—গাত্রে রত্নখচিত বর্ম্ম, শিরোদেশে হীরকমণ্ডিত শিরস্ক, কক্ষে স্বর্ণকোষাবৃত দোদুল্যমান অসি, পৃষ্ঠে রত্ন ও হীরকময় চন্দ্রাঙ্কিত চর্ম্মখণ্ড শোভা পাইতেছে। বিশাল লোচন দ্বয়ের তীব্র জ্যোতিঃ ও দৃঢ় সমুন্নত কলেবরের তেজঃপুঞ্জ দ্বারা নিতান্ত নব যুবা বলিয়া সহসা অনুমিত হয় না ; কিন্তু নবোদ্ভিন্ন শ্মশ্রুরাজিই সেই অনুমান খণ্ডন করিয়া দিতেছে।

প্রহরিগণ ভীত ও শঙ্কিত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় অতি মৃদুভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র সম্রাট স্বয়ং দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া সেই বীর পুরুষের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভবনাভ্যন্তরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন, বহু জনাকীর্ণ সভাতে উহাকে আসনার্দ্ধে উপবেশন করাইলেন, তখন সভাস্থ সকলে জানিতে পারিল বীর পুরুষ যশোবন্তসিংহের পুত্র অরিজিৎ সিংহ। সেই নবাগত নবযুবা বীর পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য ও তেজস্বিতা দেখিয়া সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে লাগিল। সম্রাট যেন উহার নিকট

পূর্ণচন্দ্র সমীপে তারকার ন্যায় মন্দপ্রভ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। সহসা দূর দেশীয় কোন ব্যক্তি আসিয়া দেখিলে কুমারকে সম্রাট ও সম্রাটকে মন্ত্রী বলিয়া নিঃসন্দেহ অনুমান করিবেন। কুমার সভাস্থ কোন ব্যক্তির দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই কুমারের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছে। সম্রাট কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—"কুমার! আপনার আগমনে আমার ন্যায় দিল্লীর সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছে, আপনার মর্য্যাদার সমুচিত পুরস্কার স্বরূপ আমার নামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরীয় আপনাকে প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া নিজ অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া কুমারের বাম অনামিকাতে পরাইয়া দিলেন। কুমার বলিতে লাগিলেন—"দিল্লীশ্বর! আপনি আমায় যেরূপ অঙ্গুরীয় দান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, আমিও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বচক এক অঙ্গুরীয় উপহার স্বরূপ প্রদান করিতেছি" এই বলিয়া অঙ্গুরীয় উন্মোচন পূর্ব্বক সম্রাটের হস্তে অর্পণ করিলেন,সম্রাট তাহা অঙ্গুলিতে ধারণ করিলেন। স্থূলবুদ্ধি দর্শকেরা অঙ্গুরী বিনিময় ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইল না. বুদ্ধিমান লোকেরা দেখিতে পাইল যে, সম্রাট যে অঙ্গুরীয় দান করিলেন তাহাতে কুমার তাদৃশ সন্তুষ্ট হইলেন না, বরং আকার ইঙ্গিত দ্বারা বিরক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, বস্তুতঃ তেজস্বী লোকের পক্ষে অর্থ পুরস্কার নিতান্ত অবমাননাস্থচক, সম্রাটকে অঙ্গুরীয় প্রদান করা অবমাননা প্রতিনিঃক্ষেপ ভিন্ন নহে, বিশেষ বিজাতীয় বস্তু গ্রহণ, ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে নিতান্ত কুলরীতিবিরুদ্ধ, স্থচতুর আরঙ্গজীব প্রথম ব্যবহারেই বুঝিতে পারিলেন এ সামান্য লোক নয়, ইহাকে বশীভূত রাখিয়া কার্য্য সাধন করা সহজ ব্যাপাব নহে।

তেজোহীন লোকেরাই পর দত্ত পুরস্কার ও ধন লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করে, কিন্তু তেজোবান পুরুষেরা স্বোপার্জ্জিত বস্তু ভিন্ন কিছুই

গ্রহণ করিতে সহসা সম্মত হয় না, সম্রাট মনে ভাবিয়াছিলেন যে, রাজ্য ও বিপুল ধন সম্পত্তির প্রলোভন দেখাইয়া ইহার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইবেন, অঙ্গুরীয় দান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে এ ব্যক্তি রাজ্য, ধন বা পদে প্রতারিত হইবার লোক নহে। একবার মাত্র স্পর্শ দ্বারাই অবগত হওয়া গিয়াছে যে এ নির্ব্বাণ অঙ্গার নহে, জলন্ত অনল রাশি ভস্মে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সম্রাট মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ন্যায় ইহার প্রতি ব্যবহার করিলে, কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, স্তব স্তুতি ভিন্ন ইহার চিত্তরঞ্জনের উপায়ান্তর নাই। বলিলেন—কুমার! আপনকার সাহায্য ভিন্ন আমার শত্রু দমনের আর উপায় নাই, আপনি যে আমার নিমিত্তই এতদূর দুরূহ কার্য্যসাধনে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আপনার নিকট চিরঋণী রহিলাম। কুমার বলিতে লাগিলেন—"আপনার হিতসাধন আমার বাঞ্ছনীয় নহে, পিতার আদেশ একান্ত পালনীয়।" শুনিয়া সভাস্থ সকলে চমকিত হইল, মন্ত্রী বদন অবনত করিয়া রহিল। সম্রাট একবার তীব্রলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার কষ্টে দৃষ্টির পরুষতা সংবরণ করিলেন, ক্ষণকাল পরে কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল বিলম্ব শ্রেয় নহে, শীঘ্র কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইতে ইচ্ছা করি। সম্প্রতি প্রবল শত্রুর প্রতিকূলতায় যাত্রা করাই আমার অভিপ্রেত।"

সম্রাট মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—ইনি বোধ হয় কোন মোগল সেনাপতির অধীন হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে সম্মত হইবেন না, ইহাকে সেনানায়ক করিতেও সম্পূর্ণ সাহস হয় না, কারণ, সমস্ত সৈন্য সামন্ত ইহার বশীভূত হইলে আমার মহান্ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এখন আহ্বান করিয়া আনয়ন করিয়াছি, সম্মুখে প্রবল শত্রুগণ সিংহনাদ করিতেছে, সহায়তা গ্রহণ না করিয়াই বা কিরূপে ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায়। বিশেষতঃ ইহার বাহুবলের সহায়তা ব্যতীত বিপদুদ্ধারের

সম্প্রতি অন্য পথ দেখা যায় না, তেজস্বী ক্ষত্রিয়েরা অত্যন্ত সরল ও ধর্ম্মপরায়ণ, কূট যুদ্ধ ইহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বিশ্বাসঘাতকতার তাদৃশ সম্ভাবনা নাই, ইহার সদৃশ বীর পুরুষেরা প্রকাশ্যরূপে সরল ভাবেই কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অন্যায় ষড়যন্ত্রে সম্মত হয় না, যাহা হউক, ইহার হস্তে সমস্ত যুদ্ধভার অর্পণ করা উচিত হইতেছে” প্রকাশ্যে বলিলেন—“কুমার! আপনাকে এ বিপুল রাজ্যের সেনানায়কের পদে অভিষিক্ত করিয়া, অনুরোধ করিতেছি যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত আজ্ঞাধীন করিয়া প্রথম বিদ্রোহী দমন, পরে মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করুন। আপনার ইচ্ছানুসারেই ব্যূহ ও দুর্গ সজ্জিত থাকিবে, অস্ত্র শস্ত্র আপনার আদেশানুসারে, যথারীতি প্রস্তুত থাকিবে। কুমার বলিলেন “কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহী দমন করা হইতেছে?” সম্রাট সাএস্তা খাঁর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন “ইনি এবিষয় বিশেষ অবগত আছেন, ইচ্ছা হইলে ইহার সহিত এ বিষয় কথোপকথন করিতে পারেন।”

কুমার সাএস্তা খাঁর প্রতি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিপাত করিবামাত্র সাএস্তা খাঁ গভীর ভাবে বলিতে লাগিল—“নানা প্রকার যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, কিছুতেই বিদ্রোহী দমন করা যাইতেছে না, কোথা হইতে কিরূপে যে অলক্ষিতভাবে বিদ্রোহিগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন ব্যাপার। দশ দিবস অতীত হয় নাই—উহারা রাত্রিতে এই নগর আক্রমণ করিয়া অনেক ধনীলোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও শত শত মনুষ্যের জীবন হরণ করিয়া নিমেষ মাত্রে পলায়ন করিয়াছে, অনেক বার দিবাভাগেও অনেক পল্লী আক্রমণ করিয়াছে, এমন কি কতবার আক্রমণ করিয়া দুর্গ পর্য্যন্তও অধিকার করিয়াছে, তাহাদের যুদ্ধ কৌশল সামান্য নহে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারাশঙ্কায় সর্ব্বদাই মন ব্যাকুল থাকে, মহারাষ্ট্রীয় সেনাদিগের যুদ্ধচাতুরী দেখিলে

বিস্মিত হইতে হয়! দুদিক্ রক্ষা করা যে কতদূর কঠিন কর্ম্ম——তাহা আপনকার অবিদিত নাই। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "বিদ্রোহের কারণ কি? কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকেরা বিদ্রোহাচরণ করিতেছে? সাএস্তা খাঁ উত্তর করিল—"কুমার! শ্রবণ করুন। বোধ করি আপনার অবিদিত নাই—সম্রাটের ভ্রাতা দারা ও সুজা নামে দুই ব্যক্তি ছিল, তাঁহারা সম্পূর্ণ অপদস্থ হইলেও তাহাদের পক্ষীয় কতকগুলি নরাধম যোদ্ধা পূর্ব্বে গুপ্তভাবে, এখন প্রকাশ্য রূপে শত্রুতা করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে অনেকগুলি প্রধান দুরাচার অকৃতজ্ঞ সেনা মিলিত হইয়াছে। "সত্নরাম পন্থী" এক দল অর্দ্ধ যোগী অর্দ্ধ গৃহী লোক তাঁহাদের সঙ্গে যোজিত হইয়াছে, ইহারা সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হয় না, প্রায়ই অলক্ষিতভাবে হঠাৎ একদিক হইতে আসিয়া অত্যাচার করিতে থাকে। সম্রাটের অনুরোধে আপনার পিতা দারাকে আশ্রয় দান করেন নাই। আপনারা আমাদের চিরসহায়।"

কুমার বলিলেন " আমার পিতা সে কাযটি বড় ভাল করেন নাই, সে যা হউক, আমি পিতার আদেশে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি প্রাণপণে সম্রাটের আনুকূল্য করিব, মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি দারা ও সুজার কিরূপ অবস্থার পরিণাম হইয়াছে?"

সাএস্তা খাঁ। " সেই দুরাচারদিগের প্রাণদণ্ড শাস্তি হইয়াছে।"

কুমার। তাঁহাদের সন্তান সন্ততি কেহ আছে?

সাএস্তা খাঁ। নিরুত্তর।

কুমার। দারা ও সুজার সন্তানগণের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে?

সাএস্তা খাঁ। "তাঁহাদেরও প্রাণদণ্ড হইয়াছে" এই কথা শুনিবামাত্র, কুমার নীরবে আরঙ্গজীবের মুখ পানে কর্কশ দৃষ্টে কটাক্ষপাত করিলেন, সেই দৃষ্টিপাত সম্রাটের নিকট বজ্রপাত সদৃশ বোধ হইল, ভয়ানক নির্ব্বাক শাসন কেহই অনুভব করিতে পারিল না। সম্রাট

বলিতে লাগিলেন " কুমার! আমায় বৃথা দোষী করিবেন না, আত্ম-রক্ষার অনুরোধে অনেকেই এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে।"

কুমার। অনেকে এরূপ কার্য্য করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু—আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কজনক, লোভের যে এতদূর শক্তি তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই।"

সম্রাট ও সভাস্থগণ কুমারের তেজস্বিতা সহ্য করিতে অসমর্থ হইল, কুমার যেন নক্ষত্র মণ্ডলে চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন, সম্রাট ক্ষুদ্র এক খণ্ড পত্র কুমারের হস্তে অর্পণ করিলেন, প্রাপ্ত হইয়া কুমার পাঠ করিলেন।

"মহোদয়! আপনার হস্তে সমুদয় সৈন্য সামন্তের কর্তৃত্ব সমর্পিত হইল, আপনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতিকূলতায় যাত্রা করুন, এদিকে বিদ্রোহি দমনের নিমিত্ত অপর ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছে, কুমার আদিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, সাএস্তাখাঁ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অতি অল্প সময় মধ্যে সমস্ত সৈন্য সামন্তদিগকে আজ্ঞা করিয়া যুদ্ধ সজ্জার শৃঙ্খলা করিতে লাগিলেন। সেনাগণ একবার অবলোকন মাত্র বুঝিতে পারিল যে এ সামান্য মনুষ্য নহে। কেহ কোন রূপ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। কুমার যাহা আজ্ঞা করিতে লাগিলেন দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে প্রতিপালিত হইতে লাগিল, আদেশমাত্র সহস্র সহস্র সৈন্য যুদ্ধ বেশ ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল, অশ্বারোহিগণ চতুর্দ্দিক সুসজ্জিতভাবে শ্রেণীপূর্ব্বক অবস্থিত হইল, গজারোহী সকল পশ্চাৎভাগে সজ্জিত রহিল, সেনা ও যুদ্ধ পশুগণের আহার্য্যপূর্ণ শত শত শকট প্রস্তুত হইল, রণপতাকা উড্ডীয়মান হইতে লাগিল, বাদকগণ, রণবাদ্য করিতে লাগিল। মুসলমান সেনা সকল উচ্চৈঃস্বরে কোরাণ পাঠ করিতে লাগিল।

কুমার ও সাএস্তা খাঁ পুরোভাগে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া অবস্থিত

আছে, সাএস্তাখাঁ। এক সঙ্কেত শব্দ প্রয়োগ করিবামাত্র—সমুদয় সেনা নীরব হইল, বাদকগণ বাদ্য ক্ষান্ত করিল, অশ্ব হস্তি প্রভৃতি জন্তু পরিচালকগণ স্ব স্ব রক্ষিত জন্তুসকল নীরব করাইল। সাএস্তা খাঁ উচ্চৈঃস্বরে সেনাদিগকে সান্ত্বনা-সূচক বাক্য বলিতে লাগিল—হে বীরগণ! তোমরা আর কত কাল নিরুৎসাহ নিদ্রায় অচেতন থাকিবে? একবার সকলে একত্রে গাত্রোত্থান কর, সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন কর, হে মোগলগণ! তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের লিপি একবার স্মরণ কর। হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র বিস্মৃত হইও না, কান্তা পুত্র প্রভৃতির মমতা ত্যাগ করিয়া দেশ রক্ষার নিমিত্ত প্রাণ পণ কর; একদিন অবশ্যই মৃত্যু উপস্থিত হইবে, ইহা অপেক্ষা আর মৃত্যুর উত্তম সময় কথনই প্রাপ্ত হইবে না, সাএস্তা খাঁর বাক্য সমাপ্ত না হইতেই কুমার অরিজিৎ সিংহ মেঘ গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—"এই বেশে আমরা কোথায় গমন করিতেছি? মৃগয়া কি বন বিহারার্থ যাইতেছি? না কোন পর্ব্বোপলক্ষে আড়ম্বর সহকারে যাত্রা করিয়াছি?—মুক্ত কণ্ঠে সকলেই স্বীকার করিবে, নিজ নিজ রক্ত দ্বারা বসুমতীকে তর্পণ করিতে যাইতেছি, নিজ মাংস মজ্জাদ্বারা রঙ্গ ভূমির পূজা করিব, অদ্য রণভূমিকে মুণ্ডমালিনী সাজাইব, নিজ ছিন্ন মস্তক দ্বারা বসুমতীর চরণে অঞ্জলি দান করিব। মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া সকলে উদ্যমশীল হও, আলস্যের আর সময় নাই, যিনি সমররূপ সাগর তরঙ্গ দেখিয়া ভীত হন, তাহার ন্যায় জঘন্য নরাধম পামর আর নাই, নিশ্চয় জানিবে পলাইবার মানসে যে দুরাত্মা মুখ ফিরাইবে, তৎক্ষণাৎ শিরশ্ছেদ করিয়া সপক্ষীয় কলঙ্কোচ্ছেদ করিব, যাঁহার মনে মনে ভয় জন্মিয়াছে, যাঁহার মনে পারিবারিক স্নেহ জন্মিয়াছে, যাঁহার মনে ভাবি ভোগজনিত ক্ষোভ জন্মিয়াছে, সেই সেই ব্যক্তিগণ স্বচ্ছন্দে গৃহে গমন করুক, আমি কাহারও সহায়তা চাহি না, একাকী যুদ্ধে গমন

করিতেছি, এই রণসাগরে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি। যাইবার ইচ্ছা থাকিলে, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই শীঘ্র প্রস্তুত হও, শীঘ্র প্রস্তুত হও, ভীরুতা ত্যাগ করিরা সাহস আশ্রয় কর।

কুমারের বীরোৎসাহসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরগণ উৎসাহে একবারে নৃত্য করিয়া উঠিল, অসিধারকগণ কোষ হইতে হঠাৎ অসি নিঃসৃত করিয়া সঞ্চারণ করিতে লাগিল, ভল্লধারিগণ ভল্ল সকল কম্পিত করিতে লাগিল, বাদকগণ মত্ত হইয়া বীররসাত্মক বাদ্য করিতে লাগিল, রণবংশীরবে যোদ্ধৃগণ কুরঙ্গ সদৃশ মোহিত হইল, আরোহীর হঠাৎ উৎসাহ ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া বাহন অশ্বগণ গ্রীবা বক্র করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, রণমাতঙ্গ সকল ইঙ্গিত মাত্র মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। কুমারের আদেশমাত্র সমস্ত সেনা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল —প্রথমে বাদক, পরে পদাতিক, তৎপর অশ্বারোহী, তাহার পর কুমার সাএস্তা খাঁ এবং অন্যান্য বীর নায়কগণ, তৎপশ্চাৎ অসংখ্য পদাতিক, ও গজারোহিগণ, তৎপশ্চাৎ শস্ত্রবাহী গজ ও উষ্ট্রসকল, তৎপর আহার্য্য শকটবাহী পশু সকল শ্রেণীপূর্ব্বক যাত্রা করিয়াছে।

কুমারের অলৌকিক উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত, কুমারের অলৌকিক তেজস্বিতায় সকলেই তেজস্বী, কুমারের গাম্ভীর্য্য ও অধ্যবসায়ে সকলেই গাম্ভীর্য্যশালী ও অধ্যবসায়ী, কাহারই মুখ ম্লান নহে, অসংখ্য সেনাগণ জয় কোলাহল করিতেছে, সহস্র সহস্র সেনাগণ আকার ইঙ্গিত দ্বারা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছে, অল্প সময় মধ্যে সেনামণ্ডল দিল্লীর সীমা অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"ঋতেকৃশানোর্ন হি মন্ত্রপূত
মর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম্।"

হেমনলিনী নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেছে "আমার শরীর মাত্র যোধপুরে অবস্থিত, যাওয়ার সময় কি একবার আমায় মনে করিয়াছিলেন? মনে থাকিলে একবার দেখা দিয়া গেলে হানি কি ছিল? এরূপ লোক অবিশ্বাসভাজন হইবে? কখন নহে। আমায় অনুমতি করিলে তাঁহার অনুগামিনী হইতাম, কখনই কুলধর্ম্মের অনুরোধ করিতাম না, আমি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, তাঁহার কিয়দংশ সহায়তাও করিতে পারিতাম। আমি লোকাপবাদ গ্রাহ্য করি না, আমার মন তাহার গুণে অনুরক্ত হইয়াছে, দর্শন লাভ ভিন্ন আর কোন বাঞ্ছা নাই, নীচ প্রকৃতি লোকেরা পরিবাদ আরোপ করিতে পারে, আমি সে সকল কথায় কর্ণপাত করি না; আমার এই প্রকার মর্ম্ম বেদনার উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে শুনিতে পাইলাম; এক হৃদয় কি দুই ব্যক্তিতে সমর্পিত হইতে পারে? উপস্থিত বিপদ হইতে কিরূপ মুক্তি লাভ করিব? এরূপ সময়ে নলিনীর মাতা আসিয়া, সজলনেত্রে বলিতে লাগিল—"এত দিনে বিধাতা বুঝি সদয় হইয়া আমার মনোদুঃখের শান্তি করিবেন, শ্রেষ্ঠীনীর অনুসরণে পুরোহিত ঠাকুরাণী প্রভৃতি কয়েকটী স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত হইল, নলিনী মাতার আদেশে প্রণতা হইল, সকলে উপবেশন করিল, পুরোহিত ঠাকুরাণী বলিতে লাগিল—"যেমনি কন্যা তেমনি বর, বরটীর

করিতেছি, এই রণসাগরে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি। যাইবার ইচ্ছা থাকিলে, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই শীঘ্র প্রস্তুত হও, শীঘ্র প্রস্তুত হও, ভীরুতা ত্যাগ করিয়া সাহস আশ্রয় কর।

কুমারের বীরোৎসাহসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরগণ উৎসাহে একবারে নৃত্য করিয়া উঠিল, অসিধারকগণ কোষ হইতে হঠাৎ অসি নিঃসৃত করিয়া সঞ্চারণ করিতে লাগিল, ভল্লধারিগণ ভল্ল সকল কম্পিত করিতে লাগিল, বাদকগণ মত্ত হইয়া বীররসাত্মক বাদ্য করিতে লাগিল, রণবংশীরবে যোদ্ধৃগণ কুরঙ্গ সদৃশ মোহিত হইল, আরোহীর হঠাৎ উৎসাহ ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া বাহন অশ্বগণ গ্রীবা বক্র করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, রণমাতঙ্গ সকল ইঙ্গিত মাত্র মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। কুমারের আদেশমাত্র সমস্ত সেনা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল —প্রথমে বাদক, পরে পদাতিক, তৎপর অশ্বারোহী, তাহার পর কুমার সাএস্তা খাঁ এবং অন্যান্য বীর নায়কগণ, তৎপশ্চাৎ অসংখ্য পদাতিক, ও গজারোহিগণ, তৎপশ্চাৎ শস্ত্রবাহী গজ ও উষ্ট্রসকল, তৎপর আহার্য্য শকটবাহী পশু সকল শ্রেণীপূর্ব্বক যাত্রা করিয়াছে।

কুমারের অলৌকিক উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত, কুমারের অলৌকিক তেজস্বিতায় সকলেই তেজস্বী, কুমারের গাম্ভীর্য্য ও অধ্যবসায়ে সকলেই গাম্ভীর্য্যশালী ও অধ্যবসায়ী, কাহারই মুখ ম্লান নহে, অসংখ্য সেনাগণ জয় কোলাহল করিতেছে, সহস্র সহস্র সেনাগণ আকার ইঙ্গিত দ্বারা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছে, অল্প সময় মধ্যে সেনামণ্ডল দিল্লীর সীমা অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"ঋতেকৃশানোর্ন হি মন্ত্রপূত
মর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম্।"

হেমনলিনী নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেছে "আমার শরীর মাত্র যোধপুরে অবস্থিত, যাওয়ার সময় কি একবার আমায় মনে করিয়াছিলেন? মনে থাকিলে একবার দেখা দিয়া গেলে হানি কি ছিল? এরূপ লোক অবিশ্বাসভাজন হইবে? কথন নহে। আমায় অনুমতি করিলে তাঁহার অনুগামিনী হইতাম, কখনই কুলধর্ম্মের অনুরোধ করিতাম না, আমি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, তাঁহার কিয়দংশ সহায়তাও করিতে পারিতাম। আমি লোকাপবাদ গ্রাহ্য করি না, আমার মন তাহার গুণে অনুরক্ত হইয়াছে, দর্শন লাভ ভিন্ন আর কোন বাঞ্ছা নাই, নীচ প্রকৃতি লোকেরা পরিবাদ আরোপ করিতে পারে, আমি সে সকল কথায় কর্ণপাত করি না; আমার এই প্রকার মর্ম্ম বেদনার উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে শুনিতে পাইলাম; এক হৃদয় কি দুই ব্যক্তিতে সমর্পিত হইতে পারে? উপস্থিত বিপদ হইতে কিরূপ মুক্তি লাভ করিব? এরূপ সময়ে নলিনীর মাতা আসিয়া, সজলনেত্রে বলিতে লাগিল—"এত দিনে বিধাতা বুঝি সদয় হইয়া আমার মনোদুঃখের শান্তি করিবেন, শ্রেষ্ঠীনীর অনুসরণে পুরোহিত ঠাকুরাণী প্রভৃতি কয়েকটী স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত হইল, নলিনী মাতার আদেশে প্রণতা হইল, সকলে উপবেশন করিল, পুরোহিত ঠাকুরাণী বলিতে লাগিল—"যেমনি কন্যা তেমনি বর, বরটীর

রূপ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, দশ টাকার সম্ভাবনা সঙ্গতি আছে, বংশেও মন্দ নয়, স্বভাব অতি নম্র, ব্যবসায়ের হিসাব পত্র রাখিবার উপযুক্ত, লেখা পড়া বেশ জানা আছে, ব্রাহ্মণের সন্তান নয় যে বেদ-বেদান্ত শিক্ষা করিবে। এই ফাল্গুণ মাসের শেষ ভাগে বিবাহের উত্তম লগ্ন আছে, বিলম্বে প্রয়োজন নাই, যাঁহার অদৃষ্টে সুখ থাকে, সে কোন না কোন রূপে সুখভোগ করিতে পারে, অদৃষ্ট মন্দ হইলে রাজার সংসারও ছার খার হইয়া যায়। পুরোহিত ঠাকুরাণীর কথার পর অন্যান্য স্ত্রীগণ বিশৃঙ্খল ভাবে আলাপ করিতে এবং নলিনীকে উপদেশ দিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পর নলিনীর ব্যবহারের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া সকলে চলিয়া গেল।

শিক্ষাদ্বারা নলিনীর মনের গতি প্রকৃতি আর একরূপ হইয়াছে, অন্যান্য স্ত্রীলোকের সহিত কোন রূপেই ঐক্য হয় না, অন্য যুবতী কি বালিকারা উহাকে অহঙ্কারিণী মনে করে, অনেক অশিক্ষার স্থলে এক জনের সুশিক্ষা সুখকরী নহে, সুশিক্ষিত আর অশিক্ষিত এই উভয় শ্রেণীর লোকের তুলনা করিয়া দেখিলে এক পৃথিবীর লোক বলিয়া সহসা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতেরা যাহা আমোদজনক মনে করেন, অশিক্ষিতেরা তাহাকে ক্লেশকর বোধ করে, সুশিক্ষিতেরা যাহা লইয়া সর্ব্বদা আন্দোলন করেন, অশিক্ষিতেরা তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে সক্ষম নহে,নলিনীর অধিকাংশ কথাই শ্রেষ্ঠীবংশের স্ত্রী সমাজে অসংলগ্ন ও অনুচিত বোধ হয়, নলিনীর কথাকে স্ত্রীলোকেরা প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করে, নলিনীকে অনেক বৃদ্ধাস্ত্রীরা ঈষৎ ক্ষিপ্ত মনে করে, বস্তুতঃ মাধবিকা ও কুসুমিকা ভিন্ন নলিনীর আর কথা বলিবার দ্বিতীয় লক্ষ্য নাই।

নলিনী মনে মনে পরিতাপ করিতে লাগিল—"হা বিধাতঃ! দুঃখ ভোগের নিমিত্তই আমায় সৃষ্টি করিয়াছ, এই পৃথিবীতে যাঁহার যখন

মনোবেদন উপস্থিত হয়, সেই তখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে, আমি এরূপ অবস্থাপন্ন যে একবার মনের মত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া মনের জ্বালা দূর করিতে পারিতেছি না। আমি যে কি ভয়ানক অবস্থায় পতিত হইয়াছি, তাহা কোন ব্যক্তিই অবগত নহে, আমার যে পরিণাম কি রূপ হয় বলিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ, আত্মঘাতিনী হওয়া ভিন্ন উদ্ধারের আর কোন পন্থা দেখিতেছি না।

রত্নপতির আলয়ে সম্প্রতি বড় আড়ম্বর—ঘটা, ধুমধাম উপস্থিত, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও লোক যাতায়াতের কোলাহলে রাত্রিতে প্রতিবাসীদিগের নিদ্রা যাওয়া ভার, রাত্রি দিন দেবপূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, নানা রূপ যাগ যজ্ঞ হইতেছে, স্ত্রীলোকেরা আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মঙ্গল গান করিতেছে, বরযাত্রী লোকদিগের আদরের পরিসীমা নাই। সেই শ্রেষ্ঠী ভবনের চতুর্দ্দিক আলোকমালা ও নানা প্রকার মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তিতে শোভিত হইল, রাজ পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইল, স্থানে স্থানে মনোহর ভূমি সকল সজ্জিত হইয়া বিলাসীলোকদিগের উপবেশন ভূমি হইল, মাধবিকা কুসুমিকা ও নলিনী ভিন্ন সকলের মনেই আনন্দ স্ফুরিত হইতে লাগিল।

রত্নপতি চিন্তা করিলেন—বরের প্রতি নলিনীর প্রণয় ও শ্রদ্ধা সহজে হইবার নয়, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি গুণে পাত্রী অপেক্ষা বর নিকৃষ্ট হইলে কোন রূপেই শোভা পায় না, বিবাহের পূর্ব্বে উভয়ের আলাপ পরিচয় সম্ভাষণ সম্বন্ধ থাকিলে পরে কথঞ্চিৎ মনোমিলন হইতে পারে, বিশেষত জানিতে পারিলাম—যতই বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই নলিনীকে ম্লান ও অপ্রফুল্ল দেখা যায়, বাক্যদ্বারা বুঝাইয়া মনোমালিন্য দূর করার স্থল নহে, কোন রূপ ছল প্রতারণা দ্বারা ভুলাইবার স্থল নহে, ভাল মন্দ বুঝিবার বয়স হইয়াছে, বিশেষতঃ

জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা বয়সের পরিমাণাধিক হিতাহিত বিবেচনা জন্মিয়াছে, যাঁহারা বিদুষী তাঁহারা সহস্র ইতর গুণ সত্ত্বেও অবিদ্বান-দিগকে স্বভাবতঃ ঘৃণা করে, লোকের নিকট বরের বিদ্যাহীনতা শুনিতে পাইয়াই উহার ওরূপ্ মর্ম্ম পীড়া উপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। বর যদি অনুনয় বিনয় কি কোনরূপ কৌশলদ্বারা উহার মনো-গত বিকৃত ভাব দূর করিতে পারে, তবেই ত একমাত্র সুচিকিৎসা হইতে পারে, ইহা ভিন্ন এই রোগ উপশমের আর পন্থা দেখা যায় না।

শ্রেষ্ঠী মহাশয় এরূপ অনেক চিন্তা করিয়া বরকে আহ্বানপূর্ব্বক আনাইয়া বলিলেন—'বৎস! তুমি নিতান্ত বালক নও, হিতাহিত বিবেচনা জন্মিয়াছে, ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছ, তোমার আশু-ভাবিনী পত্নীর বিষয় কিছু অনুসন্ধান করিয়াছ?—তোমার প্রতি উহার কিরূপ হৃদ্‌গতভাব তাহা জানিতে পারিয়াছ?

বর শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের বাক্যের উত্তরদানে অক্ষম হইয়া অধোবদনে রহিল, শ্রেষ্ঠী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা! তোমার মনোগত ভাব জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে।

বর মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল—শুনিয়াছি আমাকে তাদৃশ শ্রদ্ধা করে না।

রত্নপতি। শ্রদ্ধাভাজন হইবার উপায় কি স্থির করিয়াছ!

বর। আমি বিদেশী, নিতান্ত নিরুপায়।

রত্নপতি। তোমায় এক পরামর্শ দি, আমার আদেশে নলিনীর আলয়ে যাইয়া উহার সহিত সদালাপ করিয়া মনোরঞ্জন কর।

বর। মহাশয়! এ সমাজবিরুদ্ধ রীতি, আমি অভিলাষী হই-লেও কিরূপে সাহসী হইতে পারি?

রত্নপতি। আমার আদেশানুসারে কার্য্য করিলে কোন আশঙ্কা কি লজ্জার সম্ভাবনা নাই। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যার আলাপ সম্ভা-

ষণ, শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে, বরং অনেক নীতিকারেরা বিশেষরূপ অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠীর আদেশ ও উপদেশে বর আহ্লাদিত হৃদয়ে ভাবি প্রিয়ার আলয়ে গমন করিল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে নলিনী নিজ আবাসগৃহে একাকী উপবিষ্ট হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন আছে, মনে কত প্রকার ভাবেরই উদয় হইতেছে, একবার ভাবিতেছে—"প্রাণবল্লভ আমায় এরূপ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া গেল, দেখা হইলে তাঁহার সহিত আর আলাপ করিব না, সহস্রবার বিনতি করিলেও বদন তুলিয়া অবলোকন করিব না, আবার ভাবিতেছে—একবার যাঁহার প্রতি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেই মন সমর্পণ করতে পারিব না, সন্ন্যাসিনী হইয়া দেশ দেশান্তরে তাঁহার গুণানুবাদ পূর্ব্বক জীবন যাপন করিয়া বেড়াইব, আবার কল্পনা করিতেছে—অদ্য রাত্রিতে দিল্লী যাত্রা করি, কাহারও বাধা গ্রাহ্য করিব না, আমার আর লজ্জার ভয় কি? অপমানের শঙ্কা কি? আবার চিন্তা করে——কি বলিয়াই বা মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের নিকটে নির্লজ্জ ভাবে, উন্মত্তভাবে, কলঙ্কিত ভাবে উপস্থিত হইব? আত্মহত্যা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না,——আত্মহত্যা করিয়া কি নরক গামিনী হইব?—উচিত নয়।"

এই সময়ে সেই যুবা পুরুষ নলিনীর নিকটে চন্দ্রের ন্যায় উপস্থিত হইল, দেখিয়া নলিনী কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল; এবং মুখ ফিরাইয়া ব্যাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে? এখানে আসিবার প্রয়োজন কি?"

বর হাস্য মুখে বলিল—"সুন্দরি! আমায় বোধ হয় চিনিতে পার নাই, আমি তোমার ভাবি বল্লভ, শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের আদেশে এ নগরে আসিয়াছি, তোমার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীভূত হইয়াছে,

শুভক্ষণে তোমার নিকট পরিচিত হইতে আসিয়াছি, স্ত্রীজনসুলভ লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া মধুরালাপে প্রবৃত্ত হও।”

বরের বচনে নলিনী বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল,—বিবাহ কার্য্য যে পর্য্যন্ত সম্পাদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমায় পরনারী বিবেচনা করিবেন, এখন আমি আপনার সকটাক্ষ দর্শনীয়া ও স্নিগ্ধ সম্ভাষণীয়া নই।

বর বলিল,—তুমি যখন বাগ্‌দত্তা হইয়াছ, তখন তোমায় পরনারী বোধ করি না, তুমিও আমায় পর ব্যক্তি মনে করিতে পার না।

নলিনী কিঞ্চিৎ বিকৃত স্বরে বলিল—আপনি এরূপ নির্ল্লজ্জতা প্রকাশ করিতেছেন কেন?

বর কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়া ক্ষণকাল অধোবদনে নির্ব্বাক থাকিল; আবার বলিতে লাগিল—স্ত্রীজনেরা সহসা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে উৎসুক নহে।

নলিনী ক্রুদ্ধভাবে বলিল—এখন আপনি স্থানান্তরে গমন করুন, এখানে তিলার্দ্ধ অবস্থিতি করা উচিত নয়। বর নিরুপায় হইয়া ক্ষণকাল মলিন ভাবে রহিল,—ক্ষণকাল পরে বলিতে লাগিল,—সুন্দরি! আমায় মর্ম্মপীড়া দিতেছ কেন?

নলিনী। (স্বগত) জগদীশ্বর আমায় কি বিষম বিপদে ফেলিলেন, এ দুরাত্মা কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হা প্রাণনাথ! আমি সিংহী হইয়া শৃগাল কর্ত্তৃক সম্ভাষিতা হইতেছি।

বর। সুন্দরি! এ অধমের প্রতি দশ দিন পরে যে কৃপা হইবে আজ সেই কৃপা বিতরিত হইলে হানি কি?

নলিনী—আপনি অতি জঘন্যভাবে আলাপ করিতেছেন, ভদ্রসন্তানের মুখ হইতে এরূপ ঘৃণিত সম্ভাষণ কখনই বাহির হইতে পারে না।

বর—তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ অধিকার।

নলিনী বরের বচনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিত কলেবরে গাত্রোত্থান করিল, এবং গৃহান্তরে গমন করিল। বর দুঃখিত হৃদয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বিষণ্ণচিত্তে ভাবিতে লাগিল—আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, বিধাতা আমার প্রতি একান্ত প্রতিকূল, আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। যাহউক কয়েক দিবস পর উহাকে অবশ্যই আমার অধীন হইতে হইবে, আমি এই দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইব, স্ত্রীলোকের এত অহঙ্কার কোন রূপেই সহ্য হয় না, ইহার আকার প্রকারে বোধ হয় যেন অন্যের প্রতি আশক্তি জন্মিয়াছে, আমি ভাল রূপ শাসন করিব, এরূপ অপমান কাহার সহ্য হয়?

কতিপয় দিবসান্তে বিবাহ রাত্রি উপস্থিত,—নলিনীর নিকট বিষময়ী, বরের নিকট আনন্দ ও উৎসাহময়ী, প্রতিবাসীদিগের নিকট আমোদ উৎসবময়ী বোধ হইতে লাগিল। অন্তঃপুরিকাগণ আনন্দ প্রবাহে ভাসমান হইতেছে। শ্রেষ্ঠী মহাশয় নানা কার্য্যের গোলযোগে ব্যস্ত, বহিরঙ্গনে বিবাহ সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপের নিম্নভাগে নানা জাতীয় লোক শ্রেণীপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে নানাবিধ নৃত্য গীত ও বাদ্য হইতেছে, বন্দিগণ নানা স্তুতি পাঠ করিয়া গান আরম্ভ করিয়াছে, বরযাত্রগণ তুচ্ছ কথা লইয়া মহা গোলযোগ করিতেছে, নলিনীর কর্ণে এই সমস্ত কলরব অজস্র বিষ বর্ষণ করিতেছে, যতই রজনী অধিক হইতেছে, সময় নিকটবর্ত্তী জানিয়া ততই নলিনীর হৃদয় অধীর ও অবশ হইতেছে, একবার গৃহের অভ্যন্তরভাগে ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, আবার শয্যায় শয়ন করেন, আবার গবাক্ষ সমীপে আসিয়া উপবেশন করেন, কখন পুস্তক পাঠ করেন, কখন আবার তাহা দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া ফেলেন। মন কিছুতেই স্থির হয় না, কখন কখন অজস্র অশ্রুপাত হয়, আবার কেহ আসিয়া দেখিল বলিয়া মনে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। কখন পুস্তককে সম্বোধন

করেন, কথন বা পালিত শুকপক্ষীকে সম্ভাষণ করিয়া বিলাপ করেন, কথন আবার নিজ অদৃষ্টকে ভৎ‍র্সনা করেন, মুক্তাহার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করেন, কবরীনিবদ্ধ কেশ অলুলায়িত করিলেন, উন্মত্তপ্রায় হইয়া প্রদীপকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে দীপ! তুমি এই অন্ধকারময় গৃহকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছ, তোমার কিরণে অতি ক্ষুদ্র বস্তুও দৃষ্টিগোচর হইতেছে, আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে পারিতেছ না, আমার মনোগতভাব আমারই নিকট অলক্ষিত রহিয়াছে। প্রদীপ! পবন স্পর্শে তুমি ক্ষণকাল মধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া যাও, আমার এই জীবন দীপ কোন রূপেই নির্ব্বাপিত হইতেছে না। কত চেষ্টা করিতেছি কিছুতেই এ প্রাণ বহির্গত হয় না। ক্ষণে ক্ষণে আবার তোমার শিখার ন্যায় আশা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, স্নেহপ্রভাবে তুমি উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইতেছ, আমার হৃদয়ের স্নেহ অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। আমার যাহা কিছু মলিনতা, সমুদয়ই সেই স্নেহ হইতে উৎপাদিত।

গবাক্ষ সমীপে মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল অনুভব করিয়া পবনকে বলিতে লাগিল—পবন! এ জগতে তোমার অগম্য স্থান কোথাও নাই, আমার সংবাদ বহন করিয়া বল্লভের সমীপে লইয়া যাও—কুসুমের পরিমল বহন করিয়া ভ্রমরকে সংবাদ দিয়া থাক, শাস্ত্রে তুমি জগতের প্রাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছ, এ দৌত্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া এক অবলার প্রাণ রক্ষা কর, বিবাহ কালে রুক্মিণী এক ব্রাহ্মণ দ্বারা যেরূপ কৃষ্ণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমিও প্রাণবল্লভের নিকট তোমায় প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি, অদ্য তোমার গতি অতি মন্দ দেখিয়া বিরক্তি উপস্থিত হইতেছে, আর বিলম্ব সহ্য হয় না, ঝঞ্ঝাকারে প্রবাহিত হও, আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, এ সময়ে তোমার এরূপ শিথিলগতি

শোভা পায়না, আমার নিমিত্ত তোমাকে কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে, তুমি সর্ব্বদাই পরোপকারে রত, আমার এই অসামান্য উপকার সাধন করিয়া অতুল কীর্ত্তিলাভ কর।

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল—হে আকাশ! তুমি আমায় গ্রহণ কর, আমায় রক্ষা করে জগতে এরূপ কেহই নাই! আমার উড়িবার শক্তি থাকিলে, অনায়াসে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতাম।

সহসা আবার বীণা বাদন পূর্ব্বক গান করিতে লাগিল—সামান্য রোদন অপেক্ষা গীতসহকারে রোদন করিলে অনেক দূর বিলাপ প্রকাশ পাইতে পারে, বিলাপ ও পরিতাপে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অনেক উপশম সম্ভাবিত হয়, বীণা-সখীর সহিত সমস্বরে রোদন করিয়া শান্তি লাভ করিতে লাগিল, গৃহে যেন করুণরসের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, ক্ষণকাল পরে আবার সঙ্গীতের প্রতি বিরক্তি জন্মিল, মন অন্যদিকে ধাবিত হইল, উন্মনস্কতা হেতু স্বর, লয় ও মূর্চ্ছনা ভ্রম হইতে লাগিল, তিলার্দ্ধ সময় মধ্যে মনের আর একরূপ গতি উপস্থিত হইল—তার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বীণা দূরে নিঃক্ষেপ করিল, দ্রুত যাইয়া শয্যায় পতিত হইল, ক্ষণকাল পরে আবার গাত্রোত্থান করিয়া গবাক্ষ সমীপে আগমন করিল—রজনীকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। গদ্যময় বিলাপে পরিতৃপ্ত হইল না—কবিতা সহকারে রজনীকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

"তিমির বরণা ওলো পিশাচী যামিনী,
মেঘমালা বিদোলিত কেশী দিগম্বরী।
বিদ্যুৎস্ফুরণ লোল জিহ্বা বিকাশিনী,
নিশ্বাস প্রবল বায়ু যমের কিঙ্করী।
ভীম পশুরবে ঘোর করিয়া নিনাদ

জনগণ মনে কত জনমাস্ ভয়।
নলিনী ঘাতিনী তুই ভবে এ প্রবাদ,
নলিনীর প্রাণ কেন এতক্ষণ রয়?

এ সময়ে মাধবিকা সহসা আসিয়া উপস্থিত হইল, মাধবিকাকে দেখিবামাত্র নলিনীর তুই চক্ষু হইতে শত ধারায় অনর্গল অশ্রুপাত হইতে লাগিল। দুঃখের সময় আত্মীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে মনের যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা যিনি অনুভব করিতে পারিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন। মাধবিকা প্রিয় সখীর অবস্থা দেখিয়া সমদুঃখিনী হইল, পরিতপ্ত হৃদয়ের পক্ষে সমবেদনা যেরূপ উপশম প্রদান করে, এরূপ আর কিছুই নহে। মাধবিকা শুষ্ক প্রবোধ দানে প্রবৃত্ত হইল—সখি! বৃথা ব্যাকুল হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না, অন্যে কেবল তোমার পাণি স্পর্শ করিতে অধিকারী হইবে, কিন্তু তোমার হৃদয়ের সমীপবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইবেনা, এক হৃদয় তুই বিভিন্ন পাত্রে অর্পিত হইতে পারে না। সামাজিক বিবাহ দ্বারা প্রেম ও প্রীতি কখনই আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তোমার প্রাকৃতিক বিবাহ সম্পাদন হইয়াগিয়াছে, পুনর্ব্বার বিবাহ প্রকৃতি সিদ্ধ নহে। এই সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত চিন্তা করিও না, তোমার সেই বল্লভ অবশ্যই এক দিন না এক দিন তোমায় উদ্ধার করিবেন।

নলিনী রুদিতাকুল ভাবে বলিতে লাগিল—তোমার এরূপ প্রবোধে কোন রূপেই শান্তি অবলম্বন করিতে পারি না। মনের এমনি সংস্কার যে অপর ব্যক্তি আমায় বিবাহ করিবে ইহা স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি যাহা স্থির করিয়াছি তাহাই করিব কাহারও বাধা গ্রাহ্য করিব না।

মাধবিকা জিজ্ঞাসা করিল—সখি! কি স্থির করিয়াছ? তোমার ভাব দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। নলিনী বলিল—এসময়ে মৃত্যু

ভিন্ন শান্তিদাতা বন্ধু কেহই নহে। সখি! আমি আত্মঘাতিনী হইব, তোমার সঙ্গে যে দেখা হইবে এরূপ আশা ছিল না, সৌভাগ্যক্রমে তোমার সহিত দেখা হইল—আমি জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি, কুসুমিকাকে আমার অবস্থা জানাইবে, আমার পুস্তকগুলি ও চিত্রের উপকরণ সমুদয় তোমায় অর্পণ করিলাম, আভরণ সমুদয় কুসুমিকাকে প্রদান করিও, শারিকাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই, উহাকে মুক্ত করিয়া দিবে, আমার বীণা দুটী তোমারই হস্তে যেন শোভিত হয়। যদি পরজন্ম থাকে, কি পরলোকে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে দেখা হইবে—নচেৎ এই শেষ দেখা, আমি জন্মের মত বিদায় হই, অগ্নি সাক্ষাতে পরপুরুষের হস্তে সমর্পিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। এইমাত্র বলিয়া আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিল না, অনর্গল অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

মাধবিকা বলিতে লাগিল—সখি! তোমার কথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, তোমার এরূপ বিষণ্ণভাব দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যেন শেল বিদ্ধ হইতেছে, জীবন বিসর্জ্জন করিলে কিছুই কার্য্য হয় না, জীবন রক্ষা পাইলে কোন না কোন সময় পাওয়া যায়, চিরদিন সর্ব্বদা সমান থাকে না। অন্ততঃ এরূপ করিলে হানি কি?—তুমি যে কেবল চিত্র কি সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছ এরূপ নয়, শস্ত্র বিদ্যাতেও নৈপুণ্য লাভ করিয়াছ, তুমি প্রকাশ্য প্রতিবাদ কর। কেহ আপত্তি করিয়া মত প্রকাশ করিলে, বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কর, জীবন বিসর্জ্জন করা পাপ—বিশেষতঃ বল্লভের সহিত পুনর্ম্মিলন লাভ আশাতেও জীবন রাখিতে হইবে। নলিনী বলিল—"মাতা পিতার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতায় অস্ত্রধারণ অপেক্ষা মৃত্যু অনেক গুণে শুভদ, আমি এরূপ অবস্থায় মাতা পিতা আত্মীয় প্রভৃতির প্রতিকূলতাচরণ

করিতে পারিব না, তেজস্বিতা প্রকাশের এই স্থল নহে, অস্ত্রধারণের এই সুযোগ নয়।"

এদিকে নববর হর্ষবিষাদে কালযাপন করিতেছে, মনে মনে কত ভাবেরই উদয় হইতেছে, একবার মনে হইতেছে—প্রিয়া আমায় অপমান করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, উহার সহিত আর আলাপ করিব না, বিবাহের পর শাসন করিয়া প্রতিবিধান করিব, আমার মনে হইতেছে———কামিনীদিগের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা চঞ্চল, এখন আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে, সময়ান্তরে অনুরক্ত হইতে পারে।

শ্রেষ্ঠী মহাশয় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত, অত্যন্ত ব্যস্ত, কাহারও সহিত সুস্থির ভাবে কথা বলিবার অবকাশ নাই। পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বলিলেন,—বিবাহের সময় উপস্থিত হইয়াছে, কন্যা বিবাহোচিত স্থানে আনয়ন করা হউক,—কথা শ্রবণমাত্র অন্তঃপুরিকাগণ কন্যা আনয়ন জন্য ধাবিত হইতে লাগিল।

একজন দ্বারবান আসিয়া বলিল—"মহাশয়—আপনার দ্বারে দশ জন অশ্বারোহী সাক্ষাতের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান আছে, বেশ পরিচ্ছদে মোগল সেনা বলিয়া বোধ হইল।"

শ্রেষ্ঠী মহাশয় অতি ব্যস্ত ভাবে দ্বারে উপস্থিত হইয়া পরিচয় দিলেন, একজন সৈনিক পুরুষ সম্রাটের নামাঙ্ক পত্র প্রদান করিল। পত্র খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া রত্নপতি এতদূর চিন্তিত ও ব্যাকুল হইলেন যে, অনেক সময় বাহ্যজ্ঞান থাকিল না, কিয়ৎক্ষণ পরে মাথায় হাত দিয়া একবারে ধূলায় উপবিষ্ট হইলেন, কি হইল কি হইল বলিয়া সকলে গোলযোগ করিতে লাগিল, কিছুকাল রত্নপতি কিছুই বলিতে পারিলেন না, পরে কতিপয় আত্মীয় সমীপে পত্র খানি নিঃক্ষেপ করিয়া দিলেন, পত্র শুনিবার নিমিত্ত অনেকে ব্যগ্র হইয়া চতুর্দ্দিক

বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল, এক ব্যক্তি পত্র পাঠ করিতে লাগিল ————

প্রশংসিত—রত্নপতি শ্রেষ্ঠী

সমীপেষু

জানিতে পারিলাম তোমার এক যুবতী কন্যা আছে, উহার নাম হেমনলিনী, উহাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী আগমন করিবে, পত্রপ্রাপ্তি মাত্র তিলার্দ্ধ গৌন করিবে না, অন্যথা যৎপরোনাস্তি শাস্তি ঘটিবে, কোন ভয় নাই, আমার আজ্ঞা পালন করিলে আশানুরূপ পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। ইতি

সম্রাট আরঙ্গজীব।

পত্রার্থ প্রচারিত হইবামাত্র শ্রেষ্ঠীর আলয়ে প্রবল এক কোলাহল উত্থিত হইল, শুভ সংবাদ অপেক্ষা অশুভ সমাচারের গতি অতি তীব্র, ক্ষণকাল মাত্রে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল, এই ভয়ানক সংবাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহিণী একবারে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িল, অন্যান্য স্ত্রীগণ হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, বাদ্যকরগণ বাদ্যোদ্যম বন্ধ করিয়া হতবুদ্ধিপ্রায় কর্ম্মচারীদিগের মুখপানে অবলোকন করিতে লাগিল। গায়কগণ গান ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে গৃহকর্ত্তার সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল, নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রিতগণ একবারে নিরাশ হইয়া অন্যত্র ভোজনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। রবাহূত ব্রাহ্মণ ঘটকগণ সর্ব্বনাশ মনে করিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিল, গান বাদ্য শ্রবণ উদ্দেশ্যে আগত ব্যক্তিগণ গৃহের দিকে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে লাগিল, এ সময়ে বর মহাশয়ের মন যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাকুল হইবে বর্ণনা করা বাহুল্য, বর বাবাজি মাথায় হাত

দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি সর্ব্বনাশ! এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত, এ বজ্রাঘাতে কেবল আমারই মস্তক চূর্ণ হইতেছে, সমুদয় আশা ভরসা কল্পনা একবারে বিফল হইবার উপক্রম হইয়াছে, এ ঘোরতর লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না, এখন আমার মৃত্যু হইলে সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ বোধ করি।

নলিনী মাধবিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, সখি! হঠাৎ এরূপ ঘোর কোলাহল শুনিতে পাই কেন? কোন দুর্ঘটনা কি উপস্থিত হইল? স্ত্রীলোকের রোদনের ধ্বনি শুনা যাইতেছে, কোন অমঙ্গল ঘটিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

মাধবিকা বলিল—জগদীশ্বর করুন সেই অমঙ্গল তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হউক, তুমি অপেক্ষা কর, তত্ত্ব অবগত হইয়া আসিতেছি, বলিয়া মাধবিকা বহির্গত হইল। রত্নপতি বৃথা বিলাপ করা নিষ্প্রয়োজন জানিয়া কতিপয় বন্ধু বান্ধবের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন—কেহ বলিল "অদ্য বিবাহ সম্পাদিত হইলে পরে আর সম্রাট এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না, কেহ বলিল—বিবাহিতা হউক, আর অবিবাহিতা হউক, কিছুতেই আরঙ্গজীবের লোভ নিবারিত হইবে না, কেহ বলিল—অপর কোন কুমারী দ্বারা কৃত্রিম করিয়া প্রতারণা করিলে হানি নাই, অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল উপস্থিত শুভ কর্ম্ম সম্পাদিত হউক, পরে কৃত্রিমতা দ্বারা প্রতারণা করা যাইবে। বরকে আনাইয়া বলিলেন—"চিন্তিত হইও না, পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তুত হও, তোমার সে বিষয়ে চিন্তা কি? অবশ্যই ঈশ্বর কোন না কোনরূপে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।

বর বলিতে লাগিল—"মহাশয়! ক্ষমা করিবেন, আমি কালসর্পের গর্ত্তে হস্ত বাড়াইতে সম্মত নই, কে এরূপ ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? আরঙ্গজীব যে কি ভয়ঙ্কর লোক তাহা সকলেই বিদিত

আছে, আমি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে উহার সমুদয় কোপ আমার উপর পতিত হইবে। কি পর্ব্বতগহ্বর, কি নিবিড় কানন, কি সাগরগর্ভ, কোথায়ও লুক্কায়িত হইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব না। আমি ক্ষুদ্র লোক, আরঙ্গজীবের ন্যায় লোকের সহিত বিবাদ মনোবাদ শোভা পায় না, সূর্য্যের সহিত কি ভ্রমরের বিবাদ শোভা পায়?

রত্নপতি বলিলেন—আমার কন্যা অন্য পূর্ব্বা হইল, এখন এরূপ বলা কি তোমার উচিত? আমায় ঘোরতর বিপদে ফেলিয়া তুমি পলায়ন করিতে উদ্যত হইতেছ।

বর বলিল—মহাশয়! সর্ব্বাপেক্ষা আত্মরক্ষা পূর্ব্বে করণীয়, আপনি স্বার্থপর হইয়া আমায় এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছেন, আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলে প্রাণ হারাইব। কেবল যে প্রাণ হারাইব এরূপ নহে, আমার পত্নী মোগল কর্তৃক হৃত হইয়াছে, এই কলঙ্ক চিরকালের নিমিত্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে। এখনও সময় আছে, নিতান্ত উন্মত্ত না হইলে এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে না।

রত্নপতি বলিলেন—যদি সম্রাটকে কোনরূপ প্রতারণা করিয়া কি অনুনয় স্তব স্তুতি করিয়া এই লোভ হইতে বিরত করিতে পারি, তাহা হইলে কন্যার অন্যত্র বিবাহের নিমিত্ত যে অনুতাপ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বর বলিল—মহাশয়! আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না, আমি নিতান্ত হতভাগ্য, বিশেষতঃ আমি পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র নই। এই বলিয়া বর বিদায় হইল, কাহার অনুরোধ গ্রাহ্য করিল না।

মাধবিকা নলিনীর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনপূর্ব্বক

বলিতে লাগিল, উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া যখন এক বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তখন অপর বিপদ হইতেও উদ্ধার করিবেন চিন্তিত হইও না।

নলিনী বলিল—আমার জীবন রাখিবার আর সাধ নাই, একমাত্র আশা সঞ্চারিত হইতেছে—দিল্লীতে গেলে হয় ত প্রাণনাথের সহিত সাক্ষাত হইতে পারে, আত্মহত্যা করিবার অধিকার সকল সময়েই আছে। সখি! পিতা শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, মাতা একবারে বোধ হয় হতচেতনা হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ অধীর হইতেছে, আমার নিজের নিমিত্ত তত ভাবনা করি না।

রত্নপতি নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই নিশি যাপন করিলেন, কোন নবযুবতীকে নলিনী সাজাইয়া দিল্লী যাওয়াই স্থির করিলেন। কোথায় এরূপ জঘন্য স্ত্রী পাইবেন, যে এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইবে, অনেক বেশ্যা অসম্মত হইলে অবশেষে পদ্মলতিকার আলয়ে যাইয়া বলিতে লাগিল—প্রিয়ে! আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।

পদ্ম। প্রাণনাথ! কি অনুরোধ বল, রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

রত্নপতি। সম্রাট আমার নলিনীকে চাহিয়াছেন, তিনি ত নলিনীকে চিনেন না। নলিনী দিল্লী গমন করে এরূপ আমার ইচ্ছা নয়, তুমি নলিনী নামে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলে হানি কি?

পদ্ম। নাথ! আমি তোমাকে ভিন্ন জানি না, তুমি অন্য স্ত্রীর প্রতি অভিলাষী হইয়াছ জানিতে পারিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, গলায় পাহাড় বাঁধিয়া সমুদ্রে ডুবিতে ইচ্ছা হয়, তুমি আমায় কোন্ মুখে অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হও, ইহা দ্বারাই তোমার ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

রত্নপতি। প্রিয়ে! আমি তোমা ভিন্ন আর জানি না, বিপদে পড়িয়াই এরূপ অন্যায় অনুরোধ করিতেছি, আমার প্রতি যদি তোমার মন থাকে তবে যাহা ইচ্ছা কর, তাহাতে কিছু মনে করিতে পারি না, এক কুসুমের ঘ্রাণ শত ব্যক্তি গ্রহণ করিয়া থাকে; কুসুম কি অপবিত্র হয়?

পদ্ম। শত ব্যক্তি এক পুষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণ করিলে তাহা মলিন, বিবর্ণ ও গন্ধহীন হইয়া যায়।

রত্নপতি। মলিন হইলেও মূলের ব্যাঘাত নাই।

পদ্ম। মূল কাহাকে বল বুঝিতে পারিলাম না।

রত্নপতি। ব্যঙ্গ কথায় প্রয়োজন নাই, বলি সম্রাটের প্রায় শত-পত্নী আছে, তোমার প্রতি দৃষ্টি ভিন্ন আর কোনরূপ অত্যাচার করিবে না, দৃষ্টিতে তোমার শরীর আর ক্ষয় হইবে না।

পদ্ম। দৃষ্টিই অনর্থের মূল, একে মুসলমানের দৃষ্টি, তাহাতে ভঙ্গি-যুক্ত, আমার সরল প্রাণে তাহা সহ্য হবে না। প্রাণনাথ! ক্ষমা কর, প্রাণনাথ! ক্ষমা কর।

রত্নপতি। সম্রাটের সুদৃষ্টিতে পড়িলে কত বস্ত্র, কত অলঙ্কার, কত ধন পাইবে তাহা আমি কত বর্ণন করিব?

পদ্ম। (স্বগত) এই হতভাগার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবার সুন্দর উপায় উপস্থিত হইয়াছে, সম্রাটের মন যোগাইতে পারিলে বিষেশ লাভ আছে, এতদিনে ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। (প্রকাশ্যে) "প্রাণনাথ! প্রতিজ্ঞা কর আমায় ভুলিতে পারিবে না" এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

শ্রেষ্ঠী। (স্বগত) এরূপ সতীলক্ষ্মী আর দেখা যায় না, আমাকে এজগতে কেহ এরূপ ভাল বাসে না, আমি কি ইহাকে সহজে সম্রা-টের হস্তগত করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কন্যার প্রতি আমার মমতা

নাই, কুলকলঙ্ক হইবে বলিয়া এরূপ কঠোর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, কিন্তু প্রিয়া ত সহজে সম্মত হয় না। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! কি অভিপ্রায় শীঘ্র বল।

পদ্ম। আমি সতীত্ব অসতীত্ব কিছুই বুঝি না, তোমায় পাইলেই হয়, আমার ভয় হইতেছে পাছে তোমায় জন্মের মত হারাই। এই কথায় রত্নপতির চক্ষু হইতে দরদর অশ্রুপাত হইতে লাগিল, আর মনে মনে কত প্রশংসা করিতে লাগিল, বলিলেন—কোন ভয় নাই আমি অনায়াসে সম্রাটের হস্ত হইতে তোমায় উদ্ধার করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার পদ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, প্রিয়ে! যথার্থ বলিতেছি, ইষ্ট দেবতা পুরোহিত মহোদয় প্রভৃতিরা আমায় এক পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশ ও আদেশ লঙ্ঘন করিতে পরি না, সেই গতিকেই দায় ঠেকিয়া তোমায় এরূপ অনুরোধ করিতেছি।

পদ্ম। দিল্লীতে সকলে আমায় তোমার কন্যা বলিবে, আমি তোমায় বাবা বলিয়া কিরূপ সম্বোধন করিব?

রত্নপতি। কথা, মুখের বাতাস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কথা মুখ হইতে যেমন বাহির হইবে অমনি চলিয়া যাইবে, তাহাতে আমার কি তোমার শরীর স্পর্শ করিবে না। আমার মতে বাবা ডাকিলে কোন হানি নাই।

পদ্ম অধোবদনে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "প্রিয়তম! যদি তোমার উপকার হয়, তবে আমি অগত্যা সম্মত আছি, প্রাণ দিয়াছি, তোমার মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই মাত্র ভাবনা—কি বলিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইব? সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলে কিরূপ উত্তর দিব? আমরা অবলা, চাতুরী কৌশল ভাবভঙ্গি কিছুই জানি না।"

রত্নপতি দিল্লী গমনের দিন ধার্য্য করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল, যান বাহনাদি প্রস্তুত হইল, পদ্ম নানা রূপ বেশ ভূষা করিয়া

উপস্থিত হইল, মোগল সেনাগণ সঙ্গে প্রতিগমন করিল, অনেক প্রতিবাসী দিল্লীর শোভা দর্শনের নিমিত্ত সঙ্গে চলিল।

গমনোচিত প্রস্তুত হইয়া শ্রেষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হইয়াছে, এ ব্যক্তি কে?——ইহাকে হঠাৎ দেখিয়া শ্রেষ্ঠী মহাশয় চিনিতে পারিয়াছিলেন না, এখন চিনিতে পারিলেন।

ইহার নাম "দামোদর"! শ্রেষ্ঠী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এবেটা আবার কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, ইহার চরিত্র ভালরূপ জানিতে পারিয়াছি, দেখিলে ভয় হয়। দামোদর বলিল—মহাশয়! দিল্লী যাওয়া আমাব নিতান্ত আবশ্যক, আপনার সঙ্গে যাইতে পারিলে অনেক উপকার হয়, একাকী যাইবার ব্যয় বহন করিবার সাহস হয় না, পর্য্যটকের ন্যায় যাইতেও সমর্থ নাই। দেশের এক ধনীর সঙ্গে অনেক নিঃস্ব ভদ্রলোক এরূপ অবস্থায় যাইয়া থাকে।

শ্রেষ্ঠী বলিলেন—মহাশয়! আমার সঙ্গে অনেক লোক যাইবে, অনেক ভদ্র ব্যক্তিকে অগত্যা নিষেধ করিতে হইয়াছে, যানবাহনাদিতে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। দামোদর বলিল,—একটু বসিবার কিঞ্চিৎ স্থান পাইলেই আমার হয়, আমি আর কিছুই চাইনা, আহারাদির ব্যয় পরিমাণ পাথেয় আমার সঙ্গে আছে! শ্রেষ্ঠী বলিলেন, মহাশয়! অন্যত্র চেষ্টা করুন, এখানে অত্যন্ত স্থানাভাব। দামোদর বলিল, আমি আপনার সঙ্গে চলিলাম। শ্রেষ্ঠী বলিলেন, এখান হইতে যাও, বার বার বলিতেছি, কথা শুনিতেছ না।

দামোদর। আপনি যদি আমায় অপমান করিতে উদ্যত হইলেন, আমিও আপনাকে অপমান করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রেষ্ঠী। তুমি আমার কি করিবে?

দামোদর। তুমি যে কন্যা জাল করিয়াছ, তাহা সম্রাটের নিকট

জানাইব। শ্রেষ্ঠী। (স্বগত) কি বিপদ, এ পাপ আসিয়া কোথা হইতে উপস্থিত হইল, যাত্রা কালে এরূপ অমঙ্গল কখনও দেখি নাই, এ বেটা যেরূপ ভয়ানক লোক হঠাৎ কোনরূপ অনিষ্ট ঘটাইতে পারে, সঙ্গে গেলেও না জানি কি করে, এবার কি ঘটে বলিতে পারি না, যাহা হউক ইহার সহিত বিবাদ করা এখন উচিত নয়, (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আপনার সমুদয় পাথেয় ব্যয় দিতেছি, আপনি স্বতন্ত্র ভাবে গমন করুন।

দামোদর। মহাশয়! স্বতন্ত্র যাইতে ভয় হয়, পথে অনেক দস্যু তস্কর আছে, পথের খরচের জন্য ভয় নাই।

শ্রেষ্ঠী মহাশয় অগত্যা সম্মত হইলেন, দামোদর সমভিব্যাহারী হইল, শ্রেষ্ঠী কৃত্রিম কন্যা ও দামোদর প্রভৃতির সহিত দিল্লী যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"ন তেজস্তেজস্বী প্রসৃতমপরেষাং প্রসহতে।"

দিল্লী হইতে চতুরঙ্গিনী সেনা একোদ্যমে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া উত্তরাগত ঝঞ্ঝা তাড়িত দক্ষিণ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল—মাতঙ্গের বৃংহিত রবে, ঘোটকের হ্রেষা শব্দে, বীরগণের সিংহনাদে, বীররসাত্মক বাদ্যোদ্যমে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইল, প্রজা সকল ভয়াতুর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, বিপক্ষের আস্ফালন ও স্পর্দ্ধায় অধীর হইয়া প্রধান সেনানায়ক নরপালজী সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দূর হইতে কোলাহল শ্রুতিগোচর হওয়াতে বিদিত হইল—শত্রুকূল নিকটবর্ত্তী হইতেছে, কুমারের সৈন্যদল সাবধানসূচক দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণমাত্র প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান হইতে লাগিল, অসি চর্ম্ম ধারী সৈন্যগণ বাম হস্তে ঢাল সম্মুখস্থ করিয়া নিষ্কোষ অসি ধারণ করিল, মদিরামত্ত অশ্বগণ দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দাঁড়াইল এবং রণবাদ্যে যেন নৃত্য করিতে লাগিল, মদমত্ত মাতঙ্গ সকল অঙ্কুশ তাড়নে উত্তেজিত হইয়া চিৎকার করিতে লাগিল, কুমার অপূর্ব্ব ব্যূহ রচনা করিলেন।

নরপালজী সৈন্য সকল ব্যুহীভূত করিয়া ক্রমে সম্মুখবর্ত্তী হইল, উভয়পক্ষ হইতে অসংখ্য বর্ষা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, নিমেষমাত্রে দুই দল মিলিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অশ্বারোহী সমূহের সহিত অশ্বারোহীদিগের ঘোরতর যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শিত হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ অশ্বের মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ, উল্লম্ফন ও আস্ফালনে, পদাতিক সৈন্যসমূহের প্রধাবন; প্রতিধাবন ও লম্ফ ঝম্ফে, গজেন্দ্রকুলের প্রমত্ত গমন, বিশাল কর্ণ সঞ্চালন ও ফুৎকারে রাশি রাশি ধূলি পুঞ্জ উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রেণুজাত অন্ধকারে সঞ্চারিত পরিভ্রামিত অসি ও বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।

ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল—বজ্রাঘাতে পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায়, হস্তি সকল ঘোরতর আঘাতে বিহ্বল হইয়া ভীষণ চিৎকার পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইতেছে, অশ্বগণ ছিন্নমুণ্ড হইয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক ভূমিশায়ী হইতেছে, সহস্র সহস্র ছিন্নস্কন্ধ সেনা পতিত হইতেছে, শত শত পদাতিক বর্ষাঘাতে আহত হইয়া মৃতপ্রায় শয়ন করিয়া আছে, অতি অল্প সময় মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, মোগল সৈন্যগণ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিতে লাগিল, ক্ষণকাল মধ্যে সমুদায় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য পলায়ন করিয়া অন্তর্হিত হইল।

রণক্ষেত্র এক বারে রক্তপ্রবাহে প্লাবিত হইয়াছে, অসংখ্য মৃতদেহ পতিত আছে, সহস্র সহস্র আহত বীরগণ মৃতপ্রায় মূর্চ্ছিত আছে, হস্তি অশ্ব সকল ছিন্নমুণ্ড ছিন্নপদ হইয়া পতিত রহিয়াছে।

কুমারের সমস্ত সৈন্য অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, মুহূর্ত্তকাল অতীত না হইতে হইতে কুমার অগ্রসর হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রচার করিলেন। সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত হইল, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে

লাগিলেন,——বিপক্ষদল পরাভূত ও ভীত হইয়াছে এখন আক্রমণ করিলে পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে না, সময়ে সাহস ও বীর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া দুরাক্রম্য হইবে। সমস্ত সৈন্য পুনা নগরাভিমুখে দ্রুত যাত্রা করিল, অল্পক্ষণ মধ্যে পুনা বেষ্টন করিল, সে সময়ে পুনা নগর রক্ষা বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, যুদ্ধে পরাভবের সংবাদ পাইয়া সকলে নিরুৎসাহ ও হতবিক্রমপ্রায় হইয়াছিল, সাহসা বিপক্ষ দল একবারে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ অভিভূত হইয়া পড়িল। মোগল সৈন্য পুনা নগরে প্রবেশ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্ষণকাল মধ্যে পরাস্ত হইয়া চতুর্দ্দিক ছত্রভঙ্গ হইল, শিবজী নিরুপায় হইয়া সহ্য পর্ব্বতস্থ দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সপরিবারে বাস করিলেন, মুসলমানেরা জয়লাভ করিয়া অত্যাচার করিতে লাগিল, কুমার দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়া নগরের শান্তিরক্ষার নিয়ম করিলেন, সৈন্য সামন্ত সহ কুমার ও সাএস্তা খাঁ পুনাতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থিতি করিলেন।

দিল্লীতে এই তত্ত্ব প্রচারিত হওয়াতে মহা সমারোহে উৎসব ক্রিয়া আরম্ভ হইল—রাত্রি দিন অবিশ্রান্ত নৃত্যগীত বাদ্য, প্রজাবর্গের আনন্দ কোলাহলে দিল্লী পরিপূর্ণ হইল। সম্রাট আহ্লাদিত হইয়া পুনাতে জয় ঘোষণা সহকারে উৎসব করিতে আদেশ পাঠাইলেন, তদনুসারে পুনাতে উৎসব আরম্ভ হইল, বীরগণ একেবারে উৎসব আমোদে প্রমত্তপ্রায় হইল। সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদে মোগল সৈন্যগণ একবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কতিপয় সেনা অবিশ্রান্ত রাত্রি জাগরণে নিদ্রায় অবশপ্রায়, কতিপয় সৈন্য আমোদ ও বিলাস সাগরে নিমগ্ন।

সাএস্তা খাঁ অতি বিনীতভাবে কুমারকে বলিতেছে—মহারাজ! আপনার অনুগ্রহেই আমাদের এরূপ জয়লাভ হইয়াছে, সম্রাট যে

আপনার দ্বারা কত উপকৃত হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না, আপনি অবশ্যই ইহার সমুচিত পুরস্কার পাইবেন।

কুমার বলিলেন "সূর্য্যবংশীয়েরা আর পুরস্কার প্রার্থনা করে না, আমি যুদ্ধ জয়ী হইয়াছি এই যথেষ্ট পুরস্কার, আপনি আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন এজন্য এক সামান্য পুরস্কার দিতেছি, এই বলিয়া হস্ত হইতে এক অমূল্য হীরক অঙ্গুরী ও এক তরবারী খাঁ মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন, সাএস্তা খাঁ অভিবাদনপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। এ সময়ে কুমার সাএস্তা খাঁ ও কতিপয় প্রধান মোগল সেনাপতি, হঠাৎ নীরবে স্তিমিত ভাবে একদিকে কর্ণপাত করিল—এ যে অস্পষ্টরূপে ঘোরতর কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে—ইহার কারণ অনুসন্ধান করা নিতান্ত প্রয়োজন, ক্ষণকাল মধ্যে কোলাহল স্পষ্টরূপে শ্রুত হইতে লাগিল, বিশেষ তত্ব জানিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল—ইহারা প্রাসাদোপরি উঠিয়া, কোলাহলাভিমুখে চাহিয়া রহিল, অতি সত্বর দূত প্রত্যাগত হইয়া বলিল, কোন মহারাষ্ট্রীয় রাজকুমার বরযাত্রী বিবাহার্থ যাইতেছেন। সাএস্তা খাঁ বলিল, এদেশে বিবাহ যাত্রার চলন, আড়ম্বর সহ হইয়া থাকে। ক্ষণকাল মধ্যে সুসজ্জিত যাত্রিদল সমীপবর্ত্তী হইল, অসংখ্য আলোক প্রভাবে রাত্রিতে দিবসের ন্যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইতে লাগিল——প্রথম ধ্বজপতাকাবাহী শত শত সৈন্য ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, পরে বাদ্যকরগণ নানারূপ বাদ্য করিয়া চলিতেছে; পরে শত শত সুসজ্জিত গজ মন্দ গমনে অগ্রসর হইতেছে ললাট স্বর্ণ ঢালে আবৃত, গলে স্বর্ণ ঘণ্টা রণরণায়মান, চিত্রিত বসনে শরীর আবৃত, তৎস্কন্ধোপরি অস্ত্রধারী বীরপুরুষগণ উপবিষ্ট আছে, তৎপর অশ্বারোহী সেনাগণ অশ্বগুলিকে ধীরে ধীরে চালাইয়া চলিয়াছে, তৎপৃষ্ঠে বীরগণ নিষ্কোষ অসি সঞ্চালন করিতেছে, তাহাতে দীপের আলোক পতিত হইয়া প্রখর প্রতিভাত হইতেছে, অশ্ব সকল বাদ্যোন্মত্ত হইয়া নৃত্য

করিতে করিতে উল্লম্ফনে প্রবৃত্ত হইতেছে, বলগা আকর্ষণ করিয়া আরোহীরা বেগ নিবারণ করিতেছে, তৎপশ্চাৎ এক দীর্ঘ দন্ত গজপৃষ্ঠে স্থাপিত অপূর্ব্ব দোলাতে এক বীরপুরুষ উপবিষ্ট আছেন—তাঁহার রক্ত পট্টবস্ত্র পরিধান, মস্তকে হীরকখচিত এক অপূর্ব্ব মুকুট, দক্ষিণপার্শ্বে এক দীর্ঘ পক্কশ্মশ্রুধারী ব্রহ্মচারী আসীন আছেন,দেখিলেই উহাকে বরের সঙ্গী পুরোহিত বলিয়া অনুমিত হয়, বরের পশ্চাৎ সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ভল্ল ও বর্শা ধারণ করিয়া চলিয়াছে, তৎপশ্চাৎ পদাতিক সৈন্য নানা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া জয় কোলাহল পূর্ব্বক গমন করিতেছে, তৎপশ্চাৎ আবার বাদ্যোদ্যম হইতেছে।

সাএস্তা খাঁ বলিল " মহারাষ্ট্রীয়দিগের যেরূপ বরযাত্রার আড়ম্বর, এরূপ আর কোথাও নাই, বোধ হয় এ দেশীয় কোন রাজকুমার যাইতেছেন, যুদ্ধযাত্রার সহিত কোন বিভিন্ন লক্ষিত হইতেছে না, কুমার! আপনাকে অন্যমনস্ক প্রাগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন দেখিতেছি কেন? আপনি অবিবাহিত যুবা, বিবাহযাত্রা দেখিয়া বোধ হয় আপনার মনে কোন রূপ কল্পনার সঞ্চার হইয়া থাকিবে, ইহা বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, কুমার বলিলেন "আমাদের সৈন্যসকল এখন কি অবস্থায় আছে? রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত, বোধ হয় সকলেই নিদ্রিত, উৎসবামোদে সকলের অন্তকরণ বিকল, শরীর একান্ত ক্লান্ত, বোধ হয় জনপ্রাণীও জাগ্রত নহে। সাএস্তা খাঁ বলিল "কোনরূপ আশঙ্কার বিষয় নহে।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ক্ষণকাল অতীত না হইতে হইতেই বরযাত্রীগণ সহসা পুরী আক্রমণ করিল,তখন সকলে জানিতে পারিলেন,উহারা বরযাত্রী নহে, যুদ্ধযাত্রী শিবজী সসৈন্যে নিজ নগর উদ্ধার নিমিত্ত আসিয়াছে।

মোগল সেনাগণ নানারূপ চেষ্টা করিল, কিছুতেই প্রস্তুত হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিল না, একজন মোগল অস্ত্রধারণ নিমিত্ত উদ্যত

হইতেই তিন জন মহারাষ্ট্রীয় আসিয়া আক্রমণ করিতেছে, নিদ্রাবস্থায় অনেকের শিরশ্ছেদন হইল।

মোগল সৈন্যগণ কতিপয় দিবস পুণাতে আমোদ প্রমোদেই প্রমত্ত ছিল, ভালরূপ পথ প্রকোষ্ঠ ভবন দুর্গ অবগত হইতে পারে নাই, মহারাষ্ট্রীয়গণ চিরপরিচিত স্থলে আসিয়া অদ্ভুত নিপুণতা প্রকাশ করিতে লাগিল, মোগল সৈন্য এক স্থলে সজ্জিত হইতেছে কোথা হইতে যে মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া সকলের শিরশ্ছেদ করিতেছে, তাহা নিশ্চয় হইতেছে না, মহারাষ্ট্রীয়দিগের রণপাণ্ডিত্য সে সময়ে যাদুবিদ্যার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল—মুসলমানদিগের আর্ত্তনাদে ও মহারাষ্ট্রীয়গণের জয় কোলাহলে নগর পরিব্যাপ্ত হইল।

সে রাত্রি মুসলমানদিগের যাতনা ও দুরবস্থা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কাহার হস্ত পদ ছিন্ন হইয়াছে, কাহার চক্ষু উৎপাটিত, কোন ব্যক্তির নাসা কর্ণ ছিন্ন, শ্মশ্রু কেশরাজি দগ্ধ হইয়াছে, শত শত বীরপুরুষ অস্ত্র গ্রহণ জন্য হাত বাড়াইয়াছে, এই অবস্থায়ই ছিন্নহস্ত, ছিন্নপদ, বিদীর্ণবক্ষ হইয়া অমনি ভূমিতে পতিত হইতেছে, মুসলমানদিগের রক্তে সেই রাজপুরী এককালে কর্দ্দমময় হইল।

মোগল সৈন্যগণ কোনরূপেই পালাইতে পারিতেছে না, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সিংহনাদে মুসলমানেরা ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে।

সে সময়ে সাএস্তা খাঁ ভয়ানক বিপদ উপস্থিত জানিতে পারিয়া কুমারকে বলিল—মহাশয়! পলায়ন ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না, এখনও পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবার সময় আছে, কিছু কাল পর আর এই সুযোগ থাকিবে না, আর কথা বলিবার সময় নাই—এই বলিয়া এক গুপ্ত পথে পলায়ন করিল, সহসা এক তরবারির আঘাতে তাহার হস্তের অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল, কোনরূপে প্রাণ রক্ষা হইল।

কুমার মনে মনে চিন্তা করিলেন "সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু বীরের পক্ষে

সৌভাগ্যের বিষয়, আমি বীরপুরুষের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব, সম্প্রতি ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে জীবন অপেক্ষা মরণ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।”

নিষ্কোষ তরবারি ও ঢাল ধারণ করিয়া কুমার প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং সিংহনাদ করিয়া বিপক্ষদিগকে স্পর্দ্ধা সহকারে আহ্বান করিলেন, তাঁহার গগনস্পর্শী চীৎকারে সমস্ত সৈন্য চকিত হইল, মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর্ণে যেন বজ্রধ্বনি সদৃশ অনুভূত হইল, নিমেষমাত্রে শত শত পদাতিক সৈন্য আসিয়া কুমারকে বেষ্টন করিল। চন্দ্রের আলোকে, অর্দ্ধ স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, কুমার মণ্ডলাকারে অসি সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন—মহারাষ্ট্রীয়গণ তরবারি যুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ, তাঁহারা প্রাণপণে কুমারের প্রতিকূলতা করিতে লাগিল, কুমারের অসির আঘাতে অনেক অসি চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল, অসিতে অসির আঘাতে ঝন ঝনায়মান শব্দ সহকারে, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতে লাগিল, নিমেষ মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়গণ অনেক ছিন্ন হস্ত, ছিন্নপদ, ছিন্ন কর্ণ হইয়া পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল, কুমারের শিরে অস্ত্র, ভল্ল ও বর্ষা বৃষ্টি হইতে লাগিল। কুমার নিমেষমাত্রে তিল তিল করিয়া সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন, অদ্ভুত অলৌকিক বিক্রম দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ বিস্মিত হইল। শিবজী দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া শঙ্কিতভাবে অবলোকন করিতেছেন, আর সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন, এসময়ে কুমার মেঘ গম্ভীর স্বরে বলিল “ধূর্ত্ততা ও চতুরতা দ্বারা নগর আক্রমণ করিয়াছ, বীর পুরুষদিগের এরূপ কর্ত্তব্য নহে, শিবজী! তুমি যদি ক্ষত্রিয় সন্তান হও, তুমি যদি মৃত্যুকে ভয় না কর, তুমি যদি শাস্ত্রানুযায়ী যুদ্ধে সম্মত হও তবে অসিধারণ পূর্ব্বক সম্মুখীন হও!”

কুমারের স্পর্দ্ধা সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবজী আর ধীরতা অব-

লম্বন পূর্ব্বক নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না, অমনি অসি চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ভীষণ সিংহনাদ করিয়া কুমারের সম্মুখীন হইলেন, ভীমস্বরে বলিতে লাগিলেন"আমি ধূর্ত্ততা ও কৌশলদ্বারা নগর আক্রমণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু নিজ স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছি। কোন বিজাতীয় রাজার অধীনতা স্বীকার করি নাই। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া মোগল সম্রাটের সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়াছ তোমাকে ধিক্, আমার পক্ষ অবলম্বন করা তোমার পক্ষে উচিত" শিবজীর বাক্য কুমারের হৃদয়ে বজ্র সদৃশ বোধ হইল, ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া অরিজিত সিংহ বলিতে লাগিলেন "আমার জীবনে সহস্র বার ধিক্, জীবন অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়। আমার মস্তক চ্ছেদন করিয়া যাতনার শেষ কর, এই গ্রীবা অগ্রসর করিয়া দিতেছি" এই বলিয়া অসি চালনপূর্ব্বক মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, শিবজী ও অসি সঞ্চালন পূর্ব্বক কুণ্ডলিত ভাবে পদ চালনা করিতে লাগিলেন। রাজাদেশমাত্র চতুর্দ্দিকে আলোক প্রজ্জ্বলিত হইল, কিঞ্চিৎ দূরে রণ বাদ্য হইতে লাগিল, দূরে সেনা সকল স্থায় যুদ্ধ কৌশল দেখিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তকাল উভয়ে কুণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিয়া পরে সিংহনাদ পূর্ব্বক এককালে নিকটবর্ত্তী হইল।

প্রথমতঃ শিবজী কুমারকে লক্ষ্য করিয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক এক আঘাত করিলেন, কুমার ঢাল দ্বারা নিবারণ পূর্ব্বক শিবজীর বক্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া এক আঘাত করিবামাত্র শিবজী ঢাল দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়া কিঞ্চিৎদূরে অপসৃত হইলেন।

ক্ষণকাল মধ্যে আবার বিকট গর্জ্জন করিয়া নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং অতি দ্রুতবেগে অসি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, নিমেষ মাত্রে কুমারের গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া এক আঘাত করিলেন, কুমারের অসিতে লাগিয়া তাহা ব্যর্থ হইল, কুমার কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া মণ্ডলাকারে অসি

ঘুরাইতে লাগিলেন, দীপের আলোক তাহাতে পতিত হওয়াতে বিদ্যু-তায়মান হইতে লাগিল, ক্ষণকাল মধ্যে এরূপ দ্রুত আসিয়া এক আঘাত করিলেন যে তাহাতে শিবজীর ঢাল একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, শিবজী লজ্জিত হইয়া অন্য ঢাল আনয়ন জন্য সুযোগ প্রার্থনা করিলেন, কুমার ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলে পুনর্ব্বার ঢাল গ্রহণ করিয়া শিবজী দ্বিগুণিত পরাক্রমে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, কুমার প্রতি-সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন সিংহের ভীষণ গর্জ্জন, পর্ব্বত গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কুমার আবার অতি দ্রুতবেগে শিবজীর অসির উপর এরূপ আঘাত করিলেন যে তাহাতে অসি দ্বিধা ছিন্ন হইয়া পড়িল, ক্ষণকাল মধ্যে আবার অসি ধারণপূর্ব্বক মণ্ডলা-কারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কুমার আবার লম্ফ দিয়া শিবজীর মস্তকোপরি আঘাত করিলেন, শিবজী ঢাল দ্বারা তাহা রক্ষা করিবার অবকাশে কুমার শিবজীর গ্রীবাদেশে অসি স্পর্শ করিলেন, কিন্তু রক্ত স্পর্শ হইল না, ইহাতে শিবজী জানিতে পারিলেন কুমার অসাধারণ অসি যুদ্ধ নিপুণ, ইচ্ছা করিলে এখনই শিরশ্ছেদ করিতে পারিতেন, নিমেষমাত্রে শিবজীর বাম বাহুতে অতি লঘু এক আঘাত হইল, তাহাতে অজস্র রক্তপাত হইতে লাগিল, শিবজী দশ গুণ ক্রুদ্ধ হইয়া কালান্তক যম সদৃশ ভাবে আসিয়া কুমারকে আঘাত করিলেন, কুমার ঢালদ্বারা সেই আঘাত নিবারণ করিলেন, কিন্তু অসির অগ্রভাগ লাগিয়া দক্ষিণ হস্ত হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল, চক্ষের নিমেষ মাত্রে আবার লম্ফ সহকারে শিবজীর পৃষ্ঠে এক লঘুভাবে আঘাত করি লেন, তাহাতে শিবজীর অংশ দেশ বিদীর্ণ হইল, রক্ত উদ্গত হইতে লাগিল, বরবেশধারী বীরবরের রক্তপট্টবস্ত্র অনর্গল রক্ত ধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল, সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের পর প্রাতঃকালে শিবজী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

রামদাস বাবাজি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন, ন্যায় যুদ্ধে শিবজী কখনই কুমার অরিজিৎকে পরাস্ত করিতে পারিবে না, কুরুক্ষেত্রের অভিমন্যুর যুদ্ধ স্মরণ করিলেন, গুরুর আদেশ মাত্র এককালে আর দশ জন ঢাল তরবারিধারী বীরপুরুষ রণক্ষেত্রে উপনীত হইল, কুমার এককালে রণমত্ত হইয়া অধিক আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন, একাদশ জন অসিধারী চতুর্দ্দিকে গজেন্দ্রকুলের ন্যায় আস্ফালন করিতে লাগিল। কুমার মধ্যভাগে সিংহ সদৃশ গর্জ্জন করিতেছেন, দর্শক বীরগণের অন্তঃকরণে একবারে বীররসের তরঙ্গ উচ্ছলিত হইতে লাগিল।

একাদশ জন পুরুষ চতুর্দ্দিক ভীষণ গর্জ্জন করিয়া সাংঘাতিকরূপে আক্রমণ বাসনা করিতে লাগিল, একাকী মধ্যভাগে থাকিয়া একাদশ জনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এক উদ্যমে একাদশ জন আসিয়া কুমারের উপর এককালে পতিত হইল, কুমার এরূপ দ্রুত অসি সঞ্চালন করিতে লাগিল তাহাতে দুই ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুতর আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল, এক ব্যক্তির মস্তক ছিন্ন হইয়া দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইল।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আরও এক শত ব্যক্তি অসি চর্ম্মধারী রঙ্গভূমিতে আগমন করিল, কুমার তাহাতেও ভীত হইলেন না, শত ব্যক্তিকেও শত বার পরাস্ত করিতে লাগিলেন, ক্রমে কুমারের শরীর ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল, অজস্র রক্তপাত হওয়াতে শরীর শীর্ণ ও ম্লান হইয়াছে, তথাপি যাহাকে যে আঘাত করিতেছেন, সেই আঘাতে তাহার শির বা হস্ত পদ ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে।

শিবজী নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিলেন—কুমার অন্যান্য বীরদিগকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া প্রাণহত্যা করেন, শিবজীকে কেবল বীরত্ব প্রদর্শন জন্য লঘু আঘাত করিয়া ক্ষান্ত থাকেন, মনে মনে স্থির করিলেন, কুমারকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, প্রাণহত্যা প্রাণান্তে করিতে হইবে না, বেলা প্রহরাধিক সময়ে কুমার হতবল হইয়া

ভূমিতে পতিত হইলেন, হস্ত হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া অসি চর্ম্ম দূরে পতিত হইল, ক্ষণকাল পরে শিবজী লোক দ্বারা এক গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে সযত্নে রাখিলেন, শুশ্রূষার্থ অনেক চিকিৎসক ও পরিচারক নিযুক্ত হইল, পুনা হস্তগত করিয়া তৎশৃঙ্খলাসাধন করিতে লাগিলেন, কুমারকে সহ্য পর্ব্বতস্থ দুর্গে প্রেরণ করিলেন।

দশ দিবস পর কুমার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন সম্মুখে চিকিৎসক ও কতিপয় পরিচারক আছে, বিশেষরূপ চেতন প্রাপ্ত হইলে আপনাকে কারারুদ্ধ জানিতে পারিয়া এরূপ জীবন অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বোধ করিতে লাগিলেন, কতিপয় দিবস পর কুমারের শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, শিবজী একদা আসিয়া কুমারের নিকট উপবিষ্ট হইলেন, ক্ষণকাল পরে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়! আপনার বিক্রম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, আপনার অভিপ্রায় কি?

কুমার বলিলেন, আমি বন্দী, বন্দীর অভিপ্রায় গ্রহণের প্রয়োজন? শিবজী বলিলেন, আপনাকে আমি সামান্য বন্দী মনে করি না, আপনি যদি অনুগ্রহ দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে চরিতার্থতা লাভ করি। কুমার বলিলেন, আমার ন্যায় অবস্থাপন্ন লোকের আবার অনুগ্রহ কি? আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হইতে পারে? শিবজী বলিলেন, আপনি মোগল পক্ষ ত্যাগ করিয়া আমার সহায়তা করুন, তাহা হইলে আবার ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের একাধিপত্য হইতে পারে। ক্ষণ বিলম্বে কুমার উত্তর করিলেন, এইরূপ ফল বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু আমার পক্ষে অত্যন্ত ঘৃণাকর, আমি যাঁহার নিকট যে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি, প্রাণ সত্ত্বে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। কুমারের কথায় শিবজী হতাশ্বাস হইলেন, কিন্তু, মনে মনে তাঁহার প্রতি সাধুবাদ দিতে লাগিলেন, শিবজী এইরূপ অনেক দিন, চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

সেই দুর্গে কুমারকে সন্তান সদৃশ স্নেহ সহকারে প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতেছেন, ইনি কে?—বয়স অনুমান চল্লিশ হইয়া থাকিবে, শরীরের তেজঃপুঞ্জ দেখিলে সামান্য স্ত্রী বলিয়া বোধ হয় না—কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, শিরে জটা ভার, রক্তাম্বর পরিহিত, দক্ষিণ করে স্ফটিকের জপ মালিকা দোলিত, ইহাঁর বিশেষ পরিচয় কেহই জানে না, তাপসী দেবী ভিন্ন ইহার স্বতন্ত্র নাম পর্য্যন্ত কেহ অবগত নহে, মহারাজের পূজনীয়া বলিয়া সকলেই মাতৃ তুল্য ভক্তি করে, বিশেষরূপ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে কেহই সাহসী হয় না, শিবজীও বিশেষরূপ প্রকৃত পরিচয় জানেন না, তাপসী নিজের বিশেষ পরিচয় দিতে সম্মতা নহেন।

কুমার প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন, শরীরের ক্ষত শুষ্ক হইয়াছে, এক দিবস তাপসী শয্যার এক পার্শ্বে আছেন—কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! আপনার অনুগ্রহে জীবন লাভ করিয়াছি, আপনি আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ করিতেছেন, আমায় তিলার্দ্ধ না দেখিলে যেন আপনার মন চঞ্চল হয়, আপনি নিজ মুখে কিছুই না বলুন, তথাপি অনুভবদ্বারা অনেক বুঝিতে পারি।

এরূপ অবস্থায় আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইতে পারি, আমার প্রতি এত কৃপাই প্রদত্ত হইয়াছে, এই সামান্য প্রার্থনা বোধ হয় বিফল হইবে না। আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া কৌতূহল নিবারণ করুন।

কুমারের অমৃতময় বচন শ্রবণ করিয়া তাপসী দেবী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিলেন, পরে বলিলেন বৎস! আমি চিরদুঃখিনী, আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, অতীত বৃত্তান্ত উপস্থিত হইলে হৃদয় অধীর হইবে, তোমারও আমার দুঃখে দুঃখ জন্মিবে, ইচ্ছাপূর্ব্বক এ হতভাগিনীর কথায় কর্ণপাত করিয়া অশ্রুপাত করিবে কেন? সময়া-

স্তরে বলিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিব, এইক্ষণ বিরত হও, তাপসীর বচনে কুমার অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন, বন্দিভাবে কুমার কতিপয় মাস অতিবাহিত করিতেছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"কিমিবহিমধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।"

কি ভয়ানক সংবাদ! কি হৃদয় বিদারী সংবাদ! শুনিয়া নলিনীর আত্মা ও শরীর এক বারে অধীর হইয়াছে, অত্যন্ত বিরল চিত্তে মাধবিকাকে বলিতে লাগিল সখি! কোনরূপেই ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছি না, এ অবস্থায় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া গৃহে নিরুদ্‌যোগ থাকাও নিতান্তঅমানুষের কর্ম্ম, অনেক বিলাপ পরিতাপ করিতেছি, তাহাতে আর মনে শান্তি জন্মে না, ঘরে বসিয়া কেবল অশ্রুপাত করিলে, প্রণয়ীর কি উপকার সাধিত হইতে পারে? প্রেমের অনুরোধে পতঙ্গকুল অগ্নিশিখা আলিঙ্গন করিতেছে, কিছুমাত্র ভয়ে কাতর হইতেছে না, বংশীর রবে মৃগকুল বিদিতসারে ব্যাধের জালে নিবদ্ধ হইতেছে, মৃত্যু শঙ্কা করিতেছে না, প্রণয়ের অনুরোধে আমি কি কেবল রোদন করিয়াই সময় যাপন করিব? অজস্র অশ্রুপাতে দুঃখিনী বিরহিণীদিগের নয়ন শীতল ও সফল হয় বটে, কিন্তু মন ও শরীর পরিতৃপ্ত হয় না। সখি! কাল বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, তুমি সত্বর পুণা যাইয়া তাঁহার উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন কর, আমি দিল্লী যাইতেছি।

মাধবিকা। তুমি কি উদ্দেশ্যে দিল্লী যাইবে?

নলিনী। উদ্ধারের আশা করিয়া যাইতেছি।

মাধবিকা। কি উপায়ে উদ্ধার সাধন করিবে?

নলিনী। শিবজীর প্রতিকূলতায় যুদ্ধযাত্রা করিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

মাধবিকা। যুদ্ধে গেলে কি লাভ হইবে?

নলিনী। আর কিছু না হউক সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিব।

মাধবিকা। এ যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, তোমার অনুষ্ঠান যোগ্য নয়।

নলিনী কিছু না বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

মাধবিকা। এ যে প্রণয়ি যুগলের ধর্ম্ম তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তুমি প্রণয়ের অনুরোধে এত দূর দুঃসাধ্য সাধন করিতে পারিলে সহস্র-বার যে ধন্যবাদ যোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি কি ভাবে কি বলিয়া দিল্লীতে উপনীত হইবে? মোগল সৈন্যসহ তোমার যুদ্ধ যাত্রাতে দিল্লীনাথ সম্মত হইবেন কেন? স্ত্রীবেশ কেহই যুদ্ধের উপযোগী মনে করে না।

নলিনী। অনেক অনঙ্গার যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায়।

মাধবিকা। তাঁহারা স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করিয়াছে, তুমি স্বাধীন ভাবে কিরূপে শিবজীর প্রতিকূলতা করিবে? মোগল সম্রাটের অধী-নতা স্বীকার না করিলে কোনরূপেই শিবজীর সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না, সম্রাট কি তোমার ন্যায় কামিনীকে সেনা দলে নিবেশিত করিবেন? অথবা অপর রাজা এরূপ কে আছে যে তোমার অনুরোধে শিবজীর সহিত নূতন যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, তোমার এরূপ বল সম্পত্তি কি আছে তদ্দ্বারা স্বয়ং স্বাধীন ভাবে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ যাত্রা করিতে পার।

নলিনী। আমি স্ত্রীবেশ প্রচ্ছন্ন করিয়া যদি মোগল সেনা দলে প্রবিষ্ট হইতে প্রার্থনা করি, তবে সম্রাট অবশ্যই আমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন, সৈনিক পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা লাভ করিতে পারিব, এই বলিয়া বীর পুরুষের সাজ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাধবিকা তাহার সহায়তা করিতে লাগিল—কেশপাশ পৃষ্ঠ দেশে বিদোলিত করিয়া এরূপভাবে এক বর্ম্ম পরিধান করিল যে তাহাতে স্ত্রীজনোচিত দীর্ঘ কেশ লক্ষিত হইবার উপায় আর রহিল না, বর্ম্মের সম্মুখভাগ শ্লথ ও স্ফীত হওয়াতে কুচদ্বয় অদৃষ্ট হইল, স্ত্রীধারণীয় আভরণ সমূহের পরিবর্ত্তে বীর পুরুষোচিত ভূষণ গ্রহণ করিল, শিরে সেনা শিরস্ক শোভিত হইল, বীর পরিচ্ছদ বামা পরিচ্ছদের স্থল অধিকার করিল, কক্ষে রত্নকোষাবৃত অসি, পৃষ্ঠে মণিচন্দ্রক ঢাল, কটিদেশে প্রচ্ছন্ন ছুরিকা, বাম হস্তে এক বর্শা ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং বার বার নিজ বক্ষের দিকে অবলোকন করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, মাধবিকে! দেখ, আমার কেশগুলি গুপ্ত হইয়াছে কি না? মাধবিকা বলিল—কেশগুলি সুন্দররূপে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, চণ্ড স্বরে স্ত্রী পরিচয়কারী মদনের দুন্দুভি যুগল, এক বার লুকায়িত হইয়াছে, এখন বোধ হয় কুসুমিকাও তোমায় চিনিতে পারিবে না, জানিতে না পারিলে, অনায়াসে আমাকে প্রতারণা করিতে পারিবে। নলিনী বৃহদাকার দর্পণ সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া বারংবার স্বকীয় অবয়ব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, নিজাকৃতি নিজের নিকট অপরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, মাধবিকা মনে মনে বলিতে লাগিল, কিরূপ অপূর্ব্ব রূপ শোভা পাইয়াছে, এরূপ মনোজ্ঞ তরুণ যুবা কখনই নয়ন গোচর হয় নাই, ইহার প্রর্থনা অগ্রাহ্য করিতে সম্রাট কখনই সমর্থ হইবেন না; অথবা স্নেহবশতঃ যুদ্ধ গমনে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে পারিবেন না। প্রকাশে বলিল—সখি! পুরুষ বেশ উত্তম সাজি-

য়াছে, কিন্তু তোমার কোমল হস্তে ভল্ল শোভা পায় না, চন্দ্রহারের পূর্ব্বে পরিচিত স্থলে ছুরিকা শোভা পায় না, বেণীভারবাহী পৃষ্ঠদেশে ঢাল শোভিত হয় না, যে শিরে মালা বেষ্টিত কবরী শোভা পাইত, তাহাতে শিরস্ক উপযুক্ত ভূষণ বলিয়া বোধ হয় না, তুমি বীর-বেশ ধারণ করিয়াছ, কিন্তু শরীর নবনীত সদৃশ কোমল অনুমিত হয়।

হেমনলিনী বলিল চিরসংস্কার বশতঃ তোমার এরূপ বোধ হই-তেছে, অপরিচিত লোকেরা আমায় কোমল কি দুর্ব্বল মনে করি-বেনা। তুমি সদা আমায় যেরূপ ভাবে দেখিয়া আসিতেছ, অদ্য তাহার অন্যথা অবশ্যই দেখিয়া অন্যরূপ অনুভব করিবে।

মাধবিকা বলিল, আমার বিবেচনা হয়, সম্রাট তোমায় যুদ্ধ যাত্রার পরিবর্ত্তে নিজ শুশ্রূষার নিমিত্ত দিল্লীতে রাখিবেন।

নলিনী বলিল, একবার সম্রাটের নিকট পরিচিত হইলে পরে যুদ্ধ গমনের আদেশ গ্রহণ করা অতি সহজ হইবে। এই বলিয়া এক সুস-জ্জিত অশ্বে আরোহণ করিতে উদ্যত হইল।

মাধবিকা। তোমার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইলে সম্রাটের প্রধূ-মিত অগ্নি আবার প্রবলরূপে প্রজ্জলিত হইবে, সাবধানে চলিবে, কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া পরিচয় দিবে না।

নলিনী। আমার বড় সাহস ও ভরসা হইতেছে যে প্রাণনাথকে উদ্ধার করিতে পারিব।

মাধবিকা। তুমি দিল্লী যাও, আমি তপস্বিনীবেশে পুণা যাইতেছি, গুপ্তচর দ্বারা নানা প্রকার মন্ত্রণা রহস্য ও গুপ্তপথ বলাবল প্রভৃতি বিষয় তোমাকে জানাইলে যুদ্ধে যাত্রা করিবে। এই বলিয়া মাধবিকা ক্ষণকাল মধ্যে অপূর্ব্ব এক যোগিনীবেশ ধারণ করিল,—পৃষ্ঠে বেণীভার লম্বিত হইল, গলে রুদ্রাক্ষ মালা, করযুগলে স্ফটিক মালিকা, সর্ব্বাঙ্গে

ভস্ম বিলেপন শোভিত হইল, পরিধানে রক্তবস্ত্র, করে কচ্ছপী বীণা, কক্ষদেশে ভিক্ষার ঝুলি, বিরাজিত হইল।

ক্ষণবিলম্বে নলিনী অশ্বপৃষ্ঠ আরূঢ় হইয়া দিল্লী যাত্রা করিল, মাধবিকা যোগিনীর বেশে পদব্রজে পুণানগরাভিমুখে গমন করিল।

কতিপয় দিবস পর ছদ্মবেশী বীরপুরুষ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের দর্শন কামনা করিলে অল্প সময় মধ্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিল।

অন্য কেহ কখনই এত সহজে এত শীঘ্র সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিত না, রূপের প্রভাবে ইহাকে কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না। সংসারে রূপের তুল্য বলবান্ আর কেহ নাই, সম্রাট ইহাকে প্রথম দেখিবামাত্র আগ্রহ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রার্থনা করিয়া এখানে আসিয়াছ? যদি কোন রূপ রাজ পুরুষের পদ পাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে এখানে থাকিয়া কিছুদিন উত্তমরূপ পারস্য ভাষা শিক্ষা কর, উপযুক্ততা হইলে কর্ম্মের নিমিত্ত ভাবনা করিও না, বিশেষতঃ তুমি বালক এবিষয়ে সুচারুরূপ কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে পারিবে না।

ছদ্মবেশী বলিল, রাজেন্দ্র! আমি কোন রাজপুরুষের পদ অভিলাষী নই। পারস্য ভাষাতে একরূপ অধিকার লাভ করিয়াছি।

সম্রাট বলিলেন, তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ?

ছদ্মবেশী বলিল, কোন সৈনিক পুরুষের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে অভিলাষ করি।

সম্রাট বলিলেন, তোমার এরূপ অনুচিত অভিলাষ কেন? সাধ করিয়া মহাসমুদ্রে ঝম্প দিতে প্রস্তুত হইয়াছ? আমার অভিপ্রায় ও উপদেশানুসারে তুমি অন্য কর্ম্মের অভিলাষী হও, তোমাকে যুদ্ধে পাঠাইতে আমার ইচ্ছা হয় না।

ছদ্মবেশী বলিল আপনার আদেশ ও উপদেশ আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু যুদ্ধযাত্রা বিষয়ে আপনি সম্মত হইলে আমি আপনার নিকট চির-ঋণী থাকি।

সম্রাট মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—অন্যান্য লোকেরা যুদ্ধ ব্যাপারে সর্ব্বদা বিমুখ, ইহার ইচ্ছা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায়, জাতিতে বোধ হয় ক্ষত্রিয় হইবে, আহা কি লাবণ্য, এরূপ সুশ্রীক বালক কখনই নয়নগোচর হয় নাই, ইহাকে সর্ব্বদা নয়ন সমীপে রাখিতে ইচ্ছা হয়, এপর্য্যন্ত পরিচয় পাইতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়া যাউক। (প্রকাশে) অহে! তোমার নাম কি? কোথা হইতে আসিয়াছ? জাতিতে বোধ হয় ক্ষত্রিয়।

ছদ্মবেশী বলিল আমার নাম হেম কর, কাশী হইতে আসিয়াছি, জাতিতে ক্ষত্রিয়, আমার বংশে এমন কোন প্রধান লোক নাই যে তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া আপনার পরিচয় পথে উপস্থিত হইতে পারি।

পূর্ব্বচিন্তিত রূপ ও নামের সৌসাদৃশ্য আসিয়া যেন সম্রাটের হৃদয়ে সহসা আঘাত করিল, সম্রাট কিছুকাল নীরব হইয়া রহিলেন, হঠাৎ মনের ভাব পরিবর্ত্তনের কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, ক্ষণ-বিলম্বে বলিলেন, হেম! তুমি আমার নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইতে পার কিনা, আমি তোমাকে উন্নত অবস্থায় রাখিব, যদি অর্থ বাসনা থাকে, তবে আশার অধিক ফল প্রাপ্ত হইবে, উচ্চ পদাভি-লাষ জন্মিয়া থাকিলে তাহাও অতি সহজে সম্পাদিত হইবে, আর কোনরূপ অভিসন্ধি থাকিলে সম্পূর্ণ হয় কি না বলিতে পারি না, এ বয়সে যুদ্ধগমনের কেন যে ইচ্ছা জন্মিল—তাহার কারণ জগদীশ্বর জানেন, আর তুমি জান। হেমকর বলিল, রাজেন্দ্র! আপনার নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে পারিলে সৌভাগ্য জ্ঞান করি। ধন পদ

লালসা যে আমায় এতদূর আনিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু উন্মত্ততাই বলুন—আর বালকতাই—কিয়ৎকাল সৈনিক কার্য্য করিতে বড় অভিলাষ জন্মিয়াছে, আমি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, পরিক্ষা করিয়া সৈনিকদলে নিবেশিত করুন।

সম্রাট বলিলেন, নিয়ম আছে—যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে না পারিলে উচ্চতম সৈনিক পদে নিযুক্ত হওয়া যায় না, অতি সামান্য সেনানীর পদ গ্রহণ করিতে হয়। হেম বলিল, আমার গুণ ও ক্ষমতা থাকিলে ক্রমশঃ অবশ্যই উচ্চপদারূঢ় হইতে পারিব, এখন যে কোন রূপ সেনানীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহাতেই সম্মত আছি।

সম্রাট বলিলেন, তুমি যে রাজ কর্ম্মচারীর উচ্চতম পদ ত্যাগ করিয়া সামান্য জঘন্য সৈন্যের পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা কি শুদ্ধ তোমার বালক চপলতা, না বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে? ইহার রহস্য জানিতে বাঞ্ছা করি। হেম বলিল, ইহার রহস্য অতি সহজ,—অন্যান্য কর্ম্মচারীরা কখনই রাজত্বলাভ করিবার আশা করিতে পারে না, কোন সামান্য সেনানী যুদ্ধে নিপুণ ও সেনাসমূহের প্রিয় হইতে পারিলে অনায়াসে কালে রাজ্যলাভ করিতে পারে। শুনিয়া সম্রাট হাস্য করিলেন, বলিলেন "তোমার কি রাজা হইবার অভিলাষ জন্মিয়াছে? তোমায় এক সৈনিক পদে নিযুক্ত করিয়া দিতেছি।"

সম্রাটের আদেশে হেমকর কোন সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হইল। বিদ্রোহী দমনই উহার প্রথম কর্ত্তব্য উপস্থিত হইল। অল্পদিন মধ্যে বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া বুদ্ধি কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্রাটের বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহ উৎপাদন করিল, সম্রাট মনে মনে স্থির করিলেন ইনি হুসেন খাঁর সহকারী হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইলে হানি নাই।

এদিকে মাধবিকা যোগিনীবেশে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া পুণা

নগরে উপস্থিত হইল, এক দিবস রাজসভায় যাইয়া বীণা যন্ত্র সহকারে সঙ্গীত করিতে লাগিল।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

"তুমি কাঁদিছ কি লাগি? হায় কার অনুরাগী?
দুনয়নে শতধারে, অশ্রু বহে অনিবারে,
প্রেমে কিম্বা সংসারে হইলে বিরাগী?
যোগে কিবা ভোগে আশা, কিম্বা প্রেমে ভালবাসা?
কিসে হইয়ে নিরাশা, হলে গৃহত্যাগী।
প্রেম কি প্রেমিক চাও, কিম্বা ভক্তিতরে ধাও?
কিম্বা সদা দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছ স্নেহ মাগি?

সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলে মোহিতপ্রায় হইল, সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ গাহকগণ রাগ তাল লয়ের প্রশংসা করিতে লাগিল, ভাবুক লোকেরা ভাবার্থের দিকে মনোযোগ করিল, শুষ্ক হৃদয় রাজমন্ত্রিগণ, কোথা হইতে যোগিনী আসিয়াছে? কি উদ্দেশ্যই আসিয়াছে? কোন দুরভিসন্ধি আছে কি না?—এই সমুদয় চিন্তাতেই নিমগ্ন হইল, গানের স্বাদগ্রহ করিতে অবকাশ হইল না।

অনেকেই এই গানের প্রতি মনোযোগ করিবে না, কিন্তু আমার সদৃশ অবস্থাপন্ন লোকেরা কখনই এক বিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে না।

শিবজী পরম সমাদরে যোগিনীকে গ্রহণ করিলেন, যোগিনী কতিপয় দিবস পুণাতে থাকিয়া সঙ্গীতাদিদ্বারা মহারাজের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল, কিয়ৎকাল মধ্যে শিবজী উহাকে লইয়া সহ্য পর্ব্বতোপরি দুর্গে গমন করিলেন, সেই অবধি যোগিনী সেই দুর্গেই নিয়ত বসতি করিতে লাগিল।

রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া অরিজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিল, যোগিনীকে প্রথম দেখিতে পাইয়া কুমার কিয়ৎক্ষণ মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন, যোগিনি! বোধ হয় কোথাও যেন তোমায় দেখিয়াছি, তোমার বিস্তারিত পরিচয় অবগত হইতে ইচ্ছা হইতেছে, যোগিনী বলিল, আমার পরিচয় জানিয়া আপনকার কি লাভ হইবে? আমি অতি সামান্য লোক, সহস্র পরিচয় দিলে আপনি কিছু পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন না, যাঁহাদের প্রধান প্রসিদ্ধ বংশে জন্ম হয়, তাঁহাদের পরিচয়েই লোক পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে।

কুমার। তুমি কি কখন যোধপুরে গিয়াছিলে?

যোগিনী। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে একবার গিয়াছিলাম।

কুমার। তাহাতেই বোধ হয় তোমায় সেখানে দেখিয়াছি।

যোগিনী। আপনাকে আমি কখন দেখি নাই, নাম শুনিয়াছি।

কুমার। তোমার বসতি স্থান কোথায়?

যোগিনী। যেখানে যখন আশ্রয় প্রাপ্ত হই।

কুমার। তোমার জন্মস্থান কোথায়?

যোগিনী। অতি শৈশবকালে মাতৃ পিতৃ বিয়োগ ঘটিয়াছে, পরিব্রাজক কুল কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা নিশ্চয়রূপে কিছু বলিতে পারে নাই, আমি কিরূপে জন্মস্থানের বিষয় অবগত হইব?

কুমার অনিমেষনয়নে যোগিনীর মুখ পানে চাহিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন—যোগিনী কিছু মনে করে ইহা ভাবিয়া আবার লজ্জিত হইলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—ইহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণের এরূপ অবস্থা হইল কেন?

যোগিনী মনে মনে ভাবিল—কুমার আমায় চিনিতে পারেন নাই,

কিরূপেই বা চিনিবেন? বেশ পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছি, অতি প্রচ্ছন্নভাবে আলাপ করিতেছি, কুমারের অন্তঃকরণও নানা চিন্তায় আকুল, বিশেষতঃ আমার সহিত পূর্ব্বে কয়েক দিন মাত্র দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিবারও সম্ভাবনা নাই, প্রিয়সখীর বিষয় বোধ হয় বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, অনুসন্ধান করিতে হইল। প্রকাশে বলিল মহাশয়! শুনিয়াছি যোধপুরে রত্নপতি নামক শ্রেষ্ঠী আছেন, তাঁহার এক কন্যা আছে, সে রূপবতীর গুণগরিমা নানা দেশ পরিব্যাপ্ত, তাঁহাকে আপনি বোধ হয় জানেন।

শুনিয়া কুমার বিস্মিতভাবে যোগিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, ক্ষণবিলম্বে গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—যোগিনি! তুমি সেই রত্নপতি শ্রেষ্ঠীর বিষয় কিরূপে জানিতে পারিয়াছ?

যোগিনী বলিল, মহাশয়! আমরা নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া থাকি, অনেক প্রকার লোকের সহিত আলাপ সম্ভাষণ ঘটে।

কুমার। তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিলে কেন? তাঁহার আলয়ের শুভাশুভ সংবাদ অবগত আছ ত বল, শুনিতে ইচ্ছা করি।

যোগিনী। শ্রেষ্ঠীর আর কোন বৃত্তান্ত জানি না। কেবল——

কুমার। কেবলমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলে যে?

যোগিনী। কেবল তাঁহার কন্যার বিষয় কিছু জানি।

কুমার। কন্যার বিষয় কি জান, বল।

যোগিনী। আপনি অপর এক জন বীরপুরুষ, আপনার নিকট কোন কুলবতীর সংবাদ দিতে লজ্জা বোধ করি।

কুমার। আমার স্বদেশীয়া ভদ্রকন্যা বলিয়া তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিলাম। তোমার সহিত উহার পরিচয় আছে, জানিয়া এরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছি, তা না হইলে আমি অন্য কুলবতীর অনুসন্ধান

কেন করিব? কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগিনি! শ্রেষ্ঠী কন্যার বিষয় বলিতে উদ্যত হইয়াও বলিলেন না।

যোগিনী। আমি যোধপুরে যাইয়া শুনিয়াছিলাম, সেই শ্রেষ্ঠী কুমারীর প্রতি কোন রাজকুমারের অনুরাগ জন্মিয়াছে, সেই বিষয় লইয়া সকলেই আন্দোলন করিতেছে।

কুমার। সেই রাজকুমারকে তুমি জানিতে পারিয়াছ?

যোগিনী। কিরূপে জানিব? আমার নিঃস্বম্বন্ধীয় বিষয় বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, ইচ্ছা করিলে জানিয়া লইতে পারিতাম, শ্রেষ্ঠীর আলয়ে এক উৎসব দিনে মাত্র উপনীত ছিলাম।

কুমার। কি উৎসব?

যোগিনি। সেই কন্যার বিবাহ।

কুমার। যোগিনি! সেই কন্যার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে?

যোগিনী। বর উপস্থিত দেখিয়াছি, বিবাহ তারিখের পূর্ব্ব দিন যোধপুর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিলাম, বিবাহ না হওয়ার একটী সূচনা মাত্র দেখিয়াছিলাম।

কুমার। কি সূচনা?

যোগিনী। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস দিল্লীর সম্রাট শ্রেষ্ঠীর নিকট অশ্বারোহী সৈনিক প্রেরণ করিয়াছিল।

কুমার। কেন? কেন?

যোগিনী। শুনিতে পাইলাম, সম্রাটের ইচ্ছা যে সেই কন্যাকে গ্রহণ করে।

কুমার কিছুকাল নীরবে থাকিয়া দ্রুত দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বাষ্প বিকৃত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, রত্নপতি কি সম্রাটকে কন্যা সমর্পণ করিয়াছে?

যোগিনী। তাহা আমি কিরূপে অবগত হইব? এই মাত্র জানি

যে কৃষ্ণা সে দিবস এরূপ জীর্ণা শীর্ণা হইয়াছিল, যে চিকিৎসকগণ অনেকেই জীবন সংশয় অনুমান করিয়াছে।

কুমার। কেন জীবন সংশয়, তা কিছু বলিতে পার?

যোগিনী। কেহ কেহ অনুমান করে——অনুরাগই একমাত্র কারণ।

কুমার শুনিয়া চিন্তাসাগরে ভাসিতে লাগিলেন, অনুরাগের অনুমান শুনিয়া এত দুঃখের উপরেও কিঞ্চিৎ সুখানুভব হইতে লাগিল, প্রেমের কি আশ্চর্য্য লীলা, প্রাণাধিকা প্রিয়ার এত গুলি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা শুনিয়াও একটী অনুরাগের কথা দ্বারা হৃদয় কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইল, প্রেমিকগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে অনুরাগ, বাঞ্ছিত পাত্রে সমাদৃত না হইলে মৃত্যু অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে, কুমারের হৃদয়সাগরে অশেষ চিন্তার তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল।

এতক্ষণ এত কথা শুনিয়াও কুমার যোগিনীকে কোনরূপেই চিনিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ বড় লোকের চক্ষু, পরিচয় বিষয়ে সর্ব্বদাই দৃষ্টি হীন।

এই সময়ে এক জন মহারাষ্ট্রীয় সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ আসিয়া বলিল, কুমার! এই যোগিনীর সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছে? ইহার সঙ্গীতে সুরাসুর মোহিত হয়। ওগো যোগিনি! একটী গান কর। শুনিয়া যোগিনী কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল। আবার রাজপুরুষ বলিল, বিরহ ঘটিত একটী গান কর। কুমার বলিলেন, রাজপুরুষ বলিতেছেন, একটী গান কর। যোগিনী গান আরম্ভ করিল——

বেহাগ——কাওয়ালি।

শুন শুন মধুকর, বিরহে জর জর,
অন্তর কাতর মলিনা নলিনী। [ধুয়া]

কুমার গীতের অংশ মাত্র শুনিয়া একবারে চকিত ও মোহিত প্রায়

হইলেন। বলিলেন, যোগিনি! তোমার এই গীতে আমার হৃদয় অভিভূত হইল, তার পর অপরাংশ শুনাও,—

যোগিনী। মজিয়া নূতন ফুলে, গেলে কি সকলি ভুলে?
ভাসিছে অকূলে সেই কুলহারা দুখিনী।

অপর পদ শুনিয়া কুমার আরও ব্যাকুল হইলেন। বলিলেন বোধ হয় ইহার আরও পদ অছে——

যোগিনী। নাহিক প্রভাত আর, সদা ঘোর নিশাকার,
হেরি ও মলিন মুখ নাহি সরে কাহিনী।

এ পর্য্যন্ত শুনিয়া কুমার আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আর এক জন বিরহীরও অশ্রু বিগলিত হইল, অপ্রেমিক লোকেরা কিছুই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিল না, কয়েকটী বালক শ্রোতা উপস্থিত ছিল, তাহারা যোগিনীর মুখ ও ভাব ভঙ্গি দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিল। কুমার বলিলেন, তার পর হউক।

যোগিনী। অরসিক ভেকগণ, যাচি যাচি প্রেমধন,
জ্বালাতন করে দিবা যামিনী।—
যাঁর প্রতি অনুরাগ, তাঁহারে করিয়া ত্যাগ,
যদি অন্য দিকে চায় ধিক্ সেই কামিনী॥

যোগিনী গান সমাপ্ত করিয়া বিশ্রাম করিল। কুমার অতি কষ্টে ভাব গোপন করিলেন; যোগিনী কুমারের ভাব অল্পমাত্র অবগত হইল তাহাতে সন্দেহ দূর হইল না। অল্প দিন মধ্যে নিজ কার্য্য সাধনে তৎপর হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"নাম্রতং জায়তে বিষাৎ"

রত্নপতি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া এক দিবস মনে মনে চিন্তা করিতেছেন—এখন সম্রাটের নিকট কি বলিয়া উপস্থিত হই,অদ্যাই সাক্ষাৎ করিবার দিন আদিষ্ট হইয়াছে, আমি বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোক, কখনই রাজবর্গের সহিত আলাপ কথোপকথন করি নাই, আমার হৃৎকম্প হইতেছে, দামোদরকে সঙ্গে নিলে বোধ হয় অনেক উপকার হইতে পারে, আবার ভয় হয় পাছে রহস্য ভেদ করিয়া দেয়, যাহাহউক অনুনয় বিনয় দ্বারা উহাকে বশীভূত করিয়া সঙ্গে না নিলে চলিবে না। প্রকাশ্যে বলিলেন "দামোদর ! চল, সম্রাট সমীপে গমন করি। তুমি আমার হইয়া সম্রাটের সঙ্গে কথোপকথন করিবে, তোমাকে যথাসাধ্য পুরস্কার করিব অঙ্গীকার করিতেছি।

রত্নপতি ও দামোদর পদ্মাকে লইয়া সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইল, সম্রাট হেমনলিনীর প্রতিরূপ লইয়া এক নির্জ্জন ভবনে উপবিষ্ট আছেন, রত্নপতি ও দামোদর দ্বারবানের সহিত সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, পদ্মা অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান রহিল, সম্রাট আদেশ করিবামাত্র উভয়ে সম্মুখে আগত হইল,পদ্মা ধীরে ধীরে সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অতি সঙ্কুচিতভাবে আসীন হইল, অনেক অনুনয় বিনয় ও অনুরোধে অবলুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া পদ্মা স্থিরভাবে সম্রাটের দিকে

কটাক্ষপাত করিল, সম্রাট পূর্ব্ব প্রাপ্ত প্রতিরূপের সহিত ঐক্য করিয়া দেখেন, সম্পূর্ণ প্রতারণা, ক্ষণকাল পর শ্রেষ্ঠীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন "শ্রেষ্ঠী! তুমি সত্য বল, মিথ্যা বলিলে প্রাণদণ্ড হইবে, এই কামিনী কি তোমার কন্যা? শ্রেষ্ঠী বলিল, রাজেন্দ্র! এই আমার এক মাত্র নন্দিনী, আপনিই ইহার যোগ্য পাত্র। সম্রাট দামোদরের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া শপথ পূর্ব্বক বল, কামিনী কাহার নন্দিনী? মিথ্যা বলিলে ক্ষমা করিব না।"

দামোদর বলিল, এ সুন্দরী কাহার নন্দিনী তাহা আমি জানি না। সম্রাট বলিলেন, কামিনীর সহিত শ্রেষ্ঠীর কি সম্পর্ক?

দামোদর বলিল বিশেষ কিরূপ সম্পর্ক তাহা আমি অবগত নই, এপর্য্যন্ত জানি যে শ্রেষ্ঠী উহাকে ভরণ পোষণ করেন। সম্রাট বলি-লেন ইহার নাম কি হেমনলিনী? দামোদর বলিল, না। সম্রাট বলিলেন, হেমনলিনী কোথায়? দামোদর বলিল আমি অবগত নই। সম্রাট পদ্মার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ওগো! সত্য বল, মিথ্যা বলিলে পরকাল নষ্ট হইবে, ইহকালে শাস্তির পরিসীমা থাকিবে না, কোন ভয় নাই, সত্য বলিলে পুরস্কার পাইবে। পদ্মা সম্রাটের কথায় আর গোপন করিতে সাহসিনী হইল না, মনে মনে ভাবিতে লাগিল সম্রাট নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছেন, এখন গোপন করা বৃথা। সত্য প্রকাশ করিবার এই উত্তম সুযোগ। প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল, রাজেন্দ্র! আমি অবলা, ভাল মন্দ কিছুই জানিনা, শ্রেষ্ঠী যাহা বলিয়াছে তাহা করিয়াছি, আমার বিশেষ অপরাধ নাই। সম্রাট বলিলেন, তুমি শ্রেষ্ঠীর কে হও? তোমার সহিত ইহার কি সম্পর্ক। পদ্মা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া সম্রাটের মুখপানে একবার দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মুখ ফিরাইল।

সম্রাট। কিছু যে বলিতেছ না কেন?

পদ্মা। কি বলিব।

দামোদর। (স্বগত) শ্রেষ্ঠী মহাশয় এবার দায় ঠেকিয়াছেন, দেখি কি হয়।

পদ্মা। (স্বগত) এ হতভাগার শাস্তি হইলে আমার ক্ষতি কি? এবং ইহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলে জীবন রক্ষা পায়।

সম্রাট। ওগো! নিরুত্তর থাকিবার সময় নয়, শীঘ্র বল।

পদ্মা। শ্রেষ্ঠী আমায় তাহার কন্যা বলিয়া স্বীকার করিতে বলিয়া দিয়াছে।

সম্রাট। তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার সহিত কি সম্বন্ধ?

পদ্মা। আমি শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের পান সাজিবার দাসী।

শুনিয়া দামোদর এইরূপ ভাব ভঙ্গি সহকারে হাস্য করিল যে তাহাতে সম্রাটের অনুমান উজ্জ্বল হইল, নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিলেন যে এ যুবতী শ্রেষ্ঠীর উপপত্নী, শ্রেষ্ঠীর দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করাতে শ্রেষ্ঠী ভয়ে বিমোহিতপ্রায় হইল।

সম্রাট বলিলেন, শ্রেষ্ঠী! তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহাতে রাজ নিয়মানুসারে তোমার কিরূপ দণ্ড হইতে পারে, তাহা বোধ হয় অবগত নও। শ্রেষ্ঠী বলিল, আমার উপর আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আপনার মুখের কথাই রাজ নিয়ম ও শাস্ত্র, দয়া গুণে ক্ষমা করিবারও ক্ষমতা আছে; সম্রাট বলিলেন, তুমি ক্ষমার যোগ্য নও, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে। দামোদর বলিল, রাজেন্দ্র! আমি নিরপরাধী, হৃদয় কম্পিত হইতেছে, আশ্বাসিত হইতে বাঞ্ছা করি।

সম্রাট বলিলেন, অপরাধীর সহকারীরও অপরাধীর ন্যায় শাস্তি হয়। পদ্মা বলিল, প্রভু! আঁমায় ক্ষমা করুন, আমি অবলা, আমায়

যেরূপ বলিতে উত্তেজন করিয়াছে সেরূপ বলিয়াছি, আমার দোষ কি? আরঙ্গজীব এক জন সৈনিক পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, এই স্ত্রীকে অন্তঃপুরে পরিচারিকাদিগের ভবনে রাখিয়া আইস। অপর কতিপয় সেনাপুরুষদিগকে বলিলেন, এই দুই নরাধমকে কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত কর, কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে ইহাদের প্রাণ দণ্ড হইবে। সম্রাট ভবনান্তরে গমন করিলেন, সেনাগণ প্রবৃত্ত হইয়া আদেশ প্রতিপালন করিল। শ্রেষ্ঠী ও দামোদর জানিতে পারিল বেশ্যার প্রেমে কিরূপ বিষ উৎপাদিত হইয়া থাকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"গুণা পূজাস্থানং গুণিষু নচলিঙ্গং নচবয়ঃ।"

হেমকর চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করিল, সৈন্যসমূহ সাগর সদৃশ কোলাহল করিয়া চলিল, প্রধান প্রধান সেনাধিনায়ক সকল হেমকরের সহকারী হইয়া চলিল, হেম-

করের কোমল আকৃতি, মৃদু প্রকৃতি, অতি তরুণ বয়স দেখিয়া অনেকে যোদ্ধ্ নায়কের অনুপযুক্ত বোধ করিতে লাগিল।

যুদ্ধের এক দিকে—সাহস বীর্য্য, সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্র শস্ত্র, অপর দিকে বুদ্ধি কৌশল। হেমকরের বুদ্ধি কৌশলে সকলে চমৎকৃত হইতেছে। হেমকর মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এ যাত্রা বিফল হইবে না, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। মাধবিকা যেরূপ সুবিধা করিয়া পত্র লিখিয়াছে, তাহাতে হতাশ হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। মহারাষ্ট্রীয়দিগের পর্ব্বতস্থ দুর্গ অত্যন্ত দুরারোহ ও দুজ্ঞে য়, এই নিমিত্তই আক্রমণ করিতে না পারিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাস্ত করা যাইবেনা, সেই পক্ষীয় কোন রহস্য ভেদী সৈন্য যদি গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে অজ্ঞাতসারে পর্ব্বত আরোহণ পূর্ব্বক আক্রমণ অতি সহজ, প্রিয়সখী পত্র সহ যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছে, কোন রূপেই অবিশ্বাসী বলিয়া বোধ হয় না, মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাণান্তেও স্বদেশের ছিদ্র প্রকাশক নহে। প্রেরিত ব্যক্তি মহারাষ্ট্রীয় লোক নহে, কিয়ৎকাল তৎরাজসমীপে থাকিয়া পার্ব্বতীয় পথ সমুদয় অবগত হইতে পারিয়াছে, ইহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দিল্লীর হিতকামনা করে, আলাপে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইল, আমার নিকট ইনি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহাতে কখন তাহার অন্যথা ঘটিবে এরূপ বোধ হয় না, আমাদের হিতসাধনার্থ সঙ্গে চলিয়াছেন, এরূপ চিন্তা করিতে করিতে সখী প্রেরিত পত্রখানির শেষাংশ আবার পাঠ করিতে লাগিল—"আগামী মাসের দশম দিবস রাত্রিতে আক্রমণ করিবে, আমার সুহৃদ দেবদাস বর্ম্মা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তোমার নিকট যাইতেছেন, তিনি সমুদয় দুর্গাদির পথ ভাল রূপ জানেন, ছদ্মবেশে দিল্লী যাইতেছেন, সাবধান! যেন কোন রূপ প্রকাশ না হয়, সেই নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে আমি এমন এক কৌশলজাল বিস্তার করিয়া শিবজীও তৎপক্ষীয় সেনা-

দিগকে ব্যাপৃত রাখিব, তাহারা প্রতিকূলতা করিবার সুযোগ পাইতে পারিবে না। আমার ভেরী শব্দ শুনিবামাত্র দ্রুত আক্রমণ করিবে।

কুমার ভাল আছেন।

তোমার প্রণয়ার্থিনী।

পত্রের শেষ পংক্তি পাঠ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, সেই অশ্রু আনন্দজনক, যাঁহার চক্ষে ওরূপ অশ্রু কখন উদিত হয় নাই, তাঁহার চক্ষু বিফল। পত্রের এক পার্শ্বে দুই পংক্তি লিখিত আছে, তাহাতে এই মাত্র দৃষ্টি পড়িল—"পুণাতে আমি কুমারের অপরিচিত ভাবে আছি, তুমি যাইয়া সহসা পরিচয় বা মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিও না।" আদেশ মাত্র সৈন্য সকল দ্রুতবেগে যাত্রা করিল, অল্প দিন মধ্যে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইল, অতি সাবধানে গুপ্তভাবে নৈশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল। অদ্য সেই সঙ্কেত নির্দ্দিষ্টা রাত্রি, কি ভয়ঙ্কর স্থল—চন্দ্র কি সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে না, কোন স্থল এরূপ বন্ধুর ও ক্রমোন্নত যে তাহাতে একান্ত অভ্যাস না থাকিলে কোনরূপেই আরোহণ করিবার সাহস হয় না, কোন কোন স্থল এরূপ গভীর যে অবতরণ কালে বোধ হয় যেন পাতাল তলে নিমগ্ন হওয়া যাইতেছে, প্রথম আরোহণ কালে অনেক হস্তী ও অশ্ব, সহসা গতি-স্খলিত হইয়া অতটপাতে বিচূর্ণ প্রায় হইয়া গেল, অনেক পদাতিক আরোহণে অক্ষম হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল, অত্যন্ত রণদক্ষ সাহসী সেনাগণ হেমকরের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল, আলো প্রজ্জ্বলিত করিলে পাছে বিপক্ষগণ অবগত হয়, এই আশঙ্কায় অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে ধীরে ধীরে প্রাণ সংশয় করিয়া চলিল, ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই ঘোর মেঘাবৃত রজ-নীতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎপ্রভা সহায়তা করিতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে পবন

চালিত তরু পত্রাবলীর শব্দে কিছু শুনা যায় না। কোন কোন স্থলে অজস্র ঝর ঝর জল বিন্দুজাল পতিত হইতেছে। দেবদাস অগ্রে অগ্রে চলিল, তৎপশ্চাৎ একজন পার্ব্বতীয় ভৃত্যের বাহু অবলম্বন করিয়া হেমকর অনুসরণ করিতে লাগিল, তাহার পশ্চাৎ লক্ষ্য করিয়া সেনা সকল নীরবে অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল, কোন কোন স্থলে ঘোরতর অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী পথে গমন করিতে করিতে সৈন্যগণ অনেক হিংস্র জন্তুর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে লাগিল। অনেক সিংহ ব্যাঘ্র ও ভল্লুক বীরগণের ভল্ল ও অসিঘাতে হতাহত হইল। দেবদাস দ্বারা সমুদয় পথের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মোগল সেনাগণ, অতি কায়ক্লেশে সহ্য পর্ব্বতে উত্থিত হইল, যে মহাদুর্গে সেই নিশিতে শিবজী অবস্থিতি করিতেছিলেন, যে স্থান মহারাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভিত্তি স্বরূপ, যেখানে কুমার অরিজিত সিংহ অবরুদ্ধ আছেন, সেই দুর্গের চতুঃপার্শ্বে অতি প্রচ্ছন্নভাবে সৈন্য সকল সুসজ্জিত থাকিয়া সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে মাধবিকা যোগিনী বেশে সেই নিশিতে সজ্জিত এক কক্ষ মধ্যে বীণাবাদনপূর্ব্বক সঙ্গীত করিয়া শিবজীকে শুনাইতেছে, দুর্গস্থ প্রধান প্রধান সেনাগণ মহারাজের সহিত নিশ্চিন্তভাবে সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে, কুমার অরিজিত সিংহ প্রৌঢ়া তপস্বিনীর সহিত সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন। অধিকাংশ যোদ্ধৃগণ নিদ্রিত, মাধবিকার সঙ্গীতে যোদ্ধৃগণ একেবারে বিমোহিত প্রায় হইয়াছে। মাধবিকা বলিল—"মহারাজ! অনেক ক্ষণ বীণাবাদন সহকারে সঙ্গীত করা হইল এখন এক অপূর্ব্ব ভেরী শুনাইতেছি, এই বলিয়া সম্মুখস্থিত এক বৃহদাকার ভেরী উত্তোলন করিয়া বাজাইতে লাগিল।

উঃ! এ যে ঘোরতর কোলাহল, চক্ষের নিমেষমাত্রে মোগল

সেনা গড়ের নানাপ্রকোষ্ঠে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, কতকগুলি সহসা আসিয়া সেই সঙ্গীত গৃহ আক্রমণ করিল।

মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক হতাহত হইল, শিবজী যুদ্ধে সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইতে লাগিলেন—সৈন্য সকল সে দিবস এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে, এরূপ অসাবধান ভাবে, এরূপ অপ্রস্তুত ভাবে অবস্থিত আছে যে, কোন ব্যক্তি এককালে প্রয়োজনীয় অস্ত্রগুলি সংগ্রহ করিতে সুযোগ পাইল না; সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল, অগত্যা শিবজীকেও পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হইল, এক গুপ্ত পথে প্রবেশ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রাণভয়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের এক আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সমুদয় মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণ হত, আহত, অপসৃত হইল। মোগলেরা দুর্গ অধিকার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল, হেমকরের আদেশে দুর্গ লুণ্ঠন অত্যাচারে নিবৃত্ত হইয়া সেনাগণ বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এ দিকে দেবদাস, কুমারের নিকট যাইয়া নিবেদন করিল——— "মোগল সেনাগণ আসিয়া দুর্গ অধিকার করিল, আপনার উদ্ধার সাধনই সম্রাটের উদ্দেশ্য। আজ আপনার সমুদয় ক্লেশের অবসান হইবে। কুমার বলিলেন, "আমি ঘোর কোলাহল শুনিয়া সহসা কিছুই অনুমান করিতে পারি নাই, দুই চারি জন মোগল সৈন্য দেখিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, বড় সুকৌশলে দুর্গ অধিকার করা হইয়াছে, কৌশলকারীর প্রতি শত শত ধন্যবাদ। কুমার! এই আসিতেছি" এই বলিয়া দেবদাস প্রস্থিত হইল।

কুমার প্রথম কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইলেন, পর কর্ত্তৃক নিজ উদ্ধারের কথা স্মরণ করিয়া অপ্রসন্ন হইলেন।

মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—যিনি আমায় উদ্ধার করিবেন, তাঁহারই গৌরব ও মহিমা, আমি সেই বীরপুরুষের সমীপে কি বলিয়া

দণ্ডায়মান হইব? কি বলিয়া বা নির্লজ্জভাবে মুখ দেখাইব? আমার শরীরের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় নাই, অথচ পরাধীন হইয়া রুদ্ধ রহিয়াছি, এ লজ্জা এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী থাকিবে, আমি সূর্য্যবংশের কলঙ্ক, যুদ্ধে মৃত্যু হইলে ভাল ছিল, একেত যবনের অধীনতা তাতে আবার যবন কর্ত্তৃক পুনরুদ্ধার, আমার শৌর্য্য বীর্য্যে ধিক, আমার জীবনে ধিক এই রূপে চিন্তামগ্ন হইয়া কুমার সময় অতিবাহন করিতেছেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সন্তান বাহীন্যপি মানুষানাং
দুঃখানি সদ্বন্ধু বিয়োগজানি।
দৃষ্টে জনে প্রেয়াসি দুঃসহানি
স্রোতঃ সহস্রৈরিবসংপ্লবন্তে॥

ছদ্মবেশধারিণীর সহিত ছদ্মবেশধারীর সাক্ষাৎ হইল, সে সময়ের পরস্পর সাক্ষাৎ যে কতদূর মধুর ও আনন্দজনক, তাহা হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেরই বিদিত, হেমকর যোগিনীকে দেখিয়া আর হর্ষাবেগ সংবরণ করিতে পারিল না, অমনি অশ্রুপূর্ণনয়নে যাইয়া উহার কণ্ঠধারণ করিল, যোগিনী কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক রহিল, উভয়ের অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, নিকটবর্ত্তী কতিপয় সৈনিকপুরুষ, দেখিয়া। চমকিত ও বিস্মিত হইল, অনেকে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমাদের সেনানায়ক কি চপলপ্রকৃতি, সহস্র গুণ জন্মিলেও অল্প বয়স

সুলভ লঘুতা দূর হয় না ; যোগিনীর রূপে বা প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এত লোকের গোচরে কণ্ঠধারণ করিল, কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ জন্মিল না। এইটী নায়কোচিত কার্য্য হয় নাই,আবার ভাবিতে লাগিল,"ইহাদের ভাবভঙ্গিতে বোধ হয় যেন পুর্ব্বের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, কোন কলুষিত ভাব লক্ষিত হয় না। যাহাহউক, ইহাদিগকে নির্জ্জনতার অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য, এই ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত সেনাদিগকে ইঙ্গিত দ্বারা স্থানান্তরিত করিল।

মাধবিকা বলিল, সখি ! অনেক কালের আশা ফলবতী হইবার উপক্রম হইয়াছে, আমাদের কল্পনা যে এরূপ কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, তোমায় লোক পাঠাইয়া আমি যে কত চিন্তাকুল ছিলাম তাহা এখন আর কি বলিব ? মনে মনে কত সন্দেহ কত আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, একবার একবার ভাবনা হইয়াছে, দেবদাস সম্রাটের পরিচিত লোক, পত্র সহ ধরা পড়িলে, অনিষ্ট ঘটতে পারিত।

নলিনী বলিল অতি স্নেহেতেই আশঙ্কা হইয়া থাকে, কোনরূপ আশঙ্কার কারণ না থাকিলেও ভালবাসার স্থলে নিরর্থক আশঙ্কা জন্মিয়া থাকে। পত্রখানি সম্রাটের অনুকূল পক্ষীয়, সেই পত্রার্থ প্রকাশিত হইলে দেবদাস পুরস্কৃত হইত সন্দেহ নাই, দেবদাসের প্রতি সম্রাটের কোনরূপ আক্রোশ বা কোপ নাই।

মাধবিকা বলিল,এক লিপির নানারূপ ভাবার্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, আরঙ্গজীব যেরূপ কুটিল প্রকৃতি লোক, তাহাতে পত্রের সরল অর্থ ত্যাগ করিয়া কুটিলার্থ অনুসন্ধান করিত, যাহউক সে আশঙ্কার সময় অতীত হইয়াছে, তুমি নিজ প্রিয়জন উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের মহৎ উপকার সাধন করিলে।

নলিনী বলিল, তোমার বুদ্ধি কৌশলেই এতদূর নিরাপদে আসি-

য়াছি। সখি! আর বৃথা কথায় সময় হরণ করা উচিত নয়; চল, তোমাকে সেই বীরপুরুষের হস্তে অর্পণ করি।

মাধবিকার কথায় নলিনী কতক্ষণ নীরব থাকিয়া বাষ্পাকুল স্বরে বলিতে লাগিল, কুমারের কি সে সমুদয় বৃত্তান্ত মনে আছে? আমার সহিত অল্পদিনের পরিচয়, এখন হৃদয় নানাপ্রকার চিন্তাতে আকুল, বিশেষতঃ আমার বেশ পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তুমিও সহসা চিনিতে পার না, আমি কোনরূপেই এখন স্ত্রীবেশ ধারণ করিতে পারি না, হয় তো স্ত্রীবেশধারিণী হইলেও অনেক সন্দেহ আছে, সকল লোকের ভাব সকল সময়ে সমান থাকে না, পুরুষের প্রণয় প্রকৃতি, স্ত্রীলোকের ন্যায় অনন্য গত ও প্রগাঢ় নহে। একে পুরুষ, তাহাতে আবার বড় লোক, তাহাতে বিপন্ন, হৃদয়ের অনেক দূর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। সখি! যাইতে আমার চরণ অগ্রসর হয় না, আমায় ক্ষমা কর, আমি এখানে থাকি, তুমি তাঁহাকে যাইয়া মোচনের সুসংবাদ প্রদান কর। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়াছে, ছদ্মবেশেই নয়ন ও মন চরিতার্থ করিব, এই বলিয়া আর অশ্রুধারা সংবরণ করিতে পারিল না।

মাধবিকা বলিল এত অল্প সময় মধ্যে কি কুমার একবারে তোমায় বিস্মৃত হইয়াছেন? এই কি সম্ভব? তাঁহার হৃদয় হইতে কি তোমার মোহিনীমূর্ত্তি একবারে অপনীত হইয়াছে? আমার বোধ হয় কুমারের ভাব তোমার প্রতি পূর্ব্ববতই অবিচলিত আছে।

নলিনী বলিল, সখি! কুমার কখন কি আমার বিষয় তোমার নিকট উল্লেখ করিয়াছেন? সত্য বল, আমার বিষয় উল্লেখ করিলে কুমার কিরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন?

মাধবিকা বলিল, কুমার যেরূপ গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাহাতে মনোগতভাব কোনরূপে ব্যক্ত হইবার নহে। তোমার বিষয় স্পষ্টতঃ

প্রকাশ করিতেও সাহস নাই—পাছে আমায় চিনিতে পারেন, অথবা তোমার প্র য়ের প্রতি উপেক্ষা করেন, এই দুই আশঙ্কা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল।

নলিনী বলিল, সম্প্রতি প্রণয়িনী বলিয়া পরিচিত হওয়া অপেক্ষা উপকারী বলিয়া পরিচিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমার দ্বারা কুমারের সামান্য উপকার সাধিত হইয়াছে, উপকারীর প্রতি তাদৃশ লোক কথনই অস্নিগ্ধ ব্যবহার করিবেন না, যদি সময় ঘটে, যদি ভাগ্য অনুকূল হয়, তবে অবশ্যই এক দিন মনোরথ সিদ্ধ হইবেক।

মাধবিকা বলিল, তুমি অপরিচিত ভাবে থাকিলে আমিও পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি না, আমার যেরূপ বেশ পরিচ্ছদ তাহাতে সহসা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অথবা বড় লোকের চক্ষু তাদৃশ সূক্ষ্ম দৃষ্টিশালী নহে, তবে চল আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি? ছদ্মবেশেই যাওয়া যাউক, সুযোগ পাইলে প্রকাশিত হইব।

নলিনী বলিল, ছদ্মবেশে গেলেও মনের ভাবাবেগ সংবরণ করিয়া রাখিতে পারিব না। তুমি পরিচিত হইয়া আমার বিষয় উল্লেখ কর, আমি গোপনে থাকিয়া কুমারের মন পরীক্ষা করি, যদি জানিতে পাই—এ অভাগিনীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ পূর্ব্ববৎ আছে, তবে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সমুদয় মর্ম্মবেদনা নিবেদন করিব। যদি অনুরাগের কোন চিহ্ন লক্ষিত না হয়, তবে আর উপস্থিত হইয়া অপমানিত হইবার প্রয়োজন কি?

মাধবিকা বলিল, সখি! বল তোমাকে অন্তরালে রাখিয়া কুমারের নিকট উপস্থিত হইব, কিন্তু সহসা পরিচিত হইব না; অপরিচিত ভাবে তোমার প্রস্তাব উল্লেখ করিয়া মন পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিব। তুমি ভালরূপ শুনিতে পাও, এরূপ সন্নিহিত অন্তরালে থাকিয়া

কুমারের প্রণয় ও স্মৃতি পরীক্ষণ করিব। এই পরামর্শ স্থির করিয়া উভয়ে কুমারের ভবনাভিমুখে গমন করিল।

রাত্রি অল্প মাত্র অবশিষ্ট, কুমার একাকী গৃহে আসীন হইয়া নানারূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন; সম্মুখ ভাগে এক প্রদীপ মন্দ দীপ্তি পাইতেছে, যোগিনী কুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। নলিনী অতি সন্নিহিত অন্তরালে দণ্ডায়মান রহিল, কুমার যোগিনীকে দেখিয়া একবার মস্তক উন্নমন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, আবার ঘোরতর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র বোধ হয় মোগল সেনানায়ক আমার অভ্যর্থনা করিতে আসিবেক, আমি কি বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিব? কিরূপেই বা এই নির্লজ্জ মুখ দেখাইব? আমার মন যেন ঘোরতর লজ্জারূপ তমোজালে আবৃত হইতেছে।

মাধবিকা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কুমার অন্যান্য দিন যেরূপ আলাপ সম্ভাষ করিতেন, অদ্য তাহার অনেক বৈষ্যা দেখা যায়, বড় লোকের মন যে সদা পরিবর্ত্তনশীল, তাহা আমি জানি, একবার আলাপ করিয়া দেখা যাক্। নলিনী আত্মগত বলিতে লাগিল, আশা! তোমার সদৃশ মোহিনী সংসারে কিছুই নাই, তোমার সান্ত্বনায় পুত্র-শোকাতুরা, পতিবিহীনা, রাজ্যচ্যুত, হৃতমান ব্যক্তিরা জীবন ধারণ করে; তুমি যদি সময়ে প্রবোধ না দিতে, তাহা হইলে এ হতভাগিনী কি এই শরীরভার বহন করিত? তোমার আশ্বাস প্রভাবে এতদূর সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সম্প্রতি পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, কুমারের মুখ হইতে অমৃতময় কি বজ্রময় বাক্য নিঃসৃত হয় বলিতে পারি না।

প্রদীপ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিতেছে, কুমার বোধ করিতেছেন—যেন লজ্জায় মলিন হইতেছে, নলিনী বোধ করিতেছে—

প্রণয়বিরাগাশঙ্কায় ম্লান বেশ ধারণ করিতেছে, মাধবিকা বোধ করিতেছে—অগ্নি যেন এস্থলে থাকা অনুচিত বিবেচনা করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছেন। প্রাভাতিক সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, কুমারের নিকট অবমাননা ময়, নলিনীর নিটক আশঙ্কা ময়, মাধবিকার নিকট মিলন ময় স্নিগ্ধ অনুভূত হইতেছে। পার্ব্বতীয় পক্ষীগণ কলরব করিতেছে, কুমার শুনিতেছেন—প্রকৃতি যেন বিহঙ্গকলরবে রণজয়ীদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছে, নলিনী শুনিতেছে—যেন প্রকৃতি বিরহিণী অনুরাগ সহ রোদন করিতেছে। মাধবিকা শুনিতেছে—প্রকৃতি যেন প্রণয় মিলন সূচক মঙ্গল গান করিতেছে। মাধবিকা জিজ্ঞাসা করিল মহাত্মন্! বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ এখন এখানে আসিয়াছি, অভয় প্রাপ্ত হইলে আশ্বাসিত হই।

কুমার। ভয় কি? বোধ হয় সেনাগণের আস্ফালন দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছ, মহারাষ্ট্রীয়েরা পলায়ন করিয়াছে, দুর্গে আর কোন উৎপাত হইবে না।

মাধবিকা। এ উৎপাতের জন্য ভয় করি না, দুর্গে বসতি করিলে এই আশঙ্কা ঘটিবার সর্ব্বদা সম্ভাবনা, দুই একটী আনুষঙ্গিক কথোপকথনের পর প্রয়োজন জানাইতেছি, সে দিন যোধপুরের শ্রেষ্ঠী কন্যার বিষয় আপনি বিশেষরূপ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি কোন উদ্বিগ্ন উন্মনস্ক ছিলাম বলিয়া আপনার কথায় যথোচিত মনোযোগ করিতে পারিয়াছিলাম না।

কুমার। (আত্মগত) আমি এখানে যার পর নাই হাস্যাস্পদ ও অপমানিত হইয়াছি, লোকে আমায় নিতান্ত অপদার্থ মনে করিয়াছে, তাহার উপর আবার কোনরূপ মনের দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি প্রকাশ করা অনুচিত। সে দিবস বোধ হয় যোগিনী শ্রেষ্ঠী কন্যা বিষয়ক আলাপ সম্বন্ধে আমার অনেক ত্রুটি জানিতে পারিয়াছে,

অদ্য ভাব গোপন করিয়া চলিব, (প্রকাশ্যে)—যোধপুরের শ্রেষ্ঠী কন্যা কে?

মাধবিকা। রত্নপতি শ্রেষ্ঠীকে আপনি বোধ হয় জানেন, তাঁহার কন্যা।

কুমার। রত্নপতিকে আমি জানি, তাঁহার কন্যার বিষয় কিরূপে জানিব?

মাধবিকা। "আপনি সে দিন এবিষয় বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।"

কুমার। মনের কিরূপ এক কৌতূহল জন্মিয়াছিল, তাহাতেই বোধ হয় দুই একবার জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিব।

মাধবিকা। এখন বোধ হয় সে কৌতূহল নাই?

কুমার। অন্য বিষয় উত্থাপন কর, তাহা জানিবার ইচ্ছা নাই।

নলিনী। (আত্মগত) হায়! আমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে, আমার পাষাণ হৃদয় বলিয়া এই বজ্র সদৃশ বাক্য সহ্য করিল, অন্য কোন অবলা হইলে এই ক্ষণ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইত, অনর্গল অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

কুমার। (আত্মগত) যাহা জানিবার জন্য হৃদয় সর্ব্বদা ব্যাকুল, সময় বিশেষে তাহা জানিবার সুযোগ পাইয়াও জানিতে পারিতেছি না, লৌকিকতা ও সামাজিকতায় ধিক্।

মাধবিকা। আপনি সেই কুমারীকে কখন দেখেন নাই?

কুমার। আমার দেখিবার উপায় কি?

মাধবিকা। (স্বগত) কি বিস্মৃতি! বীর পুরুষগণ অগ্নিবৎ—অবলাগণ পতঙ্গবৎ।

• সখী বোধ হয় অধীর হইয়াছেন, এখন সখীকে সান্ত্বনা করা উচিত। কুমার! প্রণাম; এই বলিয়া নলিনীর সমীপে উপস্থিত হইল।

নলিনী বলিল। অদ্য একবারে আশা উন্মুলিত হইয়াছে, যাহউক আমি যে কুমারকে উদ্ধার করিয়াছি এই আত্মপ্রসাদ লইয়াই সুখিনী থাকিতে পারিব।

মাধবিকা বলিল। সখি! ব্যস্ত হইও না, কেন যে কুমার এরূপ বলিলেন বলিতে পারিনা; সময়ান্তরে আসিয়া আবার মন পরীক্ষা করিব, এখন ভবনে যাই, তুমিও যাইয়া সেনানায়কের কার্য্য সম্পাদন কর। এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিল।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

সমরশায়িনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ব্যতিষজতিপদার্থানন্তরঃ কোপি হেতু
র্নখলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকম্
দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতেচন্দ্রকান্তঃ ॥"

আহা কি পার্ব্বতীয় আশ্রম প্রদেশ, নানাবিধ অবিরল তরুমালায় পরিবেষ্টিত, ক্ষণে ক্ষণে নিবিড় জলদজালে আবৃত হইয়া শ্যামায়মান হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে আবার সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া উজ্জ্বল আলোকময় করিতেছে, নির্ঝর সমূহের কল কল শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না, বিকচ কুসুম সকল স্নিগ্ধ মন্দ পবনে কম্পিত হইয়া সুরভিরেণু বিকীরণ করিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে কিঞ্চিৎ উগ্র ভাবে তরু পর্ণাবলীর শর শর শব্দ শুনা যাইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে বিরল ভাবে জল কণিকা সকল ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে, দূর্ব্বা ক্ষেত্রের হরিতিমায় সেই স্থান অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, এখানে তাপসী দেবী বসতি করেন, কুমার অরিজিৎসিংহ অদ্য এই স্থানে তাপসী সমীপে বসিয়া চিন্তার তপস্যায় নিমগ্ন আছেন; তাপসী দেবী পাঠক-বর্গের অতি অল্প পরিচিত, তাপসী দেবীর পরিচয় জানিবার জন্য

পাঠকবর্গের ন্যায় কুমারেরও ঔৎসুক্য, পরিচয় গোপন করা আর উচিত নয়। তাপসী জিজ্ঞাসা করিল "কুমার! আপনি বোধ হয় শীঘ্রই এই স্থানকে বিরহিত করিবেন, আপনার এই স্থান ত্যাগ করা সকলেরই প্রার্থনীয় কিন্তু স্মরণ করিতে আমার মনে বেদনা উপস্থিত হয়, আমার সহিত পুনরায় যে দেখা সাক্ষাৎ হইবে এরূপ আশা করিতে পারি না। "মনে রাখিবেন"—এরূপ বলা শুদ্ধ লৌকিকতা মাত্র, স্বতঃ না জন্মিলে কেহই কাহার প্রতি ভালবাসায় দাবি করিতে পারেনা। মনে রাখার কারণ জন্মিলে স্বভাবতই মনে থাকে, বলিবার অপেক্ষা থাকেনা। আপনার হৃদয়ে দীর্ঘকাল স্থান পাইতে পারি, এরূপ কার্য্য কি করিয়াছি?" এই বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

কুমার বলিলেন—"দেবি! আপনি ঘোর বিপদকালে যেরূপ উপকার করিয়াছেন, এক জন্মে আপনার ঋণ শোধ করিতে সমর্থ হইবনা, আপনার প্রতি আমার অবিচলিত মাতৃভক্তি, আপনার ন্যায় স্নেহময়ী উপকারিণী যে হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত না হয়, সে হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, এই দুর্গে যদি আপনার সহিত সদালাপের সুযোগ না থাকিত তাহা হইলে যথার্থই কারাগার বলিয়া বোধ হইত, ইচ্ছা হয় আপনার ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলুধারী সেবক হইয়া বনবাসী হই।"

কুমারের বাক্যে স্ত্রীজনসুলভ অশ্রুধারা আসিয়া তাপসীর নয়নে উদিত হই ও বলিতে লাগিল—"কুমার! আপনার নিমিত্ত যোধপুরে ও দিল্লীতে সকলেই ব্যস্ত আছে, আর কাল বিলম্ব বিধেয় নহে, বোধ হয় অদ্যই মোগল সেনানায়ক আপনার অভ্যর্থনার নিমিত্ত উপস্থিত হইবে, আগামী দিবস নিষ্কারণ এ দুর্গে অবস্থিতির আর আবশ্যকতা দেখা যায় না, এই নিবেদন—যাওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে যেন একবার নির্জ্জনে দেখা হয় বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

কুমার বলিলেন—"দেবি! আপনার পরিচয় জানিবার নিমিত্ত

সর্ব্বদাই আমার কৌতূহল উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ ঘটেনা, যদি আপত্তি না থাকে তবে আপন পরিচয় দিয়া কৌতূহল নিবারন করুন।”

তাপসী বলিল—“বিশেষ পরিচিত না হইলেও আলাপ সম্ভাষ দ্বারা লোকের প্রতি একরূপ ভাব জন্মিয়া থাকে। আমার সহিত আপনার যতদূর আলাপ সম্ভাষণ ঘটিয়াছে তাহাতে অবশ্যই আপনার মনে মৎসম্বন্ধীয় একরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই সংস্কারই কৌতূহল নিবারণ পক্ষে যথেষ্ঠ।”

কুমার বলিলেন—“আপনার প্রতি যে আমার অকৃত্রিম ভক্তিভাব প্রথম দর্শনাবধি উৎপাদিত হইয়াছে তাহা বোধ করি আপনিও অনুভব করিতে পারেন, যাঁহার প্রতি ভক্তি বা প্রেম থাকে তাঁহার বিষয় বিশেষরূপ জানিবার নিমিত্ত কাহার না কৌতূহল জন্মে” ?

তাপসী বলিল—“কুমার! আপনার নিকট আমার পরিচয় বর্ণন করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু আমার দুঃখময় বৃত্তান্ত শুনিয়া আপনার কোমল হৃদয় দুঃখিত হইবে এই আশঙ্কায় বিস্তারিত পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয় না, এ হতভাগিনীর বিবরণ শুনিয়া আপনার দীর্ঘ নিশ্বাস পাত হইবে, তাহা আমার একান্ত সহনীয় নহে।”

কুমার বলিলেন—“আপনি যে আমার প্রতি সর্ব্বদা একান্ত স্নেহ ও দয়াবতী তাহা আমি বিশেষ অবগত আছি, কিন্তু আমি যে ক্লেশ ও মর্ম্মপীড়া নিয়ত সহ্য করিতে অক্ষম নই, তাহা আপনি একরূপ জানেন, আপনার সমবেদনা সূচক আমার দীর্ঘনিশ্বাস বা অশ্রুপাত পরম সৌভাগ্যের বিষয়।”

তাপসী নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইল—“কুমার! আমি

কাশ্মীর দেশীয় রাজপত্নী, ভাগ্যক্রমে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি।"

কুমার বলিলেন—"আকৃতি প্রকৃতি দ্বারা আপনাকে তাদৃশী উচ্চ বংশীয়া বলিয়াই বোধ হইয়াছে।"

তাপসী—"আমি কাশ্মীর দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ ধনী ক্ষত্রিয়ের কন্যা, ভূপতি হরেন্দ্র দেব আমার পাণি গ্রহণ করেন।"

কুমার—"বিস্তারিতরূপে বলুন, আপনার বিবাহ কিরূপ সংঘটিত হইল?"

তাপসী। "যৌবন সময়ে এক দিবস সখীর সহিত নগর প্রান্তে এক দেব বিগ্রহ দর্শনে গিয়া ছিলাম, উপাখ্যানের এই পর্য্যন্ত বিবৃত হইলেই সেই নিভৃত স্থানে একজন সৈনিক বেশধারী নব যুবা, ও অপর এক যুবতী যোগিনী উপস্থিত হইল, তাপসী নীরব হইল ইহারা পাঠকদিগের বিশেষ পরিচিত, উভয়ের দ্বারাই ছদ্মবেশ অবলম্বিত হইয়াছে, তাপসী ও কুমার সমাগত উভয়কে মধুর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা দ্বারা উপবেশন করাইলেন, হেমকর, যোগিনী, কুমার, ও তাপসী উপবিষ্ট হইল, ক্ষণকাল পরে যোগিনী বলিল—"কুমার! ইনি মোগল সেনানায়ক, সম্প্রতি আপনার উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, সহসা দেখিতে সামান্য বালক বলিয়া বোধ হয় কিন্তু সাহস ও কৌশল অসাধারণ, নাম হেমকর, আপনাকে দিল্লী লইয়া যাওয়াই ইহার অভিপ্রায়, আর বিলম্ব করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না, আমরা আপনার আবাস গৃহে যাইয়া জানিতে পারিলাম, আপনি এই আশ্রমে আছেন, আমি পথ প্রদর্শন করিয়া ইহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি।"

কুমার হেমকরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মহাশয়! আপনার বীরত্ব ও কৌশলের নিকট আমার ন্যায় দিল্লীশ্বরও

ঋণী হইলেন, আপনি কৃতকার্য্য সেনানায়ক, আপনার আদেশ সকলেরই প্রতিপালনীয়।”

হেমকর মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল—“কুমার! আপনার অসাধারণ বীরত্বের সুখ্যাতি ভুবন বিদিত, দৈব দুর্ঘটনাবশতঃ একবার বিপন্ন হইয়াছেন বলিয়া আপনার অসামান্য বীরত্ব যশের উপর কলঙ্ক আরোপিত হইতে পারেনা। আপনিই দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনানায়ক, আমি একজন সামান্য সৈনিক, মহোদয়! যদি আপত্তি না থাকে, তবে আপনাকে কোনরূপ উপহার প্রদান করিলে চরিতার্থ হই” কুমার হেমকরের বাক্যে কোনরূপ প্রত্যুত্তর করিবার সুযোগ পাইলেন না।

হেমকর কুমারকে মৌন দেখিয়া “কুমার! এই তরবারি উপহার স্বরূপ গ্রহণ করুন” এই বলিয়া তরবারি হস্তে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল, কুমার হস্ত প্রসারণ করিয়া তরবারি গ্রহণ করিলেন, উভয়ের দুর্ভাগ্যবশতঃ পরস্পর অঙ্গস্পর্শ হইল না, হেমকরের হৃদয় ভাবে উচ্ছলিত হইল, কষ্টে প্রেমভারাবেগ সংবরণ করিল, কুমার ঈষৎ হাস্য মুখে বলিতে লাগিলেন মহাশয়! আপনার উদারতা ও আত্মীয়তা গুণে পরম প্রীত হইলাম, আপনার একপ অনুগ্রহ আমার শিরোধার্য্য।”

হেমকর মনে মনে বলিতে লাগিল—“পতঙ্গ আর কতক্ষণ অস্থির আলোক সমীপে আসিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিবে, প্রণয়াবেগ সংবরণ করিতে আর সমর্থ হইতেছিনা, এখন কি বলিয়াইবা পরিচিত হই, জানিনা প্রার্থবিকা কিরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, আমার বিষয় কুমারের কিছুমাত্র স্মরণ নাই, সে দিন অন্তরালে থাকিয়া একরূপ জানিতে পারিয়াছি, হৃদয়! তোমায় এত প্রকার প্রবোধ দিতেছি কিছুতেই শান্ত হইতেছ না, তুমি নিতান্ত অসামাজিক. ইতর, যে তোমায় ভাল বাসে তাহার প্রতি অনুরক্ত হওয়া উচিত, উদাসীন ব্যক্তির প্রতি এরূপ ভাবাপন্ন কেন হইলে? আমি বীরপুরুষ সজ্জিত

হইয়াছি, তুমি বীরহৃদয়ের ন্যায় কঠোরতা অবলম্বন কর, এখন প্রেমভরে অশ্রুপাতের সময় নহে, জীবিতাবস্থায় পরিচিত হইবার প্রয়োজন নাই, মরণান্তে সকলের প্রকৃত পরিচয় পথে উদিত হইব। না—কিছুতেই ইচ্ছানুরূপ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছিনা। প্রাণ অধীর হইল।”

মাধবিকা—(স্বগত) “অনেক কালের পর অনেক যত্নে ও আয়াসে প্রণয়িযুগলের চারিচক্ষু একত্রিত হইল, কুমারের হৃদয় বিস্মৃত যবনিকায় আচ্ছন্ন থাকাতে কোনরূপ যাতনা অনুভব করিতে পারিতেছেনা, প্রিয়সখী যে এখন কিরূপ সঙ্কটের অবস্থাতে উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রিয়সখীর ন্যায় অবস্থাপন্ন লোক ভিন্ন অন্যের অনুভবনীয় নহে। দীর্ঘকালের পর নায়ক নায়িকা একত্রিত হইলে প্রথম নায়কেরই উপযাচক হইয়া প্রণয় সম্ভাষণ করা কর্ত্তব্য, নায়িকার প্রথম প্রণয় যাচিকা হওয়া প্রেমের মর্ম্ম নহে। কিরূপে কুমারের বিস্মৃত অপনয়ন করিব? ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাব গোপন করিতেছেন, কি প্রকৃতই বিস্মৃতি জন্মিয়াছে? তাহাতে সন্দেহ আছে, এত ষড়যন্ত্র করিয়া উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম, তুচ্ছ মিলন করাইতে পারিব না? বড় লজ্জার বিষয়, সমুদয় সাগর উত্তীর্ণ হইয়া কূলে নৌকা নিমগ্ন করিব? নলিনীর প্রণয় প্রসঙ্গ আলাপ করিতে করিতে বোধ হয় স্মরণ হইতে পারে, যদি ছলনা পূর্ব্বক ভাব গোপন করিয়া থাকেন তবে অধিক সময় স্থায়ী হইবেনা, দেখা যাক কি হয়। কুমার,—স্বগত “এই নব যুবাকে দেখিয়া আমার হৃদয় অদ্য এরূপ হইল কেন? প্রথম দৃষ্টিমাত্র বোধ হইল যেন কোন স্থানে ইহাকে দেখিয়াছি, একবার অতি পরিচিত বলিয়া যেন বোধ হইয়াছে, চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা, আহা! কি মধুরাকৃতি, ভাব ভঙ্গি কি কোমল, আলাপ সম্ভাষণ কি মৃদু মধুর, শরীরের লাবণ্য অনুপম, কথা কহিবার

সময় কখন কখন চির পরিচিতের ন্যায় প্রগল্‌ভভাব অবলম্বন করে, কখন আবার যেন লজ্জা আসিয়া বদন আবরণ করিতে থাকে, ইহার প্রতি সহসা মন আকৃষ্ট হইল কেন? উপকারীর প্রতি যেরূপ স্নেহ ও ভক্তি হওয়া উচিত, ইহার প্রতি ভালবাসা সেরূপ নহে, ইহার প্রতি মনের যে ভাব ও গতি জন্মিয়াছে, তাহা বড় অদ্ভুত। আমার নিজের প্রকৃতি নিজেই যথার্থরূপ অনুভব করিতে পারিতেছিনা, ইচ্ছা হয় যেন ইহার কণ্ঠধারণ করিয়া হৃদয় শীতল করি, ইহার দৃষ্টিতে যেন কত আত্মীয়তা কত বন্ধুতা কত কোমলতা প্রকাশ হইতেছে, ইহার রূপ পরিত্যাগ করিয়া আমার দৃষ্টি ক্ষণকালও অন্যাসক্ত হইতে পারিতেছে না, কি বিষম বিপদ আমার এই পাষাণ হৃদয় বজ্র সদৃশ কঠিন, এরূপ কোমল ভাব প্রবেশ করে কেন? নিজ মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি স্নেহ জন্মিল না, নিজ বন্ধুবান্ধবের প্রতি হৃদয়ের লক্ষ্য হইল না, এমন কি নিজ জীবনের প্রতি কিছুমাত্র প্রেম নাই, রাজ্য লোভ নাই, যশোলিপ্সা নাই, ধর্ম্ম সাধনাভিলাষ নাই, এ জীবন এক জড়পিণ্ড সদৃশ বোধ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু হঠাৎ এক অপরিচিত পথিক-জনের প্রতি বন্ধুতার নিমিত্ত ব্যগ্র হইল কি আশ্চর্য্য! বয়সে বালক আমা অপেক্ষা অনেক কনিষ্ঠ হইবে সন্দেহ নাই, অসমবয়স্কতা বন্ধু প্রেমের বিশেষ অন্তঃরায় স্বরূপ, তাহাতেও আমার সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রতিবন্ধকতা করিতেছে না। উপকারকের প্রতি উপকৃতব্যক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবশ্যই লজ্জিত থাকিবে, আমার লজ্জা না জন্মিয়া বরং প্রেমাগ্রহ জন্মিতেছে, এক ব্যক্তির নিকট বারবার উপকার পাওয়া বড় অপমানের বিষয়, আমি কাহারও নিকট উপকার প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা ও আশা করি নাই, কিন্তু ইহার নিকট উপকৃত হইবার নিমিত্ত আরও ইচ্ছা ও আশা হইতেছে —

আহা! আমি কি কখন এরূপ লাবণ্য দেখিয়াছি? না—কোথা

দেখিব! এই প্রথম এইরূপ রূপতরঙ্গে ভাসমান হইলাম, বোধ হয় যেন কখন দেখিয়াছি—এ রূপরস আস্বাদিত বলিয়া অনুভূত হয়না, যখন আমার হস্তে এই তরবারি প্রদান করে তখন সেই কোমল হস্ত স্পর্শ করিবার বড় সুযোগ ঘটিয়াছিল, বুদ্ধি দোষে সেই সুযোগ হারাইয়াছি। মনের প্রেমাবেগ প্রকাশ করা যদি নিন্দাজনক না হইত তাহা হইলে আমি এইক্ষণ ইহার কণ্ঠধারণ করিয়া বদনের ঘ্রাণ লই-তাম। আমার হৃদয়ে যে মোহিনী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তাহার সহিত যেন এই আকৃতির অনেকাংশে সাদৃশ্য বোধ হয়, সেই সাদৃশ্য হেতুই কি এরূপ ভাব জন্মিয়াছে? না—আর কোনরূপ গূঢ় কারণ আছে? তাহা স্থির করিতে পারিতেছিনা।"

তাপসী। (স্বগত) "বিংশতিবর্ষ বয়ক্রম কালে সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পতিগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি, সেই অবধি কখনই মনের এরূপ ভাব উপস্থিত হয় নাই, হঠাৎ অদ্য চিত্ত বিচলিত হইল কেন? অতি কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছি না, মনে কোনরূপ নূতন দুঃখোদয়ও দেখিতেছি না। নবাগত যুবাকে কখনই বোধহয় দেখি নাই, তথাপি চিরপরিচিত বলিয়া অনুভূত হয়। এরূপ স্নেহময় পবিত্র আকৃতি কখনই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই,—উজ্জ্বল কপোলযুগলে স্নেহ যেন প্রলিপ্ত রহিয়াছে, কখন কখন হাস্য বিকা-শিত দশনগুলি দেখিয়া আমার হৃদয় স্নেহরসে আর্দ্র হইতেছে। দুই একবার আমার প্রতি ভক্তিভাবে দৃষ্টি করিতেছে, ইচ্ছা হয় ইহাকে একবার ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করি। ইহার শরীরে বীরবেশ আমার নিকট দৃষ্টিকটু বোধ হয়, এক একবার ইচ্ছা করি,—যুবার শরীরস্পৃষ্ট হইয়া উপবেশন করি। একবার একবার ইচ্ছা হয় যুবাকে লইয়া নির্জ্জনে গমন করি। একবার একবার মনে হয় ইহার নিকট মনের চিরবেদনা প্রকাশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করি। একটী দুরাশা

আমায় বড় আকুল করিল। তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করিলে উন্মত্ত প্রলাপ প্রকাশ হইবে। আলাপ সম্ভাষণ দ্বারা জানা যাইতেছে, কুমারের সহিত ইহার পূর্ব্বে কখনও আলাপ পরিচয় ছিলনা, কিন্তু ক্ষণ পরিচয় মাত্রেই এ যেন কুমারের হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছে, আকার ইঙ্গিত দ্বারা মনের ভাব কোনরূপ অগোচর থাকে না। ইহার কি মন হরণ করিবার কোন বিশেষ শক্তি আছে? আমার হৃদয় পাষাণ সদৃশ, সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইবার নহে। স্নেহে দ্রব হয় না, মমতা-রসে সিক্ত হয় না, করুণরসে অভিভূত নহে, কিন্তু অদ্য স্নেহ, মমতা ও মায়া দ্বারা আক্রান্ত হইল, অপেক্ষাকৃত আর অধীর হইলে মনের আবেগ গোপন করিয়া রাখিতে পারিব না।”

হেমকর—(স্বগত) “ইনি কে? দুর্গস্থ আশ্রমে বাস করিতেছেন, বেশ ভূষা আকার ইঙ্গিত দ্বারা সামান্য তাপসী বলিয়া বোধ হয় না, পুনঃ পুনঃ ইহাঁর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হয়, বার বার মুখপানে অবলোকন করিতে গেলে কিছু মনে করিতে পারে, এই বিবেচনায় অভিলাষ রোধ করিয়া রাখিতেছি। আহা কি পবিত্র মূর্ত্তি! এরূপ স্নেহময়ী আকৃতি কখনও নয়নগোচর হয় নাই। বাসনা হয় ইহার ক্রোড়ে বসিয়া ‘মা’ বলিয়া সম্বোধন করি। ইহার নিকট ফল মূল যাচ্ঞা করিয়া খাইবার বড় সাধ জন্মিল। এই পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না, ইহাঁর চরণ সেবায় চির নিযুক্ত থাকিতে পারিলে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করি। ইনি কোমল হস্তদ্বারা আমার মস্তকস্পর্শ করিলে জীবন সফল হয়। এবং স্নেহ মিশ্রিত কোপে আমায় করাঘাত করিলে শরীর পবিত্র হয়, এরূপ সুমধুর স্নিগ্ধস্বর কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমার হৃদয় সম্প্রতি কি অদ্ভুত ভাবাপন্ন হইল? যখন কুমারের মুখপানে অবলোকন করি, তখন হৃদয়ে প্রেমানলশিখা উদ্দীপ্ত হয়, আবার যখন তাপসীদেবীর দিকে

দৃষ্টিপাত করি, তখন স্নেহ ও ভক্তিরস উচ্ছ্বাসিত হইয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে থাকে। এরূপ স্নেহ উদ্ভাবনের মূল কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রণয় বিকাশিতরূপে, স্নেহ অব্যক্ত অপরিস্ফুটরূপে, আমার মর্ম্মপীড়া দিতেছে। এ অবস্থায় মনোগত ভাব প্রকাশ করা অপেক্ষা গোপন করা ভাল।"

মাধবিকা—(স্বগত) "আমরা সকলেই নীরবে আছি, প্রিয়সখী বিদিতস্মরে, কুমার অপরিজ্ঞাতরূপে অনুরাগ ভোগ করিতেছেন, ইহাঁদিগের যাহাতে শীঘ্র পরিচয় হয়, চিন্তনীয়। এই তাপসীর পরিচয় জানিতে অনেক দিন ইচ্ছা জন্মিয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ ঘটে নাই, অদ্য পরিচয় লইতে হইবে।"

তাপসী—(স্বগত) "এই যোগিনীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত বড় অভিলাষ জন্মিয়াছে, সুশীলা হইলেও কিঞ্চিৎ চপল প্রকৃতি বলিয়া অনুমিত হয়, বোধ হয় প্রকৃত পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবে, যাহা হউক বিশেষরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাইবে।"

কুমার—(স্বগত) "নায়কযুবা বোধ হয় আমার দিল্লী যাওয়ার বিষয় উল্লেখ করিতে আসিয়াছে, বলিবার সুযোগ পাইতেছে না, দেখা যাক কি হয়।"

এসময়ে একজন সৈনিকপুরুষ আসিয়া বলিল, "প্রভু! বড় এক অদ্ভুত সংবাদ,—গোপনে বলিতে ইচ্ছা করি, নায়কযুবা অগত্যা গাত্রোত্থান করিল, অতিকষ্টে হৃদয় ও নয়ন সংবরণ করিয়া চলিল,—যোগিনীও ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎ গমন করিল, কিয়ৎক্ষণ পরে কুমার তাপসীর প্রস্তাব বিস্মৃত হইয়া নিজ আবাসগৃহে প্রবেশ করিলেন, এখন সেই গৃহ বস্তুতঃই কারা গৃহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

" ন জানে কেয়ং মে————গুণবতী।"

বয়স বিংশতি বর্ষের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে, এ রূপবতী কামিনী কে? একাকিনী এই নিবিড় উদ্যানে উপবিষ্ট হইয়া নীরবে রোদন করিতেছে, দেখিলে মূর্ত্তিমতী সাধুতা ও পবিত্রতা বলিয়া বোধ হয়, অনেকেরই এরূপ ভ্রম আছে যে, আকৃতি দ্বারা কিরূপে সাধুতা ও পবিত্রতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আকৃতিতেই চরিত্র বোধের প্রধান উপকরণ বলিয়া বোধ হইবে। সতী সাধ্বীর রূপ লাবণ্য লম্পটের নিকট জলদগ্নিশিখার সদৃশ অনুমিত হয়, স্পর্শ করিতে সহসা সাহস হয় না, রাবণের ন্যায় নিতান্ত হতচেতন না হইলে কেহই এই স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিতে সাহসী হয় না। সাধুলোকেরা সেই রূপরাশি পবিত্র অমৃতরাশির তুল্য বোধ করেন, অসতী, অসাধারণ রূপবতী হইলেও তাহার রূপ-লাবণ্য সাধুলোকেরা বিষবৎ বোধ করেন, কামিনীদিগের হাস্য ও কটাক্ষ ভঙ্গিমাতেই মনের প্রবৃত্তি অভিনয় করে, তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা অতি সহজ বুদ্ধির কর্ম্ম। এই কামিনীকে দেখিয়া মোগল সৈনি-কেরা সরস দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হয় নাই। অনেক দুরাচার দুর্নিবার প্রমত্ত যবনসেনা ইহার অঙ্গস্পর্শ করিতে অভিলাষী হয় নাই। কেবল

যে নায়কের শাসন ভয় তাহার কারণ এরূপ নহে, নিজ সতীত্ব আত্ম-রক্ষার দুর্গ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।"

হেমকর এই রূপবতীর তত্ত্ব পাইবামাত্র যোগিনীর সহিত সেই উদ্যানে উপস্থিত হইল এবং অতি কোমল ভাবে নিকটে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। কামিনী অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া বদন অবনত করিল, হেমকর মনে মনে বলিল, "হায়! আমার বেশ পরিচ্ছদ ইহার ভ্রম উৎপাদন করিয়াছে। কেবল ইহার কেন? মাধবিকা ভিন্ন সকলেই প্রতারিত হইয়াছে। হৃদয়নাথ হৃদয় পাইয়াছেন, কিন্তু এ যাত্রায় পরিচয় পাইতে পারেন নাই।"

'আমি কিঞ্চিৎ ব্যবহিত থাকিয়া মাধবিকাকে ইঁহার সহিত আলাপ করিতে অনুমতি করি এই বলিয়া যোগিনীকে এই ভাবে ইঙ্গিত করিবামাত্র যোগিনী সেই গুণবতীর অতি সমীপবর্ত্তিনী হইল। হেমকর কিয়ৎ ব্যবহিত অন্তরালে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল' অপর যুবা হইলে সহসা এরূপ অন্তরালে যাইত না। হেমকর যেরূপ কামিনীকুলের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ, এরূপ মর্ম্মজ্ঞ যুববেশধারী আর দ্বিতীয় নাই। অপরিচিত যুবা পুরুষের নিকট নব যুবতীগণ প্রথম কিরূপ লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়, তাহা নব যুবকেরা হেমকরের ন্যায় লোকের নিকট শিক্ষা পাইতে পারিলে আর সময়ে সময়ে অপরিচিত নবযুবতী সম্বন্ধে অন্ধ মুগ্ধ ও অজ্ঞবৎ ব্যবহার করিবে না।

যোগিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কি নিমিত্তে এই বিজন উদ্যানে আসিয়াছ? কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর? আকার ইঙ্গিত ও ভাবে তোমায় ব্যাকুল ও বিপন্ন বোধ হইতেছে। আত্মীয় বোধ করিয়া আমার মনের ভাব প্রকাশ করিলে হানি নাই—"

কামিনী বলিল,—"আমি পুণাধিপতির সঙ্গিনী, মহারাজের বিপদে আমার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, পুণাপতি মোগল শত্রুদিগের কৌশলে

ও ষড়যন্ত্রে পরাস্ত হইয়াছেন। বিনা যুদ্ধে শত্রুগণ দুর্গ অধিকার করিয়াছে, জীবন ও ধর্ম্ম রক্ষার অনুরোধে এই বিজন স্থান আশ্রয় করিয়াছি। জগদীশ্বরের কৃপায় সেনানায়কের নীতিসঙ্গত সুশাসনক্রমে কোন সৈনিক আমার অঙ্গস্পর্শ করে নাই, এমন কি কেহ আমার দিকে দূষিত দৃষ্টিপাত করে নাই। এই নিমিত্ত সেনানায়কের প্রতি ধন্যবাদ।

যোগিনী বলিল,—"আমি এই পর্ব্বতে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিতেছি। পুণারাজের অন্তঃপুরিকাদিগের অনেকের সহিত পরিচয় আছে, কিন্তু তোমায় যে কখন দেখিয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না।"

কামিনী বলিল,—"আমায় না দেখিবার অনেক কারণ আছে। আমি তোমায় অনেক দিন দেখিয়াছি এবং বীণাবাদন সহকারে সঙ্গীত করিতে শুনিয়াছি।"

যোগিনী।—'তোমার বেশ পরিচ্ছদে ও পরিচয়ের আভাসে পুণার কোন রাজমহিষী বলিয়া বোধ হয়। তোমার রূপলাবণ্য যে রাজ প্রার্থনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

কামিনী—"আমি রাজমহিষী নই।'

যোগিনী—"রাজমহিষীদিগের সহিত আমার পরিচয় আছে, শিবজীর সহিত তোমার কি সম্পর্ক?"

কামিনী—'তিনি অমার প্রতিপালক, আমি তাঁহার প্রতিপালিতা।

যোগিনী—"এই কথা দ্বারা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

কামিনী—"আমি অস্পষ্ট কিছু বলি নাই।

যোগিনী—"আমার সন্দেহ দূর হয় নাই।"

কামিনী—'কোন্ বিষয়ে?'

যোগিনী—"তোমার ও শিবজীর মধ্যবর্ত্তী স্নেহ কি প্রেম?"

কামিনী—'ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।'

যোগিনী—'শিবজী তোমায় স্নেহ করেন, কি প্রেম করেন?'

কামিনী। 'তা শিবজীই জানেন।'

যোগিনী। 'তুমি তাঁহাকে কিরূপ ভাবে ব্যবহার কর?'

তোমার প্রতি তাঁহার প্রেম কি স্নেহ?

কামিনী। 'এখন আমার রসিকতার সময় নয়। আমি বিপদে পতিত হইয়াছি, জীবন তত প্রার্থনীয় না হউক, ধর্ম্ম ও মান রক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

যোগিনী। "মোগল সেনানায়কের প্রতিনিধি হইয়া বলিতেছি। ধর্ম্ম ও মানের নিমিত্ত কোন ভাবনা নাই। স্নেহ প্রেম প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ভালবাসা ভাঙ্গিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা গড়ান সহজ নহে।"

কামিনী। 'সময়ানুসারে তোমার সহিত মনের মত হাস পরিহাস করিব, প্রাণ অধীর প্রায় আছে।"

যোগিনী। 'কোন চিন্তা নাই, তোমার ধর্ম্ম ও মানের প্রতি কোনরূপ কলঙ্কস্পর্শ হইবে না।"

কামিনী। "পুণাধিপতি এখন কোথায় আছেন? যুদ্ধে তাঁহার কিরূপ ঘটিয়াছে? এই চিন্তায় আমার হৃদয় আকুল হইতেছে। কোন প্রধান মোগল সৈনিকপুরুষ ভিন্ন এ বিষয়ের নিশ্চয় তত্ত্ব কে জানে?"

হেমকর অন্তরালে থাকিয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যুবতীর বিশেষ পরিচয়ের অভাবে পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না, মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"এই বেশে উহাদের সমীপে যাওয়া অনুচিত বটে, কিন্তু না যাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। মন বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে, এই কামিনীর সমীপে উপস্থিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। শিবজীর বিবরণ জানাইয়া উহার চিন্তা

দূর করি, সহসা নিকটে যাইয়া বলিল,—'আমি একজন সৈনিকপুরুষ, আমায় দেখিয়া শঙ্কিত ও চকিত হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সদৃশী।"

যোগিনী বলিল,—"ইনি মোগল সেনানায়ক, ইনিই কৌশল পূর্ব্বক এই পর্ব্বত অধিকার করিয়া বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়াছেন, ইনি শিবজীর বিষয় অনেকদূর জানিতে পারেন," এই কথা শুনিয়া যুবতী-নায়ক যুবারদিকে অবলোকন করিল।

হেমকর বলিল,—পুণাধিপতি শিবজীর নিমিত্ত কোনরূপ চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, তাদৃশ ব্যক্তির সহসা কোনরূপ বিপদ সম্ভাবনা কোথায়? মহৎলোকের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন।"

যুবতী বলিল,—"মহারাজ কি ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন?"

হেমকর। "না,—পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন।"

যুবতী। স্বগত "বীরপুরুষেরা যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে প্রায় সত্য কথা বলে না, প্রায় কৌশল চাতুরী ও প্রবঞ্চনা অবলম্বন করে। হয় ত মহারাজকে রুদ্ধ রাখিয়া আমার নিকট গোপন করিতেছে, অথবা আমার নিকট গোপন বা প্রকাশ দ্বারা কোন ক্ষতি বা ফল নাই, তবে এরূপ স্থলে মিথ্যা ব্যবহার করিবার আবশ্যক কি?"

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় না, লজ্জা বোধ হয়।

কামিনী যদি হেমকরের সহিত চারিচক্ষু মিলন করিয়া মুহূর্ত্তকাল অবস্থিত হইতে পারিত, তাহা হইলে কখনই অপরিচিত অপর পুরুষ বলিয়া কুণ্ঠিত হইতে হইত না।

যোগিনী। "শিবজী তোমার ভক্তিভাজন কি প্রণয়াস্পদ, তাহা গোপন করিলে, পরিচয় কিছুই পাইলাম না, এমন কি, তোমার নাম পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে।"

কামিনী। "আমার নাম নর্ম্মদা।"

হেমকর ও যোগিনী অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারিল—শিবজীর সহিত ইহার কোন অপসম্বন্ধ আছে, প্রকাশ করিতে লজ্জা জন্মিল। অধিকাংশ অনুমানই যখন ভ্রম শূন্য নহে তখন ইহাদের এই অনুমানের প্রতি পাঠকবর্গের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

হেমকরও যোগিনীর অনুরোধে নর্ম্মদা যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

'মনো মে সম্মোহঃ স্থিরমপি হরত্যেব বলবানয়ো
ধাতুং যদ্বৎ পরিলঘুরয়স্কান্তশকলঃ॥'

কুমার অরিজিৎসিংহ কখন কখন অপরাহ্ণ সময়ে এই বিজন উদ্যানতস্থ প্রস্রবণ সমীপে বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেন, অদ্য সেই উদ্যানে সেই প্রস্রবণ সমীপে, সেই স্নিগ্ধ অপরাহ্ণ সময়ে এক শিলাখণ্ডে আসীন হইয়া আছেন, কিন্তু চিন্তা, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। কয়েক দিবস পূর্ব্বে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মেঘ নিরীক্ষণ করিতেন, আজও মেঘ দেখিতেছেন, পূর্ব্বে যেরূপ কল্পনা করিতেন, আজ সেরূপ নয়, পূর্ব্বে কল্পনা হইত। মেঘ সকল হস্তি-যূথের ন্যায় দ্রুতবেগে আসিয়া গিরিশৃঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, মেঘ সকল শৃঙ্গবরকে বেষ্টন করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, শৃঙ্গবর গুহামুখ দ্বারা প্রতিধ্বনিচ্ছলে প্রতিগর্জ্জন করিতেছে, শৃঙ্গ এমনি ধীর, এমনি সহিষ্ণু, এমনি অচল যে কিছুতেই বিচলিত হইতেছে না। মেঘগণ ক্রোধে অধীর হইয়া বিদ্যুৎরূপ বিকট দন্ত বিকাস করিয়া ভ্রূকুটিমুখে গর্জ্জন করিতেছে, তাহাতে শৃঙ্গ কাতর নহে;

জলরূপ অস্ত্রধারা পাত করিতেছে তাহাতে অসহিষ্ণু নহে; বজ্রাঘাতে শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে, কিন্তু ভয়ে স্থান ছাড়িয়া দিতেছে না। বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ সকলেই মেঘদিগের সহায়তা করিতেছে, তথাপি শৃঙ্গরাজ শঙ্কিত বা কুণ্ঠিত নহে। ধন্য শৃঙ্গরাজ!

আজিকার কল্পনা আর একরূপ, শৃঙ্গরাজ মেঘদিগকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিয়া ক্ষণকাল বক্ষে ধারণ করিয়া সুখী নহে। মেঘের ক্রোড়ে যে পরমাসুন্দরী এক চঞ্চলা কামিনী আছে, তাহার প্রতিই সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত, শৃঙ্গ এত ক্লেশ সহ্য করিতেছে, তথাপি নড়িতেছে না। তাহার অর্থ এই, সেই কামিনী শৃঙ্গের পক্ষে কেশরিণীর ন্যায় শরীর বিদারণ করিতেছে, মর্ম্মভেদ করিতেছে অঙ্গচ্ছেদ করিতেছে। কিন্তু শৃঙ্গবরের পক্ষে তাহা বড় আদরণীয়, অপ্রেমিক মূর্খ লোকের নিকট ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু প্রেমিক লোকেরা ইহাতে চমৎকৃত নহে। মেঘের কোলে যদি সেই রূপবতী বিরাজিত না থাকিত, তবে শৃঙ্গবর কখনই মেঘ আলিঙ্গন করিয়া রাখিত না, তাহার শিলাবৃষ্টি সহ্য করিত না। মেঘের সহিত যে শৃঙ্গের বন্ধুতা, তাহার কারণ কুমার এত দিনে বুঝিতে পারিলেন। কুমার অরিজিৎসিংহ একরূপ নীচ প্রকৃতি নহেন, অবস্থা ও সময়ে ওরূপ করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক ধার্ম্মিক লোকে কুমারের একরূপ কল্পনা জানিতে পারিলে চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতে পারেন, বস্তুতঃ এক ব্যক্তির ক্রোড়ের স্ত্রীরত্ন দেখিয়া অপর ব্যক্তির লোভ নিতান্ত অন্যায় বটে, কিন্তু দ্রব্যগুণের প্রভাব সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। মহাযোগী তপস্বীর লৌহ সদৃশ হৃদয়কেও কামিনীরা চুম্বকাকারে আকর্ষণ করিয়া লয়। অবস্থা বিশেষের দুষিত কল্পনা মার্জ্জনীয়।

মন্দপবনে কুসুম সকল হেলিতে দুলিতে দেখিয়া কুমারের মনে আর এক প্রকার অপূর্ব্ব কল্পনার উদয় হইতে লাগিল। ফুল ও

বাতাসের খেলা আজ যে নূতন দৃষ্ট হইয়াছে, এরূপ নহে, কিন্তু কল্পনাটী নূতন, পূর্ব্বে এরূপ কল্পনা স্বপ্নের অগোচর ছিল, বাতাস কত নদী কত পর্ব্বত ও সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, কেবল প্রেমের অনুরোধেই এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে। প্রথম, অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্র কুসুম লজ্জায় ও শঙ্কায় কম্পিত হইতেছে, কিন্তু ভাব ভঙ্গিতে বোধ হয় যেন হৃদয়ে অভিলাষের বীজ নিহিত আছে। বাতাস আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত যেন অতি চঞ্চলভাবে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। কুসুম সুন্দরী বিকাশচ্ছলে মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া হাস্য করিতেছে। বাতাস আবার মর মর শব্দে কাণে কাণে জানি না কি বলিতেছে। কুসুম একবার পত্রাবরণচ্ছলে হস্ত দ্বারা যেন মুখ আচ্ছাদন করিতেছে. আরবার বাতাসের কথায় মনোযোগ করিয়া হাসিতেছে, বাতাস একবারে মুগ্ধ হইয়া উগ্রভাবে আলিঙ্গন করিল,—কুসুম অবনত ভাবে জড় সড় হইয়া পড়িল, বাতাস উহাকে ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ অপসৃত হইল। এবার বিশেষ কিছুই লাভ হইল না, কেবল অঙ্গের সৌরভ অঙ্গেই লাগিল। মধুর তৃষ্ণা গন্ধমাত্রে নিবারণ হইবার নহে অনেক রসিকের হৃদয় এই পর্য্যন্ত সৌভাগ্য ফলেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু বাতাসের দুরাশা সহজে পূর্ণ হইতে পারে না। বাতাস আবার পূর্ব্বাপেক্ষা উদ্ধতভাবে সম্মুখবর্ত্তী হইল—প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া রসিকরাজ মধুকর ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল। পত্রের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, এখন পলাইবার সময় বিপক্ষের প্রত্যক্ষগোচর হইল। যাওয়ার সময় কুসুমের কাণে কাণে জানি না, কি বলিয়া গেল, বাতাস অলিকে দূর করিয়া কুসুমকে আবার আলিঙ্গন করিল। ছি! অলিকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া বাতাসের ঘৃণা ও ক্রোধ জন্মিল না? বাতাশ ত বড় নির্ঘৃণ। ভৃঙ্গের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মিল, কুসুমের প্রতি

কিঞ্চিৎ বিরক্তির উদয় হইল। ক্ষণমাত্রে সেই বিরক্তি চলিয়া গেল। নূতন প্রেমিকদিগের মতে এরূপ অবস্থায় বাতাসের আর এখানে আসা উচিত নয়, কিন্তু প্রগাঢ় প্রেমিকগণ প্রেম সম্বন্ধীয় অপরাধ সর্ব্বদাই ক্ষমা করিয়া থাকে! অনেকের নিকট ইহা ভাল বোধ হয় না। এই জগৎ বিভিন্ন রুচিতে পরিপূর্ণ। কুমার আর এক দিকে নয়ন ফিরাইয়া দেখেন, বাতাস আবার মাধবী লতার নিকট-বর্ত্তী হইয়া যেন অনুনয় বিনয় করিতেছে, মাধবী, লজ্জায় ও শঙ্কায় অবলম্বিত তরুকে অধিকতর দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়াছে, বাতাস আবার অতি মৃদুস্বরে কি বলিতেছে। এ অতি কুৎসিত অভিরুচি ত? এই অবস্থায় ঘৃণা হওয়াই উচিত!

কুমার নানা প্রকৃতি দেখিয়া নানরূপ কল্পনা করিতেছেন। কল্পনার প্রকৃতি দ্বারাই কুমারের মনের ভাব অনুমিত হইতে পারা যায়।

এদিকে যোগিনী ও হেমকর কুমারের সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশে যাত্রা করিল, যোগিনী বলিল,—"সখি! তুমি একাকিনী যাও, তাহা হইলে মনের ভাব পাইতে পারিবে। হয়ত তোমার অনুরোধে দিল্লী যাইতেও পারেন। আমায় দেখিলে অবশ্যই মনের ভাব গোপন করিবেন সন্দেহ নাই।"

হেমকর বলিল,—"তোমার সঙ্গে গিয়াই কিছু বলিতে পারি না, তোমাকে ছাড়িয়া গেলে একটী কথাও বলিতে পারিব না। বোধ হয়, সমুদয় সময় অবনত হইয়াই যাপন করিব।"

যোগিনী—(স্বগত) "ইহাকে আজ একাকিনী পাঠাইয়া দেখি কি হয়, যদি পরিচয় হইয়া যায়, ভালই, যদি পরিচয় না হয়, তথাপি অনেকদূর মনের ভাব পরস্পর প্রকাশিত হইবে।" (প্রকাশে বলিল,) "ভয় কি? এক প্রতাপশালী ক্ষত্রিয় রাজাকে পরাস্ত করিয়া অজেয়

দুর্গ অধিকার করিলে তাঁহাকে কেবল পরাস্ত করিলে এরূপ নয় হস্তগত করিবারও উপায় লাভ করিলে, একাকী রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত যাইতে শঙ্কা হইতেছে? কি আশ্চর্য্য।"

হেমকর যোগিনীর উত্তেজনায় সম্মত না হইয়া থাকিতে পারিল না। মৌনভাব দ্বারা অগত্যা সম্মতি প্রকাশ করিল। যোগিনী পথ বলিয়া দিয়া স্থানান্তরিত হইল।

হেমকর ধীরে ধীরে কুমারের নিকট উপস্থিত হইল, হেমকরের বদনকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া আর একরূপ চিন্তার উদয় হইল। পূর্ব্বচিন্তিত কল্পনা সকল সহসা অন্তর্হিত হইল, চক্ষুর অনুরোধে মন এরূপ ব্যাপৃত হইল যে, আর কল্পনার অবকাশ কোথায়? অনিমেষ নয়নে, নবযুবার বদন অবলোকন করিতে লাগিলেন। নীরস-হৃদয় লোকে মনে করিতে পারে, এক বদন মুহূর্ত্তে সহস্রবার অবলোকন করিবার প্রয়োজন কি? একবার দুইবার দেখিলে আর দেখিবার কি বাকি থাকে? রসিক লোকদিগের এরূপ মত নহে, তাঁহারা বলেন,—প্রিয়জনের বদন অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালের আধার, জগতের সমুদয় পদার্থ পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু ইহা যতবার দেখ, ততবারই নূতন নূতন রূপ ধারণ করে, তাহার কটাক্ষপাতকে অনন্ত বহুরূপী অভিনেতা বলিলেও হানি নাই। প্রেমিককে কখন ত্রস্ত করে, ব্যস্ত করে, চিন্তিত করে, কখন প্রফুল্ল করে, আমোদিত করে, কখন ব্যগ্র করে, উৎসাহিত করে, কখন কখন যারপর নাই হতাশ করে। প্রিয়কটাক্ষে বিধাতার সৃষ্টি কৌশল যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। প্রিয়জনের চক্ষু প্রেমিকের নিকট যে কি অদ্ভুত পদার্থে নির্ম্মিত, তাহা কথনের অতীত, অন্যেরা সাধারণ চক্ষুই দেখে, কিন্তু যে ভালবাসার অধীন, তাহার কথা স্বতন্ত্র, সে যে কি অপূর্ব্ব রূপ দেখিতে পায়, সেই তা জানে, অন্যের বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন। হরিচন্দনের

কুসুম, অমৃতের প্রস্রবণ, কেহ কোন কালে দেখে নাই। আমি বলিতেছি, প্রেমিকজনেরা প্রিয়জনের হাস্যিতে সর্ব্বদা দেখিতে পায়, নিকটে আসীন হইলে যুবার মুখপানে অনিমেষ নয়নে বার বার অবলোকন করিতে নিতান্ত নীচাশয়তা ও অভব্যতা প্রকাশ হইবে, এই বিবেচনায় কুমার আসিবার অবকাশে ভালরূপ আশানুরূপ অবলোকন করিয়া লইতেছেন। যুবা আসিয়া সম্মুখে উপবেশন করিল যথোচিত সম্মান করা হইল, কিছু কাল উভয়ে নীরব, কুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এই অল্প পরিচিত যুবা কেন আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে? স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত দ্বারা অনুমান হয়, ইহারও যেন আমার প্রতি অসাধারণ আন্তরিক ভাব আছে। এরূপ ভালবাসার মূল কি? ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি সর্ব্বদা যে কামিনী-রূপ ধ্যান করি, তাহার সহিত ইহার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে দেখিতে দেখিতে এখন অনেকবার এক বদন বলিয়া ভ্রম হইতেছে। বিশেষ পরিচয় নিলে এই যুবা সেই যুবতীর নিকট সম্বন্ধীয় আত্মীয় হইবে সন্দেহ নাই। সাদৃশ্য হেতুই আমার মন ইহার প্রতি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই সাদৃশ্যের কি এরূপ শক্তি হইবে, আমার হৃদয় সদৃশ পাষাণকে দ্রব করিবে। আমার হৃদয়, দর্পণে কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব দেখিয়া যেন তাহা ধরিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছে। এই যুবার প্রতি যে আমার মানসিক গতি, তাহা আশ্চর্য্যরূপ! এ কি ভ্রাতৃ স্নেহ?— না, তবে একি সহাধ্যায়ি প্রেম? তাহাও নয়। এই ভাবের মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ কামদেবকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইচ্ছা হয়, কণ্ঠে ধারণ করিয়া হৃদয় শীতল করি। হায়! আমার মনের প্রকৃতি এরূপ বিকৃত হইল কেন?

হেমকর মনে ভাবিতে লাগিলে, "কুমার আমায় ত কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। আমি প্রথম কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিব, আমার

অন্তঃকরণের অদ্ভুত ভাব উপস্থিত হইল। একবার প্রফুল্ল হইতেছে, আবার অধীর হইতেছে, আবার লজ্জায় জড় সড় হইতেছে। কি করিব, কিরূপে তাঁহার সম্ভাষণ ভাজন হইব, স্থির করিতে পারিতেছি না। একবার ইচ্ছা হয়, কুমারের কণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করি, ওই স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করি। কিছু কালপরে কুমার বলিল, "আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ হয়, পাওয়া হইয়া থাকিবে?"

হেমকর। "হা পাওয়া হইয়াছে।"

কুমার। "তাহার উত্তর পাই নাই।"

হেমকর। "উত্তর জানাইতে আসিয়াছি।"

কুমার। "স্বয়ং আসিয়া ক্লেশ স্বীকার করিবার কি প্রয়োজন ছিল? লোক দ্বারা পত্র পাঠাইলে কোন হানি ছিল না।' এই কথা হেমকরের হৃদয়ে আঘাত করিল। কেবল যে হেমকরের হৃদয়ে আঘাত করিবে এরূপ নয়, যাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, তাঁহার হৃদয়েও অগ্রে আঘাত করিয়াছে, উভয়েই সহ্য করিলেন।

হেমকর। 'দিল্লীশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় যে, সম্ভ্রান্ত লোকের সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। লোক-দ্বারা পত্র-প্রেরণ করিলে আপনার মর্য্যাদার হানি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি।'

কুমার। 'বলুন'।

হেমকর। 'আপনি সম্রাট সমীপে যাইতে সম্প্রতি অসম্মত কেন?'

কুমার। 'নিজ ভবনে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।'

হেমকর। 'দিল্লী হইয়া পরে যোধপুর যাইবেন।'

কুমার। 'দিল্লী যাইবার বিশেষ আবশ্যক কি? আমি অকৃত-কার্য্য হইয়াছি, এই মুখ দেখান কেবল সূর্য্যবংশের লজ্জা ভিন্ন নহে।

আমি যুদ্ধে হত হইয়াছি, দিল্লীশ্বরের এপক্ষ মনে করাই উচিত।'

হেমকর। 'দিল্লীশ্বরের যুদ্ধকাণ্ড এই কি শেষ হইল? অবশ্যই সময়ে সময়ে নানা স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। শিবজী সহজে পরাস্ত হইবার লোক নন। কোন মহাবীর দৈব্য দুর্ঘটনা বশতঃ কোন যুদ্ধ পরাস্ত হইলে তাঁহার বীরত্বের হানি হয় না কোন না কোন দিন বীরবর অবশ্যই সেই কলঙ্ক মোচন করিবার সুযোগ পান। দৈবানুকুলতা হেতুক আমি আপনাকে উদ্ধার করিয়াছি, বলিয়া আপনা অপেক্ষা আমি কখনই বীর নহি। জয় পরাজয় দ্বারা বীরত্বের তারতম্য করা অজ্ঞের কর্ম্ম।'

কুমার। 'কৃতী লোকেরা সর্ব্বদা নিরহঙ্কার, আপনি নিজের প্রশংসা নিজ মুখে কেন উত্থাপিত করিবেন? ভারতবর্ষের সমস্ত লোকে একবাক্য হইয়া আপনার প্রশংসা করিবে।'

হেমকর। 'যাহাই হউক, আপনি চলুন, আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।'

কুমার। আপনি আমার উদ্ধারকর্ত্তা, আপনার অনুরোধ সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়, সম্প্রতি সাধ্যের অনায়ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

হেমকর। আমি যে ভাবে বলিয়াছি, আপনি সে ভাবের অর্থ গ্রহণ করেন নাই। অন্য ভাবে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।'

কুমার। 'হাস্য করিয়া বলিলেন, আপনার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছি!' হেমকর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কুমারের হস্তস্থ অঙ্গুরীয় দেখিতে লাগিলেন। কুমার হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু হেমকরের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন না। যুবতীরা সময়ে সময়ে এমন ছল অবলম্বন করে যে, তাহা পুরুষেরা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। স্ত্রীলোকের হৃদয় অতি কোমল ও দুর্ব্বল, পুরুষের অনেক পূর্ব্বে অধীর হইয়া পড়ে। হেমকরের

সমুদয় ছল আজ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। হেমকর কুমারের হস্তস্পর্শ করিল, কুমার হেমকরের হস্ত ধারণ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন। কুমার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আহা, হস্তখানি কি কোমল, এরূপ হস্ত কখনই যুদ্ধ কার্য্যের যোগ্য নহে, কৌশলবলে জয় লাভ হইয়াছে। হেমকর কুমারের বিশালস্কন্ধে কোমল কর অর্পণ করিলেন, তাহাতে কুমারের শরীর রোমাঞ্চ হইল। কুমার আবার দক্ষিণ ভুজ দ্বারা যুবার গণ্ডদেশ স্পর্শ করিলে তাহাতে যুবা যে সন্তোষ লাভ করিল, তাহা কুমার অনুভব করিতে পারিল, কুমারের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, কিঞ্চিৎ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল, বার বার যুবার মুখপানে অবলোকন করিতে লাগিলেন, আর লজ্জাবোধ হয় না, লজ্জার সময় প্রায় অতীত হইয়াছে, লৌকিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেকদূর আসা হইয়াছে।—

কুমার। (স্বগত) "আমার এরূপ মনোবিকার হইল কেন? তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না, সাদৃশ্য দ্বারা এতদূর ঘটিলে কেন? এক যুবা অপর যুবার হৃদয় হরণ করে, এইটী বড় আশ্চর্য্য! এরূপ নূতন কাণ্ড বোধ হয় কেহ আর প্রত্যক্ষ করে নাই, ইচ্ছা হয় ও মুখ-পদ্মের ঘ্রাণ লই।"

হেমকর। (স্বগত) "অন্তঃকরণ বড় ব্যাকুল হইল, আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছি না, ছদ্মবেশ রাখিতে আর ইচ্ছা হইতেছে না।"

এদিকে মাধবিকা হেমকরকে পাঠাইয়া কিছুকাল পরে মনে মনে চিন্তা করিতেছে, এতক্ষণ প্রিয়সখী কুমারের সহিত হয়ত অনেক বিষয় আলাপ করিয়া থাকিবে, এখন আমার যাওয়া উচিত, আর বিলম্ব শোভা পায় না। এই বলিয়া এক সুসজ্জিতা বীণা লইয়া কুমার ও হেমকর সমীপে উপস্থিত হইল, যোগিনীকে দেখিয়া উভয়ে

কিঞ্চিৎ ব্যবহিত হইয়া সাবধানে উপবিষ্ট হইল, এ সময়ে মাধবি-কার উপস্থিত হওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের কর্ম্ম হইয়াছে, আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব করা উচিত ছিল, উভয়ের হৃদয়-মন্দির হইতে শঙ্কা ও লজ্জা প্রহরিণীদ্বয় যেন কিঞ্চিৎকাল অবকাশ লইয়া কিছু দূরে গিয়াছিল, সহসা যেন উহারা স্বস্থানে উপস্থিত হইল, উভয়ের ভাব হঠাৎ আর একরূপ হইল।"

যোগিনী উভয়ের সম্মুখে উপবেশন করিয়া পার্শ্বভাগে বীণা স্থাপন করিল।

কুমার বলিলেন, "যোগিনি! কোথা হইতে আসিলে?"

যোগিন বলিল, "প্রত্যহ যেখান হইতে আসিয়া থাকি।"

কুমার। "কোন নূতন অভিলাষ আছে?"

যোগিনী। "কিছুই নয়, এইমাত্র যে আপনার দর্শন।"

কুমার। "তাহা কি নূতন?"

যোগিনী। আমার নিকট নিত্য নূতন নূতন বোধ হয়।

কুমার। "তোমার যে অত্যন্ত নূতন প্রিয়তা।"

যোগিনী। "আপনার মুখে এরূপ রসিকতা কখন আর শুনি নাই, আজ এই এক নূতন শুনা গেল।"

কুমার। "যোগিনি! বীণা লইয়া আসিয়াছ, একটী গান শুনাও।"

যোগিনী। "কি বিষয় গান করিব।"

কুমার। "তোমার যা ইচ্ছা।"

যোগিনী। "শুনুন।" এই বলিয়া বীণা-উত্তোলন করিল, এবং কিছুকাল বাদন করিয়া তৎস্বরসংযোগে গান আরম্ভ করিল।"—

রাগিণী থাম্বাবতী—তাল মধ্যমান।

আর নাহি পড়ে এ মনে, ভুলিয়াছি এতদিনে,
অন্তরে যে জ্বালা ছিল, একেবারে জুড়াইল,
চিন্তানল নিভে গেল, বাঁচিলাম প্রাণে,
হয়েছি সে ভাব হারা, আগে কেঁদে হতেম সারা,
এবে আর বারিধারা এসে না নয়নে।

গান শুনিয়া কুমারের হৃদয় আরও ব্যাকুল হইল, গান সমাপ্ত করিয়া যোগিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এখন পরিচয় করিবার উপযুক্ত সময়, নলিনীর অগোচরে দুই এক দিবস পরিচয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। বোধ হইল যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। আজ উপস্থিত করিয়া দেখি কি হয়। কি আশ্চর্য্য!—প্রিয়সখী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, ইহার পরিচয় পাওয়া সহজ নয় বটে, কিন্তু আমি অতি সামান্ত-রূপ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছি, তাহাও এত আলাপে চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না, আমার সহিত অতি অল্প পরিচয় ছিল বলিয়াই এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, বিশেষতঃ বড়লোকের পরিচয় বিষয়ে স্মরণশক্তি অতি অল্প, প্রিয়সখীকে যে একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব? বোধ হয় না, দেখাযাক্।” (প্রকাশে) “কুমার! আমার সহিত আপনার অল্পদিনের পরিচয় হইলেও পরস্পর স্বভাব ও প্রকৃতি জানা হইয়াছে। আমি বেশ বুঝিতে-পারিয়াছি, আপনি একজন সুরসিক বীরপুরুষ, প্রণয়ের আধার ভিন্ন কেহই রসিক হইতে পারিবে না, আপনার প্রণয়ের আধার কে? তাহা জানিতে বড়ই ইচ্ছা জন্মিয়াছে।”

কুমার। "আমি অনেক দেশে বাস করিয়াছি, অনেক লোকের সহিত প্রণয় হইয়াছে; তুমি কাহাকে চিনিতে পার ?"

যোগিনী। "আমিও অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, অনেককে জানি, আপনি বলুন আমি চিনিতে পারিব, আপনার প্রণয়ের আধার সামান্য জন হইবে না, অসামান্য লোক অনেকেই আমার পরিচিত।"

কুমার। "আমার প্রণয়ভাজন অনেক দেশে অনেক ব্যক্তি আছে।"

যোগিনী। "প্রকৃত প্রেমাস্পদ অনেক হয় না, নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি হৃদয় অধিকার করিয়া রাখে, অনেকের চিরজীবন এক প্রেমসূত্রে নিবদ্ধ থাকে, অতি চঞ্চল প্রকৃতি ব্যক্তিরও এক সময়ে দুই প্রেমাধার সম্ভবে না।"

কুমার। "আমার এরূপ প্রকৃতি নয়, যখন যেখানে থাকা হয়, সেইখানেই প্রণয় ঘটিয়া থাকে, আমি অবিবাদিত লোক, বিশেষ প্রণয়ের মর্ম্ম জানিতে পারি নাই।

এই কথায় হেমকর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল, হৃদয় উচ্ছলিত হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল, দুরাশা আমায় কত যাতনাই দিতেছে, আশাই সর্ব্বনাশের মূল, মায়াবিনী আশাই আমায় এই অকূল সাগরে আনিয়া এখন ডুবাইবার উপক্রম করিতেছে।

যোগিনী। "কুমার! আপনার নানা দেশে নানা প্রণয়াস্পদ আছে। বলুন শুনি, এখানে আপনার প্রণয়ী ও প্রণয়িনী কেহ আছে কি না ?"

কুমার। 'মনে কর এই যুবানায়ক আমার এক জন প্রণয়ী,' এই কথায় হেমকরেরমুখাকৃতি আর একরূপ ধারণ করিল। মুখে কথা স্ফুরিত হইল না; মনেও নূতন কোন চিন্তা কি ভাবের উদয় হইল না।

যোগিনী। 'জিজ্ঞাসা করি, যোধপুরে আপনার প্রণয়ী কি

প্রণয়িনী কেহ আছে কি না? তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা জন্মিয়াছে।”

কুমার। ‘যোধপুরের কাহাকে তুমি চিন?’

যোগিনী। ‘অনেককে জানি, বলুন?’

কুমার। ‘যোগিনি ইনি সত্বরই স্থানান্তর যাইতেছেন, ইহার সঙ্গে কি তোমার যাইবার ইচ্ছা আছে?’

যোগিনী। ‘এক কথায় অন্য কথা আনিতেছেন কেন, আমি যা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার উত্তর চাই।’

কুমার। ‘যোধপুর অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছি, এখন তথাকার প্রেম পুরাতন হইয়া গিয়াছে।’ এই কথা হেমকরের নিকট বিষবৎ বোধ হইল।

যোগিনী। ‘তবে আমার নুতনপ্রিয়তার দোষারোপ করিলেন কেন?’

কুমার হাসিয়া কিছু উত্তর করিলেন না।

যোগিনী। “আমার প্রতি কি আজ্ঞা হইল?”

কুমার। “আমি কি বলিব?”

যোগিনী। “যাহা জানেন।”

কুমার। “তোমার কথার দ্বারা বোধ হইতেছে, তুমি যেন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া আমার মন পরীক্ষা করিতেছ, সরলভাবে তাহার নাম উল্লেখ কর না কেন?”

যোগিনী। “আপনাকে এত বলিবার প্রয়োজন আর কিছুই নয়। আমি শুনিয়াছি, যোদপুরের কোন কামিনীর প্রতি আপনি অনুরাগী হইয়াছিলেন, সেই কামিনী আপনার প্রতি তাদৃশ অনুরাগিণী নহে, কখন কখন কৃত্রিম অনুরাগ মাত্র প্রদর্শন করিয়াছে।” এই কথায় কুমারের কৌতূহল ও সন্দেহ দুইই জন্মিল।

হেমকর প্রকৃত আবশ্যকতা ও তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া চকিত ও বিরক্ত হইল।

কুমার। "তাহার নাম কি?"

যোগিনী। "হেমনলিনী, রত্নপতিশ্রেষ্ঠির কন্যা।" এই নাম উচ্চারণ মাত্র কুমার ও হেমকরের হৃদয় কম্পিত হইল।

কুমার। (স্বগত) "এই যোগিনী শ্রেষ্ঠিকন্যার কথা আরও অনেক দিন উল্লেখ করিয়াছে। আমি ভাব গোপন করিয়া নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি, উদ্দেশ্য ব্যতীত এত বলিবার প্রয়োজন কি? যোগিনীকে বুদ্ধিমতী চতুরা বলিয়া বোধ হয়। বৃথা অসম্বন্ধ আলাপ উত্থাপন করিবার লোক নয়, যাহা হউক গোপন করিয়া বলা ভাল।" (প্রকাশে) "এরূপ ঘটনা আমার পক্ষে বড় লজ্জা ও নিন্দাজনক। হেমনলিনী শ্রেষ্ঠিকন্যা, আমি ক্ষত্রিয়, এইরূপ অপবাদে আমার কুলে কলঙ্ক আরোপিত হইবে, সন্দেহ নাই।" এই কথা হেমকরের হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিল। অশ্রুবিন্দু সম্বরণ হইল না। সেই হঠাৎ পরিবর্ত্তন কুমারের ঈষৎ অনুভূত হইল। যোগিনী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া কুমারের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

কুমার। (স্বগত) "আমি সর্ব্বদাই চিন্তাকুল, অন্যমনস্ক যোগিনীকে মনোযোগ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই না, যখন আলাপ করি, তখনই পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া বোধ হয়। ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি? ইহার বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় যেন আরও পাইয়াছি এরূপ বোধ হয়। হেমকরের মুখশ্রী আর আমার হৃদয়-বিলসিত মুখশ্রী অনেকাংশে সদৃশ বোধ হয়, এমন কি কখন কখন অভিন্ন বলিয়াও বোধ হয়। চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না। সম্প্রতি যুবার প্রতি আমার অসাধারণ প্রেম জন্মিয়াছে। আমার

হৃদয় নলিনীর প্রতি যেরূপ প্রবল, ইহার প্রতিও সেইরূপ মুগ্ধ হইয়াছে, কেন যে হৃদয়ের এরূপ গতি ও বিকার জন্মিল, তাহা কে বুঝাইয়া দিবে? একবার একবার মনে হয়, যোগিনীকে প্রিয়ার আলয়ে দেখিয়াছি। প্রিয়ার আলয়ে প্রিয়া ভিন্ন অন্য কেহ বিশেষ-রূপ দর্শনীয় ছিল না, কিরূপে নিশ্চয় ভাবে স্থির করিব?”

যোগিনী। “মহাশয়! শ্রেষ্ঠিকন্যার বিষয় উল্লেখ করিলে আপনি সঙ্কুচিত হন কেন? আপনার ভাব দেখিয়া সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য্য নহে।”

কুমার। (স্বগত) “প্রকৃতি রোধ বা গোপন করা সহজ নহে, অথবা যোগিনী নিজ সন্দেহানুরূপ মীমাংসা করিতেছে। যা হউক, মর্য্যাদা রক্ষার অনুরোধে এরূপ দোষময় ভাব গোপন করিয়া চলিতে হইবে।” (প্রকাশে) “সন্দেহের কোন কারণ নাই, আমি ওরূপ লোক নই, কি নিমিত্ত আমায় এইরূপ অপদার্থ অনুমান করিতেছ।”

যোগিনী। “মহাশয়! বোধ হয়, আপনি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন! স্মরণ করিয়া দিতেছি, মনোনিবেশ করিয়া স্মরণ করুন।”

হেমকর। (স্বগত) “বোধ হয়, কুমার বিস্মৃত হইয়াছেন। সখি স্মরণ করিয়া দিলে মনে হইতে পারে। দেখা যাক কি হয়, আমার প্রতি যে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন, বোধ হয়, তাহা অপরিজ্ঞাতরূপে। আহা! সংসারের বিস্মৃতি কি ভয়ঙ্করী রাক্ষসী!

যোগিনী। “আমি বলিতেছি।”

কুমার। “বল কি বলিবে?”

হেমকর। (স্বগত) “হৃদয় সুস্থির হও, তোমার বড় ভয়ানক ায় উপস্থিত।

যোগিনী। "দামোদরের সহিত এক দিন কোন উদ্যানে গিয়াছিলেন, মনে হয় কি না?"

কুমার। "দামোদর এক জন আমার পরিচিত লোক, তাহার সহিত অনেক দিন অনেক উদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছি।"

যোগিনী। 'কোন্ উদ্যানে সেই শ্রেষ্ঠিকন্যার সহিত দেখা হয়?'

কুমার। কোথায় কোন্ উদ্যানে শ্রেষ্ঠিকন্যার সহিত দেখা হয়, আমারত কিছুই স্মরণ হয় না।'

যোগিনী। 'সামান্য কথা মনে না থাকিতে পারে, বিশেষ একটি বলিয়া শুনাইতেছি।'

কুমার। 'বল।'

যোগিনী। 'নলিনীর সঙ্গিনী মাধবিকার বিষয় মনে আছে?'

কুমার। 'মাধবিকা কিরূপ আকৃতি প্রকৃতির লোক, বিশেষ করিয়া বল, দেখি স্মরণ হয় কি না।

যোগিনী। 'ঠিক্ আমার মত আকৃতি ও প্রকৃতি।'

কুমার। (স্বগত) 'এ যোগিনীই হয় ত মাধবিকা, এখন আমার বেশ্ স্মরণ হইতেছে। (প্রকাশে) 'তোমার আকৃতির মত আকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক কখন দেখিয়াছি, এরূপ মনে হয় না, তোমার প্রকৃতি অল্পই অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবগত হইতে পারিয়াছি।

যোগিনী। 'ভাল, দামোদরকে ত মনে আছে? এ একটি সুখের বিষয়।'

কুমার। 'দামোদর লম্পট, কুচরিত্র, জঘন্য লোক, তাহার সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা থাকা আমার মত লোকের পক্ষে অখ্যাতির বিষয় 'সুখের বিষয় নহে।'

যোগিনী। 'আপনার সুখের বিষয় নহে, আমার পক্ষে সুখের বিষয়।'

কুমার। 'কিরূপ?'

যোগিনী। 'বলিতেছি শুনুন্, দামোদর লম্পট, এবং আপনার বিশেষ পরিচিত এমন কি আত্মীয়, এ পর্য্যন্ত আপনার স্মরণ থাকিলে এই ঘটনা দ্বারাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি।'

কুমার। 'মনোযোগী হইলাম।'

যোগিনী। 'আপনি এক দিবস দামোদরের সহিত মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি আপনাকে নিদ্রাবস্থা পাইয়া অঙ্গুরীয় চুরি করিলে, কোন দিন কোন স্ত্রীলোক দ্বারা সেই অপবাদ দামোদরের প্রতি প্রমাণিত হয়, আপনি দামোদরের প্রতি অতি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, শেষ স্ত্রীলোকটি পরিহাস করিয়া চুরির প্রকৃত বৃত্তান্ত আপনাকে অবগত করাইলে, তাহাতে দামোদরের প্রতি বিরাগ অপনীত হইল, সেই স্ত্রীলোকটী কে? তাহার বিষয় কিছু মনে আছে? এবং দামোদর ঘটিত এই ঘটনা মনে আছে?'

কুমার। (স্বগত) "বোধ হয় এই যোগিনী নিশ্চই মাধবিকা, তা না হইলে এরূপ নিভৃত ঘটনা কিরূপে অবগত হইবে?' এখন স্মরণ হইল, মাধবিকা নাম্নী নলিনীর সখী যথোক্তরূপে এক দিন দামোদরকে অপদস্থ করিয়াছিল।—সহসা সরল হওয়া উচিত নয়, দেখি কতদূর যায়।—(প্রকাশে) ঘটনাটী কিছু কিছু স্মরণ হইল, কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন স্ত্রীলোকের বিষয় কিছু মনে হইল না।

যোগিনী। 'থাক্ আর এক ঘটনা মনে করাইতেছি।'

কুমার। "বল, শুনিতেছি।"

"শরমা কে? আপনার নাম কি শরমা?'

"আমার প্রকৃত নাম শরমা নয়, আমি সেই ব্রাহ্মণ-আলয়ে-শরমা নামে পরিচিতা হইয়াছিলাম। সকলে আমায় শরমা বলিয়া ডাকিত।"

'তার পর?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'শরমার মনে যদিও ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মেয়েটীর উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।"

ব্রাহ্মণী বলিল 'কিরূপ?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমার পুত্র দক্ষিণ দেশে পুণাধিপতির নিকট কর্ম্ম করে। সে রাজসংসার হইতে কিছু অর্থ লইয়া সেই কন্যা রাজহস্তে অর্পণ করিবে। ওরূপ রূপবতী কন্যা পুণাধিপতির নিকট পরম আদরে গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই। কন্যাটীর বয়স ছয় বৎসরের অধিক হয় নাই; অল্প দিনে সমুদয় বিস্মৃত হইয়া যাইবে।" যখন জানিতে পারিলাম, হতভাগিনী বিজয়া জীবিত আছে—'তাপসী এ পর্য্যন্ত বলিলে নর্ম্মদা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল,—"বস্তুতই হতভাগিনী বিজয়া জীবিত আছে?"

তাপসী-বর্ণিত বৃত্তান্ত এপর্য্যন্ত নর্ম্মদা ও পাঠকবর্গ যতদূর বুঝিতে পারিয়াছেন, অরিজিৎ সিংহ, হেমকর ও যোগিনী ততদূর বুঝিতে পারেন নাই। নর্ম্মদার রোদনে তাপসীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল অতি গম্ভীরভাবে নীরবে রহিল।

কুমার বলিলেন, 'তারপর কি হইল বলুন।'

যোগিনী। 'আপনি ত সম্প্রতি পুণাধিপতির আশ্রয়ে অনেক-দিন আছেন, বিজয়ার কোন তত্ত্ব লাভ হইয়াছে?'

তাপসী। 'অনেক পর্য্যটনে অতি অল্পকাল এই দুর্গে আছি। রাজপরিবার অনুসন্ধান করিবার সুযোগ ঘটে নাই; কিছু সুযোগ ঘটিলেই রাজার ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। এখন বোধ হয়, শীঘ্র

সেই সুযোগ পাইতেছি না। সংসারের প্রতি উদাসীনতা জন্মিয়াছে, তাদৃশ অপত্য-স্নেহ নাই। এখন আর আমার সেই বিষয় বিশেষ অনুসন্ধেয় নহে।"

হেমকর। "তারপর কি হইল বলুন।"

তাপসী। "আমি কতিপয় দিবস সেই নৃশংস আলয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।"

নর্ম্মদা। "দুঃখিনীর বিষয় বর্ণন করুন।"

তাপসী। "দুঃখিনীর বয়স তখন প্রায় দুই বর্ষ হইয়াছে। সর্ব্বদাই আমার মনে এরূপ সন্দেহ ও শঙ্কা জাগরূক ছিল যে, আমার কন্যা বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণের লোভ জন্মিয়াছে। সর্ব্বদা দুঃখিনীকে সাবধানে রাখিতাম। এক দিবস কিছুক্ষণের নিমিত্ত কোন স্থানে গিয়াছিলাম' আসিয়া দেখি, ব্রাহ্মণী বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন, দুঃখিনীকে না দেখিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিবার অভিলাষিণী হইলাম। আমার মুখ হইতে কথা স্ফুরিত না হইতে হইতেই ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিল।—

"শরমা! সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।"

"কিরূপ সর্ব্বনাশ ?"

"তোমার দুঃখিনীকে জন্মের মত হারাইয়াছি।

"কিরূপে মা ?" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিল,-"পথের নিকট দুঃখিনী খেলা করিতেছিল, একদল পথিক,—বণিক বলিয়া বোধ হইল,-উহাকে লইয়া পালায়ন করিয়াছে। দূর হইতে আমি দেখিতে পাইলাম। আমি অনেকক্ষণ চিৎকার করিলাম। প্রতিবাসী কয়েকজন একত্র হইয়া গোলযোগ করিতে লাগিল ; কিছুই প্রতিবিধান হইল না। নিরুপায় হইয়া রোদন করিতেছি এবং তোমার হতভাগ্য ও বিড়ম্বনা স্মরণ

করিতেছি। এতক্ষণে উহারা বোধ হয়, অনেক দূর গিয়া থাকিবে।

"আমি শুনিয়া একবারে মৃতপ্রায় হইলাম। কিয়ৎক্ষণ বিচেতনভাবে থাকিয়া বিলাপ পরিতাপ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলাম। দুই তিন দিবস পরে একজন প্রতিবাসিনীর নিকট জানিতে পারিলাম—ব্রাহ্মণী দুঃখিনীকে এক বণিক সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ লাভ করিয়াছে। শুনিয়া অবিশ্বাস করিবার পথ পাইলাম না; সেই বণিক কোন দেশীয়,—ইহা জানিবার জন্য হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর জানিলাম, সেই বণিক সম্প্রদায় যোধপুর নিবাসী।"

হেমকর। (স্বগত) "যোধপুরে আমার পিতা ভিন্ন অতি দূরদেশগামী বণিক আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।" এরূপ শুনিয়াছি। আমার পিতাই আমায় ক্রয় করিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, তাপসীর কথা যদি সত্য হয়,—তবে আমিই সেই লক্ষ্যস্থানে পতিত হইতেছি।'

যোগিনী। (স্বগত) "শুনিয়াছি, প্রিয় সখীকেই রত্নপতি ক্রয় করিয়া আনিয়াছে। প্রিয়সখীর আকৃতি প্রকৃতি দ্বারাও ক্ষত্রিয়কন্যা বলিয়া অনুমিত হয়।' "রত্নপতি মুক্তকণ্ঠে, প্রকাশ্য রূপে বলেন,—নলিনী কখনই শ্রেষ্টিযুবার গ্রহণযোগ্য নহে। শ্রেষ্ঠি কুলে জন্ম হইলে অন্য প্রকার স্বভাব ও অভিরুচি জন্মিত। বিশেষতঃ তাপসীর আকারের সহিত নলিনীর আকারের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, কণ্ঠস্বর প্রায় একরূপ। নলিনী ও তাপসীর যেন পরস্পর আন্তরিক কোন ভাব জন্মিয়াছে, এরূপ অনুমান হয়। তাপসী যেরূপ নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, তাহাতে কোনরূপে প্রতারণা বলিয়া বোধ হয় না।

নর্ম্মদা। "যোধপুরে কি কখন যাওয়া হইয়াছে?"

তাপসী। "কেন?—আর কি সেরূপ অপত্যস্নেহ আছে? হৃদয় স্নেহশূন্য হইয়া পাষাণবৎ হইয়াছে। সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে, ইষ্টচিন্তায় শরীর পাত করিব,—এই স্থির করিয়াছি।

কুমার। "তারপর তারপর!" নর্ম্মদার ও হেমকরের নয়ন হইতে অল্প অল্প অশ্রু বিগলিত হইতেছে; আর শোক সংবরণ হয় না। মাধবিকার হৃদয়ও করুণরসে আর্দ্র হইতেছে। কুমার ও তাপসীর দুঃখ বর্ণন শুনিয়া সমবেদন প্রায় হইয়াছেন; কিছুকাল সকলেই নীরব আছে কোন কথা নাই।

তাপসী। (স্বগত) এই কামিনীকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চারিত হয় কেন? শুনিয়াছি ইহার নাম নর্ম্মদা, শিবজীর নিকট ছিল, আমার বিজয়া থাকিলেও এই বয়সই হইত। বিজয়া নামের স্থলে নর্ম্মদা, হওয়া অসম্ভব নহে, ইহারও যেন আমার প্রতি বিশেষ স্বাভাবিক ভাব লক্ষিত হয়, বিশেষতঃ, এ যেরূপ ভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যেন কিছু মনে আছে এরূপ বোধ হয়। যে বয়সে বিজয়াকে ব্রাহ্মণ-কুমার লইয়া যায় সে বয়সের কথা প্রায় মনে থাকে না, সে স্থানে অবশ্যই কাহারও কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহার ত অকৃত্রিম স্নেহ পাইয়াছে, যে অকৃত্রিম স্নেহ করে, সে প্রকৃত বিবরণ জানাইতে পারে,—অথবা অন্য কোন লোকের মুখেও শুনিতে পারে।"

নর্ম্মদা। (স্বগত) "তাপসীর কথা সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি শুনিয়াছি, শিবজী আমায় এক ব্রাহ্মণ হইতে ক্রয় করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, মাতৃবিবরণ বিশেষ কিছুই মনে নাই, এইমাত্র মনে আছে—মাতা ভিক্ষার্থে যাইত, আমি ছোট ভগিনীকে লইয়া

থাকিতাম, যখন ব্রাহ্মণ আমায় লইয়া যায়, তাহাও অতি অস্ফুট-রূপে মনেপড়ে,—হায়! স্মরণ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, ইনি যে আমার মাতা তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহনাই, আর পুণা যাইবনা, মাতার সহিত যোধপুর যাইয়া দুঃখিনীর অনুসন্ধান করিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অধর স্ফীতহইয়া অশ্রুধারা গলিত হইতেলাগিল।

কুমার বলিলেন, "তাপসি! যোধপুরের বিষয় আমার অবিদিত নাই, যোধপুরের কোন বণিক যদি তোমার কন্যা ক্রয় করিয়া আসিয়াথাকে, এবং সেই কন্যা যদি অদ্যাপি জীবিত থাকে, তবে অবশ্যই পাইতে পারিবে, যোধপুর আমার অধিকারের অধীন, কোন বণিক এই কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার নাম বলিতে পারিলে এই খানে থাকিয়াই উচিত প্রতিবিধান করিতাম।"

যোগিনী। "রত্নপতি ভিন্ন কাশ্মীরে যাইয়া বোধ হয় যোধপুরের কোন বণিক বাণিজ্য করেনাই, যোধপুরে রত্নপতি প্রাধান বণিক।"

কুমার। "রত্নপতি আবার কন্যা আনিয়া প্রতিপালন করিল কখন? এই বলিয়া হেমকরের মুখপানে অবলোকন করিল।

হেমকর বিকৃতস্বরে বলিল, "অনেক কালের কথা—রত্নপতিকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারে।"

কুমার। (স্বগত) "নলিনী কি প্রতিপালিতা কন্যা? অধিক সম্ভাবনা। নলিনীকে ক্ষত্রিয় কন্যা বলিয়াই বোধহয়, তাহাহইলে শ্রেষ্ঠিকুলে এরূপ গুণ স্বভাবও লাবণ্যের সম্ভাবনা কোথায়? নলিনীকে দেখিলে সহসা কাশ্মীর দেশীয়া বলিয়া বোধহয়। এই কল্পনা যদি সত্য হয়, তবে তাপসী অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য অধিক, হৃদয় এখন আর অধীর হইওনা, আমি যে মনে করিতাম, কলুষিত হইয়াছি—সে আমার ভ্রম—দেখি কি হয়, বোধহয়—আমার আশা অচিরাৎ সফল হইবে।

হেমকর। (স্বগত) "কিবলিয়া মায়ের নিকট পরিচিত হইব? কিবলিয়া মায়ের অশ্রু মোচন করিব? এই অবস্থায় প্রকাশিত হওয়া উচিতনয়। এরূপ সময় ও সুবিধা সর্ব্বদা ঘটিবে যে মায়ের নিকট পরিচিত হইয়া দুঃখ দুর করিব, আমিই সেই দুঃখিনী, চিরকালই দুঃখিনী, দুঃখিনীর কপালে আরও যে কি আছে, বলিতে পারিনা। ঈশ্বরই জানেন—হায়! পিতা আমাদিগেকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? জন্মমাত্র আমার শিরশ্ছেদ হইল না কেন? অনেক ক্ষত্রিয়কন্যার জন্মমাত্র শিরশ্ছেদ হইয়াছে, আমার নিমিত্ত মাতার এরূপ কষ্ট হইয়াছিল নর্ম্মদা যেরূপ ভাব প্রকাশকরিল, এবং আকার প্রকার যেরূপ, তাহাতে উহারই নাম বিজয়া ছিল। ইনিই আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী এই পর্ব্বতে বিধাতা আনিয়া আমাদের সমুদয় হৃদ্যবস্তু মিলাইয়াছেন।'—

"যাহা হউক এখানে অনেক সময় যাপিতহইল, অদ্য শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইবার সংবাদ আছে। আর বিলম্ব করা উচিতনয়। এ অবস্থা আর একরূপ, ক্রন্দন করিবার অবস্থা নহে। আমি নায়ক বীরপুরুষ হইয়াছি, নায়কের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। আমি মনে করিয়াছিলাম—শিবজীর সহিত স্বয়ং কথোপকথন করিবনা। কুমার প্রতিনিধি হইয়া রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক আলাপ করিবেন। এখন নিজ আয়াস ভবনে যাওয়া কর্ত্তব্য।" এই চিন্তা করিয়া হেমকর গাত্রোত্থান করিয়া বলিল "আমার বিশেষ প্রয়োজন স্মরণ পড়িয়াছে, আজ বিদায় গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।"

হেমকরের বচনে কুমার বলিলেন, 'আমারও বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত আছে, আর বিলম্ব করিতে পারিনা,—'এই বলিয়া কুমার দণ্ডায়মান হইলেন। সকলে স্ব স্ব স্থানে গমনোদ্যত হইল। তাপ-

সীর হৃদয় স্নেহে ও শোকে পরিপূর্ণ হইল। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নিজ কুটীরে প্রত্যাগত হইল। নর্ম্মদা স্বস্থানে-গেল, কিন্তু হৃদয় তাপসীর স্নেহে নিবদ্ধ রহিল, হেমকরের স্নেহাশ্রু সংবৃত হইবারনহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"ধীরেণ ধীরো সহ যুজ্যতে হি।"

কুমার অরিজিত সিংহ নবনায়কের প্রতিনিধি হইয়া শিবজী সমীপে গমন করিলেন, শিবজী কুমারের পরিচয় লাভ করিয়া সাদরে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং কুমারের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কুমার বলিলেন, "মহোদয়! আমি যেরূপ আপনার হস্তে পতিত হইয়াছিলাম, আপনিও সেইরূপ শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন, এখন শত্রুর অনুগ্রহ ভিন্ন উদ্ধারের অন্য উপায় নাই।"

শিবজী। "কিরূপে শত্রুর অনুগ্রহ হইবে। তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আমার নিজের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই, নর্ম্মদা দেবীকে প্রদান করিলে আমি চিরজীবন আবদ্ধ থাকিতে কুণ্ঠিত নই, আমি যে ভাবে ধৃত হইয়াছি, তাহাতে শত্রুপক্ষের পৌরুষা পৌরুষ কাহারই অবিদিত নাই।"

কুমার। "আপনি যুদ্ধে ধৃত হয়েন নাই, কিন্তু পলায়ন না করিলে বোধহয় শত্রু হস্তে পতিত হওয়া অসম্ভব ছিল না, যাহাহউক সে বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আপনার নিকট গর্ব্বকরা আমার উদ্দেশ্য নয়। বিশেষতঃ গর্ব্ব করিবার অধিকারই বা কি? আমিও কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার কারাগারের

অন্নভুক্ ছিলাম, ক্ষত্রিয়দিগের এই দশা সর্ব্বদাই ঘটিবার সম্ভাবনা। আমার বক্তব্য এই,—আমি যে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছি, বোধকরি আপনি অবগত আছেন, তাহাতে সম্মত হইলেই আপনাকে আর সম্রাট সমীপে প্রেরণ করা হইবেনা।”

শিবজী। (স্বগত) ‘এখন শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছি, শত্রুর কথায় আপাতত অসম্মতি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নয়। বিপক্ষের অনুকূল সন্ধিতেই সম্মত হওয়া ভাল।”

কুমার। „যে সন্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে আপনার বিশেষ ক্ষতি নাই, এইমাত্র যে কিঞ্চিৎ লঘুতা স্বীকার করিতে হয়।”

শিবজী। “আপনাদের প্রস্তাবে আমাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাহউক সেই ক্ষতিও শিরোধার্য্য, নর্ম্মদাদেবীকে প্রদান করুন, বরং আমি দিল্লীতে প্রেরিত হইতে প্রস্তুত আছি ; নর্ম্মদাকে পুণা পাঠাইতে সম্মত হউন আমি কখন আমার নিমিত্ত ভীত নই, যখন স্বয়ং শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখনই বিবেচনা করিতে হইবে কোনরূপ ক্ষতি বা ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নই।’

কুমার। ‘নর্ম্মদা গৃহেও যেরূপ ভাবে ছিল, এখানেও সেই রূপেই আছে। রত্নের সকল স্থানেই সমান যত্ন, নর্ম্মদার নিমিত্ত কোনরূপ আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই।”

শিবজী। “আপনার মত লোকের প্রতি কোনরূপ আশঙ্কা নাই, কিন্তু সম্রাটের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস, আরঙ্গজীব না করিতে পারেন, এরূপ দুষ্কর্ম্ম নাই, বিশেষতঃ মহম্মদীয় জাতি, আকবর সাহার ন্যায় লোক সম্রাট হইলে কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না। সর্পকে বিশ্বাস করা আর আপনাদিগের সম্রাটকে বিশ্বাস করা উভয়ই সমান সন্দেহ নাই।”

যোগিনী। 'এক দিবস আপনি নলিনীর অন্বেষণে তাহার উদ্যান-বাটীতে গিয়া দেখিলেন, নলিনী গৃহে গমন করিয়াছে, তাহার সখী মাধবিকা সেই উদ্যানে ছিল, তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন।'

কুমার হাস্য করিয়া বলিলেন, 'কিরূপ অনুনয় বিনয় করিয়াছিলাম? বিস্তারিত বল।'

সেই হাস্য নলিনীর সন্তোষদায়ক হইল না, কারণ সেই হাস্য ঘৃণা ও অবমাননা জনক, কুমার ছলনা করিয়া এরূপ কৃত্রিম হাস্য করিলেন, মাধবিকার ন্যায় চতুরা স্ত্রীও প্রতারিত হইল।

যোগিনী। 'আপনি বলিলেন,—এইমাত্র বলিয়া কিঞ্চিৎ বিরাম অবলম্বন করিল,—কুমার হাস্য করিয়া বলিলেন--বিরত হইলে কেন? আমি যাহা বলিয়াছিলাম, স্পষ্ট বল, তুমি আমার মন বুঝিবার জন্য চাতুরী করিতেছ। মাধবিকা বিষাদ মিশ্রিত ঈষৎ হাস্য করিয়া অবনতমুখী হইল, আর কিছু বলিতে পারিল না। মাধবিকার স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতা একবারে লুক্কায়িত হইল, কুমারের ভাব দেখিয়া আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

হেমকর। (স্বগত) বুঝিতে পারিয়াছি, দৈব আমার প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল, যাহাহউক, আমি একবার দুই এক কথা বলিয়া দেখি স্মরণ হয় কি না? (প্রকাশে) মহাভাগ। আমি যেরূপ শুনিতে পারিয়াছি, তাহাতে স্মরণ হয় কি না দেখুন।'

কুমার। "বলুন, আমি আপনাদিগকে শ্রবণযুগল একবারে স্বত্বত্যাগ পূর্ব্বক দান করিলাম।"

হেমকর। "কেবল কর্ণ দান করিলে কি হইবে? মন দেওয়া আবশ্যক।"

কুমার। "সঙ্গে সঙ্গে মনও আছে।"

হেমকর। 'শুনিয়াছি—এক দিবস আপনি মৃগয়া উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী এক উদ্যানে গিয়াছিলেন, নলিনী সেই উদ্যানে একাকিনী ছিল। আপনাকর্ত্তৃক সন্তাড়িত এক বন্যবরাহ সহসা সমীপে উপস্থিত হওয়াতে নলিনী ভীত হইয়া পশ্চাৎ অপসৃত হইয়া ধাবিত হইতে লাগিল, হঠাৎ এক তৃণ-লতাচ্ছাদিত অন্ধকূপে পতিত হইলে, আপনি অতি সত্বর সেই অবলাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।"

কুমার। 'এ যে যযাতি প্রসঙ্গ, কোন কল্পনাপ্রিয় লোক আমার উপর আরোপিত করিয়া আমোদ প্রকাশ করিয়াছ। (স্বগত)—'এ ঘটনা এই যুবা কিরূপে জানিতে পারিল? বড় আশ্চর্য্য! যোগিনী ও হেমকরের বিষয় কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না, একি মায়া? না বাস্তবিক ঘটনা। আকৃতি দেখিয়া নলিনীর সহিত এই যুবা অভিন্ন বোধ হয়।'

হেমকর। 'আপনার কিছু মনে হইতেছে না?'

কুমার। 'অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, স্মরণ হইল না।'

হেমকর যোগিনীর মুখপানে অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবলোকন করিল, কুমার চিন্তাকুল চিত্তে চিত্রার্পিত-প্রায় হইলেন, যোগিনী, একবার কুমারের পানে, একবার নলিনীর পানে অবলোকন করিতে লাগিল।

আহা! এস্থানে প্রকৃতি কি অদ্ভুত ভাব ধারণ করিল। মাধবিকা ও নলিনী যেরূপ কুমারকে প্রতারণা করিয়া আত্মগোপন করিতেছে, কুমারও সেইরূপ পরিচয় গোপন করিয়া প্রতারণা করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। ক্লেশ দিতে গেলে ক্লেশ পাইতে

হয়, এ সময়ে অনেক অনুসন্ধানের পর বৃদ্ধা তাপসী ইহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইল, সকলে অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হইল, হেমকর গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, আজ বিদাই হই, যোগিনীও আসন পরিত্যাগ করিল, উভয়ে প্রস্থান করিল, ও অনেক কথোপকথনের পর তাপসী ও কুমার প্রস্থিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

:o:

"পঙ্কে গজো নিয়মিতঃ কমলাভিলাষী।"

শিবজী সহ্য-পর্ব্বত হইতে পলায়ন করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে একস্থলে কতিপয় সেনার সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, লজ্জা, ক্রোধ, ও প্রতিবিধানেচ্ছাতে মন একবারে ব্যাকুল হইয়াছে, পর্ব্বত পর্য্যটনে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত সুতরাং বিশ্রামাভিলাষী; কিন্তু অন্তঃকরণ দ্বিগুণিত-রূপে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, কিছুতেই শান্তিলাভ হয় না, দুর্গে যে সকল কামিনীকুল ছিল, তাহাদিগের নিমিত্তই হৃদয় সমধিক চিন্তিত, কোথায় যে কে রহিয়াছে, তাহার নিশ্চয় নাই, এমন সময় একজন সৈনিক অতি ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল 'মহারাজ! নর্ম্মদাদেবী শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছেন।' এই বিকট সংবাদ শুনিবামাত্র বীরবর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন, 'তুমি কিরূপে অবগত হইলে?' সৈনিক বলিল, 'পুণাতে সমুদয় স্ত্রীবর্গ নীত হইয়াছে, কিন্তু নর্ম্মদাদেবীর নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত হইয়া আমায় অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন,

আমি অতি বিশ্বস্তরূপে জানিতে পারিয়াছি, নর্ম্মদাদেবী মোগল-দিগের হস্তগত হইয়াছেন।' শিবজী বলিলেন, 'দেবী কিরূপ আছেন? তাঁহার অবস্থা কতদূর অবগত আছ?' সৈনিক বলিল, 'দেবী অতি যত্নে আছেন, কোন অমর্য্যাদা কি অনুচিত ব্যবহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে নাই।'

শিবজী প্রতিবিধান চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন,—কিরূপে উদ্ধার সাধন হয়, কিরূপে দুর্গ পুনরধিকার হয়, কিরূপেই বা হঠাৎ সৈন্য সংগ্রহ হয়, এইরূপ নানা চিন্তায় হৃদয় আক্রান্ত হইল, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া গুরুদেবের অন্বেষণে গমন করিলেন।

ঘোর বিজন মধ্যে এক পুরাতন দেবমন্দির,—সেই মন্দিরে এক পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই স্থানে ধ্যানপরায়ণ হইয়া গুরুদেব অবস্থিতি করিতেছেন, শিবজী যাইয়া প্রণাম পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, ক্ষণবিলম্বে গুরুদেব চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কি উদ্দেশে আগমন হইয়াছে?" শিবজী সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুদেব বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! চিন্তিত হইবেন না, মনুষ্যের অবস্থা সর্ব্বদা চঞ্চল, প্রকৃতি স্থিরস্বভাব নহে, সুখ দুঃখ সদা চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, অন্ধকার ও আলোক সর্ব্বদা পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া চেষ্টা কর, সূর্য্যোদয়ে তুষার সদৃশ বিপদ ক্রমে লীন হইয়া যাইবে, শিবজী বলিলেন,—'আমার ইচ্ছা যে এখন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পর্ব্বত পুনরাক্রমণ করি, আর বিলম্ব সহ্য হয় না।' গুরুদেব বলিলেন,—'সহসা আক্রমণ করা বিধেয় নয়, শত্রুগণ দুর্গ অধিকার করিয়া অতি সতর্কভাবে কালযাপন করিতেছে, অদ্বিতীয় পরাক্রম-

শালী অরিজিৎসিংহ সৈন্য সামন্তের সহায় হইয়াছেন, এখন আক্রমণ করা বীরকুলক্ষয় ভিন্ন নহে। আমার বিবেচনায় ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য।'

শিবজী বলিলেন,—'নর্ম্মদাদেবী শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন উহাঁর উদ্ধারের উপায় কি? যদি সত্বর দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা না করি, তবে দেবীর উদ্ধারসাধন হইল না। উহাঁকে দিল্লী লইয়া যাইবে, তাহা কোন রূপেই সহ্য করিতে পারিব না। রামদাস বাবাজী বলিলেন,—'আক্রমণ করিবামাত্র পরাস্ত করিলেও দেবীর উদ্ধার পক্ষে অনেক আশঙ্কা আছে, এখন যাহাতে দেবীর উদ্ধার হয়, তাহাই দেখা উচিত।'

শিবজী বলিলেন,—"তবে কিরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে?

রামদাস বাবাজী বলিলেন,—"পত্রসহ দূত প্রেরণ করা যাগ।"

শিবজী,—"পত্রে কি লিখিত হইবে?"

গুরুদেব,—'দেবীর প্রার্থনা হইবে।' এই পরামর্শ স্থির হইলে, পত্র প্রস্তুত করিয়া মোগল সেনা নায়ক সমীপে দূত প্রেরিত হইল।

পত্রখানি আসিয়া হেমকরের কমল হস্তে পতিত হইল, হেমকর পত্র পাইয়া উত্তর বিষয়ে চিন্তিত হইলেন, প্রিয়তমের সমীপে যাইবার এই এক সুযোগ উপস্থিত। একবার ইচ্ছা হইল, কুমারের নিকটে যাইয়া নয়ন ও মন চরিতার্থ করি। আবার অভিমান আসিয়া হৃদয় আক্রমণ করিল।

যোগিনী, পরামর্শের প্রধান স্থল, সন্দেহ নাই, অনেক প্রধান সৈনিক ও যোগিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর প্রেরিত হইলে, শিবজী চারী দিবসান্তে পত্রের উত্তর প্রাপ্ত হইলেন, পত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া গুরুদেব সমীপে পাঠ করিতে লাগিলেন, "আপনি স্বয়ং উপস্থিত না হইলে অন্যের হস্তে দেবী অর্পিত

হইবেন না। আপনি স্বয়ং আসিয়া দেবীকে লইয়া যাইবেন, প্রতিনিধি দ্বারা এই কার্য্য সাধন হইবার নহে, অতি সত্বর আসিয়া দেবীকে গ্রহণ না করিলে আমাদের সহিত দিল্লী নীত হইবেন, দুই দিবসের অধিক অপেক্ষা করা যাইবে না। দিল্লী-সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলে শেষ উদ্ধার সাধন বড় সম্ভাবনা নহে"। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া গুরুদেব অতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"এই পত্রখানি আপাতত সরল বোধ হয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, অর্থগর্ভে অগাধ কুটিলতা নিহিত রহিয়াছে, তুমি শক্রমণ্ডলে উপস্থিত হইলে তোমায় নির্ব্বিবাদে ছাড়িয়া দিবে, এবং দেবীকে অর্পণ করিবে, এই কথা সহজে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ আরঙ্গজীব সদৃশ কুটিল সম্রাটের পক্ষ যে স্বার্থের প্রতিকূলতায় সত্য পালনে কৃতসংকল্প হইবে, ইহা কি সম্ভব? কখনই নহে।"

শিবজী বলিলেন,—"সৈন্যসামন্ত লইয়া গেলে হানি কি?"

গুরুদেব। "তাহাতে যে বিপক্ষেরা সম্মত হইবে, এরূপ বোধ হয় না।"

শিবজী।—"যা হয় দুই দিবস মধ্যেই করা কর্ত্তব্য।"

গুরুদেব।—'আমার মতে তোমাকে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য, তুমি উপস্থিত হইলেই দেবীকে প্রাপ্ত হইবে। তুমি রুদ্ধ থাকিতে সম্মত হইলে দেবীকে ছাড়িয়া দিবে!'

শিবজী। 'পরে আমার উদ্ধার কিরূপে হইবে?'

গুরুদেব।—'সে বিষয় পরে চিন্তনীয়।'

শিবজী।—'আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য করিতেছি, আমি এরূপ কাপুরুষ নই যে নিজ কারাবাসের আশঙ্কায় দেবীর উদ্ধারে

পরাঙ্মুখ হইব, যদি আমার প্রাণ হানি হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত নই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যবনের সহিত পরাস্ত হইলাম।'

গুরুদেব।—'কোন চিন্তা নাই, জগদীশ্বর অবশ্যই সুসময় ঘটাইবেন, যবনকে ঠকাইবার অনেক উপায় আছে। এখন শত্রুর সহিত বিবাদ করা উচিত নয়, কাল প্রভাতে মোগল সেনা নায়কের সমীপে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।'

শিবজী কতিপয় সৈন্যসমেত কিয়দ্দূরে অবস্থিত হইয়া মোগল সেনা-নায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন, মোগল পক্ষ হইতে যে উত্তর প্রদত্ত হইল, তাহাতে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। শিবজী নিরস্ত্র হইয়া একাকী মোগলসেনা শিবিরে উপস্থিত হইলেন, শিবজীকে দেখিয়া হেমকর আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক বসাইলেন, কিছুকাল কোন আলাপ সম্ভাষণই হইল না। পরে শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শুনিতে পাইলাম আমার অন্তপুরকামিনী নর্ম্মদাদেবী এখানে আছেন, আমার পত্রের উত্তরেও আপনাদিগের পক্ষ হইতে স্বীকৃত হওয়া হইয়াছে, এখন প্রার্থনা এই, সেই দেবী প্রদত্ত হয়, তাহাকে পুনা প্রেরণ করিতে হইবে।" হেমকর এই বাক্যের কোন উত্তর না দিয়া সহসা স্থানান্তর গমন করিলেন, সেই স্থানের লোকেরা অনুমান করিল যে কোন বিষয় হঠাৎ স্মরণ হওয়াতে এরূপ করিতে হইয়াছে।

কিছুকাল পরে কতিপয় সৈনিকপুরুষ আসিয়া শিবজীকে বেষ্টন করিল, তাহাতে শিবজী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। বিদিতসারে যে বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাতে কে ব্যাকুল হয়? শিবজী যে বন্দী হইবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া শত্রুমণ্ডলে আসিয়াছেন। কেহই শিবজীর অঙ্গ স্পর্শ করিল না। তোমাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে পুনাপতি বলিলেন, কিয়ৎকালের নিমিত্ত

তাঁহার স্বাধীনতা লুক্কায়িত হইল। শিবজী সেই দুর্গের যে গৃহে অবস্থান করিতেন, সেই গৃহেই তাঁহার কারাবাস নিদ্দিষ্ট হইল, পূর্ব্ববৎ সেবক সেবিকা নিযুক্ত হইল, যাহাতে মহারাজের শুশ্রূষার ত্রুটি না হয়, সেবিষয়ে সেনানায়ক প্রাণপণে সযত্ন রহিলেন, কিন্তু এক স্বাধীনতার অভাবে শিবজীর সমুদয় ক্লেশকর বোধ হইতে লাগিল, যে রম্য গৃহ পূর্ব্বে চিত্তবিনোদন করিত, সেই রম্য গৃহ এখন বিকট দর্শন হইয়া ভ্রূকুটি করিতে লাগিল। যবন হস্তে পতিত হইয়া স্বাধীনতা হারাইলেন, এই চিন্তা অপেক্ষা দেবীর চিন্তা প্রবল, প্রার্থনার কোন উত্তরই হইল না, আশা আছে সত্বর আসিবে, দেবীর কুশল সমাচার জানিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে, কেহই সমাচার দিতে অগ্রসর হইতেছে না, কখন কখন কারাবাসের হেয়তা মনে উদিত হইয়া যাতনা দিতে লাগিল, দেবীর উদ্ধারের নিমিত্ত কারাবাস হইয়াছে, এই একটী মাত্র শান্তি লাভের উপকরণ। রাত্রি শেষভাগে শিবজী নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন,—নর্ম্মদা দেবী আসিয়া করুণভাবে বলিতেছেন, আমি 'আর পুনা যাইব না'। এখানে পরম সুখে আছি। আমার সহোদরা ভগিনীর সহিত পরিচয় হইয়াছে অপহৃত অমূল্য রত্ন পাইয়াছি, এতদিন আমার নিকট আমি অপরিচিত ছিলাম, সম্প্রতি সেই অভাব মোচন হইয়াছে, আমি কাহার গর্ব্ভে জন্মিয়াছি, কোন দেশে আমার জন্মস্থান, কোন বংশে উদ্ভব, এই সমুদয় অবগত হইতে পারিয়াছি। আমার নিমিত্ত কোন ভাবনা করিবেন না, আমার আশা পরিত্যাগ করিবেন। বোধ হয় যেন আমার সৌভাগ্যক্রমে মোগল সেনাগণ মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ অধিকার করিয়াছে, আপনি ফিরে যান, আমি যাইব না।" স্বপ্নোদিতা দেবীর কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই

শিবজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, ও দেখিলেন—স্বয়ং কারাগারে শয়নে রহিয়াছেন, কল্পনাময়ী দেবী অন্তর্ধান হইয়াছেন।

এদিকে হেমকর মাধবিকাকে বলিল,—সখি! একবার মনে করি, আর কুমারের নিকট অপমানিত হইতে যাইব না, আবার মনে হয়, তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করি, সেখানে যাইবার এক সুযোগ ঘটিয়াছে, শিবজী স্বয়ং আসিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই বিষয় লইয়া কুমারের নিকট গেলে কোন হানি দেখি না, চল আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি?'

মাধবিকা বলিল—"যাইবার কোন বাধা নাই, কিন্তু সহসা কুমারের হৃদয় পাইবার উপায় দেখিতেছি না, আমার পরামর্শ শুনিলে এবেশে গেলে কোন ফল হইবে না, চল প্রকৃত বেশ অবলম্বন করিয়া যাওয়া যাক্। তাহা হইলে কোনরূপেই বিস্মৃতি থাকিবেক না"

নলিনী বলিল—'আমি কি বলিয়া এখন প্রকৃত বেশ অবলম্বন করি, লজ্জা এরূপ প্রতিবন্ধকতা করিতেছে যে, কিছুতেই স্ত্রীবেশ স্বীকার করিতে পারিব না।"

মাধবিকা বলিল—'মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ জয় করিলে, সহ্য পর্ব্বতের দুর্গ অধিকার করিলে, লজ্জাকে পরাজয় করিতে পারিবে না? কি আশ্চর্য্য! এই বলিয়া উভয়ে স্ত্রীবেশ ধারণ করিল, পূর্ব্বে নলিনীর নারীবেশ কালে যে কণ্ঠে মুক্তাহার শোভা পাইত এখন কুসুমহার শোভা পাইল, কুসুমমালা করমণিবন্ধে শোভিত হইল, কুসুমনির্ম্মিত কাঞ্চী নিতম্ব দেশ পরিবেষ্টন করিল কর্ণযুগলে কুসুম কুণ্ডল দোলিত হইতে লাগিল, কুসুমমালিকা কবরী বেষ্টন করিয়া বিরাজমান হইল, মাধবিকা যোগিনীবেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববেশ ধারণ করিল, কুসুমাভরণে শরীর সজ্জিত হইল, নলিনীর

বামভাগে দণ্ডায়মান হইল, নিকুঞ্জগামিনী রাধার সঙ্গিনী ললিতার ন্যায় শোভা পাইল, দর্পণ সমীপে যাইয়া উভয়ে নিজ নিজ রূপ দেখিয়া আহ্লাদিত হইল, পর্ব্বত-কাননে ইহাদের রূপ কেহই দেখিতে পাইল না,, বৃক্ষ গুল্ম লতা সকল যদি সজীব হইত, তবে অবশ্যই এই রূপে বিমোহিত হইত, ভ্রমরগণ রসিক বটে, কিন্তু এ রসের স্বাদ গ্রহণে অধিকারী নহে, পবন মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল, অচেতন পদার্থ, এইরূপের মর্ম্মজ্ঞ কিরূপে হইবে ?

শিখরস্থ মেঘ দেখিয়া নলিনীর মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল, কি বলিয়া নায়ক সমীপে উপস্থিত হইবে, এই চিন্তা আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে উদিত হইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"অবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ।

সন্ধ্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিশি আগমন করিল, নিঃশব্দে বলিতে লাগিল—কি বলিতে লাগিল ? অনেকেই অনেক প্রকার শুনিতে পাইল, মানিনীরা শুনিল, 'কুটিল হৃদয় শঠের প্রতি সরল হওয়া উচিত নয়, আজ নায়ক পায়ে ধরিলেও কথা বলিও না, মিলন অপেক্ষা বিরহ শতগুণে শ্রেয়ঃ বিরহিণীরা শুনিল, 'আশা পরিত্যাগ কর আশার ন্যায় রাক্ষসী আর নাই, সমুদয় আভরণ ত্যাগ করিয়া যোগিনী হও, প্রণয় ত্যাগ করিয়া, বিবেক অবলম্বন কর।'

অনুরাগিণী শুনিতে পাইল—'প্রস্তুত হও, বিলম্ব করিওনা শুভ সময় উপস্থিত হইতেছে, আদরের ত্রুটি হইলে সমুদয় বিফল

হইবে, সাজসজ্জা ভাল হয় নাই, এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হও।’ এসময়ে কুমার একাকী নিজ ভবনে বসিয়া নানা রূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, একবার ভাবিতেছেন, শিবজীও আমার ন্যায় অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, এই মাত্র বিভিন্নতা যে আমি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কারাবদ্ধ হইয়াছি, শিবজী স্বয়ং ধরা দিয়াছেন, এখন মোগল সেনানায়কের সম্পূর্ণ মনোরথ সিদ্ধ হইল, অতি সত্বরই স্বদেশাভিমুখ হইবেন, তাঁহার সঙ্গে যাওয়াই কর্ত্তব্য, এক‍ত মোগল সম্রটের অনুরোধ, দ্বিতীয়তঃ নূতন প্রণয়!”

দুটী রূপবতী কামিনী সহসা আসিয়া কুমারের সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। চঞ্চল মেঘজালে চন্দ্রের কিরণ মন্দীভূত, কখন কখন কিছুই দেখা যায় না, গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়া যায়, মেঘ সকল কামিনীদিগের পরিচয়ের যবনিকা স্বরূপ হইল, মুখ দেখিয়া ও প্রগল্‌ভ স্বভাব জানিতে পারিয়া একটীকে যোগিনী বলিয়া বোধ করিলেন, বলিলেন,—“যোগিনি! আজ বেশ পরিবর্ত্তন হইল কেন? তোমার সঙ্গে ইনি কে?” যোগিনি বলিল, “কুমার! প্রয়োজন বশতই বেশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করুন, নিজ পরিচয় নিজের মুখ হইতেই বাহির হইবে।”

চন্দ্রের চঞ্চল আলোকে কুমার কামিনীর মুখ পানে ক্ষণকাল স্থিরনেত্রে অবলোকন করিয়া রহিলেন, তখন একবার নলিনীর কথা মনে হইল, অমনি মেঘজালে চন্দ্রকিরণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, ক্ষণকাল পরে কামিনীকে একবার নলিনী বলিয়াই যেন নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন, সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা জন্মিল, লজ্জা প্রতিবাধকতা করিল, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! একি আশ্চর্য্য কাণ্ড, এ কি মায়া! না, বাস্তবিক ঘটনা, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, এই কামিনীর আকৃতিতে একবার একবার নায়ক যুবার

আকৃতি লক্ষিত হয় একবার একবার ঠিক শ্রেষ্ঠিকন্যা বলিয়া বোধ হয়, এ যে নলিনী, ইহাতে আবার সংশয় কেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিতেছেন, আবার মেঘ আসিয়া রূপ আবরণ করিল। কুমারের সন্দেহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। বোধ হয় কোন দেবতা মায়া করিয়া আমায় ছলনা করিতে আসিয়া থাকিবেন, তাহা না হইলে এখানে প্রিয়ার আসিবার সম্ভাবনা কোথায়? আমাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত কোন দেবতা এত আয়াস স্বীকার করিবেন কেন? আমি কোন্ দেবতার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি? আবার আলোকে দেখিয়া বোধ করিলেন, নিশ্চই নলিনী, কোন সংশয় করিবার আবশ্যকতা নাই, আবার ভাবিলেন, এ পর্ব্বত, তাহাতে অতি দুরারোহ এই পর্ব্বতে আরোহণ করিবার পথে ভিন্ন দেশীয়েরা কোন রূপে অবগত হইতে পারে না। তাহাতে আবার স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভাবনা। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও বিচার সঙ্গত না হইলে বিশ্বাস যোগ্য হয় না। নলিনী গৃহ ত্যাগ করিবে কেন? হায়! আমার কি এরূপ শুভাদৃষ্ট হইবে? যে পুনর্ব্বার সেই অনুপম লাবণ্য সন্দর্শন করিব।

যোগিনী বলিল। 'কুমার। ইনি কে আপনার নিকট আসিয়াছেন? ইহার পরিচয় কি পাওয়া হইয়াছে?'

কুমার। 'কিরূপে পরিচয় পাইব? তোমার নিকট পূর্ব্বেই পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি।'

যোগিনী। 'ইনি বলিলেন, —ইহার নিবাস যোধপুর।'

কুমার যোদপুরের নামে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার নাম কি? এবং ইনি কাহার কন্যা?'

যোগিনী। 'ইহার বিষয়ই অনেকদিন আপনার নিকট আলোচন করিয়াছি. ইহার নাম শ্রেষ্ঠনলিনী' এই কথা বলিবামাত্র নলিনীর

চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল, কুমারের অশ্রুপাত হইবার উপক্রম হইল, যোগিনী বলিল, 'আমায় চিনিতে পারিয়াছেন ?'

কুমার। "তুমি যোগিনি, তোমায় আর অধিক কি বলিব ?"

যোগিনী। "মাধবিকাকে মনে আছে ?"

কুমার। "মাধবিকা কে ?"

যোগিনী। "নলিনীর সখী।"

কুমার। "চিনিতে পারিয়াছি।"

যোগিনী। "জিজ্ঞাসা এই, নলিনীকে চিনিতে পারিয়াছেন কি না ?" এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্ত জোৎস্না প্রকাশ পাইল। যোগিনী, উভয়ের নবভাবের আবির্ভাব দেখিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইল। আলো অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্থায়ী দেখিয়া আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কুমার সমীপে বিদায় হইয়া গাত্রোত্থান করিল। নলিনীও কুমারের তখন এরূপ অবস্থা উপস্থিত, যে উহারা যোগিনীকে লক্ষ্য করিতে আর অবকাশ পাইল না। যোগিনী স্থানান্তর গমন করিল।

কুমার অনিমেষ নয়নে নলিনীর বদন শোভা দেখিতে লাগিল। নলিনীও কটাক্ষ লোচনে একবার একবার কুমারের লোচন পানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কুমার হস্ত প্রসারণ করিয়া নলিনীর হস্ত গ্রহণ করিল, নলিনী কুমারের হস্তে নিজ হস্ত স্বর্গরাজ্যের অধিকার সদৃশ অর্পণ করিল, কুমার এতদিনে বুঝিতে পারিলেন প্রার্থনীয় হৃদয় পাইলেন। ক্ষণকাল পরে কুমারের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া নলিনী অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে স্পর্শ সুখানুভব করিতে লাগিল। স্পর্শানন্দে কুমারের শরীরে অপূর্ব্ব রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল, রাত্রি প্রায় প্রহরাধিক অতীত, উভয়ের মুখে একটী কথাও নাই, কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পরিচয়ে সন্দেহ করাতে দোষ হয়,

তুমি বিরক্ত হইয়াছ। কিন্তু এস্থলে তোমার আগমনের সম্ভাবনা কোথায়? কিরূপে তুমি এই দুর্গমস্থলে আসিয়াছ? এখনও তোমায় মায়াবিনী দেবতা বলিয়া এক একবার বোধ হয়, বিশেষরূপ নিজের অবস্থা বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ ও ভ্রম দূর কর।"

নলিনী বহুক্ষণে অতিকষ্টে আনন্দাশ্রু সংবরণ করিয়া বলিতে লাগিল। "হেমকরের প্রতি আপনার কিরূপ ভাব জন্মিয়াছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, পরে বিস্তারিত বর্ণন করিতেছি।"

কুমার বলিল—"হেমকরের প্রতি আমার বড় ভালবাসা জন্মিয়াছে।"

নলিনী। "সে ভালবাসা কিরূপ?"

কুমার। "ভালবাসা আবার কিরূপ কেমন?"

নলিনী। "বন্ধুর প্রতি ভালবাসা, ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা, প্রণয়িণীর প্রতি ভালবাসা একরূপ নহে, তাহার প্রতি কোন প্রকার ভালবাসা জন্মিয়াছে?"

কুমার। "সেই যুবার প্রতি যে কি এক অপূর্ব্ব ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া উঠিতে পারি না।"

নলিনী। "আমার প্রতি আপনার যেরূপ ভালবাসা, তৎসহ কি পরিমান সাদৃশ্য আছে?"

কুমার। "প্রিয়ে! স্পষ্ট বলিতেছি, তোমার প্রতি যেরূপ ভালবাসা তৎপ্রতিও ঠিক্ সেইরূপ ভালবাসা অনুভব করিয়াছি, যেরূপ তোমায় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার প্রতিও সেইরূপ ভাবেরই উদয় হইয়াছে,—কি আশ্চর্য্য!"

নলিনী। "জানিলাম আপনকার ভালবাসা অস্থির।"

কুমার। "এবিষয়ে অবশ্যই অনুযোগ ভাজন হইয়াছি, সন্দেহ নাই।"

নলিনী। "যুবার প্রতি এরূপ ভাব জন্মিল কেন?"

কুমার। "স্বভাবের বিকৃতি।"

নলিনী। "তাহার কারণ কি স্থির করিয়াছেন?"

কুমার। "এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করি নাই, এইমাত্র বলিতে পারি, তোমার আকৃতির সাদৃশ্যেই এই বিকৃতভাব ঘটাইয়াছে।"

নলিনী। "এখন সেই যুবা উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি সেইরূপ অনুরাগ জন্মে কি না?"

কুমার। বোধ হয় এখন আর তাহার প্রতি মনধাবিত হয় না।"

নলিনী। 'ভাল, তবে সেই যুবাকে আনিয়া পরিক্ষা করি?'

কুমার হাসিয়া বলিলেন—'তোমাতে আর সেই যুবাতে অভিন্ন বোধ হয়, আমি এবিষয় অনেক ভাবিয়াছি, তুমিই সেই যুবা সাজিয়া যেন আমায় এত প্রতারণা করিয়াছ।''

নলিনী হাসিয়া বলিল—''এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই যোগিনী মাধবিকা।''

কুমার। ''এ অদ্ভুত অলৌকিক বৃত্তান্ত সমুদয় জানিতে ইচ্ছা করি।''

নলিনী সমুদয় বর্ণন করিয়া কুমারের কৌতূহল তৃষা নিবারণ করিল, উভয়ের তাপিত হৃদয় শীতল হইল। মেঘ আসিয়া দীর্ঘ কালের নিমিত্ত চন্দ্রকিরণ আচ্ছন্ন করিল। আর পরস্পর রূপ দর্শনের প্রয়োজন নাই; সেই রাত্রি যে উভয়ের নিকট কি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহা যাঁহারা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন।

নিশী প্রভাত হইলে উভয়ে স্বস্থানে গমন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

"ন সুখ মিতিবা দুঃখ মিতিবা।,,

ছায়া ব্যতীত যেরূপ আলোর শোভা নাই, সেইরূপ বিরহ ভিন্ন মিলনের শোভা লক্ষিত হয় না। মিলনকে প্রেমের নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে, মিলন হইলে অনুরাগ নিস্তেজ হয়। মিলন-সুখসাগরে নিমগ্ন হইয়া কুমার ও নলিনী নিজ নিজ সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছে এবং এক একবার উভয়ের মনে আর একরূপ চিন্তা হইতেছে। চিন্তার গতি অতি বিচিত্র! একবিধ চিন্তার বিরতি হইলে অন্য প্রকার চিন্তার উদ্রেক হয়। কুমারের মিলনাকাঙ্ক্ষা একরূপ চরিতার্থ প্রায় হইয়া অনুরাগ শিখা অনেকদূর নির্ব্বাপিত হইল। আর একটী চিন্তা আসিয়া হৃদয় আক্রমণ করিল। ভাবিতে লাগিলেন—'হা! গুপ্তভাবে মিলন সংঘটিত হইল, জাতীয় নিয়ম রক্ষা হইল না, যথাশাস্ত্র বিবাহ ব্যতীত প্রণয় যোগ হইল। বিজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণ শুনিলে আমার প্রতি কলঙ্কারোপ করিবে, সাধুসমাজে হাস্যাস্পদ হইলাম। এখন প্রতীকারের কোন উপায় দেখিতেছি না। একে সেনা নায়ক পদে অভিষিক্ত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত, কারারুদ্ধ তৎপরে অনুগ্রহে জীবিত থাকিলাম, তার পর আবার সামান্য লোক দ্বারা উদ্ধার লাভ করিলাম। আমার ন্যায় লোকের কি এরূপ অনুচিত অনুষ্ঠান শোভা পায়?—ধিক্।"

নলিনীর হৃদয়ে নদীর তরঙ্গের ন্যায়, চিন্তার তরঙ্গ উচ্ছলিত হইতেছে, একবার ভাবিতেছে, 'আমার সমুদয় পরিশ্রম সফল হইল।' আবার ভাবিতেছে, 'এ অতি লজ্জাকর, নিন্দাকর, গুরুজন অবিদিত-সারে যে স্ত্রী-পুরুষের প্রেম, তাহাই অপবিত্র বলিয়া কথিত হয়,'

আবার ভাবিতেছে, 'বড়লোকের মন অতি পরিবর্ত্তনশীল। বিশেষতঃ অনুরাগ ও প্রেমের স্বভাব অতি চঞ্চল। কুমারের আশা পূর্ণ হইয়াছে, হয়ত লোকলজ্জার অনুরোধে সমুদয় অস্বীকার করিতে পারেন। ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত কুলধর্ম্মানুরক্ত, প্রণয় কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে কুলানুরাগের অনুরোধে কি করেন, বলা যায় না।'

মাধবিকা চিন্তা করিতেছে 'আজ নলিনীর ভাব প্রকৃতি দেখিয়া অনুমান হইতেছে, যেন চিরদিনের আশা পূর্ণ হইয়াছে, কুমারের মন কিরূপ তাহা সম্পূর্ণ অবগত নই। প্রেমের শেষদশা প্রায়ই মঙ্গলজনক হয় না। কি হয় বলা যায় না। যথাবিধি বিবাহ হওয়া উচিত, এবিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।'

তাপসী পাঠকবর্গের পরিচিতা। ইহাঁকে লইয়া যোগিনী নর্ম্মদাদেবির সমীপে গমন করিল। নর্ম্মদা তাপসীকে দেখিয়া প্রণাম করিল, তাপসী আশীর্ব্বাদ করিয়া নর্ম্মদাদত্ত আসনে উপবেশন করিল, যোগিনীও একপাশে আসীন হইল। এখন নর্ম্মদার মন কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে। মোগল সেনানায়কের প্রতি বিশেষ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, শিবজী ধৃত হইয়াছেন, এ সংবাদ পাইলে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে সংবাদ এ পর্য্যন্ত ইহার নিকট প্রকাশ পায় নাই। নর্ম্মদা বার বার তাপসীর মুখপানে অবলোকন করিতে লাগিল, তাপসীও নর্ম্মদার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

এ সময়ে হেমকর আসিয়া বলিল 'তাপসি! কুমার অরিজিৎসিংহ আপনকার অনেক অন্বেষণ করিয়াছেন, বহু অনুসন্ধানের পর এখানে আসিয়া আমার দ্বারা তত্ত্ব পাইয়াছেন, আজ্ঞা হইলে,—উপস্থিত হইতে পারেন?' তাপসী শুনিয়া যোগিনী ও নর্ম্মদার মুখপানে অবলোকন করিল। যোগিনী বলিল, 'স্ত্রীসমাজে কুমারের

আগমন কিঞ্চিৎ অনুচিত বোধ হয় বটে, কিন্তু কুমারের মত উদার লোকের প্রতি এবিষয়ে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। আমার বিবেচনায় নর্ম্মদাদেবী কুমারের আগমনে বোধ হয় কোনরূপ দ্বিধাভাব মনে করিবেন না। নর্ম্মদা কোনরূপ উত্তর করিল না। হেমকর যাইয়া কুমারের সহিত উপস্থিত হইল, নর্ম্মদা কুমারেকে দেখিয়া লজ্জাবতী লতার ন্যায় সহসা সঙ্কুচিত হইল। কুমার ও হেমকর অভিবাদনানন্তর উপবেশন করিল। তাপসী একবার হেমকরের মুখপানে, আবার নর্ম্মদার মুখপানে অবলোকন করিতে লাগিল। নর্ম্মদার ইচ্ছা—তাপসীর স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া অশ্রুপাত করে, কিন্তু অল্প পরিচয় ও লজ্জা সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকতা করিল। হেমকর যে নর্ম্মদাকে অকৃত্রিম স্নেহ করে, তাহা নর্ম্মদা অনেক দূর বুঝিতে পারিয়াছিল। আজ এই স্থানে সেই স্নেহ যেন শতগুণে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাপসীর মন স্নেহে ও মমতায় একবারে আকুল ও জড়প্রায় হইয়া পড়িল। এতদিন কুমারের নিকট নিজ পরিচয় গোপনভাবে ছিল, আজ আর গোপন রাখিতে ইচ্ছা হইল না। কুমার উঁহাদের আশু স্নেহ প্রবাহ অনুভব করিতে পারিলেন না। নর্ম্মদার বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। তাপসীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই কৌতূহল। অদ্য আবার বিশেষ কৌতূহল উপস্থিত হইল। কি নিমিত্তে যে সহসা এরূপ কৌতুক জন্মিল, তাহার কারণ স্থির করিতে অক্ষম, কুমার বিনীতভাবে বলিলেন, 'তাপসি! আপনার স্মরণ আছে কি না বলিতে পারি না,—এক দিবস নিজ পরিচয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার প্রতি দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা আরম্ভ মাত্রই সমাপ্ত হয়। আজ আপনার পরিচয় জানিবার নিমিত্ত বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে।' কুমারের কথা শুনিবামাত্র তাপসী অশ্রুপাত সহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করি-

লেন, হেমকর বলিল,—'আমি অনেক দিন আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ ঘটে নাই, আজ প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলাম।'

যোগিনী বলিল, 'আপনার যেরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি, তাহাতে বোধ হয়, আপনি অসাধারণ লোকের বংশজাতা হইবেন, সন্দেহ নাই, আপনার বিশেষ পরিচয় জানিবার জন্য আমার অনেক দিন কৌতূহল জন্মিয়াছে, আজ জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলাম। নর্ম্মদা কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে এরূপ ভাব প্রকাশ করিল যে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল যেন পরিচয় জানিবার ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। তাপসী বলিল, "এ হতভাগিনীর দুঃখের বিবরণ বর্ণন করিয়া কাহাকেই দুঃখিত ও বিরক্ত করিতে ইচ্ছা হয় না" কুমার বলিলেন, "বিরক্তির কোন কারণ নাই।" তাপসী বলিতে লাগিলেন, "যৌবন কালে এক দিবস এক দেব বিগ্রহ দর্শনে গিয়াছিলাম,' কুমার বলিলেন. "সঙ্গে একসখী ছিল, আর এক দিবস—"এই মাত্র বলিয়া আবার বলিবার অবকাশ ঘটিল না।

তাপসী। "হাঁ, সঙ্গে এক সখী ছিল, তাহার নাম মুরলা, নগরের প্রান্তভাগে সেই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত, কাশ্মীরীয় লোকদিগের এরূপ বিশ্বাস যে, সেই দেবতার অনুগ্রহ হইলে কুমারীদিগের মনোমত বর লাভ হয়, মাতা বার বার আদেশ করাতেই পূজোপহার লইয়া যাইতে হইয়াছিল।"

যোগিনী। "বরাভিলাষিণী হইয়া যাওয়াতে বোধ হয় আপনার লজ্জা বোধ হইয়াছিল।'

কুমার মাধবিকার কথায় ঈষৎ হাস্য করিলেন, তাপসীও অতি ধীরভাবে হাসিলেন—বলিতে লাগিলেন, "আমরা সেই মন্দির সমীপে যাইয়া দেখি, বহুলোকের সমাগম, অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক

সৈন্য মন্দিরের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান আছে, বহুদর্শী বুদ্ধিমান লোকেরা দেখিয়া অবশ্যই অনুমান করিতে পারেন, কোন ঋদ্ধিমান রাজার আগমন হইয়াছে। সেই সময়ে আমি এরূপ অনুমান করিতে পারিলাম না,—জানিতে পারিলে লজ্জা ও শঙ্কা এই উভয়ই জন্মিত। মুরলার সহিত সোপান দ্বারা মন্দিরে উঠিয়া প্রবেশ করিলাম। দেখি—শিববিগ্রহ সমীপে এক বীরপুরুষ দণ্ডায়মান আছে, মন্দিরস্থ সমুদয় লোকে সসম্ভ্রম দৃষ্টিপাত করিতেছে। সহসা আমার প্রতি সেই মহাপুরুষের দৃষ্টিপাত হইল। আমি তাঁহার মুখপানে অবলোকন করিলাম, চারি চক্ষু একত্র হইল, লজ্জায় অবনত মুখী হইলাম। কিছুকাল পরে সেই মহাপুরুষ মুরলার নিকট আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, মুরলা পরিচয় গোপন করিতে সাহসিনী হইল না, আমি বিগ্রহ সমীপে উপহার দান করিয়া মুরলাসহ গৃহে গমন করিলাম। কয়েক দিবস পর জানিতে পারিলাম,—কাশ্মীরের রাজা আমার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। সে পাণিগ্রহণের পরিণাম যে কিরূপ, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। সকলের আমোদে আমার আন্তরিক আমোদ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।’

যোগিনী। “বিবাহের কিছু দিন পরে বোধ হয়, সেই স্রোতে একবারে গাছ পাথর ভাসিয়া গিয়াছিল।” শুনিয়া কুমার ও হেমকর ঈষৎ হাস্য করিল। তাপসী ঈষৎ হাস্য করিয়া ক্ষণকাল পরে বলিতে লাগিলেন।—“আমি অতি অল্প দিন পরে সমারোহ সহকারে রাজগৃহীতা হইলাম। জানিতে পারিলাম, আমার স্বামীর আরও দুইটী পত্নী আছে। তাহাদের সহিত আমার যে সপত্নী সম্বন্ধ, তাহা ক্রমে অবগত হইলাম। সপত্নী সম্পর্ক যে কি ভয়ানক, তাহা কিছুদিন পরে হৃদয়ঙ্গম হইল। স্বামীর অনুরাগ অপেক্ষাকৃত আমার প্রতি অধিক হইল। তাহাতে সপত্নীদিগের হিংসা ক্রমশঃ পাইতে বৃদ্ধি

লাগিল। সপত্নীযুগল অপত্যহীন ছিল, আমার প্রতি বংশরক্ষার সম্পূর্ণ আশা ভরসা থাকাতে আমি অনেকের আদর ভাজন হইলাম। কিছু দিন পরে মধ্যমা সপত্নীর এক পুত্র জন্মিল। শেষ জানিতে পারিলাম,—সেই পুত্র সপত্নীর গর্ভজাত নহে। কৃত্রিম গর্ভ ঘোষণা করিয়া দশম মাসে অর্থ দ্বারা এক সদ্যঃপ্রসূত শিশু আনয়ন পূর্ব্বক নিজ গর্ভজাত বলিয়া প্রকাশ করে। আমি ও আর দুই এক জন পরিচারিকা ভিন্ন আর কেহই অবগত হইতে পারে নাই। বংশরক্ষার আশা জীবিত হওয়াতে সেই সপত্নীর প্রতি রাজার বিশেষ প্রেম ও অনুগ্রহ জন্মিতে লাগিল। সপত্নীর প্রতি যে পরিমাণে প্রেম জন্মিতে লাগিল, আমার প্রতি সে পরিমাণে ভাব বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে আমার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল। ক্ষত্রিয় রাজবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্র যেরূপ আদরণীয় ও বাঞ্ছনীয়, কন্যাও সেইরূপ হেয়। অন্যান্য ক্ষত্রিয়কুলের ন্যায় এই বংশেও জন্মমাত্র কন্যা হত করিয়া থাকে। আমার সেই নবজাত কন্যা বধ করিবার নিমিত্ত রাজা সপত্নীর সহিত পরামর্শ করেন। পরে অপত্যস্নেহবশতই হউক, কিম্বা নরহত্যা পাপ বোধ করিয়াই হউক, সেই ভয়ানক অনুষ্ঠানে বিরত হইলেন। আমি কন্যা লইয়া অনাদরে কোনরূপে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। চারিবৎসর পরে আবার আমার গর্ভে আর একটী কন্যা জন্মিল, রাজা শুনিয়া বিষাদে অধীর হইলেন। ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—দুঃখে বিচেতন প্রায় হইলাম। হতভাগিনী কন্যা জন্মিবার বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে মধ্যমা সপত্নী আমার উপর এক ভয়ানক কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিল।'

যোগিনী বলিল, "কিরূপ কলঙ্ক?' কুমার ও হেমকর চকিত হইয়া তাপসীর মুখ পানে অবলোকন করিল। তাপসী বলিতে লাগিলেন—"আমার সহিত কোন পরপুরুষের প্রণয়াপবাদ দেওয়াতে

রাজা কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইলেন। জানিতে পারিলাম, রাজা কন্যা সহ আমার প্রাণবধ করিবার পরামর্শ স্থির করিয়াছেন। আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে এই কথায় কিছুমাত্র সঙ্কিত হইলাম না কন্যা দুইটীর কথা মনে করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম,——কুমার প্রভৃতিরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

এক দিবস রাত্রি সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া আমায় বলিল, 'আপনাকে পিতৃগৃহে যাইতে হইবে, রাজাদেশ হইয়াছে, কন্যা দুটী সহিত চলুন,—'এই শিবিকা প্রস্তুত আছে।' কথা শুনিয়া কোনরূপ বিবেচনা করিবার অবকাশ পাইলাম না। পিতৃগৃহের নাম শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া শিবিকাতে আরোহণ করিলাম। গমনকালে মনে নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল।'

কুমার। 'সত্য সত্যই কি পিতৃগৃহে গিয়াছিলেন ?'

তাপসী। ধীরভাবে শুনুন,—বহুক্ষণ পরে দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে শিবিকা অবতারিত হইল, মনে করিলাম, বুঝি পিতৃগৃহে আসিয়াছি।—কন্যা দুইটী ক্রোড়ে নিদ্রিত আছে—উহাদিগকে ধীরে ধীরে ক্রোড় হইতে শিবিকায় রাখিয়া বাহির হইলাম। দেখি, ঘোরতর অরণ্য! কোথায় পিতৃগৃহ! সম্মুখে শিবিকাবাহক ও একজন পরিচারক। পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমায় কোথায় আনিলে? তোমাদের রাজা কি আমায় বনবাস দিলেন? পরিচারক বলিল—"আমি পরাধীন ভৃত্য, কি করিব? রাজা আমায় যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, সেরূপ পালন করিলাম, আপনি এখানে থাকুন, আমরা বিদায় হই। পরিচারকের কথা আমার হৃদয়ে বজ্রসদৃশ বোধ হইল। নিজের অপেক্ষা কন্যা দুটির নিমিত্তই অধিক আকুল হইলাম,—রোদন করা বৃথা বুঝিয়াও রোদন করিতে লাগিলাম—শিবিকাবাহকগণ কন্যা দুইটীকে মৃত্তিকাতে ফেলিয়া গমনোদ্যত হইল—পরিচারক গমনোদ্যত

হইয়া পাদ নিক্ষেপ করিলে, তাহার হস্তে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলাম ; ধরায় পতিতা নিদ্রাভিভূতা কন্যা দুটীকে দেখাইয়া বলিলাম, ইহাদিগের নিমিত্তই আমার হৃদয় বিকল হইতেছে, আমার মৃত্যু হইবে, তাহাতে কোন চিন্তা নাই। তোমার প্রতি আমার বলিবার কোন অধিকার নাই, তুমি দয়া করিয়া আমার একটী কথা শুনিলে চিরক্রীত হই, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। আমার রোদনে পরিচারকের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত করিল। বলিল 'মা বলুন, যথাসাধ্য তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি।' আমি বলিলাম,—এখানে এখনই কোন হিংস্র পশু আসিয়া আমার ও হতভাগিনীদিগের জীবন নাশ করিবে।' তখন কেন যে নিজজীবন-তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছিল, বলিতে পারি না। পরিচারকের আদেশে বাহকগণ আমাদিগের সহিত শিবিকা বহন করিয়া গমন করিল।

পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল, 'মা ! কোথায় যাইতে অভিলাষ !' আমি কাঁদিয়া বলিলাম, কোন গৃহস্থের আলয়ে। অল্পক্ষণ পরে এক গৃহ সমীপে অবতরিত হইয়া শিবিকা হইতে নির্গত হইলাম এবং কন্যা দুটীকে বাহির করিলাম। সেই স্থানেই সেই কালরাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতকালে সেই গৃহস্থের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। অবগত হইলাম—সেটী এক পূজক ব্রাহ্মণের বাড়ী, তাহাদিগের নিকট পরিচয় গোপন করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী অগত্যা সম্মত হইল ; আমি দাসীভাবে গৃহীত হইলাম। কিছু দিন আমার সেবা ও নম্রতায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সন্তুষ্ট হইল। ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র অকৃতদার, চিরকাল বিদেশে থাকে ; বৎসরে দুই একবার আলয়ে আসিয়া থাকে ; বিজয়াকে ব্রাহ্মণ বড় ভাল বাসিতে লাগিলেন। হেমকর বলিল, 'বিজয়া কে ? তাপসী বলিল,

বড় মেয়েটীর নাম বিজয়া ছোটটীকে দুঃখিনী বলিয়া ডাকিতাম, সেই কারণ উহার নাম দুঃখিনী হইল। ব্রাহ্মণ, পূজকতা ব্যবসায়ে প্রত্যহ যাহা পাইতেন তদ্দ্বারা আমাদের আহার কুলন হইত না। আমি ভিক্ষা করিতে যাইতাম। পশু প্রকৃত লোকেরা আমার রূপ লাবণ্যের প্রতি দূষিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করিত, এই নিমিত্ত আমি কখন কখন ভস্ম লেপন করিতাম, চুল বিন্যাস পরিত্যাগ করিয়া জটা ধারণ করিলাম।

ব্রাহ্মণকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন। যৎসামান্য অর্থ আনিয়া মাতার হস্তে অর্পণ করিলেন। আমার পরিচয় লইয়া কোনরূপ অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিলেন না, বরং দয়ারই পরিচয় পাইলাম। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণকুমারের কর্ম্মস্থানে যাইবার দিন নির্দ্ধারিত হইল। আমি এক দিবস ভিক্ষার্থ কিছুদূর গিয়াছিলাম, আসিয়া বিজয়ার অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু অনেক অন্বেষণে না পাইয়া বড় ব্যস্ত হইলাম। হৃদয় ব্যাকুল হইল, শুনিলাম ব্রাহ্মণকুমার সেইদিন কর্ম্মস্থানে দক্ষিণ দেশে গেলেন। চারি পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে না পাওয়াতে নিশ্চয় করিলাম, কোন হিংস্র পশু কি মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রাণ হারাইয়াছে। প্রতিবাসীরা অনেকে অনুমান করিল,—ব্রাহ্মণকুমার অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই কথায় আমার বিশ্বাস জন্মিল না। আমি কিছুদিন বনে বনে রোদন করিয়া বিজয়ার আশা পরিত্যাগ করিলাম। দুঃখিনীকে লইয়াই কালযাপন করিতে লাগিলাম।

এক দিবস ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী নিভৃতভাবে কথোপকথন করিতেছেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া শুনিলাম।

কুমার বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কি বলিতেছেন?'

ব্রাহ্মণী বলিল, 'শরমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইয়াছে।'

কুমার। "জিজ্ঞাসা করি, আপনি সম্রাটের অভিপ্রায়ানুযায়ী সন্ধিতে সম্মত হইবেন কি না? সম্রাট ভালই হউন আর মন্দই হউন, সে বিষয় আলোচনার বিশেষ ফল নাই।"

শিবজী। "কিরূপ প্রস্তাব, আবার বলুন শুনি!"

কুমার। "এই পর্ব্বত ও পুণা নগর আপনার অধিকারেই থাকিবে, কিন্তু মোগলপক্ষীয় কতিপয় সৈন্য এই দুই স্থানে থাকিবে, সেই সমুদায় সৈন্য প্রতিপালনের ব্যয় আপনি বহন করিবেন। আপনার অধিকারের সমুদয় স্থলেই মোগল পক্ষীয় বিচারক থাকিবে, বিচারকগণ আপানার সহায়তা করিবে, মোগল সম্রাটের নামের মুদ্রা প্রচলিত হইবে, মোগল সম্রাটের অনুমতি ভিন্ন বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কোনরূপ কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজস্বের যে আয়, তাহাতে সম্রাটের কোনরূপ লোভ নাই, কোন যুদ্ধ বিগ্রহ কি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সম্রাট আপনার সাহায্য করিবে।"।

শিবজী। "এরূপ নিয়মে সম্মত হইলে আমার কেবল নাম মাত্র রাজত্ব থাকে। সম্রাট যে কেবল রাজনীতির মর্ম্মজ্ঞ, এরূপ নহে। আমরাও কিছু কিছু রাজনীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারি। জিজ্ঞাসা করি—আমাকে নিহত করিয়া রাজ্য হস্তগত করিলে আপনাদিগের প্রস্তাব অপেক্ষা আর কি অধিক করিবেন?"

কুমার। "রাজস্বের আয় লাভ আপনার সমুদয় রহিল।"

শিবজী। "আমার রাজ্যে কৃষি কর্ম্মে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার ষষ্ঠাংশ রাজস্ব, প্রজাপালন ও শাসনে ষষ্ঠাংশ অপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়ে।"

কুমার। "প্রজাদিগের প্রতি কর বৃদ্ধি করিলেই চলিবে।"

শিবজী। "মনুর নিয়ম লঙ্ঘনীয় নয়।"

কুমার। "আপনার রাজ্যের লাভ কিরূপে হয়?"

শিবজী। "যাহাতে লাভ হয়, তাহা আপনারা লইতে হস্ত বিস্তার করিয়াছেন?"

কুমার। "আমি যে কয়েকটী প্রস্তাব করিলাম, তাহার কোন কোন্‌টিতে আপত্তি? বোধ হয় দুই একটীতে আপত্তিও নাই।"

শিবজী। "আপনি যে কয়টী বিষয় প্রস্তাব করিলেন, সমুদয় গুলিতেই আমার আপত্তি।"

কুমার। "তবে আপনার সহিত সন্ধি করা আমার সাধ্য নাই, আপনি সম্রাট সমীপে চলুন, সম্রাট যদি সম্মত হয়েন হানি কি?"

শিবজী। "আমি দিল্লী যাইতে প্রস্তুত আছি। নর্ম্মাদাকে ছাড়িয়া দিন।"

কুমার। "নর্ম্মাদার নিমিত্ত চিন্তিত হইতেছেন কেন? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমার দেহে প্রাণ থাকিতে নর্ম্মাদার উপর কোনরূপ অত্যাচার স্পর্শ হইতে পারিবে না।"

শিবজী। "কিরূপে আপনি রক্ষা করিবেন? আরঙ্গজীব যেরূপ ভয়ানক পশু প্রকৃতি লোক, তাহাতে কিরূপে তাহার লোভ সম্বরণ হইবে?"

কুমার। "নর্ম্মদার বিষয় দিল্লীতে প্রচারিত হইতে বারণ করিয়াছি, সম্রাট কোনরূপেই জানিতে পারিবে না। আমি ও হেমকর অস্বীকার করিলে অপর লোকের কথা সম্রাটের বিশ্বাস যোগ্য হইবে না।"

শিবজী। "আমি বন্দি ভাবে দিল্লী যাইতে সম্মত আছি, বিধাতার বিড়ম্বনা সকলকেই সহ্য করিতে হয়, প্রাণ বিয়োগ হইবে তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, নর্ম্মদার বিষয় মনে রাখিবেন।"

কুমার। 'বার বার বলিতেছি, নর্ম্মদা আপনার গৃহের ন্যায় দিল্লীতে অবস্থিতি করিবেন, মহাশয়! আমার একটী কৌতুহল জন্মিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা পূরণ করিলে চরিতার্থ হইব।"

শিবজী। 'কোন্ বিষয়ে কৌতূহলী হইয়াছেন? বলুন।'

কুমার। 'নর্ম্মদা কে? ইহার বিষয় জানিতে বড়ই বাসনা।'

শিবজী। 'নর্ম্মদা কি বলিয়াছে?'

কুমার। 'কিছুই বলে নাই, অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পায় নাই।'

শিবজী। 'নর্ম্মদার বিষয় এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, আপনার অনুরোধ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না।'

কুমার। 'বলুন।'

শিবজী। "আমি যাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছি, তিনি নর্ম্মদাকে প্রথম আনয়ন করিয়া প্রতিপালন করেন।

কুমার। "কিরূপে কোথায় প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করেন?"

শিবজী। "এক ব্রাহ্মণযুবা কাশ্মীরদেশ হইতে আনয়ন করিয়া বিক্রয় করে জানিতে পারিলাম, কোন নীচ জাতীয়া নহে, তখন নর্ম্মদার বয়স পাঁচ কি ছয় বৎসর ছিল, সে অবধি আমার অন্তঃপুরেই বসতি করে, নিজগুণে সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছে, নর্ম্মদা পুণার লক্ষ্মী স্বরূপ।"

কুমার। "আপনার সহিত কিরূপ ভাব সম্বটিত হইয়াছে?"

শিবজী। "আমায় শিশুকাল হইতেই ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করে, আমি উহাকে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করি।"

কুমার। "নর্ম্মদার পূর্ব্ব নাম কি? এ নামটী কি আপনাদিগের রক্ষিত?"

শিবজী। "পূর্ব্ব নাম আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না।"

কুমার। "আমি গণনা বিদ্যার প্রভাবে একটী নাম বলিতেছি, দেখুন হয় কি না,—বিজয়া।' অনেক কালের কথায় বিস্মৃতি জন্মিবার সম্ভাবনা।

শিবজী। "এখন স্মরণ হইল, 'বিজয়া' বটে আপনার গণনার বিদ্যায় বিস্মিত ও চমকিত হইলাম।"

কুমার। "সেই বিক্রেতা ব্রাহ্মণ নর্ম্মদার মাতা পিতার বিষয় কিরূপ বলিয়াছিল।"

শিবজী। "উহার মাতা সেই ব্রাহ্মণের আলয়ে থাকিত, অর্থের অভাবে বিক্রয় করিয়াছে, ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়জাতি-নির্ণয় করিয়া বলে নাই। আমরা ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রির বলিয়া অনুমান করিয়াছি, ক্ষত্রিয় হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।"

কুমার। 'নর্ম্মদার পাণিগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে?'

শিবজী। 'নর্ম্মদা চির কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছে, পাণিগ্রহণে ইচ্ছা নাই।'

কুমার। "এ বয়সে কেন এরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল?"

শিবজী। "বৈরাগ্য জন্মিবার অনেক কারণ ঘটিতে পারে।"

কুমার। "বেশ পরিচ্ছদে নর্ম্মদাকে ভোগ বিলাস বিমুখ বোধ হয় না।'

শিবজী। কেবল বেশ পরিচ্ছদ দ্বারা লোকের অভিরুচি ও স্বভাব মীমাংসা করা যাইতে পারে না।"

কুমার। "তা সত্য বটে, নর্ম্মদার যেরূপ বেশ পরিচ্ছদ, স্বভাব সেরূপ নহে। সর্ব্বদাই বিবেক ও বৈরাগ্যযুক্ত, শান্তরসেই হৃদয় সর্ব্বদা অভিভূত।'

শিবজী। 'নর্ম্মদা ভস্ম, জটা, বল্কল ও কমণ্ডলু ধারণ করিতে অভিলাষিণী। কেবল আমার অনুরোধে ওরূপ ভূষা পরিচ্ছদ ধারণ করে।"

কুমার। (স্বগত) "তাপসী যাহা বর্ণন করিয়াছে, সমুদায়ই সত্য! নর্ম্মদার আকৃতি ও অনেকাংশে তাপসীর সদৃশী। নর্ম্মদা

যে তাপসীর গর্ভজা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উহার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। বর্ণনায় এক অঙ্গ যখন সত্য, অপর অঙ্গও সত্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। একবার যোধপুরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।''

শিবজী। "নর্ম্মদার সম্বন্ধে সে দিন এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক।"

কুমার। "সে কিরূপ? যানিতে ইচ্ছা হইয়াছে।''

শিবজী। "নর্ম্মদা যেন আমার নিকট আসিয়া সজলনয়নে বলিতেছে, আমি এত দিনে আমার জননীর পাদপদ্মদর্শন পাইয়াছি। আর পুণা যাইব না—আপনি যান, আমি মাতার সহিত তপস্বিনীবেশে তীর্থ গমন করিতেছি। আমার মায়া পরিত্যাগ করুন। চিরদিন আপনার গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছি, এইজন্য আপনার নিকট চিরঋণিনী রহিলাম; আমি বিদায় হই, সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিবেন।''

কুমার। (স্বগত)"কি আশ্চর্য্য! স্বপ্নের অলীক ঘটনা অনেক সময়ে সত্য হয়। শিবজীর নিকট রহস্য ভেদ করিবার প্রয়োজন নাই।" (প্রকাশে) মহাশয়! আর বিলম্ব করা আমার পক্ষে উচিত হইতেছে না। দিল্লী হইতে সম্রাটের এক আজ্ঞা আসিয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

শিবজী। "সম্রাট কি আজ্ঞা করিয়াছেন?"

কুমার। "সে বিষয় আপনার নিকট প্রকাশযোগ্য নয়, পরে কার্য্যতঃ জানিতে পারিবেন।" কুমার ধীরে ধীরে শিবজীর নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"অদ্য মে শুভ যামিনী।"

"অদ্য তাপসীর মনে নূতনবিধ ভাবের উদয় হইতেছে। পূর্ব্বে যেরূপ কল্পনা উপস্থিত হইত, অদ্য আর সেরূপ হয় না। সংসারের মুখ পূর্ব্বে মলিন ও বিষণ্ণ বোধ হইত, অদ্য তাহা স্নেহময় অনুমিত হইতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্বপ্নাবেশে বিজয়া ও দুঃখিনীকে দেখিতেছে। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে অদর্শন জন্য অশ্রুপাত হইতেছে, স্নেহ ও মায়ার নিকট যোগ ও তপস্যা পরাভূত, স্নেহ ও মায়ার পরাক্রমে কতশত যোগী তপস্বী অধীর।

মাধবিকা যাইয়া তাপসীর একপার্শ্বে বসিল। তাপসী যোগিনীকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—কি হেতু এসময়ে আমার নিকট আসিয়াছ? দেখিলেই বোধ হয় যেন, তোমার কোনরূপ বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

মাধবিকা বলিল,—"বিশেষ এক প্রয়োজন উপস্থিত, আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি।"

তাপসী। "কি প্রয়োজন?"

মাধবিকা। "অদ্য রাত্রিতে এই পর্ব্বতে শুভ বিবাহ সম্পাদিত হইবে তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত আপনি পদার্পণ করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।"

তাপসী। "বিবাহ দম্পতির পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।"

মাধবিকা। "বর আপনার অপরিচিত নহে। কন্যার পরিচয় পরে জানিতে পারিবেন। তাপসীকে লইয়া মাধবিকা এক পার্ব্বতীয় মনোরম স্থানে উপস্থিত হইল।

তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। আমার অন্তঃকরণ যেন মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিতেছে, মা! তোর বিবাহ দিনে তোর দেখা পাইলাম, এই বিবাহ কাশ্মীরে হইলে কত সমারোহে হইত মা। তুই রাজার কন্যা,' এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

হেমনলিনী মাতার সঙ্গে সঙ্গে রোদন করিতে লাগিল, মাধবিকার শুষ্কচক্ষেও আনন্দ অশ্রুর উদয় হইল, কুমার একবারে বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইলেন। তাপসীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা উদ্বেলিত হইল।

কুমার বলিলেন। 'আমি আপনার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পূর্ব্বেই পরিচয় লাভ করিয়াছি, আপনি আজ জানিতে পারিলেন, বিজয়াও দুঃখিনী এই উভয়ই আপনার ক্রোড়ে আগত হইল, তত্ত্ব পাইয়াছি সম্প্রতি আপনার স্বামী কাশ্মীররাজ দিল্লীতে আসিয়াছেন, বোধ হয়, ঈশ্বর তাঁহার সহিত সত্বর আপনার মিলন করিয়া দিবেন, আপনার সময় অনুকূল হইয়াছে।'

মাধবিকা বলিল,—'কুমার! কাশ্মীরপতি যখন ইহাঁকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন ইহাঁর সহিত আর তাঁহার সম্বন্ধ কি? ইনি কেন আর যাচিকা হইয়া উপস্থিত হইবেন? আপনি সেই শ্বশুরের সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিতে সুযোগ পাইবেন, কাশ্মীরপতি অনায়াসে আপনার ন্যায় সৎপাত্র জামাতা পাইয়া হর্ষসাগরে ভাসিতে থাকিবেন, এরূপ জামাতা, তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবার আশা ছিল না, আমি যে এই বিবাহের ঘটক, তাহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিবে না, আমি সেই রাজার নিকট কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিয়া লইব।'

এসময়ে নর্ম্মদা আসিয়া উপস্থিত হইল, নর্ম্মদা যে বিজয়া তাহা

তাপসী পূর্ব্বেই অবগত হইতে পারিয়াছে। নর্ম্মদাও তাপসীকে গর্ভধারিণী বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। এখন তাপসীর ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। নলিনীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা জন্মিল।

মাধবিকা বলিতে লাগিল,—দেবি! তাপসীর নিকট নিজ পরিচয় লাভ করিয়া সংশয় দূর করিয়াছ, দুঃখিনীর নিমিত্ত বড়ই ব্যাকুল আছ, তোমার দুঃখিনী ভগিনীকে আনিয়া দিতেছি, অস্থির হইও না।' নর্ম্মদা বলিল 'দুঃখিনীকে কোথায় পাইব? আমি দুঃখিনীর নিমিত্ত যোধপুরে যাইব, জননীকে লইয়া কল্য এই পর্ব্বত হইতে বহিষ্কৃত হইব, এইরূপ স্থির করিয়াছি। দুঃখিনীর বৃত্তান্ত শুনিয়া অবধি আমার মন অধীর হইয়াছে, আমি নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। এই যে জননী—'দেখিয়া দুঃখিনীর শোক আরো উদ্দীপ্ত হইল।''

মাধবিকা বলিল,—'তোমার দুঃখিনীকে আনিয়া দিলে আমায় কি দিতে পার?'

নর্ম্মদা। 'আমার এই জীবন তোমায় অর্পণ করিতে পারি।'

মাধবিকা। 'আমি তোমার সহোদরা দুঃখিনীকে আনিয়া দিতেছি।'

নর্ম্মদা। 'দুঃখিনী কি জীবিত আছে? তুমি কোথা হইতে উহাকে আনিয়া দিবে? জীবিত থাকিলেও কোথায় আছে তাহার নিশ্চয় কি?

মাধবিকা। 'দুঃখিনী এখানেই আছে, এই দেখাইয়া দিতেছি শান্ত হও।'

নর্ম্মদা বিস্মিত হইয়া একবার মাধবিকার মুখপানে অবলোকন করিল, আবার হেমনলিনীর দিকে নয়নপাত করিল, নলিনীকে দেখিয়া নর্ম্মদার মনে একরূপ নূতন ভাবের উদয় হইল, বিশেষতঃ কুমারের পার্শ্বে অতি স্নিগ্ধভাবে অবস্থিত দেখিয়া অন্তঃকরণ নানারূপ

সন্দেহ ও বিস্ময়ে আকুল হইল, জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। এক দিকে এই নূতন কৌতূহল, আর দিকে দুঃখিনীর শোক, মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। মাধবিকাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে উন্মুখ হইয়াও লজ্জা ও শঙ্কাবশতঃ ক্ষান্ত হইল। কিছুকাল সেই স্থান একবারে নীরব।

মাধবিকা। 'দেবি! দুঃখিনীকে দেখিবে?'

নর্ম্মদা। 'কোথায় দুঃখিনী?'

মাধবিকা। 'ঐ যে তোমার জননীর পাশে বসিয়া আছে।'

নর্ম্মদা। 'ইনি কে? কুমারের নিকট অসঙ্কোচভাবে বসিয়া আছেন? ইহাঁকে কখন দেখিয়াছি এরূপ বোধ হয় না, ইনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?'

মাধবিকা। 'ইনিই তোমার সহোদরা।'

নর্ম্মদা। 'দুঃখিনী জীবিত থাকিলে ঠিক এত বড় হইত সন্দেহ নাই, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। নলিনী ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না, রোদন করিয়া নর্ম্মদার কণ্ঠ ধারণ করিল, বলিতে লাগিল—'আমি দুঃখিনী, আমিই রত্নপতি শ্রেষ্ঠীর আলয়ে প্রতিপালিত হইয়াছি, জননী হইতে পরিচয় পাইয়াছি, আমি পরিচয় গোপন করিয়া বলিয়াছি, জননীও এই মাত্র আমার পরিচয় পাইয়াছেন, তাপসী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"এতদিনে আমার হৃতধন লাভ হইল, মন শীতল হইল।

মাধবিকা বলিল, নর্ম্মদাদেবি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী দুঃখিনীর নাম হেমনলিনী, অদ্য কুমার অরিজিৎসিংহের সহিত ইহার বিবাহবিধি সম্পন্ন হইবে, এই নিমিত্ত এ সময় তোমার এখানে আহ্বান করিয়া আনয়ন করিয়াছি, তুমি জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তোমার অনুমতি গ্রহণ করা নলিনীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক!

নর্ম্মদা। "আমার ভগিনী কি রূপে কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হইল। কুমার অরিজিৎ সিংহের সহিত কিরূপেই বা মনোমিলন হইল, এই সকল জানিবার জন্ত আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে।

মাধবিকা। "এ সব বহুবিস্তৃত বৃত্তান্ত, সংক্ষেপে বলিলে তোমার পরিতৃপ্তি হইবে না, অবকাশ মতে পরে বর্ণন করিয়া কৌতুহল নিবারণ করিব, এখন বিবাহের সময় উপস্থিত, তুমি অনুমোদন করিলেই কাহার ক্ষোভ থাকে না।

নর্ম্মদা। এ বিষয়ে কি আপত্তি হইতে পারে? আমি আহ্লাদিত হৃদয়ে অনুমোদন করিতেছি, আমি চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সংকল্প করিয়াছি—কোনরূপ বিষয়সুখে রত হইব না, কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হইবে আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, বিশষতঃ কুমার পরম শ্রদ্ধাভাজন!

তাপসী। (স্বগত) "বিধাতা কি সত্য সত্যই আমার প্রতি সদয় হইলেন

মাধবিকা। "শুভ কর্ম্মে বিলম্ব হওয়া বিধেয় নয়, দেবি আপনি শীঘ্র কন্যা দান করিয়া উপস্থিত ব্যাপার নির্ব্বাহ করুন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনানুসারে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অতীত হইয়া যাইতেছে।

তাপসী ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে আসীন হইল, কুমার আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন, নলিনী সলজ্জ স্নিগ্ধভাবে অবস্থিত হইল।

মাধবিকা। "তাপসীদেবি! নলিনীর হস্ত গ্রহণ করিয়া কুমারের হস্তে অর্পণ করুন।"

তাপসী কন্যার হস্ত গ্রহণ করিয়া কুমারের হস্তোপরি স্থাপন পূর্ব্বক

বলিতে লাগিল—"কুমার তোমাকে এই কন্যারত্ন দান করিলাম অদ্য হইতে তুমি ইহার প্রাণবল্লভ স্বামী হইলে, তোমার উপর নলিনীর সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, (চন্দ্রদেবের প্রতি) হে চন্দ্রদেব তুমিই এই বিবাহের সাক্ষী স্বরূপ।

কুমার। "আমি আপনার প্রদত্ত দান গ্রহণ করিলাম, (স্বগত) অনেক কাল পূর্ব্বে হৃদয় দান করিয়াছি, অদ্য লৌকিকতা মাত্র, মনো-মিলনই প্রকৃত বিবাহ, আমাদের প্রকৃত বিবাহ অনেক দিন পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়াছে লোকাপবাদ রক্ষার অনুরোধে এই এক কাণ্ড করা হইল।

মাধবিকা উত্তম এক পুষ্পমালা নলিনীর হস্তে দিল, নলিনী সেই মালিকা লইয়া কুমারের গলে অর্পণ করিল।

তাপসী বলিল,—"বিবাহের কোনরূপ অঙ্গহীন হয় নাই। যদি কোন ক্ষত্রিয় নিমন্ত্রিত হইয়া এই বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় ছিল। ক্ষত্রিয় বিবাহে কোন ক্ষত্রিয় প্রধান পুরুষ উপস্থিত থাকা আবশ্যক।"

মাধবিকা। "এখন ক্ষত্রিয় কোথা হইতে আনয়ন করিবে"

কুমার। "দেবদাস ব্রহ্মা, ক্ষত্রিয়, এই পর্ব্বতেই এপর্য্যন্ত আছেন আমাদের সহিত দিল্লী যাইবেন, আমার নিবেদন জানাইলে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া উপস্থিত হইবেন।"

মাধবিকা। "ক্ষত্রিয় একজনের সংস্থান হইলে ক্ষত্রিয়রাজা কোথা হইতে আনিয়া মিলাইব।"

নর্ম্মদা। 'শিবজী 'এই পর্ব্বতে উপস্থিত আছেন, নিমন্ত্রণ জানাইলে অবশ্যই আসিবেন সন্দেহ নাই। মাধবিকা অমার সঙ্গে গেলেই এই দণ্ডে লইয়া আসিতেছি। নায়ক ক্ষেমকরের অদেশ ভিন্ন প্রহরীরা ছাড়িয়া দিবে না নায়ক হইতে আদেশ আনাইয়া দিলে আর বিলম্ব

হইবে না কুমার নর্ম্মদার কথা শুনিয়া, নলিনীর মুখপানে কটাক্ষপাত করিলেন, এবং ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিলেন, নলিনীও ঈষৎ হাসিয়া মুখ অবনত করিল, নর্ম্মদা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

নলিনী শিবজীর প্রতি সবিনয় আদেশ লিপি করিয়া হেমকর এই নাম সাক্ষর, করিল ইহা দেখিয়া নর্ম্মদা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। চিন্তা করিবার অবকাশ পাইল না মাধবিকার সহিত দ্রুত যাইয়া শিবজীর হস্তে পত্র অর্পণ করিল। শিবজী নর্ম্মদাকে আহ্লাদিতা দেখিয়া ও নিমণন্ত্র পত্র পাইয়া দুঃখের সময়ে ও সন্তোস লাভ করিলেন, রক্ষকগণ নায়কের আদেশ জানিয়া শিবজীর সঙ্গে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল এবং কিঞ্চিৎদ্দূরে অবস্থিত করিল নর্ম্মদা ও মাধবিকার সহিত শিবজী সেই বিবাহ সভায় উপস্থিত হইল।

শিবজী বরকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, কিন্তু কন্যার পরিচয় লাভ হইল না, শিবজী উপবিষ্ট হইলে দেবদাস উপস্থিত হইল, এবং প্রণাপতির সমীপে উপবেশন করিল, তখন শিবজী ত্রস্তভাবে দেবদাসকে বলিলেন, 'এই কন্যার রূপ লাবণ্য মুখশ্রী দেখিয়া হঠাৎ আপনার প্রদত্ত সেই আলেখ্যের কথা স্মরণ হইল,' দেবদাস নলিনীর মুখপানে চাহিয়া চিত্রপট স্মরণ করিতে লাগিল।

শিবজী। 'কন্যার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে।'

তাপসী বলিল, 'মহারাজ! আপনি এই বিবাহের সাক্ষী, কুমার এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।'

তাপসী। 'কন্যার পরিচয় পরে পাইবার সুযোগ ঘটিবে, এখন বিরত হউন, 'এইরূপে বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া সভা ভঙ্গ হইল, শিবজী নিজ গৃহে গমন করিলেন, কুমার ও নলিনী শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিল, তাপসী প্রভৃতিরা স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। পর দিবস দিল্লী গমনের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

"প্রয়োজনপেক্ষিতয়া প্রভূণাং
প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু।"

হেমকর, কুমার অরিজিৎসিংহকে লইয়া দিল্লী গমন করিল, সঙ্গে কারারুদ্ধ শিবজী প্রেরিত হইলেন, দেবদাস সঙ্গী হইয়া চলিল, মাধবিকা, তাপসী, নর্ম্মদা এই তিন জন স্ত্রী শিবিকারোহণে সঙ্গে গমন করিল। একটী সৈন্যেরও বিন্দুমাত্র রক্তপাত হয় নাই, অথচ প্রবল শত্রু শিবজী ধৃত হইয়াছে। কুমারের উদ্ধার সাধন হইয়াছে এই সংবাদ স্মরণ করিয়া মোগল সেনা সকল পুলকিত হইতেছে।

এদিকে দিল্লীতে মহোৎসব, সম্রাট বিজয় সমাচার পাইয়া একবারে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, নগর আলোক মালায় সজ্জিত হইল, সর্ব্বস্থানে নৃত্য গীত বাদ্য হইতে লাগিল, দরিদ্র কূলের প্রতি ধন বিতরিত হইতে লাগিল, রাজভবনের চারিদিকে নানা প্রকার চিত্র-শালিকা নাট্য-শালিকা ও কৃত্রিম উদ্যান সকল সজ্জিত হইয়াছে। কোন প্রজারই গৃহে নিরানন্দ নাই। বিলাসী মোগলগণ মদিরা পানে মত্ত হইয়া অধীরভাবে আমোদ প্রমোদ করিতেছে, নর্ত্তকীসহ নৃত্য করিতেছে, গায়কেরা গান করিতেছে, রাত্রি দিন মুসলমান-দিগের ভোজ অবিশ্রান্ত চলিতেছে, অসংখ্য ছাগ মেষ ও গো-হত্যা হইতেছে, হিন্দুরা শাসন ভয়ে অগত্যা উৎসবে আমোদ প্রকাশ করি-তেছে, স্থানে স্থানে মসীদে নমাজ ও কোরাণ পাঠ হইতেছে, সাধু ব্রাহ্মণগণ নগর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমন করিতেছে।

সম্রাট্ হোসেন ও সায়েস্তাখাঁর সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে-ছেন, সায়েস্তাখাঁ বলিল,—"এতদিনে মোগল সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল, ঈশ্বর আকবর হইতে এ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে মোগল সম্রাট্-দিগের

কোনরূপ অধিকার বিস্তার হয় নাই, আপনার সেই মনোরথ সিদ্ধ হইল।

সম্রাট্ দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—শিবজী হস্তগত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, শিবজী ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে আর বিদ্রোহী রাজা দ্বিতীয় নাই। এদিকে এক যশোবন্ত সিংহ ভিন্ন আর কোন পরাক্রম-শালী ক্ষত্রিয় দেখা যায় না, সত্য বটে, কিন্তু সম্প্রতি একটী বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে, চিন্তার কারণটী এই—শিবজী অতি চতুরলোক অনেক দিন অরিজিৎসিংহ শিবজীর আলয়ে অবস্থিতি করিয়াছে। শিবজী অবশ্যই উহাকে বশীভূত করিতে যত্ন করিয়াছে। হেমকর সম্প্রতি যুদ্ধে জয়ী হইয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছে। সৈন্য সামন্তগণই সেই যুবার অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছে। হেমকরের সহিত অরিজিৎসিংহের আত্মীয়তা ঘটিবার অনেক সম্ভাবনা রহিয়াছে।”

সায়েস্তাখাঁ বলিল,—“আমিও এবিষয়ে চিন্তা করিয়া ভীত হইয়াছি, বিষয়টী বড় সহজ নয়, ইহাদের সঙ্গে প্রায় লক্ষ সৈন্য আছে, যুদ্ধে জয় লাভ করাতে চতুর্গুণ সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে, দমন করা বড় কঠিন ব্যাপার দেখিতেছি।”

সম্রাট্। “কোনরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে চলিবে না”

সায়েস্তাখাঁ। “এরূপ কি কৌশল আছে যে তদ্দ্বারা এই প্রবল শত্রুপক্ষ নিবারণ করা যাইতে পারে?

হোসেন। “হেমকর অতি প্রভুভক্ত, শিবজী বন্দী, সহসা কোন গোলযোগ যে হইবে এরূপ বোধ হয় না। সৈন্যগণ কি হঠাৎ একবারে মোগল সম্রাটের প্রভাব বিস্মৃত হইবে? সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইলেও যে আমরা একবারে নিরুপায় হইয়া পড়িলাম এরূপ নয়, কয়েক সহস্র সৈন্য ও দুইচারি জন সেনাপতি দমন করা এমন কি কঠিন ব্যাপার?

সায়েস্তাখাঁ। "হোসেন তুমি শিবজী ও অরিজিৎসিংহের পরাক্রম জান না, তন্নিমিত্তেই এরূপ বলিতেছ, আমি উহাদের বিষয় ভালরূপ অবগত আছি।"

সম্রাট্। "হোসেন! তুমি আমাদের চিন্তার বিষয় ভালরূপ বুঝিতে পার নাই, যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিষয় তোমার অভিজ্ঞতা অতি অল্প।"

সায়েস্তাখাঁ। "আমার বিবেচনায় অরিজিৎ সিংহকেও শিবজীর ন্যায় কারারুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, হেমকর অতি নম্রপ্রকৃতি, তাহার দ্বারা বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা দেখা যায় না।"

সম্রাট্। "কিরূপে উহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া নিরস্ত করা যাইতে পারে। আমি চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আগামী দিবস উহারা দিল্লী পৌঁছিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রতিবিধান না করিলে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। বিপদকে সময় দেওয়া উচিত নয়। আর একটি বিষয় বিস্মৃত হইতেছি—সম্রাট্ সাজাহানকে কারারুদ্ধ করাতে তাঁহার ভক্ত অনেক প্রধান সৈনিক পুরুষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারাও এই উপস্থিত সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। দিল্লী উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে প্রতিবিধান স্থির করা কর্ত্তব্য।"

সায়েস্তাখাঁ। "আমি এক পরামর্শ স্থির করিয়া বলিতেছি।"—

সম্রাট্। "কিরূপ, তাহা বলিয়া যাও।"

সায়েস্তাখাঁ। "হঠাৎ সৈন্য লইয়া প্রতিকূলতা করিলে বড় গোলযোগ ঘটিবে, কুমার অরিজিৎ ও শিবজীর আদর অভ্যর্থনার নিমিত্ত দুইটী ভিন্ন ভিন্ন গৃহ সুসজ্জিত করিয়া রাখা হউক, উহারা দিল্লীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত আসিলে দুইজন চতুর সম্ভ্রান্ত মোগল যাইয়া দুইজনকে

দুই গৃহে লইয়া যাইবে, গৃহদ্বয় এরূপভাবে নির্ম্মিত হইবে যে প্রবেশ করিলে আর আসিবার উপায় থাকিবে না।”

হোসেন। “গৃহ কিরূপ করা যাইবে?”

সম্রাট। “গৃহের চারিদিকে প্রথম অতি গুপ্তভাবে অস্ত্র শস্ত্রধারী বীর সকল থাকিবে। গৃহে প্রবেশ করিয়া যখন নিরস্ত্রভাবে আমোদ প্রমোদ করিবে, তখন হঠাৎ অস্ত্রধারী সেনাগণ উপস্থিত হইয়া অভিপ্রায় জানাইলেই জানিতে পারিবে যে কৌশলে বন্দী হইল।”

হোসেন। “যশোবন্ত সিংহ কিরূপে পরাস্ত হইবে?”

সায়েস্তাখাঁ। “অরিজিৎ সিংহ হস্তগত হইলেই যশোবন্ত সিংহ অধীন হইবে। যশোবন্ত সিংহ তাদৃশ তেজস্বীও নয়, অরিজিতের বলে বলবান্।”

সম্রাট। “আমার বিবেচনায় অরিজিৎসিংহকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়, সহসা সুযোগ ঘটিবে না। আমার আশঙ্কা হইতেছে,—কোনরূপ অস্ত্র শস্ত্রের সহায় পাইলে আর রক্ষা থাকিবে না। অরিজিতের পরাক্রম কাহারই অবিদিত নাই। কৌশলক্রমে নিরস্ত্র করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিতে হইবে। সায়েস্তাখাঁ! অরিজিৎ সিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার নিমিত্ত তোমারই যাওয়া কর্ত্তব্য।”

সায়েস্তাখাঁ। “আমি অরিজিৎ সিংহকে রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক যাইতেছি।” এইরূপ কথোপকথন হইতেছে,—সহসা সংবাদ আগত হইল,—‘হেমকর, অরিজিৎ সিংহ প্রভৃতি নগরের প্রায় প্রান্তভাগে আসিয়াছে।’ তত্ত্ব পাওয়া মাত্র সায়েস্তাখাঁ কুমারকে, হুসেন শিবজীকে অভ্যর্থনা করিতে সত্বর প্রেরিত হইল।

হোসেন উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক শিবজীর নিকটে

উপস্থিত হইল। শিবজী হোসেনের সবিনয় বাক্যে মোহিত হইয়া তাহার সহিত যথানির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিল।

সায়েস্তাখাঁ কুমারকে লইয়া পূর্ব্ব সজ্জিত গৃহে গমন করিল। কুমার পরদিন বুঝিতে পারিলেন যে, কৌশল ও ষড়যন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে। হেমকর সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইল। মাধবিকা, তাপসী ও নর্ম্মদা হেমকরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে রহিল।

যশোবন্ত সিংহ, দ্বিতীয় পুত্র অরিজৎ সিংহের সহিত দিল্লী উপস্থিত হইলেন। কুমার দিল্লী আসিতেছেন, এই বার্ত্তা পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। আসিয়া জানিতে পারিলেন,—কুমারকে সম্রাট কারারুদ্ধ করিয়াছেন, ইনি পুত্রের সহিত দিল্লী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কাশ্মীরের রাজা হরেন্দ্রদেব, রাজ্যসম্বন্ধীয় কোন প্রয়োজন বশতঃ দিল্লী বাস করিতেছেন। সম্রাট এত দিন ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া কোন কথাই উপস্থিত করিতে সুযোগ পান নাই। সম্প্রতি সুসময় দেখিয়া সম্রাট সমীপে সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। যশোবন্ত সিংহেরও এক আবেদন তৎসমকালে সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইল।

পর দিবস সম্রাট ময়ূরাসনে উপবিষ্ট হইলেন,—চারি দিকে সভালোক সকল উপবেশন করিল। এ সময়ে শিবজী, যশোবন্ত সিংহ ও হরেন্দ্রদেব আহূত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। সম্রাট অনেকক্ষণ সম্ভ্রান্ত মোগলদিগের সহিত আলাপে রত থাকিয়া পরে অতি গভীরভাবে গর্ব্বিতভাবে রাজাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। শিবজী সম্রাটের ভাব দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেন। যশোবন্ত সিংহ কিঞ্চিৎ ধীর প্রকৃতির লোক, অপমান বোধ

করিয়া অধোদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। হরেন্দ্রদেব আরঙ্গজীবের ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। সম্রাট আবার নিজ অধীন বান্ধবদিগের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল পরে রাজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এখানে কি নিমিত্ত এখন উপস্থিত হইয়াছ?" রাজগণ বুঝিতে পারিলেন যে, সম্রাট অভিপ্রায় জানিয়াও প্রতারণা পূর্ব্বক জিজ্ঞসা করিলেন, যশোবন্ত সিংহ উত্তর করিলেন, "আপনি আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি।"

সম্রাট বলিলেন, "বিস্মৃত হইয়াছি, বোধ হয় আহ্বান করিয়া থাকিব," এই মাত্র বলিয়া আবার মোগলদিগের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, রাজাদিগের আগমনে সভাস্থ সকলেরই স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল,—অতি নির্ব্বোধ লোকেরাও বুঝিতে পারিল যে সম্রাট ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহাঁদিগের অপমান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

শিবজী ক্রোধে অধীর হইলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আয়ত্ত ব্যক্তির প্রতি যে দুরাচার এরূপ কুৎসিত ব্যবহার করিবে তাহা স্বপ্নের অগোচর, আমার জীবনের আশা কিছুমাত্র নাই, যেরূপ বহুজন সমক্ষে আমার এরূপ অপমান করিয়াছে, আমিও দুর্ব্বাক্য বলিয়া মানের লাঘব করিব।

যশোবন্ত সিংহ বলিলেন,—"আমরা কি নিমিত্ত আহূত হইয়াছি কারণ জানাইবার আদেশ হউক।"

সম্রাট বলিলেন, "আপনাদের আবেদন পাইয়া আপনাদিগের সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আপনাদিগের প্রয়োজন প্রকাশ করুন।" এই বলিয়া ময়ূরাসনের নিম্নভাগে পার্শ্বদিকে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন, সেই স্থান সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের

বসিবার উপযুক্ত নহে। তিনজন রাজাই নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলেন, ক্রোধে ও অপমানে শিবজীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। কাশ্মীরপতি মনের অসন্তোষ অতি কষ্টে গোপন করিয়া রাখিলেন। শিবজী উন্নত স্বভাব লোক, বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, মনের ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, কিছুকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আপনি বলে কৌশলে অনেক দেশ হস্তগত করিয়াছেন, অনেক রত্ন-কোষ-সাৎ করিয়াছেন, এমন কি আকবর হইতেও আপনকার প্রতাপ অধিক হইয়াছে। শুনিয়াছি নানা শাস্ত্রেও অধিকার আছে, নিজ ধর্ম্মে বিলক্ষণ ভক্তি শ্রদ্ধায় খ্যাতি সর্ব্বদা শুনিতে পাই, আক্ষেপের বিষয় এই আপনি ভদ্র ব্যবহার কিছুমাত্র অবগত নহেন, যাঁহার হস্তে এতদূর গুরুতর ভার অর্পিত হয়, তাঁহার অনেক বিবেচনা করিয়া চলা উচিত। প্রধান লোকের ভবনে অতি নীচ লোক আগত হইলেও প্রধান লোকের নিকট পরম-পূজ্য। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে অতিথি ব্যক্তি সকলের গুরু, আমি আপনার আবাসে সম্প্রতি অতিথি, আমার প্রতি এরূপ অনুচিত ব্যবহার আপনার মত লোকের শোভা পায় না।"

সম্রাট। "আপনি অতিথি নন, পরাজিত হইয়া বন্দী ভাবে আসিয়াছেন।"

শিবজী। "আমি বন্দী হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমার রাজ্য স্বাধীন আছে, এপর্য্যন্ত বিজাতীয় অধিকার স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

সম্রাট। "বিজাতীয় লোকের অধীন হওয়ার আর অধিক বিলম্ব নাই।"

শিবজী। "কিরূপে বিজাতীয় লোকের অধিকৃত হইবে? মনে করিয়াছেন—আমায় হস্তগত করিয়াছেন; ঈচ্ছানুসারে সম্মতি করা-

সায়েস্তাখাঁ। "প্রভো! কোন্ কোন্ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হওয়া আপনার অভিপ্রেত?"

সম্রাট। "যাহারা আমার সাংঘাতিক শত্রু, তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিব।"

সায়েস্তাখাঁ। "শিবজী সর্ব্ব প্রধান শত্রু, তাহার শিরশ্ছেদ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।"

সম্রাট। "কি উপায়ে শিবজীর শিরশ্ছেদ হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, এখন প্রাণ বিনাশ করা সহজ, কিন্তু বিনা দোষে হঠাৎ এই কার্য্য করিলে অনেক সৈন্য বিদ্রোহী হইতে পারে, আর অন্যান্য শত্রুগণ সাবধানে আত্ম রক্ষা করিবে, শিবজীর রাজ্যও অধিকৃত হইবে না, রাজ্য হস্তগত করিয়া প্রাণনাশ করিলে কার্য্য সিদ্ধি মনে করিতে পারা যায়।"

সায়েস্তাখাঁ। "শিবজীর প্রাণনাশ করিলে তাহার রাজ্য হস্তগত করা কঠিন নয়। শিবজীর বীরত্ব ও কৌশলেই দাক্ষিণাত্য আমাদের অনধিকৃত রহিয়াছে, শিবজী এখন আমাদের হস্তগত হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ শত্রু কখন কি ঘটায়, তাহার নিশ্চয় নাই, শিবজী রুদ্ধ থাকিলে কোন না কোন দিন কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শতগুণে শত্রুতা করিবে।"

সম্রাট। "হঠাৎ কিরূপে উহার প্রাণ বিনাশ করি, বিশেষতঃ শিবজীর নিকট পরাক্রম দেখাইবার বড় ইচ্ছা আছে, ভারতবর্ষের সকলেই অপদস্থ প্রায় হইয়াছে, শিবজীমাত্র স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে, আমার পরাক্রম না দেখাইয়া উহার জীবন বিনাশ করিব না। 'এখানে সৈন্য সামন্ত সকলেই শিবজীর বিপক্ষ, মোগল সেনা কোন রূপেই উহার সাহায্য করিবে না।"

সয়েস্তাখাঁ। "শিবজীকে এখানে সাবধানে বন্দী রাখিতে পারিব,

কোনরূপ আশঙ্কার হেতু নাই, কিন্তু যে সকল রাজাগণ উহার সহায় হইতে পারে, তাহাদিগকে দমন করা আবশ্যক।"

সম্রাট। "সহসা রাজাদিগের প্রাণ বিনাশ করিলে গোলযোগ ঘটিতে পারে, প্রথম কতগুলি বিদ্রোহীও প্রাণদণ্ডের যোগ্য লোকের বিচার ও প্রাণদণ্ড উপলক্ষ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, ক্রমে ক্রমে সমুদয় বিদ্রোহী রাজাদিগের প্রাণবধ করিতে হইবে।"

সায়েস্তাখাঁ। "যশোবন্ত সিংহকে সহসা মৃদুস্বভাব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অত্যন্ত ষড়যন্ত্রী।"

সম্রাট। "যশোবন্তের প্রতি বড় আশঙ্কা নাই। যশোবন্তের পুত্রদ্বয়ের প্রতি সর্ব্বদাই সন্দেহ; অজিৎসিংহ ও অরিজিৎসিংহের ন্যায় ভয়ানক শত্রু আর নাই। অরিজিৎ যুদ্ধ নিপুণ, অজিৎ অত্যন্ত ক্রূর ও ষড়যন্ত্রী; এই দুই ব্যক্তিরই প্রাণনাশ করা আবশ্যক। এই দুই ব্যক্তি ভিন্ন আরও কতকগুলি সামান্য বিদ্রোহী আছে, তাহাদিগকেও এই সঙ্গে নিহত করিতে হইবে। "এই সময়ে একজন গুপ্তচর আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিরিলেন,—"কতলু! সমাচার বল," কতলু বিনীতভাবে বলিতে লাগিল, —"প্রভু! অনেকগুলি বিদ্রোহীর অনুসন্ধান পাইয়াছি, এখন প্রতিবিধান করিবার সুযোগে বিলম্ব হইলে শত্রু পলায়ন করিবে।"

সম্রাট। "এই নগরেই বসতি করে, নাম হরিপাল ব্রহ্মা, কথার আভাসে বোধ হয়, দাক্ষিণাত্য নিবাসী লোক হইবে, শিবজীর গুপ্তচর বলিয়া অনুমান হয়।"

সায়েস্তাখাঁ "এ অতি সামান্য শত্রু, ইহার প্রতিবিধান অতি সহজ, অন্য ব্যক্তিদিগের নাম কর।"

কতলু। "একজন ব্রাহ্মণ, (দেবপূজক) এই নগরের প্রান্তভাগে

এক দেবমন্দিরে বসতি করে। বেশ পরিচ্ছদ দেখিলে হিন্দু উদাসীন বলিয়া বোধ হয়, উহাকেও শত্রু বলিয়া বোধ হইল।"

সায়েস্তাখাঁ। "কিরূপে জানিতে পারিলে?"

কতলু। "কোন সময়ে রাত্রিকালে সেই দেবমন্দিরের নিকটপথে যাইতে অস্পষ্ট স্তুতিবাদ শুনিতে পাইলাম। হঠাৎ সম্রাটের নাম শ্রুতিগোচর হওয়াতে মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া শুনিলাম, সেই ব্রাহ্মণ স্তুতিবাদ করিতেছে;—"হে দেবি! আরঙ্গজীব জীবিত থাকিতে রাজ্যের মঙ্গল নাই, উহার প্রাণ সংহার করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। সম্রাটের মরণ সাধনের নিমিত্ত প্রাণপণ করিতেছি।" প্রভু! সেই দুরাচারের প্রার্থনা যখন এইরূপ, অনুষ্ঠান বোধ হয়, ভয়ানক হইবে।"

সায়েস্তাখাঁ। "উহার অনুষ্ঠান কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

কতলু। "জানা প্রয়োজন বোধ করি নাই।"

সম্রাট। "যে পর্য্যন্ত অপরাধ জানা হইয়াছে, তাহাতেই প্রাণ দণ্ড হইতে পারে, আর অধিক অনুসন্ধানের আবশ্যক নাই।"

সায়েস্তাখাঁ। "এই নিমিত্ত বিশেষ জানা আবশ্যক যে, উহার সহিত অনুষ্ঠানে অন্য কোন ব্যক্তি রত থাকিবার সম্ভাবনা।"

সম্রাট। "কতলু! আর কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে বিদ্রোহী বলিয়া অনুমান করিয়াছ?"

কতলু। "আপনার এখানে পূর্ব্বে দেবদাস নামক এক ক্ষত্রিয় ছিল, বোধ হয়, আপনার মনে আছে, সে পুণা গিয়াছিল। সম্প্রতি আবার দিল্লী আসিয়াছে।"

সম্রাট। "দেবদাসকে জানি, অনেক দিন হইল, দেবদাসের সংবাদ অবগত নই। পুণা হইতে প্রত্যাগত হইতে পারে। উহার অন্যাচরণের বিষয় কি জানিতে পারিয়াছ?"

কতলু। "গোপনে শিবজীর সহিত ষড়যন্ত্র করিবার চেষ্টা

করিতেছে, এরূপ শুনিয়াছি। কুমার অরিজিৎসিংহের সহিতও পরিচয় আছে, ভাব ভঙ্গী দেখিয়া ভীত হইয়াছি।”

সম্রাট। “উহার প্রতি এক সময়ে বিশ্বাস ছিল। হিন্দু জাতি বিপদ ঘটাইতে পারে, ক্ষমা করা উচিত নয়, শীঘ্র বোধ হয়, পলাইতে পারিবেনা।”

কতলু। “আপনার এক মাতুল এই ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে বড় ভয়ানক লোক, তাহার শক্রতা অতি বিপদ-জনক, সাবধান হইবেন।”

সায়েস্তাখাঁ। “আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সে দুরাচার অনেককাল হইতে শক্রতা করিয়া আসিতেছে। এবার পরিত্রাণের পথ রুদ্ধ হইবে।”

সম্রাট মাতুলের নাম শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল, বলিতে লাগিলেন,—“অতি সত্বর দুরাচারদিগের শিরশ্ছেদন করিব, কাহাকেও ক্ষমা করিব না।” এই সময়ে আর এক ব্যক্তি গুপ্তচর আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সম্রাট সমীপে দাঁড়াইল। সম্রাট ত্রস্তভাবে বলিলেন,—“মন্নু! তুমি কি জানিতে পারিয়াছ, বর্ণন কর।”

মন্নু। “প্রভু! অনুসন্ধান করিতে গিয়া বড় চমৎকৃত হইয়াছি। আপনার পিতা ঘোরতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন; তাঁহার অনুষ্ঠান দেখিয়া বড় ভীত হইয়াছি।”

সম্রাট। “কি জানিতে পারিয়াছ?”

মন্নু। “সেই দিন দেখিলাম, কারারুদ্ধ কুমার অরিজিতের সমীপে আপনার পিতা গমন করিয়া চুপে চুপে পরামর্শ করিতেছেন। আমি কোন কথা বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু আপনার বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া বোধ হইল।”

সম্রাট। "আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে। পিতা হইতে এরূপ কার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। একবার কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, সম্প্রতি অনেকের অনুরোধে মুক্তি করিয়াছি। কিন্তু কর্ম্মটী ভাল হয় নাই, আবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিতে হইল।"

সায়েস্তাখাঁ। সম্রাটের সহিত যদি অরিজিৎ সিংহের পরামর্শ হইয়া থাকে, তবে বড় চিন্তার বিষয়। বিলম্ব হইলে আত্মরক্ষা করা বড় কঠিন হইবে, কর্ত্তব্যসাধনে আলস্য করা উচিত নয়।"

সম্রাট। "কিছু চিন্তা নাই, সমুদয় শত্রু এককালে দমন করিতেছি, আমি উহাদিগের ষড়যন্ত্রে ভীত নই। সপ্তাহ মধ্যে সমুদায়ের প্রাণ দণ্ড করিতেছি।"

সায়েস্তাখাঁ। "কুমার অরিজিৎসিংহের শিরশ্ছেদ নিতান্ত আবশ্যক।"

সম্রাট। "সাজাহানকে পিতা বলিয়া ক্ষমা করিব না, অনেকবার ক্ষমা করিয়াছি। এবার শূলে আরোহণ করাইব, ময়ূরাসনে আরোহণের ভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে। হরেন্দ্রদেব ভিন্ন সমুদায় নরপতি ও অন্যান্য বিদ্রোহি দিগের বিনাশ-সাধন করিয়া শিবজীর মস্তক চ্ছেদন করিব। সমুদয় শত্রু বিনাশ, শিবজী স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আমার প্রতাপ জানিতে পারিবে। মন্নু! বৃদ্ধ সম্রাটের বিষয় আর কি অবগত আছ, বর্ণন কর।"

মন্নু। "প্রভু! বৃদ্ধ সম্রাট শিবজীর কারাগৃহেও এক দূতপ্রেরণ করিয়াছিলেন।"

সম্রাট। "কেন দূত প্রেরিত হইয়াছিল, কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

মন্নু। "না,—বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই, আপনার বিরুদ্ধভাবে ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান করিয়াছিলাম।"

সম্রাট। "বৃদ্ধ সম্রাটের গৃহে অন্য কোন রাজার প্রেরিত লোক কখন আসিতে দেখিয়াছ ?"

মন্নু। "কখন দেখি নাই, আমার অনুমান হয়, যশোবন্তের দূত সম্রাট সমীপে গোপনে যাইতে পারে।"

সম্রাট। (স্বগত) "এবার আমাকে পিতৃবধ করিতে হইবে, তা না হইলে রাজলক্ষ্মী বিমুখ হইবেন; রাজ্যের অনুরোধে লোক-নিন্দার ভয় ত্যাগ করিতে হইবে।"

সায়েস্তাখাঁ। "আমার বিবেচনায় সম্রাটকে কারাবদ্ধ করিয়া অন্যান্য রাজা ও বিদ্রোহিদিগের প্রাণ দণ্ড করাই উচিত, আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়;"

সম্রাট ক্রুদ্ধভাবে চারিদিক অবলোকন করিবামাত্র কতলু প্রভুর মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া একজন সেনাপতিকে আহ্বান পূর্ব্বক আনয়ন করিল। সেনাপতি আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সম্রাট সমীপে দণ্ডায়মান হইল। সম্রাট ক্রুদ্ধভাবে কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"যে যে লোকের নাম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে তাহাদিগকে আমার নির্দ্দিষ্ট দিবসে বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত কর।" সেনাপতি কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্রাটের মুখপানে অবলোকন করিয়া রহিল। সম্রাট অনেকগুলি লোকের নাম ও পরিচয় নির্দ্দেশ করিয়া আদেশ করিলেন। আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেনাপতি নিষ্ক্রান্ত হইল।

এ দিকে মাধবিকা দিল্লীর রাজপথে চলিয়াছে এবং মনে মনে ভাবিতেছে,—কি ভাবিতেছে? মাধবিকা নিজের নিমিত্ত কখনই ভাবে নাই। চিরকালই সখীর ভাবনাতে আকুল; অদ্য নলিনীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতেছে, কোথায় যাইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই। এই সময়ে হঠাৎ দামোদরের সহিত সাক্ষাৎ

হইল, দামোদর দূর হইতে চিনিতে পারিয়া দ্রুত সম্মুখে উপস্থিত হইল। মাধবিকা দামোদরকে মৃদুসম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিল,—“ওহে! এখন কোথায় থাকা হয়? কোথায় যাইতেছ? তোমার সখার সহিত আলাপ হইয়াছে ত?”

দামোদর ত্রস্তভাবে বলিতে লাগিল,—“আমি যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিতে হৃদ্‌কম্প হয়, স্মরণ করিতে রোমাঞ্চ হয়।”

মাধবিকা। “কিরূপ বিপদ?”

দামোদর রত্নপতির সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া নির্ব্বাক হইল।

মাধবিকা। “তোমার বন্ধু কুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে?”

দামোদর। “কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে? কুমার কারারুদ্ধ হইয়াছেন। সেই কারাগারে অন্যের যাইবার অধিকার নাই। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। কিরূপে সাক্ষাৎলাভ হইবে, চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারি না।”

মাধবিকা। “কুমারের সহিত সাক্ষাতের আশা ত্যাগ কর, আমি অনেক কষ্টে এক দিবস সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, আলাপ করিবার সুযোগ পাই নাই। দুরাচার আরঙ্গজীব এরূপ ভয়ানকরূপ রুদ্ধ করিয়াছে যে, বলে কি কৌশলে মুক্তি পাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই, অনেক চিন্তা করিয়াও কোনরূপ উপায় দেখিতেছি না।”

দামোদর। “তুমি যদি কোনরূপ উপায় না করিতে পার, তাহা হইলে বড় বিপদের বিষয়। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম জ্ঞান অতি অল্প, ন্যায়ের অনুরোধে কুমারকে যে পরিত্যাগ করিবে, এরূপ বোধ হয় না! প্রকাশ করিতে হৃদয় কম্পিত হইতেছে, আমি সম্রাটের গুপ্ত সমাচার জানিবার জন্য সায়েস্তাখাঁর গৃহে গিয়াছিলাম, অনেক কৌশলে জানিতে পারিলাম। বিদ্রোহিদিগের প্রাণনাশের এক দিনস্থির

হইয়াছে, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে; বলিতে পারি না।" কিছু কাল নীরব রহিল।

দামোদর। "হায়! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। হে প্রিয়বন্ধু কুমার! তোমার পরিণাম চিন্তা করিয়া হৃদয় বিকল হইল। তোমারত কোন পাপ দেখিতেছি না, তোমার এরূপ বিপদ ঘটিল কেন? তুমি সর্ব্বদাই সাধুলোকের সংসর্গে অবস্থিতি কর, পাপ তোমায় স্পর্শ করিতে পায় না, তোমার শরীরে কোন দোষ নাই। আমার ন্যায় নরাধমের সহিত যে তোমার পরিচয় ও হৃদ্যতা আছে, কেবল এই একমাত্র দোষ, ও অখ্যাতি; ইহা ভিন্ন আর কোন অনুচিত আচরণ দেখি নাই। এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ রাজকুমারের যদি আশঙ্কিতরূপ বিপদ ঘটে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম রসাতলে গিয়াছেন। পাপ সমস্ত সংসার অধিকার করিয়াছে বলিতে হইবে।"

মাধবিকা। "চিন্তিত হইও না, কি হয় বলা যায় না, ঈশ্বর রক্ষা করিবেন। তোমার নিকট একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বোধ হয় তুমি অবগত আছ।"

দামোদর। "আমি দিল্লীর বিষয় বিশেষরূপ অবগত নহি, যাহা জানি, তাহা বলিতে পারিব।"

"মাধবিকা। "পদ্মলতিকা এখন কোথায় আছে? শুনিয়াছি সম্রাটের অন্তঃপুরে উহার সর্ব্বদা যাওয়ার অধিকার আছে?"

দামোদর। "পদ্মলতিকা পূর্ব্বে সম্রাটের উপপত্নীমণ্ডলে ছিল, এখন সম্রাটের হাতছাড়া হইয়া দিল্লীর এক পার্শ্বে বেশ্যামণ্ডলে বসতি করিতেছে।"

মাধবিকা। "এখন তোমার সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয়?"

দামোদর। "সেদিন দেখা হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম। পদ্মার প্রতি সম্রাটের আর কোনরূপ দৃষ্টি নাই।

এখন নিজে প্রকাশ্য ভাবে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। অনেক বড় বড় মোগলদিগের সহিত আলাপ হইয়াছে, আমার মত লোকের সহিত হাসিয়া কথা বলে, তাহাই আমার মত লোকের পক্ষে সৌভাগ্য বলিতে হইবে।"

মাধবিকা। "আমার অভিপ্রায় এই পদ্মার দ্বারা সম্রাটের অন্তঃপুরের বিষয় জানিতে পারিব কি না? পদ্মা অতি চতুরা, অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান রাখে।"

দামোদর। "কখন কখন সম্রাটের নিকট যায়, কিন্তু বেশ্যা বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেয় না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিবে।"

দামোদর এক দিকে চলিয়া গেল। মাধবিকা অনেক অনুসন্ধানের পর পদ্মার আলয়ে উপস্থিত হইল। দেখ—পদ্মা এক মনোরম অট্টালিকাতে বসতি করিতেছে, এক পালঙ্কের উপরে অধোমুখে বসিয়া আছে। দুই জন যুবা নিকট বসিয়া যেন সমদুঃখভাব প্রকাশ করিতেছে। পদ্মার চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুপাত হইয়া কপোলদেশ আর্দ্র হইতেছে, মাধবিকাকে দেখিয়া প্রথম চিনিতে পারিল না, পরে পরিচয় পাইয়া আদর পূর্ব্বক নিকটে বসাইল। সহসা দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না। কিছুকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল—"পদ্মা! তোমার নিকট কোন বিবরণ জানিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস হইতেছে না। প্রথম দুঃখের কারণ জানিতে চাই, পরে প্রয়োজন জানাইতেছি।" পদ্মা অশ্রু মার্জ্জন করিয়া বলিল, "ভগিনি! বিশেষ দুঃখের কারণ কিছুই নয়, সম্রাট আদেশ করিয়াছেন বিদ্রোহিদিগের সঙ্গে আমারও প্রাণদণ্ড হইবে।"

মাধবিকা। "তোমার অপরাধ কি ঘটিয়াছে?"

পদ্মা। "সম্রাট কাহার নিকট শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, আমি সম্রাট সাজাহানের দূতী হইয়া শিবজী সমীপে গমন করিয়া ছিলাম।"

মাধবিকা। "কি উদ্দেশ্যে?"

পদ্মা। "আমি কিছুই জানি না, কেন যে এরূপ অপবাদ ঘটিল, বলিতে পারি না, দুই এক দিবস বৃদ্ধ সম্রাট সমীপে গিয়াছিলাম, বোধ হয় সেই জন্যেই এরূপ কথা হইয়া থাকিবে।"

মাধবিকা। "শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম, প্রকৃত কথা অবগত হইলে সম্রাট তোমায় নির্দোষ জানিয়া ক্ষমা করিতে পারেন, শান্ত হও।"

পদ্মা। "আমার আর জীবনে সাধ কি? আমি যে অবস্থায় আছি, ইহাপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেষ্ঠ, পরম সাধুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন আমার এরূপ পরিণাম ঘটিয়াছে, তখন আর অধিক শাস্তি কি ঘটিবে? মৃত্যু হওয়া একরূপ ভাল।"

মাধবিকা। "আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, তোমার শোকের কিঞ্চিৎ বিরাম না হইলে বলিতে পারিতেছি না।"

পদ্মা। "স্বচ্ছন্দে বল, আমার শোকদুঃখ কিছুই নয়।"

মাধবিকা। "তুমি বাদসাহের মন্ত্রণা অনেক অবগত হইতে পার, কুমার অরিজিৎসিংহের সম্বন্ধে কিরূপ মন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা জানিতে আসিয়াছি।"

পদ্মা। "মাধবিকা! বলিতে সাহস হইতেছে না, সম্রাট আদেশ প্রচার করিয়াছেন, কুমারের শিরশ্ছেদ করিবেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ অজিৎকে শূলে আরোহণ করাইবেন।"

মাধবিকা। "কুমারের কি অপরাধ?"

পদ্মা। "তাহা আমি জানিতে পারি নাই, মাধবিকা! কুমার সম্বন্ধে আর একটী ঘটনা বলিয়া জানাইতেছি।"

মাধবিকা। "সখি! বল।"

পদ্মা। "কয়েক দিনমাত্র অতীত হইল, আমায় যে দিন সম্রাট সন্দেহ করেন, তাহার পূর্ব্বদিবস, আমরা কতিপয় বেশ্যা সম্রাট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আদেশ পালনার্থ উপস্থিত হইলাম, সম্রাট যেরূপ বলিয়াছিলেন, স্মরণ করিতে হৃদয় কম্পিত হয়।"

মাধবিকা। "বল বল—কি হইল।"

পদ্মা। সম্রাট বলিলেন—"আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিব।" আদেশ এই,—"কুমার অরিজিৎ সিংহ কারাগারে বসতি করে, তাঁহার প্রাণ সংহার করাই আমার অভিপ্রেত।" এই কথা শুনিয়া আমরা সম্রাটের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। আবার বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা সত্বর কার্য্য সাধন করিয়া পুরস্কার গ্রহণ কর।" আমি বলিলাম,—"কিরূপে কোন্ সুযোগে আপনার আদেশ পালনে চেষ্টা করিব? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়াই বা উদ্‌যোগ করিব?" সম্রাট আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কুমারের গৃহে যাইয়া প্রথম নানারূপ হাব ভাব প্রকাশ দ্বারা মন হরণ কর। পরে মদিরাসক্ত করিয়া পানীয় বস্তুর সহিত বিষ পান করাও, তাহা হইলেই কার্য্য সাধন করিতে পার।" সম্রাটের এই রূপ পরামর্শ শুনিয়া বলিলাম,—"প্রভু! কুমারের স্বভাব চরিত্র বোধ হয়, আপনি বিশেষরূপ জানেন না, সেই নিমিত্তই এরূপ পরামর্শ দিতেছেন। কুমার ক্ষত্রিয়-দিগের চিরকুলব্রত রক্ষাতে তৎপর, কখনই পরস্ত্রীর প্রতি কাম-কটাক্ষপাত করেন না, যে মদিরা পান করে, তার মুখ দর্শন করিতে সম্মত নহেন। আমি কুমারের বিষয় ভালরূপ অবগত আছি, আমার জন্মস্থান যোধপুর।" সম্রাট বলিলেন,—"অরিজিৎ সিংহ অবিবাহিত, আলাপ সম্ভাষায় সুরসিক বলিয়া বোধ হয়, যৌবন পূর্ণ হইয়াছে,

রূপবতী স্ত্রীর প্রতি বিরাগ জন্মিবার কোন কারণ দেখা যায় না। উচ্চপদস্থ লোকেরা অনেক বিষয় কৃত্রিমভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। অরিজিৎ নিজ গৌরব রক্ষার অনুরোধে বোধ হয়, এরূপ করিয়া থাকেন। স্বভাবকে কে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে? তুমি যদি এরূপ তরুণ-যুবাকে ভুলাইয়া কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে, তবে আর রূপের ও লাবণ্যের মহিমা কি? এরূপ কৌশল ও চাতুরীতে ধিক্!"

"আমি বলিলাম,—"মহাত্মন! শত্রু দমনের এই সদুপায় নয়।" এই কথায় সম্রাট কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তোর নিকট রাজনীতির পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছি না।" আমি নীরব হইয়া শঙ্কিতভাবে রহিলাম। আমার সঙ্গিনী—অন্যান্যেরাও অসম্মত হইল। সম্রাট বিরক্ত হইয়া আমাদিগেকে বিদায় করিলেন, পরদিবস জানিতে পারিলাম, আমি বিদ্রোহিণী বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছি, প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জীবনের নিমিত্ত কেন যে মায়া হইতেছে, বলিতে পারি না, এই ছার জীবনে প্রয়োজন কি? নিজের পূর্ব্বাপর অবস্থা স্মরণ হওয়াতে দুঃখোদয় হইতেছে। কুমারের বিষয় যাহা জানি বলিলাম, পরে আর কি ঘটিয়াছে, তাহা আর জানিতে পারি নাই। সম্রাট আর কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা জানা বড় কঠিন ব্যাপার নহে; অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবে।"

পদ্মার কথা সমাপ্ত হইতেই সেই স্থানে উপস্থিত পদ্মার একটী প্রণয়ী যুবা বলিতে লাগিল,—"ইহা ভিন্ন আরও অনেক ষড়যন্ত্র প্রয়োজিত হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই এ পর্য্যন্ত কুমারের ক্ষতি হয় নাই। সেই সকল ষড়যন্ত্রের বিষয় স্মরণ হইলে রোমাঞ্চ হয়।"

মাধবিকা। "কিরূপ ষড়যন্ত্র? জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

যুবা। "প্রকাশ করিতে সাহস হইতেছে না। সম্রাট যেরূপ দুরন্ত লোক, তাহা কাহারই অবিদিত নাই।"

মাধবিকা। পদ্মার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল, এবং চিন্তাকুল মনে বহির্গত হইয়া কুমারের হিত উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

এখানে রাজা হরেন্দ্রদেব নিজ পটগৃহে বসিয়া অধীর হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন।—বিদ্রোহিদিগের প্রাণ দণ্ডের কথা স্মরণ হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্তঃকরণ বিকল হইতেছে। এরূপ সময়ে এক ব্যক্তি পত্রবাহক আসিয়া রাজার হস্তে এক পত্র অর্পণ করিল। আবরণ উন্মোচন করিয়া পত্র পাঠ করিলেন, একবার পাঠ করিয়া তৃপ্তি জন্মিল না, আবার পাঠ করিলেন, পত্রে লিখিত হইয়াছে,—"প্রাণবল্লভ! হত ভাগিনীর বিষয় বোধ হয়, আপনার কিছুমাত্র মনে নাই, এখন পত্নী বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস হয় না। কন্যাদুটীর সহিত আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলে, অদৃষ্টক্রমে কন্যা দুটী হারাইয়াছিলাম, অনেক অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি পুনরায় লাভ করিয়াছি। আমি তপস্বিনী হইয়া বহুদিন তীর্থবাসীনী ছিলাম। এখন কোন কারণ বশতঃ দিল্লী বাস করিতেছি, জ্যেষ্ঠা কন্যা সন্ন্যাসিনী হইয়া চিরকৌমার্য্য গ্রহণ করিয়াছে, কনিষ্ঠা উপযুক্তপাত্রে অর্পিত হইয়াছে। যদি ইচ্ছাহয়, তবে এই হতভাগিনীর আলয়ে অদ্য রাত্রিতে উপস্থিত হইয়া স্থান পবিত্র করিবেন। আমার আবাস স্থানের পরিচয় এই মোগল সেনানায়ক হেমকরের আলয়ে যাইয়া তাপসীদেবীর কথা যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই বলিয়া দিবে।" পত্রার্থ অবগত হইয়া কাশ্মীরপতির অন্তঃকরণ বিচলিত হইল। ক্ষণকাল জড়প্রায় রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন,—"হায়! প্রেয়সী অদ্যাপি জীবিত আছে? আমি কি নরাধম! নিরপরাধে পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছি, আমার ন্যায় পাপীর কি গতি হইবে?" আবার মনে উদিত হইল,—"বোধ হয়, কোন প্রতারক লোক আমায়" বঞ্চনা করিবার মানসে

এরূপ পত্র প্রস্তুত করিয়াছে। এই দেশে সমুদয় লোকই ঐন্দ্রজালিক, প্রবঞ্চক। সম্রাট স্বয়ং ধূর্ত্তের চূড়ামণি, প্রায় অধিকাংশ লোকেই সর্ব্বদা মিথ্যা কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। বিশেষতঃ এ দেশে আমার কোন ক্ষমতা চলে না। এ দেশের রীতি নীতিও অতি অল্প বুঝিতে পারি। এত কালের পর সেই প্রিয়া লাভ সম্ভবযোগ্য বোধ হয় না। কে আমায় এরূপ প্রতারণাময় পত্র লিখিল? আমাকে প্রতারণা করিয়া অন্যের কি ফল। কি করিয়াই বা এ দেশীয় অপর লোকে এতদূর গোপনীয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছে? যদি সত্য হয়, তবে না যাওয়া বড় নিষ্ঠুরের কর্ম্ম। নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিবার ত্রুটিই বা কি আছে? যাহা হউক, একবার গিয়া দেখা উচিত। যদি প্রতারণা হয়, তবে আমার তাতে বিশেষ হানি কি? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পত্র লিখিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে একবার ইচ্ছা করিলেন, আবার ক্ষান্ত হইলেন।

সম্রাট আরঙ্গজীব সন্ধ্যাকালীন উপাসনা সমাপন করিয়া প্রমোদ-গৃহে একাকী বসিয়া আছেন—সম্মুখে নীলবর্ণ মণি-প্রদীপ মন্দ মন্দ দীপ্তি পাইতেছে, দূর হইতে বীণা ঝঙ্কার শ্রুত হইতেছে। বীণার স্বরশ্রবণে মত্ত হইয়া পিঞ্জরস্থ শ্যামা ও শুকগণ মধুরস্বরে অস্পষ্ট গান করিতেছে। সম্মুখদেশে একখানি চিত্রপট বিস্তৃত রহিয়াছে। এই চিত্রপট পাঠকবর্গের অপরিচিত নহে। সম্রাট অনেকদিন এই আলেখ্য লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন! এতদিন বড় ব্যস্ত ছিলেন, চিত্রপট লইয়া আলোচনা করার অবকাশ ছিল না। অদ্য শত্রু দমনের মন্ত্রণা স্থির করিয়া একরূপ সুস্থ হইয়াছেন। কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইবামাত্র সেই আলেখ্য দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মন সম্পূর্ণ সুস্থির হয় নাই, একবার আলেখ্যের দিকে সতৃষ্ণ-দৃষ্টিপাত করেন, আবার শত্রু দমনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চক্ষু মুদ্রিত করেন। এই সময়ে আদিষ্ট

হইয়া হেমকর সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইল এবং অভিবাদন পূর্ব্বকদণ্ডায়মান হইল, ইঙ্গিত অনুসারে কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন করিল। সম্রাট এতদিন হেমকরের আকৃতির প্রতি ভালরূপ দৃষ্টিপাত করেন নাই, অদ্য আকৃতির দিকে বার বার নয়ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একবার হেমকরের বদন দর্শন করেন, আবার চিত্রপটের কামিনীর বদনের সহিত তুলনা করেন। মণি-প্রদীপের নীল আল অতি মন্দ, স্পষ্ট দেখা যায় না, ভালরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না, সুন্দররূপ তুলনা হইয়া উঠে না, অনেক কষ্টে তুলনা করিতে লাগিলেন। বেশপরিচ্ছদের ভিন্নতায় ক্ষণে ক্ষণে অনেক অংশে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সম্রাট, (স্বগত) বলিতে লাগিলেন—"এই যুবার সহিত এই আলেখ্যের অনেকাংশে সাদৃশ্য বোধ হয়, বোধ হয় এই চিত্রিত কামিনীর সহিত এই যুবার কোনরূপ শোণিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে, ইহার সহিত এই সম্বন্ধে আলাপ করিয়া দেখা যাক।"

প্রকাশে "হেমকর! এই চিত্রপট যে কামিণীর, তাহার বিষয় কিছু জান? হেমকর চিত্রের দিকে মনোযোগ করিয়া দৃষ্টিপাত করিল, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল! নিজের আকৃতি নিজের অনুভব করা বড় কঠিন ব্যাপার। হেমকর সেই চিত্রিত কামিনীর রূপ দেখিয়া অনেক চিন্তার পর শির উত্তোলন করিলে সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পরিচয় পাইলে? হেমকর বলিল—"আমি যেন এই আকৃতির স্ত্রীলোক কোথায় দেখিয়াছি।"

সম্রাট বলিলেন—"ইহার পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি—ইহার আবাসস্থান যোধপুর। রত্নপতি শ্রেষ্ঠীর কন্যা, নাম হেমনলিনী।" সম্রাটের মুখ হইতে এই পরিচয়সূচক কয়েকটী কথা বাহির হইবামাত্র হেমকরের হৃদয় কম্পিত হইল। চিত্রের দিকে চাহিয়া দেখে নিজের প্রতিকৃতিই বটে, তখন ভ্রম সন্দেহ দূর হইয়া

নিজের আকৃতি নিশ্চিত হইল। ভাবিতে লাগিল, "হায় এই চিত্রপট দ্বারাই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ইহা দেখিয়াই আমার প্রতি সম্রাটের লালসা জন্মিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এখনও সম্পূর্ণরূপে লোভশিখা নির্ব্বাপিত হয় নাই, সাবধানে চলিতে হইবে। অনেক সময় যাপন করিয়া আসিয়াছি, আর অতি অল্প সময় কাটাইতে পারিলেই রক্ষা পাইতে পারি। যাহা হউক, এখন অন্য কথা উত্থাপন করিয়া সম্রাটের মন অন্য দিকে চালান উচিত।" প্রকাশে বলিল—"প্রভু! আমি দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া একদিনমাত্র আপনার শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিয়াছি, অনেক কথা বলিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারি নাই। আজ আমার অনেক নিবেদন আছে, আদেশ ও অভয় পাইলে নিবেদন করিতে পারি।" সম্রাট হেমকরের কথায় চকিত হইলেন, উপস্থিত প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া ইহার আবেদন শুনিতে অভিলাষী হইয়া বলিলেন—"তোমার কি আবেদন বল, শুনিতেছি।"

হেমকর। "প্রভু! আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি আপনার আদেশ পালনে ত্রুটি করি নাই।"

সম্রাট। "তুমি যেরূপ আদেশ পালন করিয়া আমায় সন্তুষ্ট করিয়াছ, রক্ষা করিয়াছ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি তোমার নিকট ঋণী আছি, তাহা সেই দিনে শতবার স্বীকার করিয়াছি। তোমার যদি কোনরূপ পুরস্কার কামনা থাকে, বলিলে যথাসাধ্য যত্নবান হইব।"

হেমকর। "আপনি আমার সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতেই আমি আপনার সৌজন্য এজন্মে বিস্মৃত হইতে পারিব না, অর্থ আমার প্রার্থনীয় নয়।

পরে আমার প্রার্থনা জানাইতেছি, পর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

সম্রাট। "কি কথা? বল"—

হেমকর। "আমায় অদ্য আহ্বান করিয়াছেন কেন?"

সম্রাট। "এই চিত্রপট দেখিয়া তোমার বিষয় মনে হওয়াতে এ বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আহ্বান করিয়াছি, বোধ হয় তুমি বেশ অবগত নও।"

হেমকর। "আমি কিরূপে জানিব? আমার দুইটী প্রার্থনা, প্রথম—আমি প্রাণপণে আপনার আদেশ প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, এখন ইচ্ছা যে কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া, স্থানান্তরে যাই! দ্বিতীয়—আপনার সৈন্য সকল বড় অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, এখন শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে।"

সম্রাট। "তোমার এ বয়সে কেহ কার্য্য প্রবেশ করিতেও সাহস হয় না, তুমি কার্য্য হইতে অবসর নিতে ইচ্ছা করিতেছ। তোমার যদি নবযৌবন দোষে অন্তঃকরন বিচলিত হইয়া থাকে, তবে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত বিবাহ করাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া হাস্য করিলেন, হেমকর মুখে বস্ত্র দিয়া মুখ ফিরাইল।

সম্রাট। "এখন পর্য্যন্ত গোঁপের রেখা উদিত হয় নাই, এখন নানা রূপ বিদ্যা শিক্ষার সময়, আমার এখানে থাকিয়া যুদ্ধ শাস্ত্রের সহিত নানা বিদ্যা শিক্ষা কর। অবকাশ পাইবে না। দ্বিতীয় প্রার্থনা আমার মঙ্গলজনক। তোমার নিজের স্বার্থ নয়, সৈন্য শাসন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, কেন সৈন্য সকল এরূপ অবাধ্য হইতেছে, তাহার কারণ কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

হেমকর। "অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।"

সম্রাট। "আমি একরূপ জানিতে পারিয়াছি, অনেক প্রধান লোক আমার শত্রু, তাহাদের উত্তেজনায় সৈন্য সকল বিদ্রোহী হইয়াছে।"

হেমকর। "কোন্ কোন্ প্রধান লোক আপনার শত্রু? তাহাদিগকে দমন করিবার কি কি উপায় স্থির করিয়াছেন? শত্রুদিগকে বশীভূত করিবার কোনরূপ উপায় স্থির হইয়াছে কি না?"

সম্রাট। "আমার পিতা মহা শত্রু, যশোবন্ত সিংহ ও তাঁহার পুত্রদ্বয়, শিবজী, ইহা ভিন্ন যে সকল শত্রু আছে, সমুদয়ই ক্ষুদ্রলোক। শিবজীকে একরূপ হস্তগত করিয়াছি, অরিজিৎ সিংহকে কারারুদ্ধ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই।"

হেমকর। "বিপক্ষ রাজাদিগের নিমিত্ত কি শাস্তি মনোনীত করিয়াছেন?"

সম্রাট। "প্রাণদণ্ড ভিন্ন আর কি শাস্তি মনোনীত করা যাইতে পারে?"

হেমকর। "কি!—অরিজিৎ প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিয়াছে, বিচার ব্যতীত তাঁহারও প্রাণদণ্ড হইবে? এই পরামর্শ কি ন্যায়ানুগত হইয়াছে? কখনই নহে।"

সম্রাট। "অরিজিৎ দাক্ষিণাত্যে গিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোন উপকার লাভ হয় নাই, তাহার সেই কার্য্যমাত্র স্মরণ করিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞ হইতে পারি না। আত্মরক্ষার অনুরোধে যখন নিজ পিতার শিরশ্ছেদ করিতে প্রস্তুত আছি, তখন এক নরাধম হিন্দু রাজার প্রতি আর কতদূর ক্ষমা প্রকাশ করিতে পারিব বলিতে পারি না।"

হেমকর। (স্বগত) "সম্রাটের অভিপ্রায় শুনিয়া হৃদয় কম্পিত হইতেছে। এবার কুমারের উদ্ধার সাধন বড় কঠিন দেখিতেছি।" প্রকাশে—"বিশেষরূপ তদন্ত না করিয়া কোন প্রবঞ্চক লোকের কথায় কোন কার্য্য করিবেন না, আপনি ভারতবর্ষের বিচারপতি।"

সম্রাট। (স্বগত) "ইহার নিকট অরিজিৎ সিংহের বিষয় প্রকাশ

করা ভাল হয় নাই, বোধ হয়, ইহার সহিত তাহার কোনরূপ আত্মীয়তা জন্মিয়া থাকিবে, অনেক সেনা সম্প্রতি ইহার ক্ষমতার অধীন হইয়া রহিয়াছে, এই যুবা যদি অরিজিৎ সিংহের সাহায্য করে, তবে দমন করা আমার দুঃসাধ্য হইবে, অনেক লোকের রক্তপাত হইবার সম্ভাবনা, ইহার প্রাণ বিনাশ করা কি কোনরূপে ইহাকে বশীভূত করা আবশ্যক।"

হেমকরের রূপ দেখিয়া প্রথম সম্রাটের যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, ক্ষণকাল মধ্যে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আর একরূপ ধারণ করিল, যুবার লাবণ্যে যে সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন এখন আর তাহা দেখিতে পান না, স্বার্থপরতা আসিয়া যেন সমুদয় আচ্ছাদন করিল। হেমকর, এতদূর অধীর হইল যে আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না, গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিল, বলিল, "প্রভু! বিশেষ প্রয়োজন স্মরণ হইল আর বিলম্ব করিতে পারিনা।" আদেশ গ্রহণ করিয়া প্রস্থিত হইল।

সম্রাট একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রেমাগ্রহ আসিয়া একবার সম্রাটের মনে উদিত হইতেছে এবং হেমকরের সৌন্দর্য্য বিশেষ রূপে চিত্রিত করিতেছে, আবার স্বার্থপরতা ও রাজ্যলোভ আসিয়া হেমকরের প্রতি বিদ্বেষভাব জন্মাইয়া দিতেছে, অনেক চিন্তার পর সম্রাট স্থির করিলেন, "অতি সত্বর সমুদয় শত্রুবর্গের প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, এইরূপ গুরুতর কার্য্যে আলস্য বা কাল বিলম্ব করা উচিত নয়, শত্রুকুলের বিনাশ সাধন করিয়া পরে হেমকরের প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, এরূপ লোকদ্বারা ভবিষ্যতে বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে পারে, দুই দিবস মধ্যে সমুদয় কার্য্য শেষ করিতে হইবে, সম্প্রতি যেরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সম্রাট গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্।"

অপরাধিগণের প্রাণ দণ্ডের নিমিত্ত বধ্যভূমি প্রস্তুত হইল—শূল ও উদ্বন্ধনকাষ্ঠ সকল সারি সারি সজ্জিত, ঘাতক চণ্ডালগণ বিকটবেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং বধকার্য্য সম্পাদনের উদোগ করিতেছে, অসংখ্য বধসহকারী সেনা বধ্যভূমি বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। সম্রাট একপার্শ্বে বধবিচারকের আসনে উপবেশন করিয়াছেন। চারিদিকে বিচারপোষক মন্ত্রিগণ আসীন হইয়াছে, অনেক দর্শক বধ-ভূমির একপ্রান্তে একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। শিবজী, হরেন্দ্রদেব ও যশোবন্ত সিংহ, দর্শনার্থ আহূত হইয়া একস্থলে দণ্ডায়মান আছেন। ইঁহাদিগকে প্রতাপ প্রদর্শন করাই সম্রাটের উদ্দেশ্য। অপরাধিগণ প্রহরিগণে বেষ্টিত হইয়া অতি মলিন ও বিষন্নভাবে একস্থলে দণ্ডায়মান আছে; অধিকাংশেরই হস্ত পদ রুদ্ধ। যাহাদিগের পলাইবার আশঙ্কা নাই, কেবল তাহাদিগের মাত্র হস্ত পদ রুদ্ধ করা হয় নাই। সম্রাট দূতপতিকে আহ্বান করিবামাত্র দূতপতি বিনীতভাবে সমীপস্থ হইল। সম্রাট আদেশ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহানকে সম্মুখে উপস্থিত করিল। পিতা পুত্র সমীপে অতি সামান্য অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন, বৃদ্ধের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। শোকে ক্ষোভে ও অপমানে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। সেই অশ্রুজলে অনেক দর্শকের অন্তঃকরণ বিগলিত হইতে লাগিল। পুত্রের হৃদয় এমনি পাষাণ, এমনি বজ্র যে, কিছুতেই আর্দ্র হইল না। আরঙ্গজীব পিতার চক্ষুর দিকে অবলোকন করিয়া কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন,

এই নিমিত্ত মুখ ফিরাইয়া বিকৃতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলে, নিজদোষে ভাগ্যলক্ষ্মী হারাইয়াছ, তোমায় অনেকবার ক্ষমা করিয়াছি, অশক্ত হইয়া অবশেষে কারাগারে রাখিয়াছি, কিছুতেই তোমার শাসন হইল না। তোমার আচরণ চিরকালই একরূপ ভয়ানক রহিল। তোমায় আজ সমুচিত শাস্তি দিতে মানস করিয়াছি। রাজ্যলাভের আশা আজ অবধি পরিত্যাগ কর, তোমার জীবন সংহার করিয়া সমুদয় জ্বালা নিবারণ করিতেছি।"

সম্রাট সাজাহান, পুত্রের এইরূপ ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া একবারে মোহিত প্রায় হইলেন। মুখ হইতে সহসা কোন কথা বাহির হইল না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর করুণস্বরে এই মাত্র বলিলেন,—"তুমি সম্রাট, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সংসাধিত হইবে। সামান্য রাজ্য লোভে পিতার প্রাণ সংহার করিয়া পৃথিবীতে এক অদ্ভুত কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবে, আমার জীবন সংহার কর ক্ষতি নাই। যত দিন (মম তাজমহল) বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আমার নাম পৃথিবীতে দেদীপ্যমান থাকিবে। আর জীবন ধারণে সাধ নাই। আমি যেরূপ অপমানিত হইলাম, ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে। বৎস!—এখন বৎস বলিয়া সম্বোধন করিবার নয়, প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেছি,—তুমি আমার প্রতি যতই কেন অত্যাচার কর না, আমি তোমার মৃত্যু কামনা কখনই করি নাই। এখনও বলিতেছি—তুমি চিরজীবী হইয়া রাজ্য ভোগ কর। আমি এই পাপদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করি।"

সাজাহানের রোদনে উপস্থিত সমুদয় লোক হাহাকার করিয়া উঠিল। আরঙ্গজীবের হৃদয় চঞ্চল হইল, বলিলেন,—"তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, আর রাজ্য লাভের আশা কেন? এ বয়সে সংসার হইতে অবসর হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকা উচিত, নিজদোষে নিজের অমঙ্গল ঘটিবে

আমার অপরাধ কি? তোমায় জিজ্ঞাসা করি—তুমি আবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছ কেন? অন্যলোকে রাজ্য লাভ করিলে তোমার তাতে লাভ কি? আমার রাজলক্ষ্মী থাকিলে তোমারই খ্যাতি ও নাম থাকে।"

সাজাহান বলিল—"আমি কোনরূপ ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও জানি না। আমার উপর বৃথা দোষারোপ করিতেছ, অনুসন্ধান করিয়া অপরাধ স্থির করা উচিত ছিল।"

আরঙ্গজীব বলিল—"এবার তোমায় ক্ষমা করা গেল, জীবন রক্ষা করিলাম। প্রহরি! শীঘ্র ইহাকে কারাগারে সাবধানে রাখিয়া এস।" আদেশ মাত্র সাজাহান কারাগারে নীত হইলেন।"

বিচারার্থ সম্রাটসমীপে আর একজন অপরাধী উপস্থিত হইল। ইহার নাম রত্নপতিশ্রেষ্ঠী,—দেখিয়া আরঙ্গজীব বলিল—"নরাধম! পূর্ব্বেই তোর প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ক্ষমা করার এই ফল? আর নিষ্কৃতি নাই।"

রত্নপতি বলিল—"প্রভু! আমার কি অপরাধ?"

সম্রাট।"তুই কন্যা গোপন করিয়াছিস্। আবার বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিস্। তোমার প্রাণদণ্ড করিয়া সমুদয় গর্ব্ব চূর্ণ করিতেছি।"

রত্নপতি। "কন্যা গোপন করিবার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, বিদ্রোহিদিগের সহিত আমার কোন পরামর্শ হয় নাই।"

সম্রাট। "তুমি মিথ্যাবাদী, তোমার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।" এই বলিয়া ঘাতকদিগের প্রতি আদেশ করিলেন। ঘাতকগণ রত্নপতিকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। রত্নপতি কোনরূপ আপত্তিতেই বিলাপ করিবার অবকাশ পাইল না।"

বিচারস্থলে দেবদাস উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। সম্রাটের

মুখপানে অবলোকন করিতে লজ্জা ও শঙ্কা বোধ হইল। অধোবদনে রহিল।

সম্রাট কর্কশস্বরে বলিলেন—"নরাধম! তোকে প্রাণতুল্য বিশ্বাস করিতাম। তুই আমার বিপক্ষকুলের সাহায্য করিতেছিস্? আমি ত তোকে কোন দিন কোনরূপ অসন্তুষ্ট করি নাই।"

দেবদাস।"বিচার করুন।"

সম্রাট। "বিচার করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।"

দেবদাস। "আমি নির্দ্দোষ।"

সম্রাট। "প্রমাণ করা উচিত।"

দেবদাস। "আমার অপরাধ কিরূপে প্রমাণিত হইয়াছে?"

সম্রাট। "শিবজী ও অরিজিৎসিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমার অনিষ্টসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্।"

দেবদাস। "আপনি কি রূপে জানিলেন?"

সম্রাট। "তুমি কি শিবজীর সহিত কখন আলাপ কর নাই?"

দেবদাস। "তাতে হানি কি? আলাপ করিলেই কি অনিষ্টের আশঙ্কা হইতে পারে? হয়ত আমি আপনার প্রশংসাসূচক আলাপ করিয়াছি।"

সম্রাট। "তুমি আমার নিকট অনুমতি না পাইয়া পুণা যাওয়াতে আমার আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে।"

দেবদাস। "তাহাতে অন্য কোন শাস্তি হইতে পারে। সেই অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে না।"

সম্রাট। "কেবল তোমার এইমাত্র অপরাধ নয়।"

দেবদাস। "আপনি অবগত আছেন—আমি আপনার এক মহৎ উপকার করিয়াছি। আমি যে পত্র বহন করিয়া পুণা হইতে দিল্লী আগমন করি, তাহাই আপনার বর্ত্তমান মঙ্গলের অঙ্কুরস্বরূপ।

সম্রাট। "স্বীকার করি—সেই পত্র দ্বারাই আমার মান রক্ষা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই পত্রখানি আনয়ন করা বিশ্বাস ঘাতকতা হইয়াছে কি না?"

দেবদাস। "আপনার উপকারার্থ শিবজীর কিছু অনিষ্ট করিয়াছি।"

সম্রাট। "শিবজীর নিকট যে অপরাধ করিয়াছ, তাহাতে শীবজী তোমার অবশ্যই প্রাণদণ্ড করিতে পারেন। তুমি এক ব্যক্তির নিকট যখন বিশ্বাসঘাতক হইয়াছ, তখন অন্যের নিকটেও বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবাব সম্ভাবনা।"

দেবদাস। "স্বীকার করি আমার জীবনে এইমাত্র একটী দোষ ঘটিয়াছে, প্রথম দোষ মহৎ লোকের নিকট মার্জ্জনীয়।"

সম্রাট "এরূপ ভয়ানক দোষ ক্ষমাযোগ্য নয়। বিশেষতঃ আমি সহজ লোক নই। তোমায় ক্ষমা করিব না। কোন মুসলমান এরূপ দোস করিলে ক্ষমা করিতাম।"

দেবদাস। "আমি মৃত্যুকে ভয় করিনা। ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে মৃত্যু ভয়ঙ্কর নয়। আমার পুত্র পরিবার থাকিত, তবে তাহাদের জন্য চিন্তিত হইতাম। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। অমর কেহই নয়, সকলকেই মরিতে হইবে। এইমাত্র দুঃখের বিষয় যে, অবিচারে অপমৃত্যু ঘটিল।"

সম্রাট ঘাতকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ইহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাও, অদ্যই ইহার শিরশ্ছেদ হইবে।" দেবদাস অপসারিত হইলে সম্রাটসমীপে আর একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল, একজন রক্ষক পরিচয় দিতে লাগিল—"রাজেন্দ্র! এ বামুন হতভাগা আপনার প্রতিকূল মন্ত্রণারত হইয়া উদ্যোগ করিতেছিল।"

আরঙ্গজীব্ বলিল,—"আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি? তুমি

আমার প্রতিকূলতা করিতেছ কেন? এখন তোমার নিজ অপরাধের শাস্তি ভোগ কর।"

ব্রাহ্মণ। "রাজেন্দ্র! আমার কোন দোষ নাই, সংসারে আমার মমতা নাই, আমি উদাসীন, অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি এই নগরের প্রান্তভাগে বাস করিতেছি।"

সম্রাট। "তুমি একে হিন্দু, তাহাতে আবার সর্ব্বদা পুত্তলিকার অর্চ্চনা করিয়া থাক, কেবল এইমাত্র অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড হইতে পারে। তুমি কি জান না, আমার এরূপ আইন আছে,—গঙ্গাস্নান, পুত্তলিকা পূজা, যাগ যজ্ঞ করিলে, কঠিন শাস্তি ঘটে।"

ব্রাহ্মণ। "গঙ্গাস্নান ও পুত্তলিকা পূজা আপনার কোরাণ বিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু পাপ বলিতে পারেন না। ইহার ফলাফল দ্বারা অন্যের কোন হানি নাই, পুত্তলিকা পূজকগণ যে নরকগামী হইবে, ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই।"

সম্রাট। "যাহা কোরাণবিরুদ্ধ, তাহাই পাপজনক, অন্যেরা যাহাই মনে করুক, আমাকে কোরাণ মান্য করিয়া চলিতে হইবে।"

ব্রাহ্মণ। "আপনি এক বিপুল মহাদেশের অধিপতি, এইরূপ এক মহাদেশে নানারূপ জাতি নানারূপ ধর্ম্মাবলম্বী বাস করে, আপনি যদি কোন এক ধর্ম্মের পক্ষপাত করিয়া চলেন, তবে কিরূপে শান্তিরক্ষা হইতে পারে, কিরূপেই বা প্রজাগণ আপনার প্রতি ভক্তিমান্ থাকিতে পারে।"

সম্রাট। "তোমার সহিত ধর্ম্ম বিচার করিতে চাই না, বলপূর্ব্বক মহম্মদের ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিব, হিন্দু-দেব-পূজকদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া দেশের পাপ মোচন করিব।"

ব্রাহ্মণ। "মৃত্যু জন্য ভয় করি না, মৃত্যুকালে নীচজাতি শরীর স্পর্শ করিবে, এবং পাপকর শব্দ সকল শ্রুতিগোচর হইবে. ইহা স্মরণ করিয়া আত্মা অধীর হইতেছে।"

সম্রাট। "মৃত্যুকালে তোমার কর্ণে 'বিস্‌মল্লা' শুনাইব। সকল হিন্দুরা দেখিতে পাইবে, আমার কতদূর ধর্ম্মশাসন।" এই বলিয়া ঘাতকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে অনেক ঘাতক আসিয়া করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। আরঙ্গজীব বলিল, "এই দুরাত্মা ব্রাহ্মণকে লইয়া যাও, তপ্তলৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া ইহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে।" আর একজন অপরাধী সম্মুখে আনীত হইল। আরঙ্গজীব কিছুমাত্র বিচার ও বিবেচনা না করিয়াই ঘাতক হস্তে উহাকে অর্পণ করিল। সহসা একজন দূত আসিয়া বলিল,—"রাজেন্দ্র! রক্ষক সেনাগণ কুমার অরিজিৎ সিংহকে আনিয়া কিঞ্চিৎদূরে আছে, আদেশ হইলে এখানে উপস্থিত করিতে পারে।"

আরঙ্গজীব। "কুমার কিরূপ অবস্থায় আনীত হইয়াছে?"

দূত। "হস্তযুগল দৃঢ়রূপ আবদ্ধ আছে।"

আরঙ্গজীব। "বন্ধন মুক্ত করিয়া এখানে আনিতে বল, সাবধান, যেন কোন অস্ত্র ধারণ করিবার সুযোগ না পায়।" যে আজ্ঞা বলিয়া দূত নিষ্ক্রান্ত হইল।

কুমার বিষদন্তহীন ভুজঙ্গের ন্যায় নিরস্ত্র হইয়া বন্দীভাবে সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলেন, বদন মলিন, লোচনদ্বয় অশ্রুপরিপূর্ণ, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, দাক্ষিণাত্যে যিনি অলৌকিক রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অদ্য তিনি সামান্য কৌশলে সামান্যলোকের ন্যায় বিচারসভা সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন, অন্যায় ষড়যন্ত্রের নিকট গুণ-গৌরব বীরত্ব মহিমা সমুদই পরাস্ত।

আরঙ্গজীব কঠোর স্বরে বলিল,—"তুমি অতি অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাস পূর্ব্বক তোমার হস্তে সমুদয় সেনার ভার অর্পণ করিলাম, তুমি আমার রাজ্যের প্রতি লোভ করিয়া শিবজীর সহিত নানারূপ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তুমি আমার অশুভাকাঙ্ক্ষী।"

কুমার। "সূর্য্যবংশীয়েরা বিশ্বাসঘাতক নয়, প্রাণপণে তোমার কার্য্যসাধন করিয়াছি, এই মাত্র আমার অপরাধ—সম্মুখ যুদ্ধে আমার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই, আমি যে মোগল সাম্রাজ্যের অশুভাকাঙ্ক্ষী তাহাতে সন্দেহ নাই, বিদেশীয় নীচজাতীয় লোক ভারতবর্ষের রাজত্ব করিবে, ইহা কোন্ ক্ষত্রিয়ের বাঞ্ছনীয় ? কিন্তু যখন সৈন্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তখন প্রাণান্তে কার্য্যতঃ বিপক্ষতাচরণ করিব না।"

সম্রাট। "প্রাণভয়ে এরূপ বলিতেছ ?"

কুমার। "যে ক্ষত্রিয় প্রাণভয়ে কাতর, তাহার জীবনে ধিক্।"

সম্রাট। "আমি অতি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি তুমি ষড়যন্ত্র দ্বারা আমার রাজ্য লইবার চেষ্টা করিতেছ, তোমার প্রাণদণ্ড করিব।"

কুমার। "প্রাণদণ্ড হইবে তাহাতে ভয় বা অসন্তোষ নাই, কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় মরিতে ইচ্ছা হয়না।"

সম্রাট। "এখন তুমি আমার হস্তে পতিত হইয়াছ, নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছ, কোনরূপে তোমায় ছাড়িব না। তোমার গর্ব্ব ও তেজ সর্ব্বদাই আমার মনে জাগরূক আছে।"

কুমার। "আমাকে অতি ঘৃণিতভাবে রুদ্ধ ও নিগ্রহ করিয়াছ, কাপুরুষ নরাধম ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি এরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ?"

সম্রাট। "কৌশল ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি জয় লাভ করিতে পারে ?"

কুমার। "এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণ বধ করিয়া জ্বালা নিবারণ কর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। বৃথা বিচারের ভান করিয়া কাল গৌণ করা উচিত নয়।"

সম্রাট। "তোমার দোষ প্রকাশ করিয়া এবং তর্ক দ্বারা নির্ব্বাক করিয়া পরে শাস্তি দেওয়া হইবে।"

কুমার। "কি বিচার করিবে, কর? তর্ক ও যুক্তি প্রয়োগ করিবার আর কি পথ আছে? আমার প্রতি অত্যাচার করা তোমার পক্ষে নূতন নহে। যে ব্যক্তি নিজ পিতার প্রাণ বধ করিতে উদ্যত, তাহার সম্বন্ধে অন্যের কথা উল্লেখ করাই বৃথা। তোমার নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিতেছি না, মৃত্যু অসন্তোষজনক নহে, আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমায় পশুর ন্যায় বধ করিতে মানস করিয়াছ, আমার হস্তে অস্ত্র দাও, যুদ্ধ করিয়া অম্লান-মুখে প্রাণত্যাগ করিব। কোন বীরপুরুষকে এরূপ জঘন্যভাবে নিহত করা অতি নীচলোকের কর্ম্ম। তোমার যদি কিছুমাত্র, মনুষ্যত্ব থাকে, তবে অবশ্যই আমার হস্তে অস্ত্র প্রদান করিতে সাহসী হইবে।"

আরঙ্গজীব কুমারের কথার কোন উত্তর না দিয়া ঘাতকদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিবামাত্র ঘাতকগণ সম্মুখে উপস্থিত হইল। রক্ষক ও ঘাতকগণে বেষ্টিত হইয়া কুমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে লাগিলেন।

এ সময়ে একজন দূত আসিয়া বলিল,—"অরিজৎ সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজিৎ সিংহ আত্মরক্ষায় সাবধান হইয়াছে। কৌশল সমুদয় ব্যর্থ হইয়াছে, বল প্রয়োগ ভিন্ন ধৃত করা যাইবে না।"

সম্রাট আরঙ্গজীব এই সংবাদে কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"অজিৎসিংহ সামান্য লোক নয়, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গোলযোগ করিতে পারে। শীঘ্র কার্য্য সমাপ্ত করা কর্ত্তব্য।" ঘাতকদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আদেশ করিল,—"অপরাধীদিগের শীঘ্র প্রাণদণ্ড কর। এক প্রহরের অধিক বিলম্ব না হয়। যে অপরাধীর যেরূপ অবস্থায় প্রাণ দণ্ডের বিধান হইয়াছে, সেইরূপ সম্পাদন করিতে হইবে।"

সম্রাটের মুখ হইতে এই আদেশ গভীর উচ্চৈঃস্বরে নিঃসৃত হইতে

হইতে সেনা ও ঘাতকগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, অপরাধিগণের হৃদয় অধিকতর কম্পিত হইতে লাগিল, ঘাতকগণ সত্বর হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

এদিকে অজিৎসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিপদ জানিতে পারিয়া প্রতীকারের নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। অনেক বিদ্রোহি সেনা অজিৎ সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল। সৈন্যগণ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কুমারের উদ্ধারার্থ বধ্যভূমির অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইল।

হেমকর সংবাদ পাইয়া অধীর হইয়া পড়িল, বিলাপ ও পরিতাপ করিবার অবকাশ নাই। অজিৎসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উদ্ধারার্থ সসৈন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত ব্যগ্র হইল। মাধবিকাকে বলিল,—“আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। আমি যুদ্ধে চলিলাম, চিরকাল ছদ্মবেশে কালযাপন করিলাম। সকলের নিকট প্রকাশিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার ন্যায় হতভাগিনীর জীবনধারনে কি ফল? আমি সর্ব্ব সমক্ষে জীবন ত্যাগ করিয়া পরিত্রাণ পাইব। আমি যদি না জন্মিতাম, তবে জননী পরিত্যক্তা হইতেন না। আমায় যিনি প্রতিপালন করিলেন, আমার নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইল, যিনি আমার বল্লভ, তাঁহার এই দশা উপস্থিত,—মৃত্যু ভিন্ন আমার ন্যায় দুর্ভাগিনীর ঔষধ নাই।” এই বলিয়া সত্বর অসি চর্ম্ম ধারণ করিয়া অশ্বে আরোহণ করিল। আবার বলিল, “সখি! আমার প্রকৃত বেশ বিন্যাস করিয়া দাও, নিজবেশে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিব, ছদ্মবেশে মরিতে ইচ্ছা হইতেছে না। ক্ষণবিলম্বে নায়কের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করিল। দক্ষিণ হস্তে অসি ধারণ করিয়া অশ্ব চালাইতে উদ্যত হইল। অনেকগুলি সেনা নলিনীর পক্ষ হইয়া চলিল, বেশ পরিবর্ত্তনের দিকে কেহ লক্ষ্য করিল না।

ইতি পূর্ব্বে অজিৎ সিংহ হেমকরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিলেন, এখন সসৈন্য আসিতে দেখিয়া অনুমান করিলেন,—অনুকূলতা করিবার মানসে আসিতেছে। উভয়ের বহুসংখ্যক সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া বধ্যভূমির চারিদিক বেষ্টন করিতে লাগিল।

আরঙ্গজীব পূর্ব্বেই উপস্থিত ঘটনার পূর্ব্ব-লক্ষণ জানিতে পারিয়া অপরাধিদিগের প্রাণ দণ্ড করিতে ব্যগ্র হইলেন।

প্রথম রত্নপতিকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিকট আনয়ন করা হইল। রত্নপতি ইষ্টদেব ও পরিবারবর্গকে স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ঘাতকগণ বিলম্ব না করিয়া গলে রজ্জু বন্ধন করিয়া শূন্যদেশে উত্তোলন করিল। নিমেষমাত্রে উদ্বন্ধনকাষ্ঠে দোলিত হইতে লাগিল, চক্ষু বিকৃত ও জিহ্বা বহির্গত হইল। স্ত্রী বলিয়া পদ্মলতিকা পরিত্যক্তা হইল।

দেবদাসকে রুদ্ধ করিয়া এক কাষ্ঠোপরি শয়ান করাইল, এক ব্যক্তি ঘাতক তরবারি দ্বারা এক আঘাত করিবামাত্র মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। রুধির-ধারা বেগে উত্থিত হইয়া দূরে ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, মস্তকহীন কলেবর ভূমিতে বেগে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

উদাসীন ব্রাহ্মণ সমীপে আনীত হইল, এক স্তম্ভের সহিত হস্ত যুগল বন্ধন করিয়া আবদ্ধ করিল। কতকগুলি কুক্কুক চারিদিক বেষ্টন করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে আক্রমণ করিয়া হস্ত, পদ, উদর, বক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা ইহার প্রাণ বধ করিবার আর অপেক্ষা রহিল না। আদেশ ক্রমে কুমার অরিজিৎ সিংহ আসিয়া আরঙ্গজীবের সম্মুখ দণ্ডায়মান হইল।

আরঙ্গজীব কর্কশ স্বরে বলিল,—“এখনও বার বার বলিতেছি, তুমি আমার বিপক্ষতা পরিত্যাগ কর, তোমার কেশও স্পর্শ করিব না। মুক্তকণ্ঠে বল, তুমি সর্ব্বদা আমার হিতকামনা করিবে?”

কুমার কম্পিত কলেবরে গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—“তুমি আমায় অন্যায়রূপে অপমান করিয়াছ, জীবিত থাকিলে প্রাণপণে তোমার অনিষ্ট সাধন করিব। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমার মত অবস্থাপন্ন লোকের মৃত্যুই মঙ্গল।

আরঙ্গজীব ঘাতকদিগকে বলিল,—"কুমারকে বধ্যস্থলে লইয়া যাও তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না।"

আরঙ্গজীবের আদেষ শুনিয়া হরেন্দ্রদেব, ও যশোবন্তসিংহ ক্রোধে ও শোকে অধীর হইল। শিবজী বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। অনেক দর্শক হাহাকার করিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"অভিতপ্তময়োপি মার্দ্দবম্।
ভজতে কৈবকথা শরীরিণাম্॥"

অদ্য প্রকৃতি কি ভয়ঙ্করী, সূর্য্য যেন বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তর্জ্জন করিতেছেন। পবন যেন মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতেছে। গগন মণ্ডলে পবন চালিত" ছিন্ন ভিন্ন মেঘদল দেখিয়া বোধ হয়, যেন সমরক্ষেত্র শোভা পাইতেছে।

নলিনী বিপদকাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এখনই আত্মঘাতিনী হওয়া উচিত। 'কিরূপে ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিব? এরূপ সময়ে জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ। আমাদের পক্ষে যত সৈন্য আছে, ইহা লইয়া প্রতিকূলতা করা কেবল কতগুলি নরহত্যা সঙ্ঘটন করামাত্র, কোনরূপে কুমারের উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হইবনা। হয়ত রণে ধৃত হইলে পরে প্রাণনাশ অপেক্ষা গুরুতর বিপদ ঘটিতে পারে।"

অজিৎসিংহের সৈন্য ও নলিনীর সৈন্য একত্র বধ্যভূমি বেষ্টন করিল। সম্রাটের সৈন্য বিপক্ষদল অপেক্ষা শতগুণ অধিক। দুইদল সৈন্য সম্মুখ হইয়া বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

আরঙ্গজীব গোলযোগ দেখিয়া এক অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিল। শিবজী প্রভৃতি রাজাগণ কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া একদিক দাঁড়াইল।

নলিনী অশ্ব চালাইয়া হঠাৎ দুইদলের মধ্যভাগে উপস্থিত হইল।

উভয়পক্ষীয় সেনাগণ কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া স্থান ছাড়িয়া দিল, এবং সকলেই বিস্মিত হইয়া নলিনীর পানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আরঙ্গজীব কৌতূহলী হইয়া নলিনীর নিকটে অশ্বকে আনয়ন করিল। ঘাতকগণ চকিত হইয়া নলিনীর দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকে নলিনীর রূপে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া কল্পনা করিতে লাগিল,—"এ কামিনী হঠাৎ কোথাহইতে কি উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইল? দেবকন্যা, কি গন্ধর্ব্বকন্যা, কিছুই স্থির করা যায় না। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ অল্প অল্প অপসৃত হইয়া মধ্যভাগে ক্ষুদ্র এক প্রান্তর সদৃশ স্থান শূন্য করিল। প্রধান প্রধান সেনা ও রাজগণ সেই প্রান্তর মধ্যে সম্রাট সমীপে দণ্ডায়মান হইল।

এসময়ে মাধবিকা, নর্ম্মদা ও তাপসী ঊর্দ্ধশ্বাসে সৈন্য ভেদ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। রাজগণ ও আরঙ্গজীব দেখিয়া আরও চকিত হইল।

নলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"এ হতভাগিনীর কথা সকলে কর্ণপাত কর। হে সৈন্য সামন্তগণ! তোমরা নীরব হইয়া শ্রবণ কর;—অনেক লোককে প্রতারণা করিয়াছি, মোহিত করিয়াছি, এতদিন ছদ্মবেশে ছিলাম, অদ্য লোকের নিকট প্রকৃত পরিচিত হইতেছি। আর জীবন ধারণে ফল নাই; ঘোরতর অশুভ ঘটনার পূর্ব্বেই পৃথিবী ত্যাগ করা ভাল। এই বলিয়া নিজ কণ্ঠদেশে হঠাৎ তরবারি আঘাত করিল। রক্তধারা বেগে বাহির হইতে লাগিল, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল, কেশ-জাল আলুলায়িতি হইল, হস্ত পদ দ্রুত সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

নর্ম্মদা উন্মাদিনী প্রায় হইয়া করুণ-স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"দুঃখিনি! তোর কি পরিণামে এই হইল? পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, বড় আশা করিয়াছিলে; সেই আশা পূর্ণ করিবার অবকাশ হইল না। তুই পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিস্, আমি পাপ সংসার নিশ্চয় ত্যাগ করিব, তাপসী বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া বিকৃত-স্বরে বলিতে লাগিল, "আমি কাশ্মীরদেশীয় রাজপত্নী, যৌবনকালে দুইটী কন্যার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম, অনেক কাল কন্যা দুইটী হারাইয়া উন্মাদিনীপ্রায় ছিলাম, সম্প্রতি বিধাতা কন্যা দুইটীকে

মিলাইয়া ছিলেন। আমার পতি হরেন্দ্র দেব। আশা ছিল কন্যা দুটীর সহিত মহারাজের নিকট যাইয়া অপরাধ মার্জ্জনা ভিক্ষা করি, অবকাশ হইল না। ইতিমধ্যে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, এই পাপ সংসার পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য," এই বলিতে বলিতে কম্পিত কলেবরে মূর্চ্ছিত দেহের উপরে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। হরেন্দ্র দেব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অমনি অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলন—"আমার ন্যায় নরাধম সংসারে আর নাই, কুলাচারের অনুরোধে ভার্য্যা ত্যাগ করিয়াছি, কন্যাবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, অদ্য স্বচক্ষে কন্যাবধ দেখিলাম, প্রিয়া সেই দিবস বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, একবার সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিলাম না!" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মাধবিকা রোদন করিয়া বলিতে লাগিল,—"প্রিয়সখী আত্মঘাতিনী হইল আমি এ জীবন রাখিব না, আমার নিকট এই সংসার নরক সদৃ বোধ হইতেছে, প্রিয়সখী ভিন্ন এ হতভাগিনীর কেহ নাই, প্রিয় সখীর বিরহ সহ্য করিতে পারিবনা, আমার সমুদয় পরিশ্রম ও চেষ্টা বিফল হইল, মাগো বসুমতি! আমায় গ্রহণ কর, হে সূর্য্যদেব আমার জীবন গ্রহণ কর," এইরূপ বলিতে বলিতে নলিনীর মৃত দেহ আলিঙ্গন করিল।

অরিজিৎসিংহ দেখিয়া একবারে বিস্মিত হইলেন। ক্ষণকাল চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—'স্বচক্ষে এরূপ শোচনীয় ব্যাপার দেখিলাম। আর মুহূর্ত্তকাল পরে হইলে দেখিতে হইত না। কেন আমার মৃত্যুতে বিলম্ব হইতেছে। উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—"হা প্রিয়ে! তুমি সমরশায়িনী হইলে?"

সম্রাট এখন অবগত হইতে পারিলেন—এই শ্রেষ্ঠি কন্যার জন্যেই অনুরাগ জন্মিয়াছিল, সে কামিনী, অই সমরশায়িনী হইল। শিবজী বলিলেন—"ভীষ্মদেব যেরূপ কুরুক্ষেত্রে সমরশায়ী হইয়া ছিলেন। এ কামিনীও অদ্য সেইরূপ সমরশায়িনী হইল।"

সম্পূর্ণ।